



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
October 2024

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী-অভিমানী হওয়ার প্র্যাক্টিস করো, এই প্র্যাক্টিসের দ্বারা-ই তোমরা পুণ্য আত্মা হতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ নলেজটির কারণে তোমরা বাচ্চারা সর্বদা প্রফুল্লিত থাকো?

*উত্তরঃ - তোমরা নলেজ পেয়েছো যে এই নাটক অত্যন্ত ওয়ান্ডারফুল ভাবে নির্মিত হয়েছে, এতে প্রত্যেক অ্যাক্টরের অবিনাশী পার্ট নির্ধারিত রয়েছে। সবাই নিজের নিজের পার্প প্লে করছে। সেই কারণেই তোমরা সর্বদা প্রফুল্লিত থাকো।

*প্রশ্নঃ - কোন্ বিশেষ বিদ্যা কেবল বাবার মধ্যেই রয়েছে, অন্য কারোর কাছে নেই?

*উত্তরঃ - দেহী-অভিমানী বানানোর বিদ্যা কেবল বাবার মধ্যেই রয়েছে। কারণ তিনি সর্বদাই দেহী এবং সুপ্রীম। এই বিশেষ কলা কোনো মানুষের কাছেই নেই।

ওম্ শান্তি । বাবা নিজে বসে থেকে আত্মিক বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। নিজেকে আত্মা অনুভব করা উচিত । বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছেন যে সর্বাগ্রে এই প্র্যাক্টিস করো যে আমি হলাম আত্মা, শরীর নই। নিজেকে আত্মা অনুভব করলেই পরমপিতাকে স্মরণ করতে পারবে। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব না করলে অবশ্যই লৌকিক সম্বন্ধ, চাকরি ব্যবসা এ'সবের কথা স্মরণে আসবে। তাই সর্বাগ্রে এই প্র্যাক্টিস হওয়া চাই যে আমি হলাম আত্মা। তখনই আত্মিক পিতাকে স্মরণ স্থায়ী হবে। বাবা শিক্ষা প্রদান করছেন যে নিজেকে শরীর মনে ক'রো না। সমগ্র কল্পে কেবল একবারই বাবা এই জ্ঞান প্রদান করেন। আবার ৫ হাজার বছর পরে এইরকম ভাবে বোঝাবেন। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করলে বাবার কথাও স্মরণে আসবে। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা নিজেকে শরীর বলে ভেবেছো। এখন নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। তোমাদের মতো আমিও এক আত্মা। কিন্তু আমি হলাম সুপ্রীম। আমি তো আত্মা রূপেই থাকি, তাই কোনো দেহ আমার স্মরণে আসে না। এই দাদাও তো শরীরধারী। কিন্তু শিব বাবা হলেন নিরাকার। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সাকার শরীরধারী। শিববাবার আসল নাম হলো শিব। তিনিও আত্মা, কিন্তু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সুপ্রীম আত্মা। কেবল এই সময়েই এই শরীরে এসে প্রবেশ করি। তিনি কখনোই দেহ-অভিমানী হন না। সাকার শরীরধারী মানুষ দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। কিন্তু তিনি তো সর্বদাই নিরাকার। তাই তিনি এসেই এই অভ্যাস করান। তিনি বলছেন - তোমরা নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। মন দিয়ে বসে শিক্ষা গ্রহণ করো যে 'আমি হলাম আত্মা', 'আমি হলাম আত্মা'। আমি আত্মা শিববাবার সন্তান। সবকিছুই তো প্র্যাক্টিস করতে হয়। বাবা নতুন কিছু বোঝাচ্ছেন না। তোমরা যখন নিজেকে পাকাপাকি ভাবে আত্মা রূপে অনুভব করবে তখন বাবাও পাকাপাকি ভাবে স্মরণে থাকবে। দেহ-অভিমান থাকলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। অর্ধেক কল্প ধরে তোমাদের শারীরিক অহংকার থাকে। এখন তোমাদেরকে শেখাচ্ছি যে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। সত্যযুগে কেউ এইভাবে শেখাবে না যে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। শরীরের তো অবশ্যই একটা নাম থাকবে। নাহলে একে অপরকে ডাকবে কিভাবে। এখানে তোমরা বাবার কাছ থেকে যে উত্তরাধিকার পেয়েছো, সেটাই ওখানে তোমরা পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত করবে। একে অপরকে তো নাম ধরেই ডাকবে, তাই না ? কৃষ্ণও তো শরীরের নাম। নাম না থাকলে তো কাজকর্মই করা যাবে না। এমন নয় যে ওখানেও নিজেকে আত্মা অনুভব করার শিক্ষা দেওয়া হবে। ওখানে তো সকলেই আত্ম-অভিমানী থাকবে। এখন অনেক পাপের বোঝা রয়েছে বলে এখানেই তোমাদেরকে এইরকম অভ্যাস করানো হয়। ধীরে ধীরে একটু একটু করে পাপ করতে করতে এখন ফুল পাপ আত্মা হয়ে গেছো তোমরা। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা যা কিছু করেছো, সেইসব তো অবশ্যই বিনাশ হবে। ধীরে ধীরে কমছে। সত্যযুগে তোমরা সত্যপ্রধান থাকো, তারপর ত্রেতাযুগে সত্য অবস্থা প্রাপ্ত করো। উত্তরাধিকার এই সময়েই পাওয়া যায়। নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এই সময়েই বাবা দেহী-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন। সত্যযুগে কেউ এইরকম শিক্ষা দেবে না। নিজ-নিজ নাম অনুসারেই সবকিছু চলবে। এখানে তোমাদের প্রত্যেককে স্মরণের শক্তি দ্বারা পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হতে হবে। সত্যযুগে এই শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। এই শিক্ষা তোমরা ওখানে নিয়ে যাবে না। জ্ঞানও নিয়ে যাবে না, যোগও নিয়ে যাবে না। এখনই তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে কলা কমতে থাকবে। যেভাবে চাঁদের কলা কম হতে হতে শেষে কেবল একটা দাগ রয়ে যায়। সংশয় প্রকাশ করো না। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করো।

আগে তো নিশ্চয় করো যে, আমি হলাম আত্মা। তোমরা আত্মারাই এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছো। আগে সত্যপ্রধান ছিলে,

তারপর ধীরে ধীরে কলা কম হয়েছে। 'আমি হলাম আত্মা' - এটা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি বলেই তোমরা বাবাকে ভুলে যাও। এটা হলো সর্বপ্রথম এবং মুখ্য বিষয়। আত্মা-অভিমানী হলে বাবা এবং উত্তরাধিকার দুটোই স্মরণে আসবে। আর উত্তরাধিকার স্মরণে থাকলে পবিত্রও থাকবে, দিব্য গুণ গুলোও ধারণ হবে। এইম অবজেক্ট তো সামনেই রয়েছে। এটা হলো গডলী ইউনিভার্সিটি। এখানে স্বয়ং ভগবান শিক্ষা দেন। তিনিই দেহী-অভিমানী বানাতে পারেন। অন্য কারোর মধ্যেই এই বিদ্যা নেই। এই শিক্ষা কেবল বাবা-ই দেন। দাদাও এখন পুরুষার্থ করছেন। বাবা তো কখনোই শরীর ধারণ করেন না। তাই তাঁকে দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হয় না। তিনি কেবল এই সময়েই তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী বানানোর জন্য আসেন। কথায় বলে যে - যার মাথায় মামলার (অনেক দায়িত্ব) বোঝা, সে কিভাবে ঘুমাবে...। অনেক রকমের ব্যবসার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়ে গেলে সময় পাওয়া যায় না। যার সময় আছে সে-ই বাবার কাছে পুরুষার্থ করতে আসে। অনেক নতুন বাচ্চাও আসে। ওরা বুঝতে পারে যে এটা খুব ভালো জ্ঞান। গীতাতেও লেখা আছে - আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনষ্ট হবে। সুতরাং বাবা-ই এইসব বোঝাচ্ছেন। বাবা কাউকে দোষ দিচ্ছেন না। তিনি তো জানেন যে তোমরা পবিত্র থেকে পতিত অবশ্যই হবে এবং তারপর আমাকেও এসে পতিত থেকে পবিত্র করতে হবে। এটা তো পূর্বনির্মিত নাটক। তাই কারোর নিন্দা করার প্রশ্নই আসে না। তোমরা বাচ্চারা এখন এই জ্ঞানকে সঠিকভাবে জেনেছো। অন্য কেউ তো ঈশ্বরকে জানেই না। তাই তারা হলো অনাথ বা নাস্তিক। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদেরকে কতই না বিচক্ষণ বানিয়ে দিচ্ছেন। শিক্ষক রূপে শিক্ষা দিচ্ছেন। কিভাবে এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয়, সেই শিক্ষা পেয়ে তোমরাও শুধরে যাও। যে ভারত এক সময়ে শিবালয় ছিল, সেটাই এখন বেশ্যালয় হয়ে গেছে। তবে এর জন্য নিন্দা করার দরকার নেই। এটাই তো খেলা। বাবা তো এটাই বোঝাচ্ছেন যে তোমরা কিভাবে দেবতা থেকে অসুর হয়েছে। 'কেন হয়েছে' - সেটা বলছেন না। বাবা কেবল বাচ্চাদেরকে নিজের পরিচয় এবং সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয় সেই জ্ঞান দেওয়ার জন্যই এসেছেন। মানুষই তো এই জ্ঞান জানবে। তোমরা এখন এই জ্ঞান জেনে দেবতা হতে যাচ্ছে। এ হলো মানুষ থেকে দেবতা বানানোর শিক্ষা। স্বয়ং বাবা বসে থেকে শেখান। এখানে সকলেই মানুষ। দেবতাদের পক্ষে তো এই দুনিয়ায় আসা সম্ভব নয় যে তারা শিক্ষক হয়ে শিক্ষা দেবে। শিক্ষক শিববাবাকে দেখো যে তিনি কীভাবে পড়ানোর জন্য আসেন। গেয়েও থাকে যে পরমপিতা পরমাত্মাকে কোনো রথ নিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি কোন্ রথ নেন সেটা সঠিকভাবে লেখা নেই। ত্রিমূর্তির ছবির রহস্যও কেউ বোঝে না। পরমপিতা হলেন পরম আত্মা। তিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় তো অবশ্যই দেবেন। এটা কোনো অহংকার নয়। বুঝতে পারে না বলে অনেকে বলে দেয় যে এনার মধ্যে অহংকার রয়েছে। ব্রহ্মা তো কখনও বলে না যে আমি পরমাত্মা। এইগুলো বোঝার বিষয়। এটা তো বাবার মহাবাক্য যে সকল আত্মার পিতা এক। এনাকে তো ঠাকুরদাদা বলা হয়। ইনি হলেন ভাগ্যবান রথ। যেহেতু ব্রাহ্মণদেরকে প্রয়োজন, তাই এনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়েছে। আদি দেব প্রজাপিতা ব্রহ্মা। প্রজাদের পিতা। কিন্তু প্রজা কারা? যেহেতু প্রজাপিতা ব্রহ্মা শরীরধারী, তাই তিনিই সবাইকে অ্যাডপ্ট করেছেন। বাচ্চাদেরকে শিববাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি কখনও অ্যাডপ্ট করি না। তোমরা সকল আত্মারা তো সর্বদাই আমার সন্তান। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করি না। আমি তোমাদের অর্থাৎ সকল আত্মার অনাদি পিতা। বাবা কত ভালো করে বোঝাচ্ছেন। কিন্তু সবকিছু বোঝানোর পরেও নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করতে বলছেন। তোমরা সমগ্র পুরাতন দুনিয়ার থেকে সন্ধ্যাস করো। বুদ্ধির দ্বারা জেনেছো যে এই দুনিয়া থেকে সবাই ফিরে যেতে হবে। এমন নয় যে সন্ধ্যাস গ্রহণ করে জঙ্গলে চলে যেতে হবে। সমগ্র দুনিয়ার থেকে সন্ধ্যাস করে ঘরে ফিরে যাব। তাই কেবল বাবা ব্যতীত অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে। যেহেতু ৬০ বছর বয়স হয়ে গেলে, বাণীর উর্ধ্ব বাণপ্রস্থে যাওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত। এই বাণপ্রস্থে যাওয়ার বিষয়টি হলো এখনকারই। ভক্তিমার্গে তো কেউ বাণপ্রস্থের ব্যাপারে জানবেও না। বাণপ্রস্থ কথার সঠিক অর্থই বলতে পারবে না। বাণীর উর্ধ্ব মানে হলো মূলবতন। ওখানে যখন আত্মারা নিবাস করে তখন সকলে বাণপ্রস্থ অবস্থায় থাকে। সবাইকে এখন ঘরে ফিরতে হবে।

শান্ত্রে দেখানো হয়েছে যে আত্মা দুই ভ্রুর মাঝে অবস্থিত ঝলমলে এক নক্ষত্র। অনেকে মনে করে আত্মা বৃদ্ধাপুষ্ঠের আকৃতির। বৃদ্ধাপুষ্ঠের মতো আকৃতিকেই স্মরণ করে থাকে। স্টারকে কীভাবে স্মরণ করবে? পূজা কীভাবে করবে? বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা যখন দেহ-অভিমানের বশে এসে যাও, তখন পূজারী হয়ে যাও। তখন থেকে ভক্তি করা আরম্ভ হয়। ওটাকে ভক্তিমার্গ বলা হয়। জ্ঞানমার্গ সম্পূর্ণ আলাদা। যেভাবে দিন এবং রাত্রি কখনো একসঙ্গে হয় না, সেইরকম জ্ঞান এবং ভক্তিও কখনো একসঙ্গে হয় না। সুখের সময়কে দিন বলা হয় আর দুঃখ অর্থাৎ ভক্তিকে রাত্রি বলা হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রির কথা বলা হয়। প্রজা এবং ব্রহ্মা নিশ্চয়ই একসঙ্গেই থাকবে। তোমরা বুঝেছ যে আমরা ব্রাহ্মণরাই অর্ধেক কল্প ধরে সুখ ভোগ করি এবং তারপর অর্ধেক কল্প দুঃখ ভোগ করি। এটা তো বুদ্ধির দ্বারা বোঝার বিষয়। এটাও জানো যে সবাই তো বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাবা স্বয়ং বোঝাচ্ছেন যে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। সবাইকে এই বার্তা দিতে হবে। সেবা করতে হবে। যে সেবা

করে না তাকে ফুল বলা যাবে না। বাগানের মালিক যখন বাগানে আসে তখন তো সে ফুল-ই দেখতে চায়। ফুল অর্থাৎ যারা সার্ভিসেবল, অনেকের কল্যাণ করে। যার মধ্যে দেহ-অভিমান রয়েছে, সে নিজেও বুঝতে পারে যে আমি তো ফুলের মতো নয়। বাবার সম্মুখে তো ভালো ভালো ফুল বসে আছে। ওদের দিকে বাবার নজর যাবে। তখন সুন্দরভাবে নৃত্য করবে। স্কুলের টিচার তো জানে যে কে নম্বর ওয়ান, কে দুই নম্বর, কে তিন। সেইরকম, সেবাস্থানীয় বাচ্চাদের দিকেই বাবার অ্যাটেনশন যাবে। ওরাই বাবার অন্তরে জায়গা করে নেবে। যাদের দ্বারা ডিস-সার্ভিস হয়ে যায় তারা মোটেও বাবার হৃদয়ে স্থান পাবে না। যে মুখ্য বিষয়টি বাবা সবার আগে বোঝান সেটা হলো নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করলেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। দেহ-অভিমান থাকলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। লৌকিক সম্বন্ধ বা চাকরি ব্যবসার দিকেই বুদ্ধি চলে যাবে। দেহী-অভিমानी হলে কেবল পারলৌকিক পিতার কথাই স্মরণে আসবে। বাবাকে তো খুব ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করার জন্য তো পরিশ্রম করতে হবে। একান্তের প্রয়োজন। কারণ এই ৭ দিনের কোর্স খুবই কঠিন। কারোর কথা যেন মনে না আসে। কাউকে পত্র লেখাও যাবে না। তোমরা শুরুর দিকে এইরকম ভাঙি করেছিলে। এখানে তো সবাইকে রাখা যাবে না। তাই বলা হয় ঘরে বসে প্র্যাকটিস করো। ভক্তরাও ভক্তি করার জন্য আলাদা কক্ষ তৈরি করে। সেখানে বসে মালা জপ করে। এই স্মরণের যাত্রার জন্যও একান্তের প্রয়োজন। কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এর জন্য মুখে কিছু উচ্চারণও করতে হবে না। এই স্মরণের অভ্যাসের জন্য সময় দিতে হবে।

তোমরা জানো যে লৌকিক পিতা হলেন সীমিতের ক্রিয়েটর। ইনি হলেন অসীম জগতের রচয়িতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও অসীম জগতের। তিনি বাচ্চাদেরকে অ্যাডপ্ট করেন। শিববাবা অ্যাডপ্ট করেন না। সবাই তো সর্বদাই তাঁর সন্তান। তোমরা বলো যে আমরা হলাম শিববাবার অনাদি সন্তান। ব্রহ্মা তোমাদেরকে অ্যাডপ্ট করেছেন। প্রতিটি বিষয় ভালো করে বুঝতে হবে। বাবা প্রতিদিন বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। অনেকে বলে বাবার কথা স্মরণে থাকে না। বাবা বলেন, এর জন্য তো একটু সময় বের করতে হবে। অনেকে এমন রয়েছে যারা একটুও সময় বার করতে পারে না। বুদ্ধিতে অনেক কাজের কথা ঘুরতে থাকে। তারা কীভাবে স্মরণের যাত্রা করবে? বাবা বোঝাচ্ছেন - আসল কথা হলো নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে আমাদের অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। আমি হলাম আত্মা, শিববাবার সন্তান - এটাই হলো মন্বনা ভব। এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। আশীর্বাদের কোনো প্রশ্নই নেই। এটা তো পড়াশুনা। এক্ষেত্রে আশীর্বাদ কিংবা কৃপা করার প্রশ্নই আসে না। আমি কি কখনো তোমাদের মাথায় হাত রাখি? তোমরা জানো যে আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষি। অমর ভব, আয়ুষ্মান ভব... এর মধ্যেই সব বিষয় রয়েছে। তোমরা পূর্ণ আয়ু পেয়ে যাও। ওখানে কখনো অকালে মৃত্যু হবে না। ওই উত্তরাধিকার তো কোনো সাধু-সন্ত দিতে পারবে না। ওরা তো বলে পুত্রবান ভব। মানুষ ভাবে যে ওনার কৃপাতেই বুদ্ধি সন্তান হয়েছে। যার সন্তান হয়নি সে তখন তার কাছে গিয়ে শিষ্য হবে। এই জ্ঞান তো কেবল একবার পাওয়া যায়। এ হলো অব্যাভিচারী জ্ঞান। অর্ধেক কল্প ধরে প্রালঙ্ চলে। তারপর হলো অজ্ঞানতা। ভক্তিকে অজ্ঞানতা বলা হয়। প্রতিটি বিষয়কে খুব ভালো করে বোঝানো হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এখন হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা, তাই বুদ্ধির দ্বারা সবকিছুর থেকে সন্ন্যাস নিয়ে কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। একান্তে বসে অভ্যাস করতে হবে যে - আমি হলাম আত্মা...আমি আত্মা।

২) সার্ভিসেবল ফুল (পুষ্প) হতে হবে। দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যাতে ডিস-সার্ভিস হয়ে যায়। অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে। স্মরণ করার জন্য অবশ্যই কিছুটা সময় বার করতে হবে।

বরদান:-

পরমাত্ম জ্ঞানের নবীনত্ব “পবিত্রতা”কে ধারণকারী সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত ভব

এই পরমাত্ম জ্ঞানের নবীনত্বই হলো পবিত্রতা। জোর গলায় তোমরা বলতে পারো যে আগুন আর কর্পূর একসাথে থাকলেও আগুন লাগবে না। সমগ্র বিশ্বের সামনে তোমাদের চ্যালেঞ্জ হলো এটাই যে, পবিত্রতা ছাড়া যোগী বা জ্ঞানী তু আত্মা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং পবিত্রতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ আকর্ষণ-মুক্ত। কোনও ব্যক্তি বা সাধনের প্রতিও যেন আকর্ষণ না থাকে। এইরূপ পবিত্রতার দ্বারাই প্রকৃতিকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে পারবে।

স্লোগান:- পবিত্রতাই হলো তোমাদের জীবনের মুখ্য ফাউন্ডেশন, জীবন যায় যাক কিন্তু ধর্ম যেন না যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে থেকে সকল কর্ম করো, তাহলে অনেকের তোমাদের সাক্ষাৎকার হতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগে কোন্ বিধির দ্বারা নিজের হৃদয়কে শুদ্ধ (পবিত্র) করতে পারো?

*উত্তরঃ - স্মরণে থেকে থাবার প্রস্তুত করো এবং (বাবার) স্মরণে থেকেই থাও তবেই হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। সঙ্গমযুগে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের বানানো ব্রহ্মাভোজন দেবতাদেরও খুব পছন্দ। যারা ব্রহ্মাভোজনের কদর থাকে, তারা খালা ধুয়েও তার জল পান করে। এর মহিমাও অনেক। স্মরণে থেকে বানানো ভোজন খেলে শক্তি পাওয়া যায়, হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । সঙ্গমেই বাবা আসেন। প্রত্যহ বাচ্চাদের বলতে হয় যে, আত্মাদের (রুহানী) পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। কেন এমন বলেন যে, বাচ্চারা! নিজেকে আত্মা মনে করো? তাহলে একথা বাচ্চাদের স্মরণে আসে যে, সত্যিই অসীম জগতের পিতাই আত্মাদের পড়ান। সার্ভিসের জন্য বিভিন্ন রকমের পয়েন্টসের উপর বোঝান। বাচ্চারা বলে যে, কোনো সেবা নেই, আমরা বাইরে গিয়ে কীভাবে সেবা করবো? বাবা সার্ভিসের যুক্তি অনেক সহজ করে বলেন। চিত্র যেন হাতে থাকে। রঘুনাথের শ্যামবর্ণের চিত্র যেন থাকে, আর গৌরবর্ণেরও যেন থাকে। কৃষ্ণ বা নারায়ণের গৌরবর্ণের চিত্রও যেন থাকে, শ্যামবর্ণেরও যেন থাকে। চিত্র ছোট হলেও চলবে। কৃষ্ণের একেবারে ছোট চিত্রও তৈরী করে। তোমরা মন্দিরের পূজারীকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো যে ঐকে শ্যাম কেন বানানো হয়েছে, যখন কিনা তিনি আসলে সুন্দর! বাস্তবে শরীর তো কালো হয় না, তোমাদের কাছে তো সুন্দর সুন্দর চিত্র বা মূর্তিও আছে, তবে এদের মূর্তি কালো কেন বানানো হয়েছে? বাচ্চারা, তোমাদের তো এটা ভালো ভাবেই বোঝানো হয়েছে যে, আত্মা কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ধারণ করে নীচে নামতে থাকে। আত্মা কাম চিত্রাতে চড়ে কালো বা অসুন্দর হয়ে যায়। জগন্নাথ বা শ্রীনাথ দ্বারে যাত্রীদের খুব ভীড় হয়। সেখানে তোমাদেরকেও আমন্ত্রণ জানায়। তোমরা বলো, আমরা ঐদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছি, ভাই এবং বোনেরা আপনারা এসে সে কাহিনী জানুন। এমন ভাষণ আর তো কেউ করতে পারবে না। তোমরা তাদের বলতে পারো, এরা কীকরে কালো বা অসুন্দর হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই পতিত থেকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। দেবতারা যখন বাম মার্গে যায়, তখন থেকেই তাদের মূর্তি কালো বানানো হয়েছে। কাম চিত্রাতে বসার ফলে তারা আইরন এজেড হয়ে যায়। আয়রনের কালার হল কালো আর সোনার কালার হল গোল্ডেন, তাকে বলা হবে সুন্দর। তারাই ৮৪ চক্রের পরে অসুন্দর হয়ে যায়। সিঁড়ির ছবিও হাতে থাকতে হবে। সিঁড়ির চিত্র বড় হলে দূর থেকেও ভালো ভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। এরপর তোমরা বোঝাবে যে এই ভাবেই ভারতের এমন গতি হয়েছে। এটা তো লেখাও আছে, উত্থান আর পতন। সার্ভিসের খুব শখ থাকা উচিত বাচ্চাদের। বোঝানো উচিত যে, দুনিয়ার চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় - গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ, কপার এজ, আয়রন এজ এবং পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের কথাও উল্লেখ করতে হবে। একসাথে বেশি চিত্র নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সিঁড়ির চিত্র প্রধান, বিশেষতঃ ভারতের জন্য। তোমাদের বোঝাতে পারো তোমরা পতিত থেকে পবিত্র কীকরে হতে পারো। বাবা-ই হলেন একমাত্র পতিত-পাবন। ঐনাকে স্মরণ করলে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে (চক্রের) সম্পূর্ণ এই জ্ঞান রয়েছে। বাকিরা তো সকলে অজ্ঞানতার নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ভারত যখন জ্ঞানে ছিল তখন অত্যন্ত ধনশালী ছিল। এখন ভারত অজ্ঞানতার মধ্যে বিরাজ করছে তাই কত কাঙ্গাল হয়ে গেছে। জ্ঞানী মানুষ আর অজ্ঞানী মানুষ তো হয়, তাই না। দেবী-দেবতা আর মানুষ তো বিখ্যাত। দেবতারা সত্যযুগ-ত্রৈতায়, মানুষ দ্বাপর-কলিতে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে একথা সর্বদা থাকা উচিত যে, আমরা সার্ভিস কীভাবে করবো? সেটাও বাবা বোঝাতে থাকেন।, সিঁড়ির চিত্র বোঝানোর জন্য খুব ভালো। বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, শরীর নির্বাহের জন্য কাজ-কর্মাদি তো করতেই হবে। লৌকিক পড়াশোনাও করতে হবে। বাকি যেটুকু সময় পাওয়া যাবে তা সার্ভিসের জন্য, স্মরণে রাখা উচিত যে - আমরা অন্যদের কল্যাণ কীভাবে করবো? এখানে তো তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো না। এখানে তোমরা আসোই বাবার মুরলী শুনতে। এতেই জাদু আছে। বাবাকে জাদুকর বলা হয়, তাই না। গায়নও করা হয়, তোমার মুরলীতে জাদু... তোমাদের মুখ দ্বারাও যে মুরলী ধ্বনিত হয় তারমধ্যেও জাদু আছে। মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যায়। বাবা ব্যতীত আর এমন কোন জাদুকর হয় না। গায়নও আছে যে, মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশী সময় লাগে না। দুনিয়া পুরানো থেকে নতুন অবশ্যই হবে। পুরানোর বিনাশও অবশ্যই হবে। এইসময় তোমরা রাজযোগ শিখছো তাহলে রাজাও অবশ্যই হবে। বাচ্চারা, এখন তোমরাই জানো যে ৮৪ জন্ম পরে পুনরায় প্রথম স্থানাধিকারীর জন্ম হওয়া উচিত কারণ

ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী রিপীট হয়। সত্যযুগ-ত্রৈতা যাকিছুই অতিবাহিত হয়ে গেছে তা পুনরায় অবশ্যই রিপীট হবে।

তোমরা এখানে বসে থাকলেও বুদ্ধির দ্বারা একথা স্মরণ করতে হবে যে, আমরা ফিরে গিয়ে পুনরায় সতোপ্রধান দেবী-দেবতা হয়ে যাই। ঔঁনাদের দেবতা বলা হয়। এখন মানুষের মধ্যে দৈব-গুণ নেই। তাহলে সার্ভিস তোমরা যেকোনো কোথাও করতে পারো। যতই কাজ-কর্মাদি থাকুক না কেন গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও উপার্জন করতে হবে। এরমধ্যে মুখ্য বিষয়ই হলো পবিত্রতা। পবিত্রতা থাকলে শান্তি-সমৃদ্ধিও থাকে। সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেলে তখন আর এখানে থাকতে পারবে না কারণ আমাদের শান্তিধামে অবশ্যই যেতে হবে। আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে তখন আর আত্মার এই শরীরের সঙ্গে থাকা হবে না। এ(শরীর) তো অপবিত্র, তাই না। ৫ তত্বই অপবিত্র। শরীরও এইসব দিয়েই তৈরী হয়, একে মাটির পুতুল বলা হয়। ৫ তত্বের এক শরীর শেষ হয়ে গেলে আরেকটা তৈরী হয়। আত্মা তো রয়েছেই (অবিনাশী)। আত্মা কোন তৈরী হওয়ার মতন জিনিস নয়। শরীর প্রথমে কত ছোট, পরে কত বড় হয়ে যায়। (আত্মা) কত কর্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত করে যার দ্বারা আত্মা (নিজের) সমস্ত ভূমিকা পালন করে। এই দুনিয়াই বিজ্ঞায়ক। সর্বাপেক্ষা ওয়ান্ডারফুল হলেন বাবা, যিনি আত্মাদের পরিচয় দেন। আমরা আত্মারা কত ছোট। আত্মা প্রবেশ করে। প্রতিটি জিনিসই ওয়ান্ডারফুল। পশুদের শরীরাদি কীভাবে তৈরী হয়, ওয়ান্ডারফুল তাই না। সবকিছুর মধ্যে আত্মাই ছোট। হাতী কত বড়, তারমধ্যে এত ছোট আত্মা গিয়ে বসে। বাবা মনুষ্যজন্মের কথা বোঝান। মানুষ (মোট) কত জন্ম নেয়? ৮৪ লক্ষ জন্ম তো হয়ই না। তোমাদের জানা আছে যে, যত ধর্ম রয়েছে, বিভিন্নতাও ততই রয়েছে। প্রত্যেক আত্মা কত ফীচার্স এর শরীর গ্রহণ করে, ওয়ান্ডারফুল তাই না। পুনরায় যখন চক্র রিপীট হয়, প্রত্যেক জন্মে ফীচার্স, নাম, রূপ ইত্যাদি বদলে যায়। এমন বলা হবে না যে, কৃষ্ণই শ্যামবর্ণের, আবার কৃষ্ণই গৌরবর্ণের। না, ঔঁনার (ব্রহ্মা) আত্মা প্রথমে গৌরবর্ণের ছিল পুনরায় ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে শ্যামবর্ণের হয়ে যায়। তোমাদের আত্মাও বিভিন্ন ফীচার্স, বিভিন্ন শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করে। এও হলো ড্রামা।

বাচ্চারা, তোমাদের কখনও কোনো চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। সবাই হলো অ্যাক্টর। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করতেই হবে। প্রত্যেক জন্মে সম্বন্ধ ইত্যাদি বদলে যায়। তাই বাবা বোঝান যে, এই ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত। আত্মাই ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে তমোপ্রধান হয়েছে, এখন আবার আত্মাকে সতোপ্রধান হতে হবে। পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। সৃষ্টি পবিত্র ছিল এখন পতিত, পুনরায় পবিত্র হতে হবে। সতোপ্রধান, তমোপ্রধান শব্দগুলো তো আছে, তাই না। সতোপ্রধান সৃষ্টি পুনরায় সতঃ, রজঃ, তমঃ সৃষ্টি হয়। এখন যা তমোপ্রধান হয়ে গেছে সেটাই আবার সতোপ্রধান হবে কীভাবে? পতিত থেকে পবিত্র হবে কীভাবে, বৃষ্টির জলে তো হবে না। বৃষ্টিতে মানুষের মৃত্যুও হয়ে যায়। বন্যা হয়ে গেলে তখন কত (মানুষ) ডুবে যায়। এখন বাবা বোঝান যে, এইসব খন্ড থাকবে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সাহায্য করবে, কত অসংখ্য মানুষ, পশু ইত্যাদি বয়ে চলে যায়। এমন নয় যে, জলে পবিত্র হয়ে যায়, সে তো শরীর হয়ে যায়। শরীরকে তো আর পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে না। পবিত্র হতে হবে আত্মাকে। আর পতিত-পাবন হলো একমাত্র বাবা। যদিও ওদের জগৎগুরু বলা হয় কিন্তু গুরুর কাজ তো সঙ্গতি প্রদান করা, সে তো এক বাবা-ই হলেন সঙ্গতি দাতা। সঙ্গুর বাবা-ই সঙ্গতি দেন। বাবা অনেককিছু বোঝাতে থাকেন, ইনিও তো শোনে, তাই না। গুরুরাও পাশে শিষ্যদের বসায় শেখানোর জন্য। ইনিও ঔঁনার পাশে বসেন। বাবা যখন বোঝান, তখন ইনিও বোঝাবেন, তাই না। সেইজন্য গুরু ব্রহ্মা প্রথম স্থানে চলে যান। শঙ্করের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, নয়ন খুললেই ভস্ম করে দেয়, তবে তো তাকে গুরু বলা যাবে না। তথাপি বাবা বলেন, বাচ্চারা, মামেকম স্মরণ করো। অনেক বাচ্চারা বলে যে - এত কাজ-কর্মের (পেশা) চিন্তায় থেকে আমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে কীভাবে স্মরণ করবো? বাবা বোঝান, ভক্তিমার্গেও তোমরা - হে ঈশ্বর, হে ভগবান বলে স্মরণ করো, তাই না। স্মরণ তখনই করো যখন কোনো দুঃখ হয়। মৃত্যুর সময়েও বলা হয় যে, রাম-রাম বলো। অনেক সংস্থাও রয়েছে যারা রাম নাম দান করে। যেভাবে তোমরা জ্ঞান দান করো, ওরা আবার বলে, রাম বলো, রাম বলো। তোমরাও বলো যে, শিববাবাকে স্মরণ করো। ওরা তো শিবকে জানেই না। এভাবেই রাম-রাম বলতে থাকে। এখন এও কেন বলে যে, রাম বলো, যখন পরমাত্মা সকলের মধ্যেই বিরাজমান? বাবা বসে বোঝান, রাম বা কৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা যায় না। কৃষ্ণ-কেও দেবতা বলা হয়। রামের উদ্দেশ্যেও বোঝান হয় - উনি হলেন সেমী দেবতা। দুই কলা কম হয়ে যায়। প্রতিটি বস্তুর কলা (উৎকর্ষতা) কম হয়েই যায়। বস্ত্রাদিও প্রথমে নতুন, পরে পুরানো হয়ে যায়।

বাবা এসব কথা বোঝান, তথাপি এও বলেন যে - আমার মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা, নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করো, প্রতি মুহূর্তের স্মরণে সুখ অনুভব করো। এখানে তো হলো দুঃখধাম। বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। স্মরণ করতে-করতে অপার সুখ পাও। কলহ-ক্লেশ, রোগ ভোগ যা কিছু রয়েছে, এসবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা ২১ জন্মের জন্য নিরোগী হয়ে যাও। শরীরের সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাক, জীবন-মুক্তির পদ প্রাপ্ত করো। তারা গায়ন করে কিন্তু

কর্মে নিয়ে আসে না। বাবা তোমাদের প্রাক্তিক্যালি বোঝান, বাবাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের সকল মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যাবে, তোমরা সুখী হয়ে যাবে। সাজাভোগ করে একটু আধটু খাবার পাওয়া (তুচ্ছ পদলাভ করা) ভালো কথা নয়। তাজা খাবার খেতে সকলেই তো পছন্দ করে। এখন সর্বত্র তেলের ব্যবহার আর ওখানে তো ঘি-এর নদী বয়ে যায় (সমৃদ্ধির প্রতীক)। তাই বাচ্চাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা এমনও বলেন না যে, এখানে বসে বাবাকে স্মরণ করো। না, চলতে-ফিরতে-ঘুরতে-বেড়াতে শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। চাকরি বাকরি যেটাই করার করো। বুদ্ধি বাবার স্মরণে থাকা চাই। লৌকিক পিতার বাচ্চারা যখন কাজ-কর্মাদি করে তখন (লৌকিক পিতা) স্মরণে তো থাকেই, তাই না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তৎক্ষণাৎ বলে দেবে যে, আমরা কার সন্তান। বুদ্ধিতে বাবার ধন-সম্পত্তিও স্মরণে থাকে। তোমরাও এখন বাবার বাচ্চা হয়েছো তাই প্রপাটিও স্মরণে রয়েছে। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে আর কারোর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। আত্মাতেই সম্পূর্ণ পাট ভরা আছে যা ইমার্জ হয়ে যায়। এই ব্রাহ্মণকুলে প্রতি কল্পে তোমরা যেমন পাট প্লে করেছে সেটাই ইমার্জ হতে থাকে। বাবা বোঝান - খাবার প্রস্তুত করো, মিষ্টি বানাও কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। শিববাবাকে স্মরণ করে বানাতে তাতে মিষ্টি যারা থাকে তাদেরও কল্যাণ হবে। কোথাও সাক্ষাৎকারও হতে পারে। ব্রহ্মার সাক্ষাৎকারও হতে পারে। শুদ্ধ অন্ন ভোজন করলে তোমরা ব্রহ্মার, কৃষ্ণের, শিবের সাক্ষাৎকারও করতে পারো। ব্রহ্মা হলেন এখানে। ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের অনেক নাম হয়, তাই না। অনেকেরই সাক্ষাৎকার হতে থাকবে কারণ বাবাকে তো স্মরণ করো, তাই না। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। ওরা মুখে রাম-রাম বলে, তোমরা মুখে কিছু বোলো না। মানুষ যেমন মনে করে যে, গুরুনানক-কে ভোগ নিবেদন করি তেমনই তোমরাও মনে করো, আমরা শিববাবাকে ভোগ অর্পণ করার জন্য তৈরী করি। শিববাবাকে স্মরণ করে বানাতে তাতে অনেকের কল্যাণ হতে পারে। ওই ভোগ গ্রহণ করলে শক্তি পাওয়া যায়, তাই বাবা ভোজন প্রস্তুতকারীকেও বলেন যে, শিববাবাকে স্মরণ করে তৈরী করো কী? লেখাও রয়েছে যে, শিববাবা স্মরণে রয়েছে কী? স্মরণে থেকে তৈরী করলে ভোজনকারীদের-ও শক্তি প্রাপ্ত হবে, হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। ব্রহ্মাভোজনের গায়নও তো রয়েছে, তাই না। ব্রাহ্মণদের বানানো ভোজন দেবতারাও পছন্দ করে। এও শাস্ত্রেই রয়েছে। ব্রাহ্মণদের বানানো ভোজন গ্রহণ করলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যায়, শক্তি প্রাপ্ত হতে থাকে। ব্রহ্মাভোজনের অনেক মহিমা। যাদের কাছে ব্রহ্মাভোজনের কদর রয়েছে তারা খালা ধুয়েও তার জল পান করে। (নিজেকে) অতি ভাগ্যবান মনে করে, ভোজন ব্যতীত থাকতে পারে না। ফেমেন এ (খরার সময়) খাবারের অভাবে মানুষ মারা যায়। আত্মাই ভোজন করে, এই কর্মেন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে স্বাদগ্রহণ করে, ভালো কি মন্দ তা আত্মাই বলে, তাই না। এটা অত্যন্ত সুস্বাদু, শক্তিবর্ধক। ভবিষ্যতে তোমরা যেমন-যেমন উন্নতি করতে থাকবে, ভোজনও তেমনই প্রাপ্ত হতে থাকবে। তাই বাচ্চাদেরকে বলা হয়, শিববাবাকে স্মরণ করে খাবার প্রস্তুত করো। বাবা যা বোঝান তাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তাই না?

তোমরা এখন পিতৃগৃহে রয়েছে, যেতে হবে স্বশুরালয়ে। সূক্ষ্মলোকেও তোমরা মিলিত হও, ভোগ নিয়ে যাও তোমরা। দেবতাদের ভোগ অর্পণ করা হয়, তাই না। দেবতারা আসে আর তোমরা ব্রাহ্মণেরা সেখানে (সূক্ষ্মলোকে) যাও। সেখানে আসর বসে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কোনো বিষয়েই চিন্তিত হয়ে উচিত নয়। কারণ এই ড্রামা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে তৈরী হয়ে রয়েছে। সব অভিনেতাই এতে নিজের নিজের পাট প্লে করছে।

২) জীবনমুক্ত পদ পাওয়ার জন্য বা সুখী হওয়ার জন্য অন্তরে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, মুখে কিছু বলতে হবে না। ভোজন বানানো বা খাওয়ার সময় বাবার স্মরণে অবশ্যই থাকতে হবে।

বরদান:- স্বার্থ, ঈর্ষা আর বিরক্তি বোধের থেকে মুক্ত থেকে ক্রোধমুক্ত ভব
নিজের মতামত দিতে হলে দাও, সেবার জন্য নিজেকে অফার করো। কিন্তু নিজের মতামত জানানোর সময় সেই কথাটিকে নিজের ইচ্ছাতে পরিবর্তন করবে না। যখন সংকল্প নিজের ইচ্ছাতে পরিবর্তন হয়ে যায় তখন বিরক্তি বোধ চলে আসে। কিন্তু নিঃস্বার্থ হয়ে নিজের মতামত শোনাও, স্বার্থ রেখে নয়। আমি বলেছি তাই করতেই হবে - এইরকম মনে করবে না। অফার করো, কী-কেন-তে আসবে না, নাহলে তো ঈর্ষা ঘৃণা এক-এককি সাথী চলে আসবে। স্বার্থ বা ঈর্ষার কারণেও ক্রোধের জন্ম হয় - এখন এর থেকেও মুক্ত হও।

স্বাগত:- শান্তিদূত হয়ে সবাইকে শান্তি প্রদান করা - এটাই হলো তোমার অক্যুপেশন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - রাবণের কায়দা হলো আসুরী মত, মিথ্যা বলা, বাবার কায়দা হলো শ্রীমৎ, সত্য বলা"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বিষয়ের কথা ভেবে বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত?

*উত্তরঃ - ১) কেমন ওয়ান্ডারফুল এই অসীম জগতের নাটক, যার ফিচার্স, যার অ্যাক্ট সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড অতিক্রান্ত হচ্ছে, তা আবার হুবহু পুনরাবৃত্ত হবে । এ কেমন ওয়ান্ডার যে, একের চরিত্র অন্যের সাথে মেলে না । ২) অসীম জগতের বাবা এসে কেমনভাবে সমগ্র বিশ্বের সদগতি করান, পড়ান, এও এক ওয়ান্ডার ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের বাবা শিব বসে তাঁর আত্মিক শালগ্রাম বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, তিনি কি বোঝাচ্ছেন? তিনি সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বোঝান, আর এ বোঝানোর জন্য একমাত্র বাবা-ই আছেন, আর যে সব আত্মারা অথবা শালগ্রাম আছে, তাদের নাম হলো শরীরের নাম । আর বাকি হলেন একজনই, তিনি হলেন পরম আত্মা, যাঁর কোনো শরীর নেই । সেই পরম আত্মার নাম হলো শিব । তাঁকেই পতিত-পাবন পরমাত্মা বলা হয় । বাচ্চারা, তিনিই তোমাদের এই সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলছেন । সকলেই তো পাট প্লে করার জন্য এখানে আসে । তোমাদের এও বোঝানো হয়েছে যে, বিষ্ণুর দুটি রূপ । শঙ্করের তো কোনো পাটই নেই । এই সব কথা বাবা বসে বোঝান । বাবা কখন আসেন? তিনি আসেন যখন নতুন সৃষ্টির স্থাপনা আর পুরানো সৃষ্টির বিনাশ হয় । বাচ্চারা জানে যে, নতুন দুনিয়াতে এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় । এই স্থাপনা একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই করতে পারে না । তিনিই একমাত্র পরম আত্মা, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয় । তাঁর নাম হলো শিব । তাঁর শরীরের কোনো নাম হয় না । আর যারাই আছে তাদের সকলেরই শরীরের নাম হয় । তোমরা এও বুঝতে পারো যে, মুখ্য মুখ্য যারা আছে, তারা সবাই এসে গেছে । এই ড্রামার চক্র ঘুরতে ঘুরতে এখন অন্তে এসে পৌঁছেছে । এই অন্তিম সময়ে বাবাকেই প্রয়োজন । তাঁর জয়ন্তীও পালন করা হয় । শিব জয়ন্তীও এই সময় পালন করা হয় যখন দুনিয়ার পরিবর্তনের প্রয়োজন । ঘোর অন্ধকার থেকে অতি প্রকাশের আলোর উদয় হয় অর্থাৎ দুঃখধাম থেকে সুখধাম হতে হবে । বাচ্চারা জানে যে পরম পিতা পরমাত্মা শিব একইবার পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আসেন, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ আর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করতে । প্রথমে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা এবং পরে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয় । বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, এই পড়া করে আমাদের হুঁশিয়ার হতে হবে, আর দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে । আসুরী গুণের পরিবর্তন করতে হবে । দৈবী গুণ আর আসুরী গুণের বর্ণনা চাটে দেখানো আছে । নিজেকে দেখতে হবে, আমরা কাউকে বিরক্ত করছি না তো? মিথ্যা বলছি না তো? শ্রীমতের বিপরীতে চলি না তো? মিথ্যা বলা, কাউকে দুঃখ দেওয়া, বিরক্ত করা - এ হলো রাবণের কায়দা, আর এর বিপরীতে অন্যটি হলো রামের কায়দা । শ্রীমৎ আর আসুরী মত ফলাও হয়ে থাকে । অর্ধেক কল্প আসুরী মত চলে, যাতে মানুষ অসুর, দুঃখী আর রোগী হয়ে যায় । পাঁচ বিকারের প্রবেশ হয় । বাবা এসে শ্রীমত প্রদান করেন । বাচ্চারা জানে যে, শ্রীমতে আমরা দৈবী গুণ অর্জন করি । এই আসুরী গুণের পরিবর্তন করতে হবে । এই আসুরী গুণ যদি থেকে যায়, তাহলে পদ কম হয়ে যাবে । তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের যে পাপের বোঝা মাথার উপর আছে, পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তা হালকা হয়ে যাবে । তোমরা এ কথাও জানো যে, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । তোমরা বাবার দ্বারা এখন দৈবী গুণ ধারণ করে নতুন দুনিয়ার মালিক হও । তাই এ কথা সিদ্ধ যে পুরানো দুনিয়া অবশ্যই শেষ হতে হবে । এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের দ্বারাই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে । এ কথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত তাই সকলেই এই সেবায় যুক্ত আছে । তারা কারোর না কারোর কল্যাণ করার পরিশ্রম করতে থাকে ।

তোমরা জানো যে, আমাদের ভাই - বোনেরা কতো সেবা করে । তারা সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকে । বাবা এসেছেন যখন, তখন প্রথমে তো খুব অল্প জনই পরিচয় পাবে । তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকবে । এক ব্রহ্মার দ্বারা কতো ব্রহ্মাকুমার তৈরী হয় । ব্রাহ্মণ কুল তো অবশ্যই প্রয়োজন, তাই না । তোমরা জানো যে, আমরা সকল ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা শিববাবার সন্তান, সকলেই ভাই - ভাই । প্রকৃতপক্ষে সকলেই ভাই - ভাই, তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার হওয়ার কারণে ভাই - বোন হয়ে যায় । এরপর যখন দেবতা কুলে যাবে তখন সম্বন্ধের বৃদ্ধি পেতে থাকবে । এই সময় সবাই ব্রহ্মার সন্তান হলো, তাই সকলে একই কুলের হলো, একে কিন্তু ডিনায়েস্টি (সাম্রাজ্য) বলা যাবে না । রাজস্ব না কৌরবদের আর না পাণ্ডবদের । ডিনায়েস্টি তখনই হয় যখন নম্বর অনুসারে রাজা - রানী সিংহাসনে বসেন । এখন তো হলোই প্রজার উপর প্রজার রাজস্ব । শুরু থেকে পবিত্র সাম্রাজ্য আর অপবিত্র সাম্রাজ্য চলে আসছে । বাচ্চারা জানে যে পাঁচ হাজার বছর

পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিলো, তো তখন এখানে পবিত্র ডিনায়েস্টি ছিলো । তার চিত্রও আছে, তখনকার মন্দির কতো ঐশ্বর্যমন্ডিত ছিলো । আর কারোরই মন্দির নেই । এই দেবতাদেরই অনেক মন্দির রয়েছে ।

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, আর সকলেরই শরীরের নামের পরিবর্তন হয় । এঁনার নাম শিব, তা চলেই আসছে । শিব ভগবানুবাচঃ কোনো দেহধারীকেই ভগবান বলা হয় না । একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই বাবার পরিচয় দিতে পারে না, কেননা কেউই বাবাকে জানেই না । এখানেও এমন অনেকেই আছে যাদের বুদ্ধিতে আসেই না যে, কিভাবে বাবাকে স্মরণ করবে । তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । তারা ভাবে, এতো ছোটো বিন্দু, তাঁকে কিভাবে স্মরণ করবো । শরীর তো বড় তাই তাঁকেই স্মরণ করতে থাকে । এমন গায়নও আছে যে, ক্রকুটির মধ্যে ঝলমলে তারা অর্থাৎ আত্মা হলো তারার মতো । আত্মাকে শালগ্রাম বলা হয় । শিবলিঙ্গেরও বড় রূপে পূজা হয় । আত্মাকে যেমন দেখা যায় না তেমনই শিববাবাকেও দেখা যায় না । ভক্তিমার্গে বিন্দুর পূজা কিভাবে করবে কেননা প্রথম প্রথম শিববাবার অব্যভিচারী পূজা শুরু হয়ে যায়, তাই না । তাই পূজোর জন্য অবশ্যই বড় জিনিসের প্রয়োজন । শালগ্রামও বড় ডিমের মতো বানানো হয় । একদিকে বৃদ্ধাপুষ্ঠের মতো বলতে থাকে আবার তারার মতোও বলতে থাকে । তোমাদের তো এখন একটি বিষয়েই স্থির হতে হবে । অর্ধেক কল্প তোমরা বড় জিনিসের পূজা করেছো । এখন তাঁকে বিন্দু মনে করা, এতে পরিশ্রম, তোমরা তো দেখতেও পাও না । এ কথা বুদ্ধির দ্বারা জানতে পারা যায় । আত্মা শরীরে প্রবেশ করে আবার নির্গত হয়েও যায়, কেউ তো তা দেখতে পারে না । বড় জিনিস হলে তা দেখা যায় । বাবাও এমনই বিন্দু, কিন্তু তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, আর কাউকেই জ্ঞানের সাগর বলা হবে না । শাস্ত্র তো হলো ভক্তিমার্গের । এতো সব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি কে বানিয়েছে? মানুষ বলে ব্যসদেব বানিয়েছেন । থাইস্টের আত্মা কোনো শাস্ত্র বানায়নি । এ তো পরে মানুষ বসে বানায় । তাদের মধ্যে তো এই জ্ঞান নেই । জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র বাবা । শাস্ত্রে জ্ঞানের কথা বা সদগতির কোনো কথা নেই । প্রত্যেক ধর্মের মানুষ তাদের নিজের ধর্মস্বাপকদের স্মরণ করে । তারা দেহধারীদের স্মরণ করে । থাইস্টের তো চিত্র আছে, তাই না । সকলেরই চিত্র আছে । শিববাবা তো হলেনই পরম আত্মা । তোমরা এখন বুঝতে পারো, আত্মারা সকলেই ভাই - ভাই । ভাইদের মধ্যে জ্ঞান থাকতে পারে না যে কাউকে জ্ঞান দান করে সদগতি করাতে পারে । সদগতি করান একমাত্র বাবা । এই সময় যেমন ভাইরাও আছে তেমনি বাবাও আছেন । বাবা এসেই সম্পূর্ণ বিশ্বের আত্মাদের সদগতি করান । বিশ্বের সদগতিদাতা হলেন একজনই । শ্রী শ্রী ১০৮ জগৎগুরু বলা অথবা বিশ্বের গুরু বলা, একই কথা হলো । এখন তো হলো আসুরী রাজ্য । এই সঙ্গম যুগেই বাবা এসে এইসব কথা বুঝিয়ে বলেন ।

তোমরা জানো যে, নিশ্চিত ভাবেই এখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে । এও তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে, পতিত পাবন হলেন একমাত্রই নিরাকার বাবা । কোনো দেহধারীই পতিত পাবন হতে পারে না । পতিত পাবন হলেন পরমাত্মাই । যদি পতিত পাবন সীতারামও বলা হয়, তবুও বাবা বুঝিয়েছেন যে, ভক্তির ফল প্রদান করতে ভগবানই আসেন । তাই সব সীতারাই তার পত্নী হলো আর পতি হলেন এক রাম, যিনি সকলেরই সদগতি দাতা । এই সব কথা বাবা বসেই বোঝান । ড্রামা অনুসারে পাঁচ হাজার বছর পরে তোমরা আবার এই কথা শুনবে । এখন তোমরা সকলেই পাঠ গ্রহণ করছো । স্কুলে কতজন পড়াশোনা করে । এইসব নাটক বানানো আছে । যেই সময় তোমরা যা পড়ো, যে অভিনয় চলতে থাকে, আবার পরের কল্পে তার পুনরাবৃত্তি হবে, পাঁচ হাজার বছর পরে তোমরা আবার এই পড়া পড়বে । এই অনাদি নাটক বানানো আছে । যাই দেখবে সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড নতুন জিনিস দেখতে পাবে । এই চক্র ঘুরতে থাকবে । তোমরা নতুন নতুন বিষয় দেখতে থাকবে । তোমরা এখনো জানো যে, এ হলো পাঁচ হাজার বছরের ড্রামা যা চলতেই থাকছে । এর ডিটেল তো অনেকই । মুখ্য - মুখ্য বিষয়ই বুঝিয়ে বলা হয় । যেমন বলা হয়, পরমাত্মা সর্বব্যাপী, বাবা বোঝান যে, আমি সর্বব্যাপী নই । বাবা এসে নিজের আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের পরিচয় দেন । তোমরা এখন জানো যে, বাবা প্রতি কল্পে - কল্পে আমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে আসেন । এমন মহিমাও আছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । এটা খুব সুন্দর ভাবে বোঝানো আছে । বিরাট রূপেরও তো অর্থ থাকবে, তাই না, কিন্তু বাবা ছাড়া এই কথা কেউই বোঝাতে পারবেন না । চিত্র তো অনেকই আছে কিন্তু একটিও বোঝার মতো ক্ষমতা কারোর কাছেই নেই । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিববাবা, তাঁরও চিত্র আছে কিন্তু কেউই তাঁকে জানতে পারে না । আত্মা, এরপরে সূক্ষ্ম বতন আছে, তাকে না হয় ছেড়ে দাও, তার দরকার নেই । এখানকার হিস্ট্রি - জিওগ্রাফিই বোঝার, ওটা তো হলো সাক্ষাৎকারের বিষয় । এখানে যেমন এনার মধ্যে বাবা বসে বোঝান, তেমনই সূক্ষ্ম বতনে এনার কর্মাতীত শরীরে মিলিত হন অথবা বলেন । বাকি ওখানে তো এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি নেইই । হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি হলো এখানের । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে গেছে যে, সত্যযুগে যে দেবী - দেবতারা ছিলেন তাঁদের পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে । এই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা কিভাবে হয়েছিলো - এও কেউ জানে না । আর অন্য ধর্মের স্থাপনার বিষয়ে তো সবাই জানে । সেই

সম্বন্ধে বই ইত্যাদি অনেকই আছে । এ তো লাখ বছরের কথা হতেই পারে না । এ তো সম্পূর্ণ ভুলকিষ্ট মানুষের বুদ্ধি কোনো কাজই করে না । বাবা সমস্ত বিষয়ই বুঝিয়ে বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা খুব ভালোভাবে ধারণ করো । মূখ্য বিষয় হলো বাবাকে স্মরণ । এ হলো স্মরণের দৌড় । কেউ একা একা দৌড়ায় । কেউ আবার একত্রে জোড়া বেঁধে দৌড়ায় । এখানে যে জোড়া আছে তারা একত্রে দৌড় লাগানোর অভ্যাস করে । তাঁরা মনে করে সত্যযুগেও এমনই একত্রে জোড়ি হয়ে যাবে । যদিও নাম রূপের পরিবর্তন হয়ে যায়, ওই শরীর তো আর পাওয়াই যায় না । শরীরের তো পরিবর্তন হয় । তারা বুঝতে পারে, আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । চেহারা তো আলাদাই হবে, কিন্তু বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত যে, যে চেহারা, যে অ্যাক্ট সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড অতীত হয়ে যাচ্ছে তা আবার ৫ হাজার বছর পরে হুবহু রিপিট হবে । কতো ওয়ান্ডারফুল নাটক, আর কেউই তা বোঝাতে পারে না । তোমরা জানো যে, আমরা সবাই পুরুষার্থ করছি । নম্বরের ক্রমানুসারে আমরা তো তৈরী হবোই । সকলেই তো আর কৃষ্ণ হবে না । সকলের ফিচার্স ডিফারেন্ট হবে । কতো বড় ওয়ান্ডারফুল নাটক এটা । একের ফিচার অন্যের সাথে মেলে না । হুবহু এই খেলাই রিপিট হয়ে থাকে । এই সব কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় । অসীম জগতের বাবা এসে কিভাবে আমাদের পড়ান । জন্ম - জন্মান্তর তো আমরা ভক্তিমার্গের শাস্ত্র পড়ে এসেছি, সাধুসন্তদের কথা ইত্যাদিও শুনে এসেছি । বাবা এখন বলছেন, ভক্তির সময় সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন ভক্তরা ভগবানের কাছে ফল পাবে । তারা এইকথা জানে না যে, ভগবান কখন কোন্ রূপে আসবেন? তারা কখনো বলে, শাস্ত্র পাঠ করলে ভগবানকে পাওয়া যাবে, আবার কখনো বলে ভগবান এখানে আসবে । শাস্ত্রেই যদি কাজ হয়ে যায়, তাহলে বাবাকে কেন আসতে হয়? শাস্ত্র পড়লেই যদি ভগবান লাভ সম্ভব হয় তাহলে এসে আর কি করবেন? অর্ধেক কল্প তোমরা এই শাস্ত্র পড়তে পড়তে তমোপ্রধানই হয়ে গেছো । তাই আমি বাচ্চাদের সৃষ্টি চক্রও বোঝাতে থাকি আর তোমাদের দৈবী চলনও চাই । এক তো তোমরা কাউকেই দুঃখ দেবে না । এমন নয় যে, কেউ বিষ চাইলো, তা না দিলে কাউকে দুঃখ দেওয়া হবে । বাবা তো এমন বলেন না । এমনও আবার বুদ্ধি রয়েছে যে বলে, বাবা তো বলেন যে, কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয় । এখন এ যদি বিষ চায়, তাহলে একে দেওয়া উচিত, না হলে এও কাউকে দুঃখ দেওয়াই হলো, তাই না । এমন যারা ভাবে তারা মুঢ়মতি । বাবা তো বলেন, "তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে ।" আসুরী চলন (আচার-আচরণ) আর দৈবী চলনের তফাৎ বোঝার প্রয়োজন । মানুষ তো এও বোঝে না, তারা বলে দেয়, আত্মা নির্লিপ্ত । যা কিছুই করো, যা কিছুই খাও বা পান করো, বিকারে যাও, কোনো ক্ষতি নেই । এমনও অনেকে শেখায় । কতো মানুষ ধরে নিয়ে আসে । এখানে বাইরেরও অনেকেই নিরামিষাশী থাকে । নিশ্চই ভালো, তাই তো তারা নিরামিষাশী হয় । সব জাতির মধ্যেই বৈষ্ণব থাকে । তারা ছিঃ - ছিঃ জিনিস খায় না । তারা সংখ্যায় কম । তোমরাও কম সংখ্যক । এই সময় তোমরা কতো অল্প । আস্তে আস্তে তোমরা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাচ্চারা এই শিক্ষা পায় যে - দৈবী গুণ ধারণ করো । অন্যের হাতে তৈরী কোনো ছিঃ - ছিঃ বস্তু খাওয়া উচিত নয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) নিজের চাটে দেখতে হবে -- ক) আমি শ্রীমতের বিপরীতে চলছি না তো ? খ) মিথ্যা বলি না তো ? গ) কাউকে বিরক্ত করি না তো ? ঘ) দৈবী গুণ ধারণ করেছি ?

২) এই ঈশ্বরীয় পাঠের সাথে সাথে দৈবী চলন ধারণ করতে হবে । "অবশ্যই পবিত্র হতে হবে ।" কোনো ছিঃ - ছিঃ বস্তু খাবে না । সম্পূর্ণ বৈষ্ণব হতে হবে । স্মরণের দৌড় লাগাতে হবে ।

বরদানঃ:- বাবার নির্দেশে বুদ্ধিকে খালি রেখে ব্যর্থ বা বিকারী স্বপ্ন থেকেও মুক্ত ভব
বাবার নির্দেশ হলো শোওয়ার সময় সর্বদা নিজের বুদ্ধিকে ক্লিয়ার করো, ভালো খারাপ সব বাবাকে দিয়ে বুদ্ধিকে খালি করো। বাবাকে দিয়ে বাবার সাথে শুয়ে পড়ো। একা-একা শোবে না। একা ঘুমাতে যাও বা ব্যর্থ কথাগুলিকে বর্ণনা করতে করতে ঘুমাতে যাও বলেই ব্যর্থ বা বিকারী স্বপ্ন আসে। এটাও হলো অমনোযোগিতা । এই অমনোযোগিতাকে ত্যাগ করে বাবার নির্দেশে চলো, তবে ব্যর্থ বা বিকারী সংকল্প থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- সৌভাগ্যবান আত্মারাই সত্যিকারের সেবার দ্বারা সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যত যত বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করবে, ততই আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে, পাপ খন্ডন হতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদেরকে কোন্ ধর্মে স্থিত হওয়ার মত প্রদান করেন?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন বাচ্চারা - তোমরা চিত্রের ধর্মে নয়, নিজের বিচিত্রতার ধর্মে স্থিত হও। বাবা যেমন বিদেহী, বিচিত্র, সেই রকম বাচ্চারাও হলো বিচিত্র, তারপর এখানে চিত্রে (শরীরে) আসে। এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা বিচিত্র হও, নিজেদের স্বধর্মে স্থিত হও। দেহ-অভিমাণে এসো না।

*প্রশ্নঃ - কোন্ ব্যাপারে ভগবানও ড্রামা অনুসারে আবদ্ধ?

*উত্তরঃ - ড্রামা অনুসারে বাচ্চাদের পতিত থেকে পবিত্র করার জন্য ভগবানও আবদ্ধ। ওঁনাকে আসতে হয়ই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, যখন ওম্ শান্তি বলা হয়, তো ধরে নাও যেন নিজ আত্মার স্বধর্মের পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে। তাই অবশ্যই বাবাও অটোমেটিক্যালি (স্বতঃই) স্মরণে আসে, কারণ স্মরণ তো সব মানুষ ভগবানকেই করে। শুধুমাত্র ভগবানেরই সম্পূর্ণ পরিচয় নেই। ভগবান নিজের আর আত্মার পরিচয় দিতেই আসেন। পতিত-পাবন বলাই হয় ভগবানকে। পতিত থেকে পবিত্র করার জন্য ভগবানও ড্রামা অনুসারে আবদ্ধ। ওঁনাকেও আসতে হয় পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। সঙ্গমযুগের ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়। পুরানো দুনিয়া আর নূতন দুনিয়ার মধ্যবর্তীতেই বাবা আসেন। পুরানো দুনিয়াকে মৃত্যুলোক, নূতন দুনিয়াকে অমরলোক বলা হয়। তোমরা এটাও বোঝো যে, মৃত্যুলোকে আয়ু কম হয়। অকাল-মৃত্যু হতেই থাকে। সেটা হলো আবার অমরলোক, যেখানে অকালে মৃত্যু হয় না, পবিত্রতার জন্য। অপবিত্রতা থেকে ব্যভিচারীতে পরিণত হয় আর আয়ুও কম হয়। বল-ও কম হয়ে যায়। সত্যযুগে পবিত্র হওয়ার জন্য অব্যভিচারী হয়। বল-ও বেশী থাকে। ক্ষমতা ছাড়া রাজত্ব কীভাবে প্রাপ্ত হয়? অবশ্যই তারা বাবার থেকে আশীর্বাদ নিয়েছিল। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। আশীর্বাদ কীভাবে নিয়েছিল? বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। যারা বেশী স্মরণ করেছিল তারাই আশীর্বাদ নিয়েছিল। আশীর্বাদ কোনো চাওয়ার জিনিস নয়। এটা তো পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত করার জিনিস। যত বেশী স্মরণ করবে ততো বেশী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। স্মরণই যদি না করো তো আশীর্বাদও প্রাপ্ত হবে না। লৌকিক বাবা বাচ্চাদের কখনো এটা বলে না যে আমাকে স্মরণ করো। তারা ছোটবেলা থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মাঙ্গ্মা-বাবা করতে থাকে। অরগ্যান্স (ইন্দ্রিয়) ছোট থাকে, বড় বাচ্চা কখনো এইরকম বাবা-বাবা, মাঙ্গ্মা-মাঙ্গ্মা করে না। তাদের বুদ্ধিতে থাকে - এনারা হলেন আমাদের মা - বাবা, যাদের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বলার বা স্মরণ করার ব্যাপার থাকে না। এক্ষেত্রে বাবা বলেন আমাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এখন স্থূল-জগতের সম্বন্ধকে ছেড়ে অসীম জগতের সম্বন্ধকে স্মরণ করতে হবে। সব মানুষ চায় যে আমার গতি হোক। গতি বলা হয় মুক্তিধামকে। সঙ্গতি বলা হয় আবার সুখধামে ফিরে আসাকে। যে কেউ প্রথমে এলে তো অবশ্যই সুখই প্রাপ্ত করবে। বাবা সুখের জন্যই আসেন। অবশ্যই ডিফিকাল্ট কোনো ব্যাপার রয়েছে সেইজন্য একে উচ্চ মানের অধ্যয়ণ বলা হয়ে থাকে। যত উচ্চ মানের পড়াশোনা সেইরকম ডিফিকাল্টও হবে। সবাই তো পাশ করতে পারে না। অনেক বড় পরীক্ষায় খুব কম স্টুডেন্টই পাশ করে কারণ বড় পরীক্ষায় পাশ করলে আবার সরকারকে অনেক চাকরীও যে দিতে হবে। কোনো স্টুডেন্ট বড় পরীক্ষায় পাশ করেও এমনিই বসে থাকে। সরকারের এতো পয়সা নেই যে বড় চাকরী দেবে। এখানে তো বাবা বলেন যত উচ্চমানের পড়াশোনা করবে সেইরকমই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। এমনও না যে সকলেই রাজা বা বিত্তশালী হবে। সব কিছু নির্ভর করে পড়াশুনার উপর। ভক্তিকে অধ্যয়ণ বলা যায় না। এ হলো আত্মিক জ্ঞান যা আত্মাদের পিতা পড়ান। কতো উঁচু অধ্যয়ণ। বাচ্চাদের ডিফিকাল্ট লাগে কারণ বাবাকে স্মরণ করে না, তাই ক্যারেক্টার্সও সংশোধন হয় না। যে ভালো মতো স্মরণ করে তার ক্যারেক্টার্সও ভালো হয়ে যায়। খুবই মধুর সার্ভিসেবল হতে থাকে। ক্যারেক্টার্স ভালো না হলে কারোর পছন্দও হয় না। কেউ পাস করতে পারে না তো অবশ্যই ক্যারেক্টার্সে খুঁত আছে। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের ক্যারেক্টার্স খুবই ভালো। রামের দুই কলা কম বলা হবে। ভারত রাবণ রাজ্যে মিথ্যা ভূমি হয়ে পড়ে। সত্য-ভূমিতে তো একটুও মিথ্যা হতে পারে না। রাবণ রাজ্যে হলো মিথ্যা আর মিথ্যা। মিথ্যাচারী মানুষকে দৈবী গুণ সম্পন্ন বলা যায় না। এটা অসীম জগতের কথা। এখন বাবা বলেন কারোর এইরকম মিথ্যা কথা শুনো না, শুনিও না। এক ঈশ্বরের কথাকেই লিগাল (বৈধ) মত বলা যায়। মানুষের মত-কে ইল-লিগাল (অবৈধ) মত বলা হয়। লিগাল মত এর

দ্বারা তোমরা উচ্চ মানের হও। কিন্তু সকলে চলতে পারে না বলে ইল-লিগাল হয়ে যায়। কেউ বাবার সাথে প্রতিজ্ঞাও করে-বাবা এতো বয়স পর্যন্ত আমি ইল-লিগাল কাজ করেছি, এখন করবো না। সবচেয়ে ইল-লিগাল কাজ হলো বিকারের ভূত। দেহ-অভিমানের ভূত তো সকলের মধ্যে আছেই। মায়াবী পুরুষের মধ্যে দেহ-অভিমানই থাকে। বাবা তো হলেনই বিদেহী, বিচিত্র। তাই বাচ্চারাও বিচিত্র। এটা বোঝার মতো ব্যাপার। আমরা অর্থাৎ আত্মারা হলাম বিচিত্র, আবার এখানে চিত্রে অর্থাৎ শরীরে আসি। এখন বাবা আবার বলেন বিচিত্র হও। নিজের স্বধর্মে স্থিত হও। চিত্রের ধর্মে স্থিত হয়ো না। বিচিত্রতার ধর্মে স্থিত হও। দেহ-অভিমানে এসো না। বাবা কতো বোঝান - এতে স্মরণের খুব প্রয়োজন আছে। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সতোপ্রধান, পিওর (শুদ্ধ) হবে। ইমপিওরিটির মধ্যে গেলে অতি দন্দ প্রাপ্তি হয়। বাবার বাচ্চা হওয়ার পর যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তো গায়ন আছে সদ্ব্রূর নিন্দক থাকতে পারে না। তোমরা যদি আমার মত অনুযায়ী চলে পবিত্র না হও তো একশ গুণ দন্দ ভোগ করতে হবে। বিবেক কাজ করাতে হবে। যদি আমরা স্মরণ না করতে পারি তো এতো উচ্চ পদও পেতে পারি না। পুরুষার্থের জন্য টাইমও দেয়। তোমাদের বলে প্রমাণ কি আছে? বলো, যে দেহে আসেন (শিববাবা) সেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো মানুষ যে না! মানুষের নাম শরীরের উপর হয়। শিববাবা তো না মানুষ, না তিনি দেবতা। ওঁনাকে সুপ্রিম আত্মা বলা হয়। তিনি তো পতিত বা পবিত্র হন না, তিনি বোঝান আমাকে স্মরণ করার ফলে তোমাদের পাপ খন্ডিত হয়ে যাবে। বাবা নিজেই বসে বোঝান যে তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, এখন তমোপ্রধান হয়েছো। আবার সতোপ্রধান হওয়ার জন্য আমাকে স্মরণ করো। এই দেবতাদের কোয়ালিফিকেশন (যোগ্যতা) দেখো কেমন আর ওঁনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে যারা তাদেরকেও দেখো, ওয়ান্ডার লাগে - আমরা কোথায় ছিলাম! আবার ৮৪ জন্মের ফলে নীচে নেমে একদম মিশে যায়।

বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা দৈবী কুলের (ঘরানার) ছিলো। এখন নিজের আচার আচরণ দেখো এমন (দেবী-দেবতা) হতে পারবে? এমন না যে সকলেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। আবার তো সমস্তই ফুলের বাগিচা হয়ে যাবে। শিববাবাকে শুধুমাত্র গোলাপ ফুলই যে দেওয়া হয় তা কিন্তু নয়, আকন্দ ফুলও দেওয়া হয়। বাবার বাচ্চারা কেউ ফুলও হয়, কেউ আকন্দও হয়। পাশ, ফেল তো হয়েই থাকে। নিজেরাও বোঝে যে আমি তো রাজা হতে পারবো না। নিজের সমানই তৈরী করতে পারে না, বিতশালী কীভাবে, কে হবে সেটা তো বাবা জানেন। বাচ্চারা, পুরুষার্থে এগোলে তোমরাও বুঝে যাবে এই অমুক বাবার কেমন সাহায্যকারী। কল্প-কল্প যারা যা কিছু করেছে সেটাই করবে। এতে কোনো পার্থক্য থাকবে না। বাবা তো পয়েন্টস দিতে থাকেন। এরকম-এরকম ভাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর ট্রান্সফারও করতে হবে। ভক্তি মার্গে তোমরা ঈশ্বরের নামে করো। কিন্তু ঈশ্বরকে জানো না। এইটুকু বোঝো উচ্চতমেরও উচ্চ হলেন ভগবান। এমনটা নয় যে ভগবান বিশাল উচ্চ নাম এবং বিরাট রূপধারী। তিনি হলেনই নিরাকার। আবার উচ্চতমেরও উচ্চ সাকার এখানে হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেবতা বলা হয়। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ আবার বলে শিব পরমাত্মায় নমঃ। তবে পরমাত্মা বড় সাব্যস্ত হলেন, তাই না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে পরমাত্মা বলা হবে না। মানুষ মুখে বলে যে, শিব পরমাত্মায় নমঃ তো অবশ্যই পরমাত্মা একজনই হলেন, তাই না! দেবতাদেরকে প্রণাম করা হয়। মনুষ্যলোকে মানুষকে মানুষ বলা হবে, তাকে আবার পরমাত্মায় নমঃ বলা - এ তো সম্পূর্ণ অস্ত্রান্তর হলো। সবার বুদ্ধিতে রয়েছে যে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। তোমরা বাচ্চারা এখন বোঝো যে ভগবান হলেন অদ্বিতীয়, ওঁনাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। সকলকে পবিত্র করা এটা হলো ভগবানেরই কাজ। জগতের গুরু কোনো মানুষ হতে পারে না। গুরু পবিত্র হয়ে থাকে, তাই না! এখানে তো সকলে হলো বিকারে জন্মানো। জ্ঞানকে অমৃত বলা হয়ে থাকে। ভক্তিকে অমৃত বলা যায় না। ভক্তি মার্গে ভক্তিই চলে। সব মানুষ ভক্তিতে আছে। জ্ঞান-সাগর জগতের গুরু বলা হয় এক জনকেই। তোমরা এখন জানো যে বাবা এসে কি করেন। তত্বকেও পবিত্র করে তোলেন। ড্রামাতে ওঁনার পাট রয়েছে। বাবা সকলের সঙ্গতি দাতা হওয়ার নিমিত্ত হন। এখন এটা বোঝানো হবে কীভাবে? আসে তো অনেকেই। উদ্বোধন করতে এলে বার্তা দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে যে বিনাশ ঘটবে সেটা ঘটান পূর্বে অসীম জগতের পিতাকে জেনে তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। ইনি হলেন আত্মাদের পিতা। যে কোনো মানুষ মাত্রই ফাদার বলে থাকে। ক্রিয়েটর যখন তখন তো অবশ্যই ক্রিয়েশনের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। অসীম জগতের বাবাকে কেউই জানে না। বাবাকে ভুলে যাওয়া - এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত। অসীম জগতের বাবা হলেন উচ্চতমেরও উচ্চ, তিনি কোনো স্থূল জাগতিক উত্তরাধিকার তো দেবেন না। লৌকিক বাবা থাকলেও সকলে অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করে। সত্যযুগে কেউ ওঁনাকে স্মরণ করবে না, কারণ অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। আত্মাই স্মরণ করে আবার আত্মারা নিজেকে আর নিজের বাবাকে, ড্রামাকে ভুলে যায়। মায়ার ছায়া পড়ে যায়। সতোপ্রধান বুদ্ধিকে অবশ্যই আবার তমোপ্রধান হতে হয়। স্মৃতিতে আসে, নূতন দুনিয়াতে দেবী-দেবতার সতোপ্রধান ছিলো, এটা কেউই জানে না। দুনিয়াই সতোপ্রধান গোল্ডেন এজেন্ড হয়। তাকে বলা হয় নিউ ওয়ার্ল্ড। এটা হলো আয়রণ এজেন্ড ওয়ার্ল্ড। এই সব কথা বাবা এসেই বাচ্চাদের

বোঝান। প্রত্যেক কল্পে যে উত্তরাধিকার তোমরা নিয়ে থাকো, পুরুষার্থ অনুসারে সেটাই প্রাপ্ত করার হয়। তোমারাও এখন জেনেছো যে আমরা এই ছিলাম আবার এইরকম নীচে এসে গেছি। বাবা-ই বলে দেন এইরকম-এইরকম হবে। কেউ বলে চেষ্টা তো অনেক করে কিন্তু স্মরণ স্থায়ী হয় না। এতে বাবা বা টিচার কি করবে, কেউ না পড়লে টিচার কি করবে। টিচার আশীর্বাদ করবে আর সব পাস হয়ে যাবে? পড়াশোনার তফাৎ তো অনেক থাকে। এটা হলো একদম নতুন পড়াশোনা। এখানে তোমাদের কাছে বিশেষ করে গরীব দুঃখীরাই আসবে, বিত্তশালীরা আসবে না। দুঃখী হলে তবে আসে। বিত্তশালী যারা, তারা ভাবে আমরা তো স্বর্গে বসে আছি। ভাগ্যে নেই, যাদের ভাগ্যে থাকে তারা মনে মনে খুব তাড়াতাড়ি সুনিশ্চিত হয়ে যায়। নিশ্চয় আর সংশয়ে দেবী হয় না। মায়া তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে দেয়। টাইম তো লাগে, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। নিজেকে দয়া করতে হবে। শ্রীমত তো প্রাপ্ত হতেই থাকে। বাবা কতো সহজ করে বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমাদের স্মরণ করো।

তোমরা জানো যে এটা হলো মৃত্যুলোক। সেটা হলো অমরলোক। সেখানে অকাল মৃত্যু হয় না। ক্লাসে স্টুডেন্ট নম্বর অনুযায়ী বসে, তাই না! এটাও তো স্কুল। ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার কাছে নম্বর ওয়ান সুবুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চা কে কে? যারা ভালো ভাবে পড়াশোনা করে, তাদের তো রাইট সাইডে থাকার কথা। রাইট হ্যান্ডের একটা মহত্ব রয়েছে। পূজা ইত্যাদিও রাইট হ্যান্ডে করা হয়ে থাকে। বাচ্চারা ভাবতে থাকে - সত্যযুগে কি কি হবে। সত্যযুগ মনে এলে তো সত্য বাবাও স্মরণে আসে। বাবা আমাদের সত্যযুগের মালিক করে তোলেন। সেখানে জানা থাকে না যে আমাদের এই বাদশাহী কীভাবে প্রাপ্ত হয়। এইজন্য বাবা বলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণেরও এই জ্ঞান নেই। বাবা অনেক কিছু ভালো ভাবে বোঝাতে থাকেন, পূর্ব-কল্পে যারা বুঝেছিল, অবশ্যই তারাই বুঝবে। তবুও পুরুষার্থ করতে হয়। বাবা আসেনই পড়াতে। এটা হলো পড়াশোনা, এতে বুঝবার মতন অনেক বুদ্ধি চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই আধ্যাত্মিক পড়াশোনা হলো অত্যন্ত উচ্চ মানের এবং ডিফিকাল্ট, এতে পাশ করার জন্য বাবার স্মরণে থেকে আশীর্বাদ নিতে হবে। নিজের ক্যারেক্টার সংশোধন করে নিতে হবে।

২) এখন কোনো ইল - লিগাল কাজ করতে নেই। বিচিত্র হয়ে নিজের স্বধর্মে স্থিত হতে হবে আর বিচিত্র বাবার লিগাল মতে চলতে হবে।

বরদান:- বাবার সাথে এর দ্বারা পবিত্রতারূপী স্বধর্মকে সহজভাবে পালনকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব আত্মার স্বধর্ম হলো পবিত্রতা, অপবিত্রতা হলো পরধর্ম। যখন স্বধর্মের উপরে নিশ্চয় থাকে তখন পরধর্ম নড়াতে পারে না। বাবা যে বা যেমন তাঁকে যথার্থ রূপে চিনে সাথে রাখো তাহলে পবিত্রতারূপী স্বধর্মকে ধারণ করা খুবই সহজ হয়ে যাবে। কেননা সাথী হলেন সর্ব শক্তিমান। সর্বশক্তিমানের বাচ্চা মাস্টার সর্বশক্তিমানের সামনে অপবিত্রতা আসতে পারবে না। যদি সংকল্পেও মায়া আসে তাহলে অবশ্যই কোনও গেট খোলা রয়েছে অথবা নিশ্চয়ের অভাব রয়েছে।

স্লোগান:- ত্রিকালদর্শী কোনও বিষয়কে এক কালের দৃষ্টি দিয়ে দেখে না, প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই কল্যাণ রয়েছে বলে মনে করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদেরকে দুঃখধাম এর থেকে সন্ন্যাস করাতে, এটাই হলো অসীম জগতের সন্ন্যাস"

*প্রশ্নঃ - ওই সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস আর তোমাদের সন্ন্যাসের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি?

*উত্তরঃ - সেই সন্ন্যাসীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যায়, কিন্তু তোমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে যাও না। ঘরে থেকেই সম্পূর্ণ দুনিয়াকে কাঁটার জঙ্গল বলে মনে করো। তোমরা বুদ্ধির দ্বারা সম্পূর্ণ দুনিয়ার থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে থাকো।

ওম্ শান্তি। আত্মিক বাবা বসে আত্মিক বাচ্চাদের প্রতিদিন বোঝান, কেননা অর্ধকল্প ধরে অবুঝ হয়ে গেছো, তাইনা! সুতরাং প্রতিদিন বোঝাতে হয়। প্রথমে তো মানুষের শান্তি চাই। আত্মারা প্রকৃতপক্ষে সবাই হলো শান্তিধাম নিবাসী। বাবা হলেন চির শান্তির সাগর। এখন তোমরা শান্তির অবিনাশী উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত করছো। বলাও হয়ে থাকে, শান্তি দেব.... অর্থাৎ আমাদের এই সৃষ্টি থেকে নিজেদের ঘর শান্তিধামে নিয়ে চলো অথবা শান্তির উত্তরাধিকারী বানাও। দেবতাদের সামনে অথবা শিববাবার সামনে গিয়ে শান্তি দাও বলে প্রার্থনা করে কেননা শিববাবা হলেন শান্তির সাগর। এখন তোমরা শিববাবার কাছ থেকে অবিনাশী শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। বাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমাদের অবশ্যই শান্তিধামে যেতে হবে। স্মরণ না করলেও যেতে হবে। স্মরণ এইজন্যই করে থাকো কেননা যে পাপের বোঝা মাথায় জমা হয়ে রয়েছে, তা যেন ভস্মীভূত হয়ে যায়। শান্তি আর সুখ একমাত্র বাবার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়ে থাকে, কেননা তিনি হলেন সুখ আর শান্তির সাগর। ঐ দুটোই হলো প্রধান। শান্তিকে মুক্তি বলা হয় তারপর জীবনমুক্তি আর জীবনবন্ধু। এখন তোমরা জীবনবন্ধু থেকে জীবনমুক্ত হতে চলেছো। সত্যযুগে কোনওরকম বন্ধন থাকে না। গাওয়াও হয়ে থাকে সহজ জীবনমুক্তি বা গতি-সঙ্গতি। এই দুটোর অর্থ এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো। গতি বলা হয় শান্তিধামকে, সঙ্গতি বলা হয় সুখধামকে। সুখধাম, শান্তিধাম আর এটা হলো দুঃখধাম। তোমরা এখানে বসে আছো, বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের গৃহ শান্তিধামকে স্মরণ করো। আত্মারা নিজেদের গৃহকে ভুলে গেছে বাবা এসেই স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বুঝিয়ে বলেন, হে আত্মিক বাচ্চারা, যতক্ষণ আমাকে স্মরণ না করবে তোমরা ঘরে যেতে পারবে না। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে। আত্মা পবিত্র হয়ে তারপর নিজ গৃহে ফিরে যাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এ হলো অপবিত্র দুনিয়া। একজনও পবিত্র মানুষ নেই। পবিত্র দুনিয়াকে সত্য যুগ আর অপবিত্র দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য। রাবণ রাজ্যেই অপবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়ে থাকে। এটাই ডামার খেলা তাইনা। এসবই অসীম জগতের বাবা বুঝিয়ে বলেন, তিনিই সত্য। পিতার বলা সত্য কথা তোমরা সঙ্গমেই শুনে থাকো, তারপর সত্য যুগে যাও। দ্বাপর থেকে পুনরায় রাবণ রাজ্য শুরু হয়। রাবণ অর্থাৎ অসুর, অসুর কখনও সত্য বলতে পারে না। সেইজন্য একে বলে মিথ্যে মায়া, মিথ্যা কায়া (শরীর)। আত্মা মিথ্যা শরীরও মিথ্যা (অপবিত্র)। আত্মার মধ্যেই তো সংস্কার ভরা থাকে তাই না! ৪ প্রকারের ধাতু আছে না - সোনা, রূপা, তামা, লোহা....সবের থেকে খাদ বেরিয়ে যায়। তারপর তোমরা খাটি সোনা হয়ে ওঠো যোগবলের দ্বারা। তোমরা যখন সত্য যুগে থাকো তখন তোমরা খাটি সোনা। তারপর যখন রূপও পড়ে, তখন চন্দ্রবংশী বলা হয়। তারপর তামার, লোহার খাদ পড়ে দ্বাপর - কলিযুগে। এরপর যোগের দ্বারা তোমাদের মধ্যে রূপোর, তামার, লোহার যে খাদ পড়ে, তা বেরিয়ে যায়। প্রথমে তো তোমরা আত্মারা শান্তিধাম হয়ে তারপর সর্বপ্রথম আসো সত্যযুগে, তো তাকে বলা হয় গোল্ডেন এজ। তোমরা তখন খাটি সোনা। যোগবলের দ্বারা সম্পূর্ণ খাদ বেরিয়ে গেলে তখন রয়ে যায় খাটি সোনা। শান্তিধামকে গোল্ডেন এজ বলা হয় না। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ, কপার এজ এখানে বলা হয়। শান্তিধামে তো অপার শান্তি বিরাজ করে। যখন আত্মা শরীর ধারণ করে তখন বলা হয় এই আত্মা গোল্ডেন এজের, তারপর সৃষ্টিও গোল্ডেন এজ হয়ে যায়। সতোপ্রধান ৫ তত্ত্ব দ্বারা শরীর তৈরি হয়। আত্মা সতোপ্রধান হলে শরীরও সতোপ্রধান হয়। তারপর একদম শেষে গিয়ে আয়রন এজ শরীর প্রাপ্ত হয় কেননা আত্মার মধ্যে খাদ পড়ে যায়। সুতরাং গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ, এই সৃষ্টিকেই বলা হয়ে থাকে।

এখন তবে বাচ্চাদের কি করতে হবে? সর্বপ্রথমে শান্তিধামে যেতে হবে, সেইজন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে। এতে সময় ততটাই লাগে, যতটা সময় বাবা এখানে থাকেন। উনি গোল্ডেন এজ-এ কোনও পার্ট নেন না। সুতরাং আত্মা যখন ওখানে শরীর ধারণ করে তখন বলা হয় গোল্ডেন এজ এর জীব আত্মা,

এমন বলা হয় না যে গোল্ডেন এজেড আত্মা। না, গোল্ডেন এজেড জীবাত্মা তারপর সিলভার এজেড জীবাত্মা হয়। তোমরা এখানে বসে আছো, তোমাদের যেমন শান্তিও আছে তেমনই সুখও প্রাপ্ত হয়। তাহলে কি করা উচিত? দুঃখ ধাম এর সন্ধ্যাস। একে বলা হয় অসীম জগতের সন্ধ্যাস। ঐ সন্ধ্যাসীদের হলো সীমিত জাগতিক সন্ধ্যাস, ঘর পরিবার ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যায় তারা। ওদের এটা জানা নেই যে সম্পূর্ণ সৃষ্টিই এখন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। এটা হলো কাঁটার জঙ্গল, কাঁটার দুনিয়া। সত্য যুগ হলো ফুলের দুনিয়া। ওরা যদিও সন্ধ্যাস নিয়ে থাকে কিন্তু তবুও তো সেই কাঁটার দুনিয়াতে, শহর থেকে অনেক দূরে জঙ্গলে গিয়ে বাস করে। ওদের হলো নিবৃত্তি মার্গ, তোমাদের প্রবৃত্তি মার্গ। তোমরা পবিত্র জুটি ছিলে, এখন অপবিত্র হয়ে গেছো। তাকে গৃহস্থ-আশ্রমও বলা হয়। সন্ধ্যাসীরা আসে অনেক পরে। ইসলাম, বৌদ্ধও পরে আসে। খ্রীষ্টানদের কিছু আগে আসে। সুতরাং কল্পবৃক্ষের এই বৃক্ষকে স্মরণ করতে হবে, চক্র ও স্মরণ করতে হবে। বাবা কল্পে-কল্পে এসে কল্পবৃক্ষের নলেজ প্রদান করেন। কেননা তিনি স্বয়ং বীজরূপ, তিনিই সত্য, চৈতন্য সেইজন্যই কল্পে-কল্পে এসে কল্পবৃক্ষের সম্পূর্ণ রহস্য ব্যাখ্যা করেন। তোমরাও আত্মা কিন্তু তোমাদের জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, শান্তির সাগর বলা হয় না। এই মহিমা শুধুমাত্র বাবার যিনি তোমাদের এমন তৈরি করছেন। বাবার এই মহিমা সব সময়ের জন্য। তিনি চির পবিত্র এবং নিরাকার। সীমিত সময়ের জন্য তিনি আসেন পবিত্র করে তুলতে। তিনি সর্বব্যাপী এতো হতেই পারে না। তোমরা জান বাবা পরমধাম নিবাসী। ভক্তি মার্গে সবসময় তাঁকে স্মরণ করে। সত্যযুগে তো তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন-ই পড়ে না। রাবণ রাজ্য থেকেই তোমাদের আহ্বান করা শুরু হয়, তিনিই এসে সুখ শান্তি প্রদান করেন। তবে নিশ্চয়ই অশান্তির মধ্যেই ঔনার কথা স্মরণে আসে। বাবা বলেন প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি আসি। অর্ধকল্প সুখ আর অর্ধকল্প হলো দুঃখ। অর্ধকল্পের পরেই রাবণ রাজ্য শুরু হয়। এর মধ্যে প্রধান হলো দেহ-অভিমান। এর পরেই অন্যান্য বিকার শুরু হয়। এখন বাবা বুঝিয়ে বলেন নিজেকে আত্মা মনে কর, দেহী-অভিমानी হও। আত্মার স্বীকৃতির প্রয়োজন। মানুষ তো শুধু বলে থাকে, আত্মা ভ্রুকুটির মাঝখানে জ্বলজ্বল করে। এখন তোমরা বুঝেছ আত্মা হলো অবিনাশী। এই অবিনাশী আত্মার আসন হলো এই শরীর। আত্মা বসেও ভ্রুকুটিতে। অবিনাশী আত্মার এটাই আসন, সবারই চৈতন্য অবিনাশী আসন। ওটা অবিনাশী আসন নয়, যা অমৃতসরে কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন প্রতিটি মানুষেরই নিজের নিজের অবিনাশী আসন রয়েছে, আত্মা এখানে এসে বিরাজ করে। সত্য যুগ হোক বা কলিযুগ-ই হোক আত্মার আসন হলো এই মানব শরীর। সুতরাং অসংখ্য অবিনাশী আসন রয়েছে। মানুষ মাত্রই অবিনাশী আত্মার আসন রয়েছে। আত্মা এক আসন ছেড়ে শীঘ্রই অন্য আসন গ্রহণ করে। প্রথমে ছোট আসন থাকে তারপর বড়ো হয়। এই শরীর রূপী আসন ছোট বড়ো হয়, ঐ কাঠের আসন যাকে শিখরা অকাল তখত বলে, তা কিন্তু ছোট বড়ো হয় না। এটা কেউ-ই জানে না যে মানুষ মাত্রেরই অকাল তখত হলো এই ভ্রুকুটি। আত্মা অবিনাশী, তার কখনোই বিনাশ হয়না। আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন আসন প্রাপ্ত করে থাকে। সত্যযুগে তোমরা ফার্স্টক্লাস আসন পেয়ে থাকো, তাকে বলে গোল্ডেন এজ তখত (আসন)। তারপর ঐ আত্মাই আবার সিলভার, কপার, আয়রন এজেড আসন প্রাপ্ত করে থাকে। তারপর আবার গোল্ডেন এজ-এ আসন পেতে হলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। সেইজন্যই বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করলে তোমাদের খাদ বেরিয়ে যাবে, তারপর তোমরা এইরকম দৈবী সিংহাসন প্রাপ্ত করবে। এখন ব্রাহ্মণ কুলের আসন, পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের আসন, তারপর আমি আত্মা দেবতাদের আসন প্রাপ্ত করবো। এই কথা দুনিয়ার মানুষ জানে না। দেহ-অভিমানে আসার কারণে একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে, এইজন্য একে দুঃখধাম বলা হয়। এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান শান্তিধামকে স্মরণ করো, যা তোমাদের প্রকৃত নিবাস স্থান। সুখধামকে স্মরণ করো, একে ভুলে যাও, এর প্রতি বৈরাগ্য আসুক। এমনটা নয় যে সন্ধ্যাসীদের মতো ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। বাবা বোঝান সেটা একদিক দিয়ে যেমন ভালো, অন্যদিকে খারাপ। তোমাদের সন্ধ্যাস ভালো। ওদের হঠযোগের ভালো দিকও আছে, মন্দও আছে -- কেননা দেবতারা যখন বাম মার্গে চলে যায়, তখন ভারতের বিশৃঙ্খল অবস্থা আটকাতে পবিত্রতার প্রয়োজন হয়, সুতরাং হঠযোগীরা এতে সাহায্য করে থাকে। ভারতই অবিনাশী খন্ড। বাবাকেও এখানেই আসতে হয়। সুতরাং যেখানে অসীম জগতের পিতা আসেন, সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হয় তাইনা। সবার সঙ্গতি বাবাই এসে করিয়ে থাকেন, সেইজন্য ভারতই শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম দেশ।

প্রধান বিষয় বাবাই বুঝিয়ে বলেন - বাচ্চারা, স্মরণের যাত্রায় থাকো, গীতাতেও মনমনাভব শব্দটি আছে, কিন্তু বাবা কোনও সংস্কৃত শব্দ বলেন না। বাবা "মননানাভব"-র অর্থ বলে দেন। বাবা বলেন, দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মা অবিনাশী, সে কখনও ছোট বড় হয় না। অনাদি অবিনাশী পার্ট এর মধ্যেই ভরা আছে। এইভাবেই ড্রামা তৈরি হয়েছে। অস্তিমে যে আত্মারা আসবে, তাদের সামান্য পার্ট থাকে এই ড্রামায়। বাকি সময় তারা শান্তিধামে থাকে। স্বর্গে তো আসতে পারবে না। শেষে আসা আত্মারা অল্প কিছু সুখ, কিছু দুঃখ ভোগ করে থাকে। যেমন দীপাবলির রাতে কত মশা বেরিয়ে পড়ে, সকালে উঠে দেখো সব মশা মরে পড়ে আছে, সুতরাং শেষে আসা মানুষের

মূল্যইবা কতটুকু থাকবে। ঠিক যেন পশুর দৃষ্টান্ত। তাই বাবা বুঝিয়ে বলেন এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে। সৃষ্টি রূপী মানব বৃক্ষ ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট কিভাবে হয়। সত্যযুগে কত অল্প সংখ্যক মানুষ, কলিযুগে গাছ বৃদ্ধি পেয়ে কত বিশালাকার ধারণ করে। প্রধান বিষয় বাবা ইশারায় বুঝিয়েছেন - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে "মামেকম্ স্মরণ করো। ৮ ঘন্টা স্মরণে থাকার অভ্যাস করো। স্মরণ করতে করতে শেষে পবিত্র হয়ে বাবার কাছে চলে গেলে স্ফলারশিপও প্রাপ্ত হবে। যদি পাপ থেকে যায়, তবে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হবে। সাজা খেতে হবে, উপরন্তু পদও কম হয়ে যাবে। হিসেব-নিকেশ সবাইকেই মিটিয়ে ফেলতে হবে। যেমন মানুষ-ই হোক না কেন, এখনও জন্ম নিতে হচ্ছে। এই সময় দেখো ভারতবাসীদের থেকে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বেশি। তারা আবার সেন্সীবলও। ভারতবাসীরাও হান্ড্রেট পার্সেন্ট সেন্সীবল ছিল, তারাই এখন নন-সেন্সীবল হয়ে গেছে। কেননা এরাই হান্ড্রেট পার্সেন্ট সুখ পায় তারপর হান্ড্রেট পার্সেন্ট দুঃখও এরাই পায়। এরা তো আসেই (খ্রীষ্টান) অনেক পরে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, খ্রীষ্টান ডিনায়েস্টির সাথে কৃষ্ণের ডিনায়েস্টির কানেকশন রয়েছে। খ্রীষ্টানরা রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল তারপর খ্রীষ্টান ডিনায়েস্টির কাছ থেকেই রাজ্য ফিরে পাওয়া হয়। এই সময় হলো খ্রীষ্টানদের জোর। ভারতের থেকেই সাহায্য পেয়ে থাকে। ভারত এখন অনাহারে তাই রিটার্ন সার্ভিস চলছে। তারা এখান থেকেই অগাধ সম্পদ, হীরে-জহরত, সোনা ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে বিশাল সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল সুতরাং এখন আবার ধন-সম্পদ পৌঁছে দিচ্ছে। ওদের তো আর কিছুই পাওয়ার নেই। বাচ্চারা তোমাদের তো কেউ চেনেই না, যদি চিনতো তবে এসে পরামর্শ করতো। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, যারা ঈশ্বরের মতানুসারে চলো। তোমরাই আবার ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় থেকে দৈবী সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। আমরা এখন ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা, আমরাই দেবতা থেকে ঋত্রিয়..... হম সো এর অর্থ দেখো কত সুন্দর। এটাই হলো ডিগবাজির খেলা একে বোঝা খুব সহজ, কিন্তু মায়া ভুল করিয়ে দেয় তারপর দৈবীগুণ থেকে আসুরী গুণে নিয়ে যায়। অপবিত্র হওয়া এটা তো আসুরী গুণ, তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্ফলারশিপ নেওয়ার জন্য গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। স্মরণের অভ্যাসের দ্বারাই পাপ ভস্ম হবে আর গোল্ডেন এজের সিংহাসন প্রাপ্ত হবে।

২) এই দুঃখ ধাম থেকে অসীম জগতের বৈরাগ্য করে নিজের প্রকৃত নিবাস স্থান শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। দেহ অভিমানে এসে কাউকেই দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- কর্মের হিসাবপত্রকে বুঝে নিজের অচল স্থিতি বানানো সহজ যোগী ভব
চলতে-চলতে যদি কোনও কর্মের হিসাবপত্র সামনে এসে যায় তাতে মনকে বিচলিত করো না, স্থিতিকে উপরে-নীচে করবে না। যদি চলেও আসে, তবে তাকে ভালো করে চিনে নিয়ে দূর থেকেই তাকে শেষ করে দাও। এখন যোদ্ধা হযো না। সর্বশক্তিমান বাবা সাথে আছেন তাই মায়া বিচলিত করতে পারবে না। কেবল নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনকে প্র্যাক্টিক্যালি নিয়ে এসো আর সময় মতো চুজ (choose) করো, তবে সহজযোগী হয়ে যাবে। এখন নিরন্তর যোগী হও, যুদ্ধ করতে থাকা যোদ্ধা নয়।

স্নোগানঃ:- ডবল লাইট থাকতে হলে নিজের সকল দায়িত্বের বোঝা বাবাকে অর্পণ করে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

রিভাইস: 24-02-2002 মধুবন

"বাবাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য নিজের এবং অন্যদের বৃত্তিকে পজিটিভ বানাও"

আজ বিশ্ব কল্যাণী বাপদাদা চতুর্দিকে নিজের বাচ্চাদের দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। প্রত্যেক বাচ্চার মনের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখছেনও এবং শুনছেনও। সবার মনে লক্ষ্য একটাই, শীঘ্রাতিশিঘ্র বাবা সমান হওয়া। লক্ষ্যকে দেখে, সাহস দেখে, শ্রেষ্ঠ সংকল্প দেখে বাপদাদা খুশি। সেইসঙ্গে এটাও দেখছেন যে, লক্ষ্য সবারই উঁচু হতে উঁচু, কিন্তু প্রত্যক্ষ রূপে লক্ষণ নশ্বররূপে রয়েছে। লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান হওয়া অর্থাৎ বাবা সমান হওয়া। সেবার স্টেজে যে নিমিত্ত বাচ্চারা আছে, তারা সদা একই সংকল্পে থাকে, বাবাকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করাবো, কবে হবে! এরকম সংকল্প চলে তো না? বাবা পরে বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন, বাচ্চারা তোমরা সবাই সম্পন্ন, সম্পূর্ণ স্বরূপে নিজেরা কবে প্রত্যক্ষ হবে? বাচ্চাদের জন্য বাবার কোশ্চেন হলো সেই ডেটও ফিক্স করেছ? নাকি সেই ডেট ফিক্স হওয়ার নয়?

ডবল ফরেনার্স বলে যে কোনও প্রোগ্রামের ডেট এক বছর আগেই ফিক্স করা হয়ে থাকে, এমন বলা তো না! তো বাবা বলেন, স্বয়ংকে প্রত্যক্ষ করানোর ডেট ফিক্স করেছো? অনেক মিটিং করেছো তো, তাই না! তোমরা করতেই থাকো। আজ অমুক মিটিং, কাল অমুক। এমনকি এখনও, যারা মিটিং করো তারা তাদের অনেক সংখ্যায় এসেছো! মিটিংয়ের তিনটে গ্রুপ এখানে আজও বসে আছে। এটা তো খুব ভালো, কিন্তু এই মিটিংয়ের ডেট কোনটা? যা ভাবছো সেটাই বোল হোক, সেটাই কর্ম হোক। সংকল্প, বোল আর কর্মে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য যেন প্রমাণ হয়। বাপদাদা দেখেন যে, বিশ্বের সর্ব কল্যাণের নিমিত্ত হওয়া এই বাচ্চারা, সর্ব আত্মার কল্যাণকারী প্রত্যক্ষ রূপে স্টেজে কবে আসবে? প্রত্যেকে গুপ্ত পুরুষার্থে রয়েছে, নির্ধার সাথে রয়েছে, এটাও বাপদাদা দেখেন। কিন্তু এই বিশেষ সংকল্পের দৃঢ় অনুরাগ কবে হবে? নির্ধা তো আছে, কিন্তু নিরন্তর এই সংকল্প পূর্ণ হোক প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপে। এখন সংকল্প আর প্রত্যক্ষ কর্মে ফারাক আছে। হতে তো হবেই আর করতেও হবে বাচ্চাদেরই। বাবা তো ব্যাকবোন আছেনই।

তো বাপদাদা দেখছিলেন যে, সর্বাপেক্ষা তীব্রগতির সেবা হলো "বৃত্তির দ্বারা ভাইব্রেশন ছড়ানো।" বৃত্তি অনেক তীব্র, রকেটের থেকেও জোরালো। বৃত্তির দ্বারা বায়ুমন্ডল পরিবর্তন করতে পারো তোমরা। তোমরা যেখানে চাও, যত আত্মার কাছে চাও বৃত্তির দ্বারা এখানে বসে বসেই পৌঁছাতে পারো। বৃত্তির দ্বারা দৃষ্টি আর সৃষ্টি পরিবর্তন করতে পারো। কিন্তু একটা বিষয়, বৃত্তির দ্বারা সেবাতে বাধা পড়ছে, বৃত্তির দ্বারা ভাইব্রেশন ছড়িয়ে পড়ে। তোমাদের জড়চিত্র এখনো লাস্ট জন্ম পর্যন্ত ভাইব্রেশন দ্বারা সেবা করছে তো না! দেখেছো তো, তাই না! মন্দির দেখেছো না! ডবল ফরেনার্স মন্দির দেখেছো? দেখে না থাকলে দেখে নিও, কেননা তোমাদেরই মন্দির তো না! কুমারীরা তোমাদের মন্দির, নাকি ইন্ডিয়ান যারা তাদের মন্দির? সবার মন্দির, আত্মা। অভিনন্দন। মন্দিরের সকল মূর্তি প্রত্যক্ষ রূপে ভাইব্রেশনের দ্বারা সেবা করছে অর্থাৎ তোমরা আত্মারা মন্দিরের মূর্তিরূপে সেবা করছো। কত ভক্ত ভাইব্রেশনের দ্বারা নিজের নিজের সর্ব ইচ্ছা পূর্ণ করছে। তো হে চৈতন্য মূর্তি, এখন তোমাদের শুভ ভাবনার বৃত্তি, শুভ কামনার বৃত্তির দ্বারা বায়ুমন্ডলে ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও। কিন্তু, 'কিন্তু' বলা ভালো লাগে না, তবু কিন্তু বলতে হয়। পান্ডব, কিন্তু শব্দ ভালো লাগে? ভালো লাগে না। কিন্তু, 'কিন্তু' আছে, নাকি সমাপ্ত হয়ে গেছে? এর জন্য সহজ বিধি হলো প্রত্যেকে নিজের ভিতরে চেক করো - এক সেকেন্ডে চেক করতে পারো। এই মুহূর্তে করো। বাবা তোমাদের সেকেন্ড সময় দেবেন কী? কী বলতেই সেকেন্ড সময় পেয়ে গেছে। এখন নিজের ভিতরে চেক করো - আমার বৃত্তিতে কোনো আত্মার প্রতিও কোনো নেগেটিভ ভাইব্রেশন আছে কিনা! যদি বিশ্বের বায়ুমন্ডল পরিবর্তন করতে হয়, কিন্তু নিজের মনের মধ্যে কোনো এক আত্মার প্রতিও যদি ব্যর্থ ভাইব্রেশন বা ভাইব্রেশনও যদি বাস্তবিক হয় তবে তা পরিবর্তন করতে পারবে না। বাধা পড়তে থাকবে, সময় লেগে যাবে। বায়ুমন্ডলে পাওয়ার আসবে না। কিছু কিছু বাচ্চা বলে 'ও এইরকমই তো না!' এইরকমই! সুতরাং ভাইব্রেশন তো হবেই, তাই না! বাবাকেও জ্ঞান দেয়, বাবা আপনি জানেন না, ওই আত্মা এইরকমই। কিন্তু বাবা জিজ্ঞাসা করেন সে খারাপ, সে রং, হওয়া উচিত নয় কিন্তু খারাপকে যে নিজের বৃত্তিতে রাখো, এটা কি বাবা অনুমতি দিয়েছেন? যারা মনে করো এটাতে বাবার অনুমতি নেই, তারা এক হাত তোলো। টি. ভি.তে দেখাও।

(দাদিকে) তুমি দেখছো তো না! আচ্ছা। মনে রেখো হাত তুলেছিল। ডবল ফরেনার্স হাত তুলেছে! বাপদাদার টি. ভি.তে তো আসছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ আত্মার নিজের বৃত্তিতে কোনও আত্মার প্রতি ভাইব্রেশন নেগেটিভ হবে, তাহলে বিশ্ব কল্যাণের জন্য বৃত্তির দ্বারা বায়ুমন্ডলে ভাইব্রেশন ছাড়াতে পারবে না। এটা নিশ্চিত তা' জেনে নাও। যতই সেবা করো, প্রতিদিন আট- আটটা ভাষণ করো, যোগ শিবির করাও, অনেক প্রকারের কোর্স করাও কিন্তু কারও প্রতি নিজের বৃত্তিতে কোনো পুরানো নেগেটিভ ভাইব্রেশন রেখো না। আচ্ছা, সে খারাপ, অনেক ভুল করে, অনেককে দুঃখ দেয়, তবুও কি তোমরা তাকে দুঃখ দেওয়ার উত্তরদায়ী হওয়ার পরিবর্তে সাহায্যকারী হতে পারো না! দুঃখে সাহায্য করতে হবে না, তাকে পরিবর্তন করতে সাহায্যকারী হও। যদি এমন কোনো আত্মা আছে যে তুমি মনে করছ সে বদলানোর নয়, তো ঠিক আছে, তোমার জাজমেন্ট অনুযায়ী সে বদলাবে না, কিন্তু নস্বরক্রম আছে তো না! তাহলে তুমি কেন ভাবছ এ' তো বদলানোর নয়! তোমরা কেন জাজমেন্ট দাও, বাবা তো আছেন, তিনিই জজ তো না! তোমরা সবাই পরস্পরের জজ হয়ে গেছে। বাবাও তো দেখছেন, এ' এইরকম তো এ' এরকম এবং এ' এইরকম....। ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো। বারবার ভুল করা যেমন আত্মারাই থাক কিন্তু বাপদাদা (বিশেষভাবে সাকার রূপে ব্রহ্মা বাবা) সব বাচ্চার প্রতি স্মরণের স্নেহ-সুমন দেওয়ার সময় সব বাচ্চাকে মিষ্টি মিষ্টি বলেছেন। দু' চার বাচ্চাকে কটু আর বাকিদের মিষ্টি...এমন কি বলেছেন? তবুও সেইরকম আত্মাদের প্রতিও সদা সহৃদয় থেকেছেন। ক্ষমার সাগর হয়েছেন। কিন্তু, আচ্ছা তোমরা নিজেদের বৃত্তিতে কারও প্রতি যদি নেগেটিভ ভাবনা রাখো, তবে তা'তে তোমাদের কী লাভ? যদি এতে তোমাদের লাভ আছে, তবে তো অবশ্যই রাখো, অনুমতি আছে। যদি লাভ না থাকে, হয়রান হতে হয় ..., সেই বিষয় তোমাদের সামনে আসবে। বাপদাদা দেখেন, যে বিষয়ে নিজের কোনো লাভ হয় না, তখন তাকে আয়না দেখানো দরকার। নলেজফুল হওয়া আলাদা ব্যাপার, এটা রং, এটা রাইট - এটা হলো নলেজ। নলেজফুল হওয়া রং নয়, কিন্তু হিতকর নয় এমন কোনকিছু বৃত্তিতে ধারণ করা সেটা রং। কেননা, মুড অফ, ব্যর্থ সংকল্প, স্মরণের পাওয়ার কম নিজের মধ্যেই অনুভব করায় লোকসান হয়ে যায়। যেখানে প্রকৃতিকে তোমরা পবিত্র বানাও সেখানে এরা তো আত্মা। বৃত্তি, ভাইব্রেশন আর বায়ুমন্ডল তিনের সম্বন্ধ আছে। বৃত্তির দ্বারা ভাইব্রেশন হয়, ভাইব্রেশনের দ্বারা বায়ুমন্ডল তৈরি হয়। কিন্তু মূল হলো বৃত্তি। যদি তোমরা মনে করো শীঘ্রাতিশিঘ্র বাবার প্রত্যক্ষতা হোক, তবে তীব্রগতির প্রয়াস হলো সবাই নিজের বৃত্তিকে নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য পজিটিভ বানাও। হতে পারো তোমরা নলেজফুল, কিন্তু মনের মধ্যে কোনো নেগেটিভ ধারণ করো না। নেগেটিভের অর্থ আবর্জনা। এই মুহূর্তে বৃত্তি পাওয়ারফুল করো, ভাইব্রেশন পাওয়ারফুল বানাও, বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল বানাও। কেননা, সবাই অনুভব করেছে, বাণীর দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তন খুব ধীর গতিতে হয়। হয় ঠিকই, কিন্তু অত্যন্ত ধীর গতিতে। যদি তোমরা ফাস্ট গতি চাও তবে নলেজফুল হয়ে, ক্ষমা স্বরূপ হয়ে, হৃদয়বান হয়ে, শুভ ভাবনা, শুভ কামনার দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করো। দেখো, প্রত্যক্ষ ভাবে তোমরা সবাই দেখেছো, মধুবনে যারাই আসে, সবথেকে বেশি কোন্ বিষয়ের প্রভাব পড়ে? বায়ুমন্ডলের। এখানেও, হতে পারে সবাই নস্বরক্রমে রয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মা বাবার কর্মভূমি, বাপদাদার বরদান ভূমি, সেই বায়ুমন্ডল পরিবর্তন করে দেয়। অনুভব আছে তো না! সুতরাং ভাইব্রেশন দ্বারা বায়ুমন্ডল তৈরি করা, এ' হলো হৃদয়ের তীব্রগতির ছাপ। বায়ুমন্ডল হৃদয়ে ছেপে যায়। শোনা কথা তোমরা ভুলে যেতে পারো, কিন্তু হৃদয়ে বায়ুমন্ডলের ছাপ লেগে যায়, সেটা তোমরা ভুলতে পারো না। এমন হয়? তো বাপদাদা শুনতে থাকেন, প্রত্যক্ষতা কবে হবে, নিজেদের মধ্যে আত্মিক বার্তালাপ তো ভালই করো। সেটা ভালো। বলো, পান্ডব এখন কী করবে? বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল বানাও। হতে পারে তা' সেবাকেন্দ্র, অথবা যে কোনও স্থান, কিংবা হয়তো প্রবৃত্তিতে আছে তবুও বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল থাকবে। চতুর্দিকের বায়ুমন্ডল যদি সম্পূর্ণ নির্বিল্প, প্রশস্ত, শুভ ভাবনা, শুভ কামনার হয়ে যায় তবে প্রত্যক্ষতায় কোনো দেরি নেই।

এখন বাপদাদা যে ডেট দিয়েছেন, তা' বাপদাদার স্মরণে আছে। হিসেব জিজ্ঞাসা করবেন তো না! প্রত্যেকে নিজের অ্যাকাউন্ট রেখেছো তো, তাই না! তো অ্যাকাউন্টে বাপদাদা এটাই চেক করবেন - বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে, বোল-এ উদারচেতা, শুভ ভাবনার এবং শুভ কামনার আত্মা কত পার্সেন্টে আছে? এখনও ১৫ দিন তোমাদের কাছে আছে তো না! তার থেকে বেশি আছে। আচ্ছা, কেউ যদি নাও করে থাকে, তবে ১৫ দিনে করে নিও। তাহলেও তোমরা পাস হয়ে যাবে। যা অতীত তা'তে বিন্দু লাগাও এবং দয়ার সিন্ধু হয়ে যাও। ক্ষমার সিন্ধু হয়ে যাও। (বাপদাদা ড্রিল করালেন)

শুনেছো সবাই! আচ্ছা। মিটিংয়ের যে তিনটে গ্রুপ এসেছে, তাদের মধ্যে যারা স্পার্ক এর তারা এক হাত তোলো। আচ্ছা। খুব ভালো। এখন এই বিষয়ে রিসার্চ করো, বায়ুমন্ডল প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারো! রিসার্চ করছো তো না! এইরকম বায়ুমন্ডল বানানোর জন্য বুদ্ধিতে কী কী বজায় রাখতে হবে, কর্মে কী কী করতে হবে,

তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে কী করতে হবে!

সেটা ভালো, তোমরা নিজেদের বিজি রাখো, ভালো ব্যাপার। কিন্তু বাপদাদা এই প্র্যাকটিক্যাল অনুভব দেখতে চান যে কীভাবে প্র্যাকটিক্যালি করেছে এবং তার পরিণাম কী বেরিয়েছে! যদি মাঝখানে কোনও বাধা এসে থাকে তবে কী এসেছে? এই অনুভব প্র্যাকটিক্যালি করে দেখো, শুধু পয়েন্টস বের করো না, এটা করতে হবে, এটা করতে হবে। না। করো তোমরা, অনুভব করো এক্সাম্পল হয়ে দেখাও আর সেই এক্সাম্পল অন্যদেরও সহযোগ দেবে। ঠিক আছে তো না! ইনি (রমেশ ভাই) নিমিত্ত, তাই না! এটা ভালো। এখনও ১৫ দিন পড়ে আছে, লাস্ট হয়নি এখনো। এখন দীর্ঘ সময় চলে গেছে, কিন্তু কিছু বাকি আছে, তো স্পার্ক গ্রুপ এভাবে প্র্যাকটিক্যালি করে দেখ আর অন্যদেরও দেখাও। ঠিক আছে? করতে পারবে? হতে পারে? আচ্ছা, ঠিক আছে, খুব ভালো। আচ্ছা।

দ্বিতীয় মিটিং হলো ট্রান্সপোর্টের :-

যারা ট্রান্সপোর্টের তারা তো সবাইকে সুখ দেবে। যারা ট্রান্সপোর্টের হাত তোলো। আচ্ছা। বোনেরাও আছে, বোনেরদের ছাড়া তো গতি নেই। তাহলে ট্রান্সপোর্টের তোমরা কী করবে? শুধু যাত্রা (ভ্রমণ) করাবে? ট্রান্সপোর্টের তোমরা এমনভাবে নিজেদের মধ্যে প্রোগ্রাম বানাও যে কোনও ধরনের আত্মাকে ন্যূনতম সময়ে দুঃখের দুনিয়া থেকে পার করে অল্প সময়ের জন্য হলেও শান্তির যাত্রা করাতে পারো। ঠিক আছে, হতে পারে তাদের পরমধাম পর্যন্ত পৌঁছানো কঠিন, কিন্তু দুঃখের দুনিয়ার শান্তির যাত্রা তো করাতে পারবে। সেইজন্য তোমরা অনেক প্ল্যান বানাও, চার ধরনের যাত্রার সবাইকে তোমরা বাপদাদার সন্দেশ তো পৌঁছে দিচ্ছ, পৌঁছেই দেবে। কারণ কোনও বর্গের কেউ যেন বাকি না থেকে যায়। এটা ভালো যে বিভিন্ন বর্গের (উইং এর) ইনভেনশন (উদ্ভাবন/ জীবনকে উন্নত করার প্রক্রিয়া) বের করেছে, এটা ভালো কেননা, কোনো নালিশ থাকবে না। কোনও বর্গ বাকি থাকবে না, প্রত্যেকের নিজের বর্গকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে তো না! এটা খুব ভালো। কিন্তু এখন যে বর্গ তৈরি হয়েছে - কত সময় ধরে বর্গ তৈরি চলছে, দেড়-দু বছর হয়ে গেছে, নাকি বেশি হয়ে গেছে? (১০-১২ বছর) উইন এর সেবার ১০-১২ বছর হয়ে গেছে, আচ্ছা! দীর্ঘ সময় (টাইম) হয়ে গেছে। বিভিন্ন বর্গের জন্য বাপদাদার একটা সংকল্প রয়েছে। বাপদাদা দু-তিনবার বলেছেন কিন্তু হয়নি। প্রতিটি বর্গ যত সময় ধরে যে সেবাই করেছে, একেক বর্গের সেই বিশেষ সার্ভিসেবল, হতে পারে তারা সহযোগী, অথবা হাফ যোগী, কখনো কখনো আসে, রেগুলার নয়, এইরকম প্রতিটি বর্গ থেকে ন্যূনতম এমন কোনো ৫ আত্মা সব বর্গের সামনে আসা দরকার। মধুবনে তারা সবাই যেন দেখে যে প্রত্যেক বর্গ ১০-১২ না হলেও অন্তত ৫ আত্মা পাচ্ছিল নিয়ে আসে, যারা ভালো সহযোগী, সেবার নিমিত্ত হতে পারে এমন ৫-৫ আত্মা তো বেরোতেই পারে, নাকি না? উপযুক্ত হতে পারলে তবে নিয়ে এসো। (কবে আনবো) সেটা দাদিদের উপর নির্ভর করছে। (বাপদাদার প্রোগ্রামে নিয়ে আসবো?) তাদেরকে বাপদাদার সাথে মিলনের যোগ্য হতে হবে। ৫ আত্মা তো বেরোতেই (যোগ্য) পারে। বাপদাদা বেশির জন্য বলেন না, শুধু ৫ মাত্র। তো সেটা দাদিরা যাচাই (পাস) করবেন।

ইঞ্জিনিয়ার্স : - ইঞ্জিনিয়ারদের তো কাজই হলো প্ল্যান বানানো। তো তীব্র পুরুষার্থের প্ল্যান বানিয়েছো নাকি শুধু সেবার জন্য বানিয়েছো? ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি মাসে তীব্র পুরুষার্থের কোনো নতুন নতুন প্ল্যান বানানো উচিত। যুক্তি দেওয়া চাই, পরে ফাইনাল তো দাদিরা করবে। দাদিরা তোমাদের সাথী, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার্স আর সায়েন্স, বিজ্ঞানীদের এমন কোনো প্ল্যান বানানো উচিত যাতে তাড়াতাড়ি নতুন দুনিয়া এসে যায়। শুধু এই মিটিং করতেই থাকবে, প্ল্যান বানাতেই থাকবে, কত সময় পর্যন্ত? তীব্রগতির কোনো প্ল্যান বানাও, কারণ তোমাদের বর্গের লক্ষ্য তো এটাই যে এমনভাবে প্ল্যান হবে যাতে নিজের রাজ্য তাড়াতাড়ি আসে। সুতরাং এরকম প্ল্যানও বানাও আর অল্প সময়ে সেবাতেও বেশি সফলতা প্রত্যক্ষ রূপে দেখা যাবে, সেরকম প্ল্যানও বানাও। এমন প্ল্যান বানাতে তো, তাই না! লাস্ট টার্নে বাবা সব রিপোর্ট শুনবেন, প্রত্যেক বর্গের সফলতা তীব্র বানানোর কী প্ল্যান বানিয়েছ! শুধু বানানো নয়, ১৫ দিন তার অভ্যাস করতে হবে, প্র্যাকটিক্যালি আনতে হবে। ঠিক আছে তো না! এখন প্র্যাকটিক্যালি হতে হবে তো, তাই না! তোমরা সবাই একে অপরকে বলে থাকো, বাপদাদা তো সবার আত্মিক বার্তালাপ শুনতে থাকেন। সবাই বলে প্রত্যক্ষ হোক, প্রত্যক্ষ হোক। কিন্তু প্রথমে তোমরা তো প্রত্যক্ষ হয়ে যাও। বাবা তো তোমাদের দ্বারাই প্রত্যক্ষ হবেন, তাই না! আচ্ছা। এখন এই মুহূর্তে নিজের বৃত্তিকে একাগ্র করতে পারো? কোথাও যেন বৃত্তি অস্থিরতায় না আসে। অনড়, একাগ্র, শক্তিশালী থাকবে। (বাপদাদা ড্রিল করালেন) আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল সার্ভিসেবল বাচ্চাদেরকে, সদা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশনের দ্বারা যারা সেবা করে, তীব্রগতির পুরুষার্থ করে

এমন বাচ্চাদের, যারা সদা ঈশ্বরের মাস্টার সাগর, সদা শুভ ভাবনা, শুভ কামনার দ্বারা অত্যন্ত হীনবল আত্মাদেরও শক্তিশালী বানায় এমন মাস্টার সর্বশক্তিমান বাচ্চাদেরকে বাপদাদার অনেক অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন হ আর নমস্কার।

বরদান:- সময় অনুসারে সকল কার্যে সফল হওয়া জ্ঞানী যোগী তু আত্মা ভব
জ্ঞানের অর্থ হলো বোধ। বিচক্ষণ তাকেই বলা যায়, যে সময় অনুসারে বিচক্ষণতার সাথে কার্য করতে করতে সফলতা প্রাপ্ত করে। বিচক্ষণতার লক্ষণ হলো সে কখনো বঞ্চিত হয় না। আর যোগীর লক্ষণ হলো ক্লিন এবং ক্লিয়ার বুদ্ধি। যার ক্লিন এবং ক্লিয়ার বুদ্ধি রয়েছে, সে কখনো বলবে না যে জানি না এটা কীভাবে হয়ে গেল! এই ধরনের শব্দ জ্ঞানী এবং যোগী আত্মারা কখনো বলতে পারে না, তারা তাদের সকল কর্মে জ্ঞান আর যোগকে প্রয়োগ করে।

স্লোগান:- অনড়-অটল সেই থাকতে পারে যে নিজের আদি অনাদি সংস্কার-স্বভাবকে স্মৃতিতে বজায় রাখে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদেরকে কুস্তীপাঁক নরক থেকে মুক্ত করতে, তোমরা বাচ্চারাও এইজন্যই বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছো"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা হলে অনেক বড় কারিগর - কীভাবে? তোমাদের কারিগরীটি কি?

*উত্তরঃ - আমরা বাচ্চারা এমন কারিগরী করি, যার ফলে সম্পূর্ণ দুনিয়া নতুন হয়ে যায়। তার জন্য আমরা কোনো ইঁট পাথর হাতে তুলি না, বরং স্মরণের যাত্রার দ্বারা নতুন দুনিয়া বানাই। আমরা খুশী যে আমরা নতুন দুনিয়া তৈরির কারিগরীতে দক্ষ। আমরা-ই আবার এমন স্বর্গের মালিক হবো।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মিক পিতা বোঝান, তোমরা যখন নিজের নিজের গ্রাম থেকে বের হও, তখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথাটি থাকে যে, আমরা যাই শিববাবার পাঠশালায়। এমন নয় যে, কোনও সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদির দর্শন করতে বা শাস্ত্র পাঠ ইত্যাদি শুনতে এসেছি। তোমরা জানো, আমরা যাই শিববাবার কাছে। দুনিয়ার মানুষ তো ভাবে, শিব উপরে থাকেন। তারা যখন স্মরণ করে, তখন চোখ বন্ধ করে বসে। তারা চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে বসে। তাদের মাথায় তো শিবলিপ্সের দৃশ্য রয়েছে। শিবের মন্দিরে গিয়েও তাই শিবকে স্মরণ করার সময় উপরে দেখে বা শিবের মন্দিরকে স্মরণ করে। অনেকে চোখ বন্ধ করে বসে। তারা ভাবে দৃষ্টি এদিক ওদিক গেলে সাধনা ভঙ্গ হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, আমরা যদিও শিববাবাকে স্মরণ করতাম, কেউ কৃষ্ণকে স্মরণ করে, কেউ রামকে স্মরণ করে, কেউ নিজের গুরুকে স্মরণ করে, গুরুর ফটো দিয়ে ছোট লকেট বানিয়ে পরে। গীতা -র ছোট লকেট বানিয়ে পরে। ভক্তি মার্গে তো সবই এইরকম। ঘরে বসেও স্মরণ করে। স্মরণে থেকে যাত্রা করতেও যায়। চিত্র বা মূর্তি তো ঘরে রেখে পূজা করতে পারে, কিন্তু এও হলো ভক্তির নিয়ম। জন্ম জন্মান্তরের ধরে যাত্রা করেছে। চার ধামের যাত্রা করে। চার ধাম কেন বলা হয়? পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ... চার দিকের ভ্রমণ করে। ভক্তি মার্গ যখন শুরু হয়, তখন এক এর আরাধনা করা হয়, তাকে বলা হয় অব্যভিচারী ভক্তি। তোমরা সতেন্দ্রপ্রধান ছিলে, এখন তো এই সময় হলো তমোপ্রধান। ভক্তিও ব্যভিচারী, অনেকে স্মরণ করে থাকে। তমোপ্রধান ৫ তন্ত্রের দ্বারা নির্মিত শরীরের পূজা করে। অর্থাৎ তমোপ্রধান ভূতের পূজা করে, কিন্তু এইসব কথা কেউ বোঝে না। যদিও এইখানে বসে আছে, কিন্তু বুদ্ধিযোগ বাইরে বিচরণ করে। এখানে তো বাচ্চারা তোমাদের চোখ বন্ধ করে শিববাবাকে স্মরণ করার নয়। তোমরা জানো বাবা হলেন দূর দেশের নিবাসী। তিনি এসে বাচ্চাদের শ্রীমং প্রদান করেন। শ্রীমং অনুযায়ী চললেই শ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত হবে। দেবতাদের সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমরা এখানে বসে নিজেদের দেবী-দেবতাদের রাজ্য স্থাপন করছো। প্রথমে তোমরা কি জানতে কীভাবে স্বর্গ স্থাপন হয়। এখন জানো বাবা আমাদের পিতাও, শিক্ষক রূপে পড়ান এবং সঙ্গে নিয়েও যাবেন, সদগতি করবেন। গুরুরা কারো সদগতি করে না। এখানে তোমাদের বোঝানো হয় - একমাত্র পিতা, শিক্ষক, সঙ্গী হলেন ইনি। বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, সদগুরু পুরানো দুনিয়ার থেকে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাবেন। এইসব কথা বৃদ্ধা মায়েরা বুঝতে পারে না। তাদের জন্য মুখ্য কথা হলো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমরা হলাম শিববাবার সন্তান, বাবা আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। বৃদ্ধা মাতাদের এমন সরল ভাষায় বসে বোঝানো উচিত। এই অধিকার তো প্রত্যেকটি আত্মার আছে বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পুরানো দুনিয়া-ই অবশ্যই নতুন হবে। নতুন পুরানো হয়ে যায়। বাড়ি তো কয়েক মাসের মধ্যেই তৈরী হয়ে যায়। তারপর পুরানো হতে ১০০ বছর লেগে যায়।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হবে। এই লড়াই যা এখন লাগে তা আবার ৫ হাজার বছর পরে লাগবে। এই সব কথা বৃদ্ধা মাতারা বুঝতে পারে না। ব্রাহ্মণীদের কাজ হলো এ'সব তাদেরকে বোঝানো। তাদের জন্য তো একটি কথাই যথেষ্ট - নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা আত্মারা হলে পরমধাম নিবাসী। এখানে এসে শরীর ধারণ করে পাট প্লে করো। আত্মা এইখানে দুঃখ ও সুখের পাট প্লে করে। মুখ্য কথা বাবা বলেন, সেটা হলো - আমাকে স্মরণ করো আর সুখধামকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ বিনষ্ট হবে তারপরে স্বর্গে আসবে। এখন যে যত বেশি স্মরণ করবে তত পাপ ভস্ম হবে। বৃদ্ধাদের তো অভ্যাস আছে সংসঙ্গে গিয়ে প্রবচন শোনার। তাদের ক্ষণে ক্ষণে বাবার স্মরণ করতে হবে। স্কুলে তো পড়াশোনা করা হয়, প্রবচন শোনানো হয় না। ভক্তিমার্গে তো তোমরা অনেক কাহিনী শুনেছো তার দ্বারা কিছুই লাভ হয় নি। ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় তো যেতে পারে না। মানুষ তো

রচয়িতা বাবাকে এবং রচনাকে জানে না। নেতি নেতি বলে দেয়। তোমরাও পূর্বে জানতে না। এখন তোমরা ভক্তিমার্গকে ভালো ভাবে জেনেছো। বাড়িতেও অনেকের কাছে মূর্তি ইত্যাদি থাকে, জিনিস তো সেই একই (মন্দিরের হোক কিম্বা বাড়ির)। কোনও স্বামীরা স্ত্রীকে বলে দেয় - তোমরা ঘরে বসে মূর্তি রেখে পূজা করো। বাইরে ধাক্কা খেতে কেন যাও, কিন্তু তাদের মনের ভাবনা থাকে। এখন তোমরা বুঝেছো যে তীর্থ যাত্রা করা মানে ভক্তিমার্গের ধাক্কা খাওয়া। অনেক বার তোমরা ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করেছো। সত্যযুগ ত্রেতাযুগ কোনও যাত্রা করা হয় না। সেখানে কোনও মন্দির ইত্যাদি হয় না। এই যাত্রা ইত্যাদি সব ভক্তি মার্গে হয়। জ্ঞান মার্গে এইসব কিছু হয় না। তাকেই বলা হয় ভক্তি। জ্ঞান দাতা তো একজন-ই দ্বিতীয় কেউ নেই। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি হয়। সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। শিববাবাকে কেউ শ্রী শ্রী বলে না, তাঁর কোনও টাইটেল দরকার নেই। এইরূপ তো স্তুতি করা হয়, তাঁকে বলা হয় 'শিববাবা'। তোমরা বলো - শিববাবা, আমরা পতিত হয়েছি, এসে আমাদের পবিত্র বানাও। ভক্তিমার্গের পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে আছি। তখন চিৎকার করে, বিষয় বাসনার পাঁকে একদম আটকে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে আটকা পড়ে যায়। কেউ জানে না, তখন বলে বাবা আমাদের মুক্ত করো। বাবাকেও ড্রামা অনুযায়ী আসতে হয়। বাবা বলেন আমি তো বাঁধা রয়েছি, তোমাদের সবাইকে পাঁক থেকে মুক্তি প্রদান করতে। একে বলাই হয় কুষ্ঠী পাঁক নরক। রৌরব (ঘোরতম) নরকও বলা হয়। এই কথা বাবা বসে বোঝান, তারা কি আর জানে।

তোমরা দেখো তোমরা বাবাকে কীভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকো। নিমন্ত্রণ ইত্যাদি তো বিবাহ ইত্যাদিতে দেওয়া হয়। তোমরা বলো - হে পতিত-পাবন বাবা, এই পতিত দুনিয়া, রাবণের দুনিয়ায় এসো। আমরা গলা পর্যন্ত এতে আটকে রয়েছি। একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য কেউ মুক্ত করতে পারবে না। বলেও থাকে - দূর-দেশ নিবাসী শিববাবা। এ হলো রাবণের দেশ। সকলের আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাই আহ্বান করা হয় যে, এসে পবিত্র করো। পতিত-পাবন সীতারাম, এইরূপ উচ্চৈশ্বরে গান করে। এমন নয় তারা পবিত্র থাকে। এই দুনিয়াই হলো পতিত, রাবণের রাজ্য, যাতে তোমরা ফেঁসে আছো। তখন এই নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় - বাবা এসে আমাদের কুষ্ঠী পাঁক নরক থেকে মুক্ত করো। তাই বাবা এসেছেন। তোমাদের কতো ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট তিনি। ড্রামায় অপার দুঃখ তোমরা বাচ্চারা দেখেছো। সময় পার হয় যেতে থাকে। এক সেকেন্ড অন্যের সাথে মেলে না। এখন বাবা তোমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ সম তৈরি করেন, তখন তোমরা অর্ধকল্প রাজ্য করবে - স্মরণ করো। এখন খুব কম সময় আছে। মৃত্যু আরম্ভ হলে তো সব মানুষ পাগল হয়ে যাবে। (বিভ্রান্ত হয়ে যাবে) অল্প সময়ের মধ্যেই কি থেকে কি হয়ে যাবে। কেউ তো খবর শুনেই হার্টফেল করবে। এমন মরবে যে বলার নয়। দেখো অনেক বৃদ্ধা মাতারা এসেছেন। তারা কিছুই বোঝে না। যেমন তীর্থে যায়, একে অপরকে দেখে তৈরি হয়ে যায়, আমরাও যাবো।

এখন তোমরা জানো, ভক্তিমার্গে তীর্থ যাত্রার অর্থ হলো নীচে নেমে আসা, তমোপ্রধান হওয়া। সবচেয়ে বড় যাত্রা হলো তোমাদের। তোমরা পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় যাও। সেই কারণেই এই কন্যাদের তো তো কিছুটা অন্তত শিববাবার স্মরণ করাতে থাকো। শিববাবার নাম স্মরণে আছে? এতটুকু শুনলেও স্বর্গে এসে যাবে। এর ফল তো অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। বাকি পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয় পড়াশোনার দ্বারা। তাতে অনেকটাই তফাৎ হয়ে যায়। উঁচু থেকে উঁচু আবার নীচু থেকে নীচু, রাত-দিনের তফাৎ হয়ে যায়। কোথায় প্রধানমন্ত্রী, কোথায় চাকর বাকর। রাজধানীতে নম্বর অনুসারে হয়। স্বর্গেও রাজধানী হবে। কিন্তু সেখানে পাপ আত্মারা বিকার যুক্ত আত্মা থাকবে না। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। তোমরা বলবে আমরা এইরূপ লক্ষ্মী নারায়ণ অবশ্যই হবো। তোমাদের হাত তুলতে দেখে বৃদ্ধা ইত্যাদি সবাই হাত তুলবে। কিছুই বোঝে না। তবু বাবার কাছে যখন এসেছে স্বর্গে গমন তো হবেই কিন্তু সবাই কি আর এইরূপ তৈরী হবে! প্রজাও থাকবে। বাবা বলেন আমি হলাম দীননাথ, তাই বাবা গরিবদের দেখে খুশী হন। যত বড়ই ধনী হোক পদমপতি হোক, তাদের চেয়েও এই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে - ২১ জন্মের জন্য। সেই কথাও ভালো। বৃদ্ধারা যখন আসেন বাবা খুশী হন তবুও কৃষ্ণ পুরীতে তো যাবে তাইনা। এটা হলো রাবণ পুরী, যারা ভালো ভাবে পড়বে তারা কৃষ্ণকে কোলে নেবে। প্রজারা ভিতরে আসতে পারবে না। তারা মাঝে মাঝে দর্শন করতে পারবে। যেমন পোপ দর্শন দেন জানালা দিয়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে একত্র হয় দর্শন করতে। কিন্তু আমরা তাঁর দর্শন কি করে করবো। সদা পবিত্র তো হলেন একমাত্র বাবা, যিনি এসে তোমাদের পবিত্র করেন। সম্পূর্ণ বিশ্বকে সতোপ্রধান করেন। সেখানে এমন ভূত থাকবে না। ৫ তন্ত্রও সতোপ্রধান হয়ে যায়, তোমাদের দাসী হয়ে যায়। সেখানে কখনও এমন গরম পড়বে না যে ক্ষতি হয়ে যাবে। ৫ তন্ত্রও নিয়ম অনুসারে চলে। অকালে মৃত্যু হয় না। এখন তোমরা স্বর্গে যাচ্ছো তো নরকের দিকে বুদ্ধিযোগ থাকা উচিত নয়। যেমন নতুন বাড়ি তৈরি হলে পুরানো বাড়ির দিকে বুদ্ধি থাকে না। বুদ্ধি নতুনের দিকে চলে যায়, এ হলো আবার অসীম জাগতিক কথা। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। তোমরা হলে নতুন দুনিয়া স্বর্গের নির্মাণকর্তা। তোমরা হলে

খুব ভালো কারীগর। নিজের জন্য স্বর্গের নির্মাণ করছে। কত দক্ষ কারীগর তোমরা, স্মরণের যাত্রার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্বর্গের নির্মাণ করো। একটু স্মরণ করলেও স্বর্গে এসে যাবে। তোমরা গুপ্ত বেশে নিজের স্বর্গ তৈরি করছো। তোমরা জানো যে আমরা এই শরীর ছেড়ে তারপরে গিয়ে স্বর্গে বাস করবো, অতএব এমন বাবাকে ভোলা উচিত নয়। এখন তোমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পড়ছো। এখন রাজধানী স্থাপনের জন্য পুরুষার্থ করছো। এই রাবণের রাজধানী শেষ হবে। অতএব মনে মনে কত খানি খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত। আমরা এই স্বর্গ তো অনেক বার বানিয়েছি, রাজস্ব নিয়ে হারিয়েছি। এই কথাও স্মরণ করলে ভালো। আমরা স্বর্গের মালিক ছিলাম, বাবা আমাদের এমন তৈরি করেছিলেন। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে। কত সহজ উপায় তোমরা স্বর্গের স্থাপনা করছো। পুরানো দুনিয়ার বিনাশের উদ্দেশ্যে কত রকমের জিনিস বেরোয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মিসাইল ইত্যাদির দ্বারা সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া শেষ হবে। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের শ্রেষ্ঠ মত প্রদান করতে, শ্রেষ্ঠ স্বর্গের স্থাপনা করার জন্য। অনেক বার তোমরা এই স্থাপনা করেছো তো বুদ্ধিতে স্মরণে রাখতে হবে। অনেক বার রাজ্য প্রাপ্ত করে হারিয়েছি। এই কথা যেন বুদ্ধিতে চলতে থাকে এবং একে অপরকে শোনাতে থাকো। দুনিয়ার কথায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বাবাকে স্মরণ করো, স্বদর্শন চক্রধারী হও। এখানে বাচ্চাদের ভালো ভাবে শুনে মনন করতে হবে, স্মরণ করতে হবে বাবা যা শুনিয়েছেন। শিববাবা ও অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই স্মরণে থাকা উচিত। বাবা হাতে করে স্বর্গ এনেছেন, পবিত্রও হতে হবে। পবিত্র না হলে সাজা ভোগ করতে হবে। পদ মর্যাদাও কম হয়ে যাবে। স্বর্গে উঁচু পদ পেতে হলে ধারণা খুব ভালো ভাবে করো। বাবা সহজ পথ বলে দেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা যা কিছু শোনান, তাকে খুব ভালো ভাবে শুনে তারপর উদ্ধার (শোনাতে) করতে হবে। দুনিয়ার কথায় নিজের সময় নষ্ট করবে না।

২) বাবার স্মরণে চোখ বন্ধ করে বসবে না। শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীতে আসার জন্য ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে।

বরদানঃ:- মন-বুদ্ধিকে ঝামেলার থেকে সরিয়ে নিয়ে মিলন মেলা পালনকারী ঝামেলা মুক্ত ভব কিছু কিছু বাচ্চা মনে করে যে এই ঝামেলা সমাপ্ত হলে আমার স্থিতি বা সেবা ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু ঝামেলা হলো পাহাড়ের সমান। পাহাড় তো কখনো সরবে না, বরং তার চেয়ে যেখানে ঝামেলা সেখান থেকে নিজের মন-বুদ্ধিকে দূরে সরিয়ে নাও বা উড়ন্ত কলার দ্বারা ঝামেলা রূপী পাহাড়ের উপরে চলে যাও, তখন পাহাড়ও তোমাদের কাছে সহজ অনুভব হবে। ঝামেলার দুনিয়াতে ঝামেলা তো আসবেই, তোমরা মুক্ত থাকো তাহলে মিলন মেলা করতে পারবে।

স্লোগানঃ:- এই অসীম জগতের নাটকে হিরো-র পার্ট প্লে কারীই হলো হিরো পার্টধারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বুদ্ধিকে রিফাইন বানাতে হলে এক বাবার স্মরণে থাকো, স্মরণের দ্বারাই আত্মা স্বচ্ছ হতে থাকবে”

*প্রশ্নঃ - বর্তমান সময়ে মানুষ নিজের টাইম এবং মানি (টাকা) ওয়েস্ট কিভাবে করছে?

*উত্তরঃ - যখন কেউ শরীর ত্যাগ করে তো তার পিছনে কতো টাকা-পয়সা ইত্যাদি ব্যয় করতে থাকে। যখন কেউ শরীর ত্যাগ করে চলে যায় তখন তার আর কোনও ভ্যালু থাকে না, সেইজন্য তার পিছনে যা কিছু করে তাতে নিজের টাইম আর মানি ওয়েস্ট করে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা বসে আত্মিক বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, ইনিও এইরকমই বলেন তাই না। বাবাও বলতে পারেন, দাদা বলতে পারেন। দাদাও বলেন বাচ্চারা, আত্মিক বাবা তোমাদেরকে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। বাস্তবে সত্যযুগ থেকে শুরু করে ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত কি হয়েছে, এটাই হলো মুখ্য বিষয়। এছাড়া দ্বাপর-কলিযুগে কে কে এসেছে, কি হয়েছে, তাদের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তো অনেক আছে। সত্যযুগ-ত্রেতার কোনও হিস্ট্রি জিওগ্রাফি নেই, এছাড়া বাকি সবকিছুরই হিস্ট্রি জিওগ্রাফি আছে, দেবী-দেবতাদেরকে লক্ষ বছর আগে নিয়ে গেছে। এ হলো অসীম জাগতিক অজ্ঞানতা। তোমরাও অসীম জগতের অজ্ঞানী ছিলে। এখন একটু একটু বুঝতে পারছো। কেউ কেউ তো এখনও কিছু বুঝতে পারে না। অনেক কিছু বোঝার আছে। বাবা আবুর মহিমার উপরে বুঝিয়েছেন, এই বিষয়ে চিন্তন করতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আনতে হবে যে তোমরা এখানে বসে আছো। তোমাদের স্মরণিক দিলওয়ারা মন্দির কবে তৈরী হয়েছে, কত বছর পর তৈরী হয়েছে। বলা হয় ১২৫০ বছর হয়েছে তাহলে আর কত বছর বাকি আছে? ৩৭৫০ বছর আছে? তো তারাও এখনকার স্মরণিক আর বৈকুণ্ঠের স্মরণিক তৈরী করেছে। মন্দির গুলির মধ্যেও কম্পিটিশন হয় তাই না। একে-অপরের থেকে ভালো বানাবে। এখন তো অর্থ কোথায় যে বানাবে? অর্থ তো অনেক ছিল, তাই সোমনাথের মন্দির কত বড় বানিয়েছিল। এখন তো আর সেইরকম তৈরী করতে পারবে না। যদিও আগ্রা ইত্যাদি জায়গায় তৈরী করেছে কিন্তু সেসব হল ফলতু। সাধারণ মানুষ তো অজ্ঞানতার অন্ধকারে রয়েছে তাই না। যতক্ষণে তৈরী করবে, ততক্ষণে বিনাশও এসে যাবে। এই কথা কেউ জানে না। ভাঙে আর গড়ে। পয়সা ফ্রীতে এসে যায়। সব ওয়েস্ট হতে থাকে। ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ মানি, ওয়েস্ট অফ এনার্জি। কেউ মারা গেলে তো কত সময় নষ্ট করে। আমরা কিছুই করি না। আত্মা তো চলে গেছে, বাকি এই খোলসের কি কাজ? সাপ তার খোলস ত্যাগ করে, সেই খোলসের কোনও ভ্যালু আছে কী? কিছুই নেই। ভক্তি মার্গে খোলসের ভ্যালু আছে। জড় চিত্রের কত পূজা করে থাকে। কিন্তু এনারা কবে এসেছেন, কিভাবে এসেছেন, কিছুই জানে না। এসবকে বলা হয় ভূত পূজা। পাঁচ ত্বের পূজা করে। তোমরা এটা বোঝো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গে রাজত্ব করতেন, আত্মা ১৫০ বছর আয়ু সম্পূর্ণ হলো, শরীর ত্যাগ করলো, ব্যস্। শরীর তো কোনও কাজের থাকে না। সেখানে মৃত শরীরের কী ভ্যালু থাকবে? আত্মা চলে গেছে, শরীর চন্ডালদের হাতে দিয়ে দেয়, যা রীতিনীতি সেই অনুসারে দাহ করে। এমন নয় যে তার মাটি নিয়ে উড়িয়ে দেবে নাম প্রখ্যাত করার জন্য। সে সব কিছুই তারা করে না। এখানে তো কতকিছু করে। ব্রাহ্মণ খাওয়ায়, আরও কতো কি করে। শরীর তো কোনও কাজের নয়। শরীরকে দাহ করে। তবে চিত্র রেখে দেয়। সেক্ষেত্রেও অ্যাকুরেট চিত্র পাওয়া যায় না। এই আদি দেবের পাথরের মূর্তি খোড়াই অ্যাকুরেট! যখন থেকে পূজা শুরু করেছিল, তখনকার পাথর। আসল যেটা ছিল সেটা তো জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, পরবর্তীকালে ভক্তিমার্গে এইসব মূর্তি তৈরী করেছে। এইসব বিষয়ে চিন্তন তো চলে তাই না। আবুর মহিমাকে ভালোভাবে প্রসিদ্ধ করতে হবে। তোমরাও এখানে বসে আছো। এখানেই বাবা সমগ্র বিশ্বকে নরক থেকে স্বর্গ বানাচ্ছেন, তাই এটাই হলো সবথেকে উঁচুর থেকেও উঁচু তীর্থ। এখন এতটা ভাবনা নেই, কেবল এক শিবের প্রতিই ভাবনা আছে, যেখানেই যাও শিবের মন্দির অবশ্যই পাবে। অমরনাথও শিবেরই মূর্তি আছে। বলে থাকে শংকর পার্বতীকে অমর কথা শুনিয়েছিল। সেখানে তো কোনও অমরকথা শোনানোর কথাই নেই। সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, আগে জানতে কী?

এখন বাবা আবুর কত মহিমা করছেন। এটা হলো সকল তীর্থের মধ্যে মহান তীর্থ। বাবা তো অনেক বোঝান, কিন্তু যখন অনন্য বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসবে, এখন তো দেহ-অভিমান অনেক। জ্ঞান তো অনেক চাই। রিফাইনেনেস অনেক আনতে হবে। এখন তো খুব কম জনই আছে যার যোগ লাগে। যোগের সাথে নলেজও চাই। এমন নয় যে কেবল যোগে থাকতে হবে। যোগে নলেজ অবশ্যই চাই। দিল্লীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন নাম রেখেছে কিন্তু এর অর্থ কি, সেটা খোড়াই জানে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান তো সেকেন্ডের বিষয়। শান্তিধাম, সুখধাম। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এতটুকুও বুদ্ধি নেই। অর্থ খোড়াই বুঝতে পারে। চিন্ময়ানন্দ প্রমুখ কতো বড় বড় সন্ন্যাসী আছে, গীতা শোনায়, তাদের কতো কতো ফলোয়ার্স। সবথেকে বড় ‘জগৎ গুরু’ হলেন একমাত্র বাবা-ই। বাবা আর টিচারের থেকেও বড় হয়ে থাকে গুরু। স্ত্রী যেমন কখনও দ্বিতীয় পতি (দ্বিতীয় বিবাহ) করে না তেমনি দ্বিতীয় গুরুও করা উচিত নয়। এক গুরু করেছে তো সেই গুরুই তার সঙ্গতি করবেন, তাহলে আর অন্য গুরু কেন? সঙ্গুরু তো হলেন-ই এক অসীম জগতের বাবা। তিনি সকলের সঙ্গতি করেন। কিন্তু অনেকেই আছে যারা এই কথাগুলিকে একেবারেই বুঝতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে এখন এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তো নশ্বরের ক্রমানুসারে হবে তাই না। কেউ তো বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে না। ড্রামাতে পার্ট এরকমই রয়েছে। টিচার তো সব বুঝতে পারেন। যে শরীরের দ্বারা বোঝান, তিনিও তো বুঝতে পারেন। এটা তো গুড় জানে আর গুড়ের বস্তু জানে। গুড় শিববাবাকে বলা হয়, তিনি সকলের স্থিতিকে জানেন। প্রত্যেকের পড়ার ধরণ দেখে বুঝতে পারেন যে - কে কিভাবে পড়ছে, কতখানি সার্ভিস করছে। বাবার সার্ভিস করে নিজের জীবন কতটা সফল করছে। এমন নয় যে এই ব্রহ্মা বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছেন তাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হচ্ছেন। পরিশ্রম করছেন তাই না। এই নলেজ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। কেউ যদি বাবাকে অবজ্ঞা করে তাহলে একদম পাথর হয়ে যায়। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে এটা হলো ইন্দ্রসভা। শিববাবা জ্ঞান বর্ষণ করছেন। ওঁনার অবজ্ঞা করলে তার পরিণতি কি তা শাস্ত্রে লেখা আছে ‘পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে’। এইজন্য বাবা সবাইকে লিখতে থাকেন। খুব সাবধানতা অবলম্বন করে কাউকে এখানে নিয়ে আসবে। এমন নয় যে বিকারী অপবিত্র এখানে এসে বসবে। নাহলে তো, যে নিয়ে আসবে সেই ব্রাহ্মণীর উপরে দোষ পড়ে যাবে। যাকে-তাকে এখানে নিয়ে আসবে না। অনেক বড় রেসপন্সিবিলিটি। বাবা হলেন অনেক উঁচুর থেকেও উঁচু। তোমাদেরকে বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করছেন তাই তাঁর কতোই না রিগার্ড রাখা উচিত। অনেকেরই মিত্র-সম্বন্ধী স্মরণে আসে, বাবার কথা মনে আসে না। ভিতরে-ভিতরেই উদ্ভান্ত হতে থাকে। বাবা বোঝাচ্ছেন - এটা হলো আসুরী দুনিয়া। এখন দৈবী দুনিয়া তৈরী হচ্ছে, আমাদের এইম্-অবজেক্ট হলো এই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। যা কিছু চিত্র আছে, সকলের বায়োগ্রাফীকে তোমরা জানো। সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। তোমরাও বুঝতে পারো যে - এ একটু বুদ্ধিমান। এ তো কিছুই বুঝতে পারে না। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে যারা যতটা জ্ঞান ধারণ করেছে, সেই অনুসারেই সার্ভিস করছে। মুখ্য কথাই হলো গীতার ভগবান। সূর্যবংশী দেবী-দেবতাদের এই একটাই শাস্ত্র। আলাদা-আলাদা নয়। এটা অত্যন্ত বোঝার বিষয়। এই জ্ঞান মার্গেও চলতে-চলতে যদি বিকারে পতন হয়ে যায়, তাহলে জ্ঞান বয়ে চলে যাবে। অনেক ভালো ভালো আত্মা গিয়ে বিকারী হয়ে গেছে তাই পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে। এতে অনেক বোধগম্যতা চাই। বাবা যাকিছু বোঝাচ্ছেন সেগুলিকে মন্থন করতে হবে। এখানে তো তোমাদের মনন-চিন্তন করা অনেক সহজ কারণ কোনও লৌকিক কার্য ব্যবহার, হাঙ্গামা ইত্যাদি নেই। বাইরে থাকলে জীবন জীবিকা ইত্যাদির কত চিন্তা থাকে। মায়া ভীষণ তুফানে নিয়ে আসে। এখানে তো একান্তে বসে আছো। বাবা তবুও বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করাতে থাকেন। এই বাবাও (ব্রহ্মা) হলেন পুরুষার্থী। পুরুষার্থ করান বাবা। এতে বিচার সাগর মন্থন করতে হয়। এখানে তো বাবা বাচ্চাদের সাথে বসে আছেন। যে সম্পূর্ণরূপে সহযোগ দেয় তাকেই সার্ভিসেবল বলা হবে। আর যারা উদ্ভান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে তারা তো ক্ষতি করেই, তার সাথে ডিসসার্ভিস করতে থাকে, বিঘ্ন ঘটতে থাকে। এটা তো জানো - মহারাজা-মহারানী হলে তাদের দাস-দাসীও চাই। সে-ও এখানেই আসবে। সবকিছুই পড়াশোনার উপরে নির্ভরশীল। এই শরীরকেও খুশী মনে ত্যাগ করতে হবে, দুঃখের কোনও কথা নেই। পুরুষার্থের জন্য টাইম তো পেয়েছো। জ্ঞান হলো সেকেন্ডের ব্যাপার, বুদ্ধিতে আছে শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অল্প একটুও যদি জ্ঞান শোনে, শিববাবাকে স্মরণ করে তাহলে স্বর্গে আসতে পারবে। প্রজা তো অসংখ্য হবে। আমাদের রাজধানী সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী এখানেই স্থাপন হচ্ছে। বাবার বাচ্চা হওয়ার পর যদি বাবার নিন্দা করাতে থাকে তাহলে মাথার উপর অনেক পাপের বোঝা চড়বে। একদম রসাতলে চলে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন - যারা বসে নিজের পূজা করায় তারা নিজেদেরকে পূজ্য কিভাবে বলতে পারে! সকলের সঙ্গতিদাতা, কল্যাণকারী তো হলেন এক বাবা। মানুষ তো শান্তির অর্থও বোঝে না। হঠাৎমোগের দ্বারা প্রাণায়াম ইত্যাদি করা, একেই শান্তি মনে করে। সেখানেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়, কারো কারো ব্রেন খারাপ হয়ে যায়। প্রাপ্তি কিছুই হয় না। সেটা হলো অল্প সময়ের শান্তি। যেরকম সুখকে অল্পকালের কাক বিষ্ঠার সমান বলে থাকে সেইরকম শান্তিও হলো কাক বিষ্ঠার সমান। সেই শান্তি হলোই অল্প সময়ের জন্য। বাবা তো ২১ জন্মের জন্য তোমাদেরকে সুখ-শান্তি দুইই প্রদান করেন। কেউ তো শান্তিধামে শেষ সময় পর্যন্ত থেকে থাকবে। যার সেই পার্ট রয়েছে, সে এত সুখ খোড়াই দেখতে পাবে। সেখানেও তো নশ্বরের ক্রমানুসারে পদ প্রাপ্ত হবে তাই না। যদিও দাস-দাসী হবে কিন্তু রাজমহলের অন্তরে খোড়াই প্রবেশ করতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণকেও দেখতে পাবে না। সকলেরই আলাদা আলাদা মহল হবে। দেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনও সময় থাকবে। যেরকম দেখো - পোপ আসেন তো তাকে দর্শন করার জন্য কতো লোক যায়। সেইরকম অনেক বের হবে, যাদের অনেক প্রভাব থাকবে। লক্ষ-লক্ষ মানুষ যাবে দর্শন করার জন্য।

এখানে শিববার দর্শন কিভাবে হবে? এটা তো বোঝার বিষয়।

এখন দুনিয়ার মানুষ কিভাবে জানতে পারবে যে এটা হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ তীর্থ। দিলওয়ারার মতো টেম্পল হয়তো আশে পাশে অনেক থাকবে, সেগুলিকেও গিয়ে দেখতে হবে। কিভাবে নির্মিত হয়েছে। তাদেরকে জ্ঞান শোনানোরও দরকার নেই। তারাই উল্টে তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাতে লেগে যাবে। রায় দেবে - এটা করতে হবে, এটা করতে হবে। এটা তো জানেনা যে এদেরকে কে পড়াচ্ছেন। এক-একজনকে বোঝাতে পরিশ্রম লাগে। এই বিষয়ে কাহিনীও অনেক আছে। বলতো যে বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে....। তোমরাও বলো যে মৃত্যু এলো কি এলো, তো তারা বিশ্বাস করে না। মনে করে এখনও ৪০ হাজার বছর বাকি আছে, মৃত্যু কোথা থেকে আসবে। কিন্তু মৃত্যু তো অবশ্যই আসবে, সবাইকে নিয়ে যাবে। সেখানে কোনও নোংরা জিনিস থাকবে না। এখানকার গরু আর সেখানকার গরুর মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকবে। শ্রীকৃষ্ণ থোড়াই গরু চড়াবেন। তাঁর কাছে তো দুধ হেলিকপ্টারে করে এসু থাকবে। এই ডাস্টবিন দূরে কোথাও থাকবে। সামনে ঘরে থোড়াই নোংরা থাকবে। সেখানে তো হলো অপরম-অপার সুখ, যার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। কতো ভালো-ভালো বাচ্চা সেন্টারে আসে। বাবা দেখে খুব খুশী হন। নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে ফুল বেরিয়ে আসে। যে ফুল হয় সে নিজেকেও ফুল মনে করে। দিল্লীতেও বাচ্চারা দিন-রাত কতো সার্ভিস করতে থাকে। জ্ঞানও কতো শ্রেষ্ঠ। আগে তো কিছুই জানতো না। এখন কত পরিশ্রম করতে হয়। বাবার কাছে তো সব সমাচার আসে। কারোর সমাচার বাবা শোনান আবার কারোর কথা বাবা শোনান না কেননা ট্রেটারও অনেক হয়। অনেক ফাস্টক্লাস বাচ্চাও ট্রেটার হয়ে যায়। থার্ডক্লাসও ট্রেটার রয়েছে। | অল্প জ্ঞান নিয়েই মনে করে আমি শিববারও বাবা হয়ে গেছি। পরিচয় তো জানে না যে নলেজ কে শোনাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিশ্বের বাদশাহী প্রদানকারী বাবাকে অনেক-অনেক রিগার্ড করতে হবে। বাবার সার্ভিসে নিজের জীবন সফল করতে হবে, পড়াশোনার উপরে সম্পূর্ণ মনোসংযোগ করতে হবে।

২) বাবার থেকে যাকিছু জ্ঞান পেয়েছো, তার উপরে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। কখনও বিঘ্ন রূপ হবে না। ডিস-সার্ভিস করবে না। অহংকার করবে না।

বরদানঃ:- চার সাক্ষেই বাবার মন-পছন্দের মার্জ প্রাপ্তকারী হৃদয় সিংহাসনাসীন ভব
যে বাচ্চারা চারটি সাক্ষেই ভালো মার্জ প্রাপ্ত করে, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করে, তাদেরকেই পাশ উইথ অনার বলা হয়। মাঝে-মাঝে মার্জ কমে যায়, পরে আবার মেকআপ করে নেবে, এমন নয়। কিন্তু সকল সাক্ষেই বাবার হৃদয় পছন্দই হৃদয় সিংহাসনাসীন হয়। তার সাথে-সাথে ব্রাহ্মণ সংসারে সকলের প্রিয়, সকলের সহযোগী, সকলের সম্মান প্রাপ্তকারী হৃদয় সিংহাসনাসীন তথা রাজ্য সিংহাসনাসীন হয়।

স্লোগানঃ:- দিলরুবা হলো সে, যার হৃদয়ে সর্বদাই এই অনন্ত (অনহদ) গীত বাজতে থাকে যে - আমি বাবার, বাবা আমার।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিশ্বের রাজত্ব বাহুবলের দ্বারা প্রাপ্ত করতে পারা যায় না, তারজন্য যোগবল চাই, এও হলো এক ল' (নিয়ম)"

*প্রশ্নঃ - শিববাবা নিজেই নিজের উপরে কোন্ বিষয়ে বিস্মিত হন?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন - দেখো, কেমন ওয়াল্ডার যে - আমি তোমাদের পড়াই, অথচ এই আমি কারোর কাছে কখনো পড়িনি। আমার কোনো পিতা নেই, আমার কোনো টিচার নেই, গুরু নেই। আমি সৃষ্টি-চক্রে পুনর্জন্ম নিই না তথাপি তোমাদেরকে সব জন্মের কাহিনী শোনাই। আমি স্বয়ং ৮৪-র চক্রে আসি না কিন্তু তোমাদেরকে সম্পূর্ণ অ্যাকুইরেট ভাবে চক্রের জ্ঞান প্রদান করি।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, আত্মাদের পিতা তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বানান অর্থাৎ তোমরা এই ৮৪-র চক্রে জেনে যাও। পূর্বে জানতে না। এখন বাবার থেকে তোমরা জেনেছো। ৮৪ জন্মের চক্রে তোমরা অবশ্যই আসো। বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে ৮৪-র চক্রের নলেজ দিই। আমি হলাম স্বদর্শন চক্রধারী, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ৮৪ জন্মের চক্রে আসি না। তাই এতেই বুঝে যাওয়া উচিত যে, সম্পূর্ণ জ্ঞান শিববাবার কাছে রয়েছে। তোমরা জানো যে, আমরা ব্রাহ্মণরাই এখন স্বদর্শন চক্রধারী, বাবা নন। তাহলে তাঁর মধ্যে এই অনুভব কোথা থেকে এলো? আমরা তো অনুভব প্রাপ্ত করি, বাবা কোথা থেকে অনুভব করেন যে আমাদের শোনান? প্র্যাকটিক্যাল অনুভব হওয়া উচিত, তাই না। বাবা বলেন, আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, কিন্তু আমি তো ৮৪ জন্মের চক্রে আসি না। তাহলে আমার মধ্যে এই জ্ঞান এলো কোথা থেকে। টিচার যদি পড়ায় তবে অবশ্যই নিজে সে তা পড়েছে, তাই না। শিববাবা এসব কীভাবে পড়েছেন? উনি কীভাবে ৮৪-র চক্রে জেনেছেন, যখন তিনি স্বয়ং ৮৪ জন্মে আসেন না। বীজ রূপ হওয়ার কারণে বাবা সব জানেন। স্বয়ং ৮৪-র চক্রে আসেন না। কিন্তু তোমাদের সবকিছু বোঝান, এও কতখানি ওয়াল্ডার । এমনও নয় যে, বাবা কোনো শাস্ত্রাদি পড়েছেন। বলা হয় যে, ডামানুসারে তাঁর মধ্যে এই জ্ঞান ভরা রয়েছে, যা তিনি তোমাদের শোনান। তাই তিনি ওয়াল্ডারফুল টিচার, তাই না। বিস্ময় জাগা উচিত, তাই না। সেইজন্য তাঁর বড়-বড় নাম দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর, প্রভু, অন্তর্যামী ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাও যে, ঈশ্বর কীভাবে সম্পূর্ণ এই জ্ঞানে ভরপুর হয়ে রয়েছেন । ওঁনার মধ্যে এই জ্ঞান এলো কোথা থেকে, যা তিনি তোমাদেরকে বোঝান? ওঁনার তো বাবা নেই, যার থেকে তাঁর জন্ম হয়েছে বা তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন। তোমরা সকলে হলে ভাই-ভাই, একমাত্র তিনিই হলেন তোমাদের পিতা - তিনি হলেন বীজ রূপ। কত নলেজ তিনি বসে বাচ্চাদেরকে শোনান। তিনি বলেন, ৮৪ জন্ম আমি নিই না, তোমরা নাও। তাহলে তো অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে তাই না যে - বাবা, তুমি কীভাবে জেনেছো। বাবা বলেন - বাচ্চারা! অনাদি ডামানুসারে আমার মধ্যে প্রথম থেকেই সেই নলেজ রয়েছে যা তোমাদেরকে পড়াই, সেইজন্যই আমাকে সর্বোচ্চ ভগবান বলা হয়। স্বয়ং চক্রে আসেন না কিন্তু ওঁনার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান নিহিত রয়েছে। বাচ্চারা, তাই তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত। তিনি ৮৪ চক্রের নলেজ কোথা থেকে পেয়েছেন? তোমরা তো বাবার থেকে পেয়েছো। সত্যিকারের জ্ঞান বাবার কাছেই রয়েছে। ওঁনাকে বলা-ই হয় নলেজফুল। তিনি কারোর কাছ থেকে পড়েনওনি। তাও তিনি সত্যি-সত্যিই (জ্ঞান) জানেন, তাই তাঁকে নলেজফুল বলা হয়। এ অতি ওয়াল্ডারফুল, তাই না, সেইজন্য একে সর্বোচ্চ জ্ঞান বা পড়া বলা হয়। বাবার উপরে বাচ্চারা বিস্ময় প্রকাশ করে। ওঁনাকে কেন নলেজফুল বলা হয় - এক হলো এ বোঝার মতন বিষয় আর অন্য কি বিষয় আছে? এই যে চিত্র তোমরা দেখাও তখন কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করবে যে, ব্রহ্মার মধ্যেও নিজ আত্মা রয়েছে আর ইনি যখন নারায়ণ হবেন, তখন ওঁনার মধ্যেও নিজ আত্মা (নারায়ণের) থাকবে। দুটি আত্মা, তাই না। এক ব্রহ্মার, এক নারায়ণের আত্মা। কিন্তু বিচার করলে দেখবে, এই দুটি পৃথক আত্মা নয়। আত্মা একই। এ এক দেবতার উদাহরণ দেখানো হয়েছে। ইনিই ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণ হন, একেই বলা হয় রহস্যময় গুপ্ত কথা। বাবা অতি রহস্যময় জ্ঞান শোনান, যা বাবা ছাড়া আর কেউই শোনাতে পারে না। তাই ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর দুটি পৃথক আত্মা হয় না। ঠিক তেমনই সরস্বতী আর লক্ষ্মী - এই দুজনেরই আত্মা দুটি নয় একটি। আত্মা এক, শরীর দুটি। এই সরস্বতীই পুনরায় লক্ষ্মী হন, তাই আত্মা একটাই গন্য হবে। ৮৪ জন্ম এক আত্মাই নেয়। এ অতি বুঝবার মতো বিষয়। ব্রাহ্মণ তথা দেবতা, দেবতা তথা ঋত্রিয় হয়। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। আত্মা একই, এ এক উদাহরণ দেখানো হয় - কীভাবে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়। আমিই সেই..... সে-ই আমি-র অর্থ কত সঠিক। একে বলা হয় রহস্যময় গুপ্ত কথা। সর্বপ্রথমে একথা বোঝা উচিত যে, আমরা হলাম এক পিতার সন্তান। আসলে সব আত্মারাই পরমধাম নিবাসী। এখানে

নিজের নিজের পাট প্লে করার জন্য এসেছে। এ হলো এক খেলা। বাবা আমাদের এই খেলার খবর শোনান। বাবা-ই তো অরিজিনালী সবকিছু জানেন। ওঁনাকে কেউ শেখায়নি। এই ৮৪-র চক্রকে সে-ই জানেন যিনি এইসময় আমাদের শোনাচ্ছেন। পুনরায় তোমরা ভুলে যাও। তাহলে এর শাস্ত্র কীভাবে তৈরী হতে পারে। বাবার কোনো শাস্ত্র পড়া নেই, তবে তিনি এসে কীভাবে নতুন-নতুন কথা শোনান, আধাকল্প হলো ভক্তিমার্গ। এই কথা শাস্ত্রতেও নেই। ডামানুসারে এই শাস্ত্রও ভক্তিমার্গে রচিত হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে ডামার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কত বড় নলেজ (ভরা) রয়েছে। ওঁনাকে অবশ্যই মানব শরীরের আধার নিতে হবে। শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরে বসে এই সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান শোনান। মানুষ তো গল্প-কাহিনী বানিয়ে সৃষ্টির আয়ুই কত লম্বা করে দিয়েছে। নতুন দুনিয়াই পরে পুরানো দুনিয়া হয়। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় স্বর্গ, পুরানোকে বলে নরক। দুনিয়া তো সেই একই রয়েছে। নতুন দুনিয়ায় থাকে দেবী-দেবতারা, ওখানে অপার সুখ। সমগ্র সৃষ্টি নতুন হয়ে যায়, এখন একে পুরানো বলা হয়। নাম-ই হলো আয়রণ এজেড ওয়ার্ল্ড। যেমন নতুন দিল্লী আর পুরানো দিল্লী বলা হয়। বাবা বোঝান, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা নতুন দুনিয়ায় নতুন দিল্লী হবে। এরা তো পুরানো দুনিয়াতেই নতুন দিল্লী রয়েছে বলে। একে নতুন দিল্লী কীভাবে বলবে! বাবা বোঝান, নতুন দুনিয়ায় নতুন দিল্লী হবে। সেখানে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করবে। তাকে বলা হবে সত্যযুগ। তোমরা এই সমগ্র ভারতেই রাজত্ব করবে। তোমাদের সিংহাসন (রাজধানী) যমুনার তীরেই হবে। পরবর্তীকালে রাবণ-রাজ্যেও সিংহাসন এখানেই রয়েছে। রাম-রাজ্যের রাজগদিও এখানেই হবে। নাম দিল্লী হবে না। তাকে পরিস্থান বলা হয়। পুনরায় যে যেমন রাজা হবে সে তেমনই নিজের রাজ্যের নাম রাখবে। এখন তোমরা সকলেই পুরানো দুনিয়ায় রয়েছে। নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য এখন তোমরা পড়ছো। পুনরায় মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছে। যিনি পড়ান তিনিই তোমাদের বাবা।

তোমরা জানো যে, সর্বোচ্চ পিতা নীচে নেমে এসে (এই ধরিত্রীতে) রাজযোগ শেখান। তোমরা সঙ্গমে রয়েছে, যখন কলিযুগী পুরানো দুনিয়া সমাপ্তির পথে। বাবা এর হিসেবও বলে দিয়েছেন, আমি আসি ব্রহ্মার শরীরে। মানুষ জানে না যে, ব্রহ্মা কে? শুধু শুনেছে প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা তো ব্রহ্মার প্রজা, তাই না, সেইজন্য নিজেদের বি.কে. বলো। বাস্তবে যখন তোমরা নিরাকার আত্মা তখন শিববাবার সন্তান শিব-বংশীয়, পুনরায় সাকারীরূপে যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তখন পরম্পরের ভাই-বোন তখন অন্য আর কোন সম্বন্ধ নেই। এইসময় তোমরা সেই কলিযুগী সম্বন্ধকে ভুলে যাও কারণ তাতে বন্ধন রয়েছে। তোমরা চলে যাও নতুন দুনিয়ায়। ব্রাহ্মণদের কেশ-শিখা (টিকি) থাকে। কেশ-শিখা হলো ব্রাহ্মণদের প্রতীক বা চিহ্ন। এটাই হলো তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের কুল। ওরা হলো কলিযুগী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা বেশীরভাগই পান্ডা হয়। একপ্রকারের ব্রাহ্মণ ভোগ অর্পণ (পূজা) করে, আরেকপ্রকারের ব্রাহ্মণ গীতা পাঠ করে শোনায়। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন এই গীতা শোনাও। ওরাও গীতা পাঠ করে শোনায়, তোমরাও গীতা শোনাও, দেখো কত পার্থক্য! তোমরা বলো যে, কৃষ্ণকে ভগবান বলা যায় না। কৃষ্ণকে তো দেবতা বলা হয়। ওঁনার মধ্যে দৈবী-গুণ রয়েছে। ওঁনাকে তো এই (স্থূল) চোখের দ্বারা দেখতে পারা যায়। শিবের মন্দিরে দেখবে যে, শিবের নিজস্ব শরীর নেই। তিনি হলেন পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। ঈশ্বর, প্রভু, ভগবান ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় না। পরমাত্মাই সুপ্রীম আত্মা। তোমরা সুপ্রীম নও। তোমাদের আত্মা আর সেই আত্মার মধ্যে পার্থক্য দেখো কত। তোমরা আত্মারা এখন পরমাত্মার কাছ থেকে শিখছো। উনি কারোর কাছ থেকে শেখেননি। উনি তো বাবা, তাই না। সেই পরমপিতা পরমাত্মাকে তোমরা পিতাও বলো, শিক্ষকও বলো আর গুরুও বলো। হলেন কিন্তু তিনি একই। আর কোনো আত্মা বাবা, টিচার, গুরু হতে পারে না। পরমাত্মা একজনই, ওঁনাকে বলা হয় সুপ্রীম। প্রত্যেকেরই প্রথমে পিতার প্রয়োজন, তারপর টিচার চাই, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হয় গুরুর। বাবাও বলেন - আমি তোমাদের বাবাও হই, টিচারও হই আর পরে আমিই তোমাদের সঙ্গতিদাতা সঙ্গুরু হই। সঙ্গতি প্রদান করা গুরু হলেন একজনই। বাকি গুরু তো হয় অনেক। বাবা বলেন, আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গতি প্রদান করি, তোমরা সকলেই সত্যযুগে যাবে, বাকিরা সকলে চলে যাবে শান্তিধামে, যাকে পরমধাম বলা হয়। সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। বাকি আর কোনো ধর্ম থাকে না আর সব আত্মারা চলে যায় মুক্তিধামে। সঙ্গতি বলা হয় সত্যযুগকে, পাট প্লে করতে-করতে পরে দুর্গতিতে চলে আসে। তোমরাই সঙ্গতি থেকে পুনরায় দুর্গতিতে আসো। তোমরাই ৮৪ জন্ম নাও। সেইসময় যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা হবে। ৯ লক্ষ প্রথমে আসবে। ৮৪ জন্ম তো ৯ লক্ষই (দেবী-দেবতা) নেবে, তাই না। তারপর অন্যরা আসতে থাকবে - এইভাবেই হিসাব করা হয়, যা বাবা বোঝান। সকলেই ৮৪ জন্ম নেয় না, সর্বপ্রথম যারা আসে তারাই ৮৪ জন্ম নেয় তারপর কম কম নিয়ে থাকে। ম্যাক্সিমাম ৮৪ জন্ম, এসব কথা আর কোন মানুষ জানে না। বাবা-ই বসে বোঝান। গীতায় ভগবানুবাচ রয়েছে। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে - আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কৃষ্ণ রচনা করেনি। এ তো বাবা-ই স্থাপন করেন। কৃষ্ণের আত্মা ৮৪ জন্মের শেষে এই জ্ঞান শুনেছে, যিনি পরে প্রথম স্থানে চলে আসেন। এ বোঝার মতন বিষয়। প্রত্যহ পড়তে হবে, তোমরা হলে ভগবানের স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচ তো, তাই না। আমি তোমাদের রাজার-রাজা বানিয়ে দিই। এ হলো পুরানো দুনিয়া, নতুন দুনিয়া

মানে সত্যযুগ। এখন হলো কলিযুগ। বাবা এসে কলিযুগী পতিত থেকে সত্যযুগী দেবতায় পরিণত করেন, তাই কলিযুগী মানুষ ডাকে - বাবা, এসে আমাদের পবিত্র করো। কলিযুগী পতিত থেকে সত্যযুগী পবিত্র বানাও। পার্থক্য দেখো কত। কলিযুগে অপার দুঃখ। বাচ্চার জন্ম হয়েছে, সুখ প্রাপ্ত করেছে, কাল মারা গেলে তখন দুঃখী হয়ে যাবে। সারাজীবন কত দুঃখ পায় এটা হলো দুঃখের দুনিয়া। এখন বাবা সুখের দুনিয়া স্থাপন করছেন। তোমাদের স্বর্গবাসী দেবতায় পরিণত করেন। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রয়েছ। সর্বোত্তম পুরুষ বা নারী হও। তোমরা এখানে আসোই এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য। স্টুডেন্ট টিচারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে কারণ তারা মনে এনার সাহায্যেই আমরা পড়াশোনা করে অমুক হবো। এখানে তোমরা যোগ যুক্ত হয়ে থাকো পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সাথে, যিনি তোমাদের দেবতায় পরিণত করেন। তিনি বলেন, আমাকে অর্থাৎ নিজের পিতাকে স্মরণ করো, তোমরা যাঁর হলে শালিগ্রাম-রূপী সন্তান। তিনিই নলেজফুল তাই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। বাবা তোমাদের সত্যিকারের গীতা শোনান কিন্তু তিনি স্বয়ং পড়েন নি। তিনি বলেন, আমি কারোর সন্তান নই, কারোর কাছে পড়িনি। আমার কোন গুরু নেই। বাচ্চারা, আমি তোমাদের পিতা, শিক্ষক, গুরু। ওঁনাকেই বলা হয় পরম আত্মা। সমগ্র এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে তিনি জানেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি না শোনাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আদি, মধ্য, অন্তকে জানতে পারো না। এই চক্রকে জানার ফলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। তোমাদের এই বাবা (ব্রহ্মা) পড়ান না, এঁনার মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করে আত্মাদের পড়ায়। এ তো নতুন কথা, তাই না। এ সঙ্গমযুগেই হয়। পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে, কারোর সবকিছু মাটিতে চাপা পড়ে যাবে, কারোর ধন সম্পদ রাজা নিয়ে নেবে। বাবা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলেন, অনেকের কল্যাণার্থে, পুনরায় দেবতা বানানোর জন্য এমন পাঠশালা, মিউজিয়াম খোলো। যেখানে অনেকে এসে সুখের উত্তরাধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত করবে। এখন তো রাবণ-রাজ্য, তাই না। রাম-রাজ্যে ছিল সুখ, রাবণ-রাজ্যে দুঃখ কারণ সকলেই বিকারী হয়ে গেছে। ওটা হলোই নির্বিকারী দুনিয়া। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদিদেরও তো সন্তান থাকে, তাই না। কিন্তু ওখানে হলো যোগবল। বাবা তোমাদের যোগবল শেখান। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও, বাহুবলের দ্বারা কেউ (বিশ্বের) মালিক হতে পারে না। আইন একথা বলে না। বাচ্চারা, তোমরা স্মরণের শক্তি দ্বারা সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব নিষ্ক। এই পড়া কত উচ্চ। বাবা বলেন - সর্বপ্রথমে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো। পবিত্র হলেই তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কলিযুগী সম্বন্ধ, যা কিনা এই সময় বন্ধন, সেসব ভুলে নিজেকে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ মনে করতে হবে। সত্যিকারের গীতা শুনতে এবং শোনাতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে, তাই নিজের সবকিছু সফল করে নিতে হবে। অনেকের কল্যাণার্থে, মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য এই পাঠশালা বা মিউজিয়াম খুলতে হবে।

বরদানঃ:- বাবার আশ্রয় মনে করে ভালোবাসার সাথে প্রতিটি কথাকে সহ্য করে সহনশীল ভব কিছু কিছু বাচ্চা বলে যে আমি তো রাইট, তবুও আমাকেই সহ্য করতে হয়, মরতে হয়। কিন্তু এই সহ্য করা বা মরানো হলো ধারণার সাক্ষ্যে নম্বর নেওয়া। এইজন্য সহ্য করার সময় ঘাবড়ে যাবে না। কিছু বাচ্চা সহ্য করে কিন্তু কষ্টের সাথে সহ্য করা আর ভালোবাসার সাথে সহ্য করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কি কি পরিস্থিতি আসছে তার কারণে সহ্য করছো তা নয় বরং বাবার আশ্রয় হলো সহনশীল হও। তাই আশ্রয় মনে করে ভালোবাসার সাথে সহ্য করা অর্থাৎ নিজেকে পরিবর্তন করে নেওয়া, এতেই মার্জ রয়েছে।

স্নোগানঃ:- যে সদা খুশীর পুষ্টিকর পথ্য খায়, সে সদা স্বাস্থ্যবান থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - উঠতে বসতে বুদ্ধিতে জ্ঞান উছলে উঠতে থাকলে, তবে অপার খুশীতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমাদেরকে কার সঙ্গে থেকে খুব খুব সাবধান থাকতে হবে?

*উত্তরঃ - যাদের বুদ্ধিতে বাবার স্মরণ স্থায়ী হয় না, বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে ঘুরপাক খেতে থাকে, তাদের সঙ্গে থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে চলতে হবে। তাদের অঙ্গের সাথে নিজেদের অঙ্গও স্পর্শ হতে দিতে নেই, কারণ যারা স্মরণে থাকে না, তারা বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেয়"

*প্রশ্নঃ - মানুষের মধ্যে কখন অনুতাপ হবে?

*উত্তরঃ - যখন তারা জানতে পারবে যে, এদের পড়ান স্বয়ং ভগবান, তখন তাদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাবে আর অনুশোচনা করবে যে আমরা গাফিলতি করেছি, পড়াশুনা করিনি।

ওম্ শান্তি। এখন আত্মিক (রুহানী) যাত্রাকে তো বাচ্চারা ভালো ভাবে বোঝে। কোনও হঠযোগেরই যাত্রা (এখানে) হয় না। এ হলো স্মরণ। স্মরণের জন্য কোনো কষ্টেরই ব্যাপার নেই। বাবাকে স্মরণ করা, এর মধ্যে কোনো কষ্টেরই ব্যাপার নেই। এ হলো ক্লাস, সেইজন্য কেবল নিয়ম মেনে বসতে হয়। তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছো, বাচ্চাদের লালন-পালন করা হচ্ছে। কীরকম লালন-পালন? অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের ধন-ভান্ডার প্রাপ্ত হচ্ছে। বাবাকে স্মরণ করার মধ্যে কোনো কষ্ট নেই। মায়া শুধুমাত্র বুদ্ধির যোগ ভঙ্গ করে দেয়। যেভাবেই বসো না কেন, যদিও এতে স্মরণের কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক বাচ্চারা হঠযোগে ৩-৪ ঘন্টা বসে। সমস্ত রাত বসে। পূর্বে তোমাদেরও তো ভাঙি ছিল, সে আলাদা ব্যাপার ছিল। সেখানে তোমাদের চাকরি ব্যবসা যেসবের ব্যাপার তো ছিল না। সেইজন্য এটা শেখানো যেত। এখন বাবা বলেন, তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো। নিজের নিজের পেশায় যদি ব্যস্তও থাকো, যে কোনো কাজ করার সময়ও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এইরকমও নয় যে, এখন তোমরা নিরন্তর স্মরণ করতে পারবে। না। এই অবস্থায় আসতে টাইম লাগে। এখন নিরন্তর অবস্থায় স্থিত হয়ে গেলে তারপর তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। বাবা বোঝান- বাচ্চারা, ডামার প্ল্যান অনুসারে এখন খুব কম সময়ই অবশিষ্ট আছে। সমস্ত হিসাবই বুদ্ধিতে থাকে। বলে খ্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারতই ছিল। তাকে স্বর্গ বলা হতো। এখন তাদের ২ হাজার বছর সম্পূর্ণ হচ্ছে, ৫ হাজার বছরের হিসাব হয়ে যাবে।

দেখা গেছে যে তোমাদের সকল সুখ্যাতি বিদেশ থেকেই বের হয়, কারণ তাদের বুদ্ধি তবুও ভারতবাসীর থেকে তীক্ষ্ণ। ভারতের কাছে পীসও (শান্তিও) তারাই চায়। ভারতবাসীরাই লক্ষ বছর বলে আর সর্বব্যাপীর জ্ঞান দিয়ে বুদ্ধি বিকৃত করে দিয়েছে। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তারা এতো তমোপ্রধান হয়নি, তাদের বুদ্ধি তো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যখন তাদের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে ভারতবাসী তখন জাগবে, কারণ ভারতবাসী একদম অঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তারা কিছুটা নিদ্রাচ্ছন্ন। তাদের থেকে ভালো আওয়াজ বের হবে। বিদেশ থেকে এসেও ছিল এদেশে- পীস কীভাবে হতে পারে সেখানে তা জানতে। কারণ বাবাও ভারতেই আসেন। এই কথা তো বাচ্চারা, তোমরাই বলতে পারো যে - দুনিয়াতে আবার সেই শান্তি কখন আর কীভাবে হবে? তোমরা বাচ্চারা জানো প্যারাডাইস বা হেভেন অবশ্যই ছিল। নূতন দুনিয়াতে ভারত প্যারাডাইস ছিলো। এটা আর কেউই জানে না। মানুষের বুদ্ধিতে এই কথাই বসে গেছে যে, ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী আর বলে দেয় কল্পের আয়ু লক্ষ বছর। সবচেয়ে বেশী পাথরবুদ্ধি সম্পন্ন এই ভারতবাসীই হয়ে গেছে। এই গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি সব হলো ভক্তি মার্গের। তবুও এই সব এমনই হবে। যদি তোমরা জানো যে এসব হলো ড্রামা, তবুও বাবা তো পুরুষার্থ করাবেনই। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বিনাশ তো অবশ্যই হবে। বাবা আসেনই নূতন দুনিয়ার স্থাপনা করতে। এটা তো খুশিরই ব্যাপার তাই না! যখন কোনো বড় পরীক্ষায় পাশ করে তো মন খুশীতে ভরে যায় তাই না! আমরাও এই সব পাশ করে গিয়ে এইরূপ (দেবতায়) হবো। সব নির্ভর করে পড়াশোনার উপরে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো অবশ্যই বাবা আমাদের পড়াশোনা করিয়ে দেবতা তৈরী করেন। অবশ্যই প্যারাডাইস হেভেন (স্বর্গ) ছিলো। মানুষ তো বেচারী একদমই বিভ্রান্ত হয়ে আছে। অসীম জগতের পিতার কাছে যে জ্ঞান আছে, সেটা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দিচ্ছেন। তোমরা বাবার মহিমা করো - বাবা হলেন নলেজফুল আবার তিনি ক্লিসফুলও, ধন-ভান্ডারও ঊঁনার কাছে সম্পূর্ণ রূপে রয়েছে। তোমাদের এতো বিংশালী কে করেছেন? তোমরা এখানে কেন এসেছো? উত্তরাধিকার পেতে। যদি কারোর শরীর-স্বাস্থ্য ভালো হয় কিন্তু ধন থাকে না, তো ধন ছাড়া কি হবে! বৈকুণ্ঠে তো

তোমাদের কাছে ধন থাকে। এখানে যাদের অনেক অর্থ আছে, তাদের নেশা থাকে আমার কাছে এতো ধন আছে, এই সব কারখানা ইত্যাদি আছে। কিন্তু শরীর ছাড়লে শেষ। তোমরা তো জানো আমাদেরকে বাবা ২১ একুশ জন্মের জন্য এতো সম্পদ দিয়ে দিচ্ছেন। বাবা নিজে তো ধন-ভান্ডারের মালিক হন না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মালিক করে তোলেন। তোমরা এটাও জানো যে গড় ফাদার ব্যতীত কেউই বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে পারে না। সবচেয়ে ফাস্টট্রাক্স চিত্র হলো - এই ত্রিমূর্তি আর সৃষ্টি চক্রের (গোলা)। এই চক্রতেই সমগ্র জ্ঞান সমাহিত রয়েছে। তোমাদের এমন কোনো ওয়ান্ডারফুল জিনিস থাকলে তবেই তো তারা বুঝবে যে অবশ্যই এতে কোনো তাৎপর্য রয়েছে। কোনো-কোনো বাচ্চারা খেলনার মতো ছোটো ছোটো ছবি তৈরী করে, এই রকম ছবি বাবার পছন্দ হয় না। বাবা তো বলেন - বড় চিত্র লাগাও, যা দূর থেকে যে কেউই পড়ে বুঝতে পারবে। মানুষের অ্যাটেনশন বড় কিছু দিকেই যায়। এতে ক্লিয়ার দেখানো হয়েছে, ওই দিকে কলিযুগ, এইদিকে সত্যযুগ। বড়-বড় চিত্র হলে তো মানুষকে আকৃষ্ট করবে। টুরিস্টরাও দেখবে, তারা বুঝতে পারবে ভালো ভাবে। তোমরা তো জানো যে খ্রাইষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিলো। বাইরের লোকেরা সেটা জানে না। ৫ হাজার বছরের হিসাব তোমরা ক্লিয়ার বোঝো, সেই কারণেই তো এতো বড় বড় চিত্র তৈরী করা চাই যা দূর থেকে দেখতে পারে আর শব্দ গুলোও পড়তে পারবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে দুনিয়ার শেষ হওয়া তো নিশ্চিত। বম্বস তো তৈরী হচ্ছেই। ন্যাচারাল ক্যালামেটিসও (প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও) হবে। বিনাশের নাম শুনলে তো ভিতরে ভিতরে তোমাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত। কিন্তু জ্ঞানই না হলে তো খুশীও থাকতে পারে না। বাবা বলেন দেহ সহ সব কিছু ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো, তুমি আত্মা আমার অর্থাৎ বাবার সাথে যোগ যুক্ত হও। এ হলো পরিশ্রমের ব্যাপার। পবিত্র হয়েই পবিত্র দুনিয়াতে আসতে হবে। তোমরা মনে করো আমরাই (বাচ্চারা) বাদশাহী নিই, আবার হারিয়ে ফেলি। এটা তো হলো খুবই সহজ। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে ভিতরে ভিতরে টপ টপ করে পড়তে থাকতে হবে, যেমন বাবার কাছে জ্ঞান আছে। বাবা এসেছেনই পাঠ পড়িয়ে দেবতা করে তুলতে। তাই তো এতো অপার খুশী বাচ্চাদের থাকা উচিত, তাই না! নিজেকে জিজ্ঞাসা করো এমন অপার খুশী আছে? বাবাকে এতখানি স্মরণ করা হয়? চক্রেরও সমস্ত নলেজ বুদ্ধিতে আছে, তো এতখানি খুশী থাকতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর খুশিতে থাকো। তোমাদের পড়াশুনা করানোর জন্য কে রয়েছেন দেখো! যখন সকলে সেকথা জানবে সকলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তাদের বুঝতে কিছু দেরী আছে। এখন দেবতা ধর্মের এতো মেম্বার্স তো হয়নি। সমগ্র রাজত্ব স্থাপন হয়নি। কতো প্রচুর পরিমাণ মানুষকে বাবার পয়গাম দিতে হবে! অসীম জগতের বাবা আবারও আমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছেন। তোমরাও সেই বাবাকে স্মরণ করো। অসীম জগতের বাবা তো অবশ্যই অসীম জগতের সুখ দেবেন, তাই না! বাচ্চাদের ভিতরে তো অপারিসীম জ্ঞানের খুশী থাকা উচিত আর যত বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে তো আত্মা পবিত্র হতে থাকবে।

বাচ্চারা, ডামার প্ল্যান অনুসারে তোমরা জানো যে, যত সার্ভিস করে প্রজা তৈরী করবে ততই যার কল্যাণ হয় তাদের থেকে আশীর্বাদও প্রাপ্ত হতে থাকে। গরিবের সার্ভিস করছো তোমরা। নিমন্ত্রণ দিতে থাকো। তোমরা ট্রেনেও অনেক সার্ভিস করতে পারো। এতো ছোট ব্যাজেও কতো নলেজ সমাহিত রয়েছে। এই পড়াশোনার সমস্ত সার এই ব্যাজে রয়েছে। ব্যাজ তো খুব ভালো-ভালো রকমের প্রচুর তৈরী করা উচিত যাতে কাউকে উপহারও দেওয়া যায়। কাউকে বোঝানো তো খুবই সহজ। কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করো। যশিববাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় বলে বাবা আর বাবার উত্তরাধিকার, স্বর্গের বাদশাহী, কৃষ্ণপুরীকে স্মরণ করো। মানুষের মত তো কতো বিভ্রান্তিকর। কিছুই বোঝে না। বিকারের জন্য কতো জ্বালাতন করে। কাম এর পিছনে কতো কতো জন মরে। কোনো কথাই বোঝে না। সকলের বুদ্ধি একদম উধাও হয়ে গেছে, বাবাকে জানেই না। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত। সবার মেন্টাল নিঃশেষ হয়ে গেছে - মানসিক শক্তি শেষ হয়ে গেছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হলে তো এভাবে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে, কিন্তু বোঝেই না। আত্মার সমস্ত শক্তি চলে গেছে। কতো বোঝানো হয় তবুও পুরুষার্থ করতে আর করাতে হবে। পুরুষার্থে ক্লান্ত হতে নেই। হার্টফেলও হতে দিতে নেই। এতো পরিশ্রম করেছি, ভাষণের দ্বারাও একজনও বের হয়নি। কিন্তু তোমরা যা শুনিয়েছিলে, যারাই তা শুনেছে তার উপরে ছাপ তো পড়ে গেছে। পরে সকলে অবশ্যই জানবে। তোমাদের অর্থাৎ বি. কে. দে. অপারিসীম মহিমা ছড়াতে থাকবে। কিন্তু অ্যাক্টিভিটিস দেখে তো যেন একদম অবুঝ মনে হয়। কোনো রিগার্ডই নেই, সম্পূর্ণ পরিচয় নেই। বুদ্ধি বাইরে ঘোরা-ফেরা করতে থাকে। বাবাকে স্মরণ করলে সাহায্যও পাওয়া যাবে। বাবাকে স্মরণ করে না তবে তো সে হলো পতিত। তোমরা পবিত্র হচ্ছে। যারা বাবাকে স্মরণ করে না তাদের বুদ্ধি কোথাও না কোথাও ঘোরা-ফেরা করতে থাকে। তাই তাদের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিলিত হতে নেই (অর্থাৎ বেশী কাছাকাছি আসতে নেই), কারণ স্মরণে না থাকার জন্য তারা বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেয়। পবিত্র আর অপবিত্র একত্রিত হতে পারে না, সেইজন্য বাবা পুরানো সৃষ্টিকে নিঃচিহ্ন করে দেন। প্রতিনিয়ত নিয়মও কড়া হতে থাকবে। বাবাকে স্মরণ না করলে লাভের পরিবর্তে আরোই লোকসান করা হবে। পবিত্রতার সমস্ত কিছু নির্ভর করে স্মরণের উপরে। এক জায়গায় বসার ব্যাপার

নেই। এখানে একসাথে বসার চেয়ে ভালো হবে একাকী পাহাড়ীতে গিয়ে বসলে। যে স্মরণ করে না সে হলো পতিত। তার সঙ্গ করতে নেই। চলন থেকেই বোঝা যায়। স্মরণ ব্যাভীত তো পবিত্র হতে পারে না। প্রত্যেকের উপরে প্রচুর পাপের বোঝা রয়েছে - জন্ম-জন্মান্তরের। তারা স্মরণ ব্যাভীত কীভাবে যাত্রায় বের হবে। তারা তো তাহলে পতিতই হলো।

বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য সমস্ত দুনিয়াকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছি। তাদের সঙ্গ যেন না হয়। কিন্তু এতো বুদ্ধিও নেই যে বুঝবে কার সঙ্গ করা উচিত। তোমাদের প্রীত পবিত্রের সাথে পবিত্রের হওয়া উচিত। এই বুদ্ধিরও দরকার রয়েছে। সুইট বাবা আর সুইট রাজধানী ছাড়া আর কিছু স্মরণে আসবে না। এতো সব ত্যাগ করা কোনো মাসীর বাড়ী নয়। বাবার তো বাচ্চাদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা। বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হয়ে গেলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আমি তোমাদের জন্য পবিত্র দুনিয়া স্থাপনা করছি। এই পতিত দুনিয়াকে একদম নিশ্চিহ্ন করে দেবো। এখানে এই পতিত দুনিয়াতে প্রতিটা জিনিস তোমাদের দুঃখ দেয়। আয়ুও কম হতে থাকে, একে বলা হয় ওয়ার্থ নট পেনী (মূল্যহীন)। কড়ি আর হীরেতে পার্থক্য তো আছে তাই না! তাই বাচ্চারা তোমাদের কতো খুশী থাকা উচিত। গাওয়াও হয় সত্যতা থাকলে মন যেন নৃত্য করে (সচ্ তো বিঠো নাচ)। তোমরা সত্যযুগে খুশীতে নৃত্য করো। এখানকার কোনো বস্তুর প্রতিই আকর্ষণ যেন না থাকে। এসব তো দেখেও দেখতে নেই, চোখ খোলা থাকলেও যেন নিদ্রিত, কিন্তু সেই সাহস, সেই স্থিতি থাকা চাই। এটা তো সুনিশ্চিত যে এই পুরানো দুনিয়া থাকবেই না। খুশীর পারদ এতোটা উপরে উঠে থাকা চাই। নিজেকে চিমটি কাটা উচিত - আরে, আমরা শিববাবাকে স্মরণ করলে তো বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করবো। হঠাৎযোগেও বসতে নেই। খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করার সময়, কাজকর্ম করার সময় বাবাকে স্মরণ করো। এও জানো যে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাবা কি আর বলবেন যে দাসী হও ! বাবা তো বলবেন পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। বাবা পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করান, তোমরা আবার পতিত হয়ে যাও, কতো মিথ্যা কথা বলো, কতো পাপ করো। সর্বক্ষণ শিববাবাকে স্মরণ করলে সব পাপ স্বাহা হয়ে যাবে। এটা বাবার যুক্তি যে! অত্যন্ত মহান যুক্তি। লোকেরা যুক্তি রচনা করে - লক্ষ টাকা খরচ করে। এক্ষেত্রে তো তোমরা জানো সমগ্র দুনিয়া এতে স্বাহা হয়ে যায়। দেশের বাইরে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়লে ভারতেও ছড়াতে থাকবে। এক তো বাবার সাথে বুদ্ধির যোগ হলে পাপ খন্ডন হবে আর তারপর উচ্চ পদও প্রাপ্ত হবে। বাবার তো কর্তব্য হলো বাচ্চাদের পুরুষার্থ করানো। লৌকিক বাবা তো বাচ্চাদের সেবা করে, সেবা নেয়ও। এই বাবা তো বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দিই, তাই এমন বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে, যাতে পাপ খন্ডন হয়। এছাড়া জলে কি আর পাপ খন্ডন হয়! জল তো যেখানে-সেখানে আছে। বিদেশেও তো অনেক নদী রয়েছে, তবে কি এখানের নদী গুলি পবিত্র করার, বিদেশের নদী গুলি পতিত করে তোলার? মানুষের কোনো বোধই নেই। বাবার তো করুণা হয়। বাবা বোঝান - বাচ্চারা গাফিলতি করো না। বাবা এতো সুন্দর সুন্দর ফুল তৈরী করেন, তাই পরিশ্রম করা উচিত। নিজের প্রতি করুণা করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখানকার কোনো বস্তুর প্রতিই আকর্ষণ যেন না আসে। দেখেও দেখবে না। চোখ খোলা থাকলেও যেমন নিদ্রার ঘোর থাকে, সেইরকম খুশির নেশা চড়ে থাকবে।

২) সব কিছু নির্ভর করে পবিত্রতার উপরে, সেইজন্য সতর্কতার প্রয়োজন। যেন পতিতের অঙ্গের সাথে অঙ্গ না স্পর্শ হয়। সুইট বাবা আর সুইট রাজধানী ছাড়া আর কিছু যেন স্মরণে না আসে।

বরদানঃ:-

লৌকিকের ইচ্ছা গুলিকে ত্যাগ করে ভালো বাচ্চা হওয়া ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা ভব

মনের মধ্যে কোনও লৌকিকের ইচ্ছা থাকলে সেটা তোমাদেরকে ভালো হতে দেবে না। যেরকম রোদের আলোয় হাঁটলে সামনে ছায়া পড়ে, সেই ছায়াকে যদি ধরার চেষ্টা করো তাহলে ধরতে পারবে না। পিছনে ফিরে চলে আসো তাহলে ছায়া পিছনে পিছনে আসবে। সেইরকমই ইচ্ছা আকৃষ্ট করে কাঁদায়, ইচ্ছাকে ত্যাগ করো তবে সে পিছনে পিছনে আসবে। যে সদা চাইতে থাকে সে কখনও সম্পন্ন হতে পারবে না। কোনও ইচ্ছার পিছনে ছুটে চলা হলো মৃগতৃষ্ণার মতো। এর থেকে সদা সাবধান থাকো তাহলে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হয়ে যাবে।

স্লোগান:- নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ম বা শ্রেষ্ঠ চলনের দ্বারা আশীর্বাদ জমা করে নাও তাহলে পাহাড় সম বিষয়ও তুলোর সমান অনুভব হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে জ্ঞান ধনে সম্পন্ন হও, বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান আবর্তিত হতে থাকলে তখন অপার খুশী থাকবে, সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানের দ্বারা তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের (মানব সন্তানদের) প্রীতি বাবার প্রতি হতে পারে না?

*উত্তরঃ - যাদের গভীর নরকে (রৌরব) থাকা বিকারের সাথে প্রীতি থাকে, সেইসব মানুষদের প্রীতি বাবার সাথে থাকতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা বাবাকে জেনেছো, সেইজন্য বাবার প্রতি তোমাদের প্রীতি রয়েছে।

*প্রশ্নঃ - কাদের সত্যযুগে আসার হুকুম-ই নেই?

*উত্তরঃ - বাবা-ও সত্যযুগে আসবেন না তাই কাল-ও সেখানে আসতে পারবে না। যেরকম রাবণের সত্যযুগে আসার হুকুম নেই, বাবা বলেন সেইরকম বাচ্চারা আমারও সত্যযুগে আসার হুকুম নেই। বাবা তো তোমাদেরকে সুখধামের যোগ্য বানিয়ে ঘরে চলে যান, তাঁরও (পার্টে) লিমিট রয়েছে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। আত্মা রূপী বাচ্চারা স্মরণে বসেছো? ভিতরে এই জ্ঞান আছে তো যে, আমরা আত্মারা স্মরণের যাত্রায় রয়েছি। যাত্রা শব্দটি তো অবশ্যই হৃদয়ে থাকা উচিত। যে রকম হরিদ্বার বা অমরনাথ যাত্রা করা হয়, যাত্রা সম্পূর্ণ হলে আবার ফিরে আসে। বাচ্চারা, তোমাদের এক্ষেত্রে আবার বুদ্ধিতে থাকে আমরা শান্তিধামে যাই। বাবা এসে হাত ধরেছেন। হাত ধরে পারাপার হতে হয় তাই না! বলাও হয়, হাত ধরে নাও। কারণ বিষয়-সাগরে পড়ে আছি। এখন তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করো আর পরমধাম গৃহকে স্মরণ করো। নিজেদের মধ্যে এটা আসা উচিত যে আমরা চলছি। এতে মুখেও কিছু বলার নেই। ভিতরে-ভিতরে শুধুমাত্র স্মরণ থাকুক - বাবা এসেছেন নিয়ে যেতে। অবশ্যই স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। এই স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমাদের পাপ খন্ডন হয়, তবেই আবার সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবে। বাবা কতো ক্লিয়ার করে বোঝান। যেরকম ছোট বাচ্চাদের পড়ানো হয়। সর্বদা বুদ্ধিতে থাকবে যে আমরা বাবাকে স্মরণ করেই চলেছি। বাবার কাজই হলো পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার। বাচ্চাদের নিয়ে যান। আত্মাদেরই যাত্রা করতে হবে। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবাকে স্মরণ করেই পরমধাম গৃহে যেতে হবে। গৃহে পৌঁছালে তবে বাবার কাজ সম্পূর্ণ হবে। বাবা আসেনই পতিত থেকে পবিত্র করে গৃহে (পরমধামে) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। পড়াশুনা তো এখানেই পড়তে হবে। যদি বা ঘোরো-ফেরো, যে কোনো কাজ-কর্ম করো, বুদ্ধিতে এটা স্মরণ থাকুক। যোগ হলো সন্ন্যাসীদের। সে তো হলো সব মানুষের মত। অর্ধ-কল্প তোমরা মানুষের মতে চলেছো। অর্ধ-কল্প দেবী মতে চলেছিলে। এখন তোমাদের ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত হয়েছে।

যোগ শব্দটা বলা না, স্মরণের যাত্রা বলা। আত্মাকে এই যাত্রা করতে হবে। সেটা হলো শারীরিক যাত্রা, শরীরের সাথে চলে। এতে, অর্থাৎ স্মরণের যাত্রায় তো শরীরের কাজই নেই। আত্মারা জানে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সেটা হরো সুইট গৃহ। বাবা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, যার দ্বারা আমরা পবিত্র হচ্ছি। স্মরণ করতে করতে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এ হলো স্মরণের যাত্রা। আমরা বাবার স্মরণে বসি, কারণ পরমধাম গৃহে বাবার কাছেই যেতে হবে। বাবা আসেনই পবিত্র করতে। তাই তো তোমাদের পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে। বাবা পবিত্র করে তোলেন, তারপর নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরা স্মরণের যাত্রাতে রয়েছি। এই মৃত্যুলোকে আমাদের ফিরে আসতে হবে না। বাবার কাজ হলো আমাদের পরমধাম গৃহ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। বাবা পথ বলে দেন, এখন তো তোমরা মৃত্যুলোকে আছো, এরপর নতুন দুনিয়া-অমরলোকে থাকবে। বাবা নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত বানিয়েই ছাড়েন। বাবা সুখধামে নিয়ে যান না। পরমধাম গৃহ পর্যন্ত পৌঁছালে এর লিমিট হয়ে যায়। এই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত। শুধুমাত্র যে বাবাকে স্মরণ করা উচিত তা নয়, সাথে জ্ঞানও থাকা চাই। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা ধন উপার্জন করো তাই না! এই সৃষ্টিচক্রের নলেজের দ্বারা তোমরা চক্রবর্তী রাজা হও। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে, এর দ্বারা চক্র আবর্তিত করতে হবে। আবার আমরা পরমধামে (গৃহে) যাবো, আবার নতুন করে চক্র শুরু হবে। এই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকলে তবে খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। বাবাকেও স্মরণ করতে হবে, শান্তিধাম, সুখধামকেও স্মরণ করতে হবে। ৮৪ জন্মের চক্র যদি স্মরণ না করো, তবে চক্রবর্তী রাজা হবে কি ভাবে? শুধুমাত্র এক-কে স্মরণ করা সন্ন্যাসীদের কাজ, কারণ সেই এক কে, সে বিষয়ে তারা জ্ঞাত নয়। তারা ব্রহ্মকেই স্মরণ করে। বাবা তো বাচ্চাদের ভালো ভাবে বোঝান। স্মরণ করতে করতেই তোমাদের পাপ কেটে যেতে থাকবে। প্রথমে তো গৃহে যেতে হবে, এ হলো আত্মিক যাত্রা।

গাওয়াও হয় চারিদিকে ঘুরে বেড়ালাম তবুও তো সেই দূরেই রইলাম অর্থাৎ বাবার থেকে দূরে রইলে। যে বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাঁকে তো জানেই না। কতো ঘুরতে থাকে। বছর বছর কোনো না কোনো যাত্রা করেই থাকে। টাকা পয়সা অনেক থাকলে তীর্থযাত্রার শখ থাকে। আর এখানে এ তো হলো তোমাদের আত্মিক যাত্রা। তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া তৈরী হয়ে যাবে, তখন তো এই নতুন দুনিয়াতেই আসাবে, যাকে অমরলোক বলা হয়। সেখানে কাল থাকে না যে, কাউকে নিয়ে যাবে। কাল এর হুকুম নেই নতুন দুনিয়াতে আসার। রাবণের তো এটা পুরানো দুনিয়া তাই না। তোমরা ডেকেও থাকো এখানেই। বাবা বলেন আমি পুরানো দুনিয়াতে পুরানো শরীরে আসি। আমারও নতুন দুনিয়াতে আসার হুকুম নেই। আমি তো পতিতদেরকে পবিত্র করতে আসি। তোমরা পবিত্র হয়ে আবার অপরকেও পবিত্র করো। সন্ন্যাসী তো (ঘর সংসার ছেড়ে) পালিয়ে যায়। একদম হারিয়ে যায়। জানাই যায় না, কোথায় চলে গেছে, কারণ সে ড্রেসই পরিবর্তন করে নেয়। যেরকম অ্যাক্টররা রূপ পরিবর্তন করে নেয়। কখনো মেল থেকে ফিমেল হয়ে যায়, কখনো ফিমেল থেকে মেল হয়ে যায়। এরাও রূপ (ভেক) পরিবর্তন করে। সত্যযুগে কি আর এই সব ব্যাপার থাকবে!

বাবা বলেন, আমি আসি নতুন দুনিয়া গড়তে। বাচ্চারা, তোমরা অর্ধ-কল্প রাজত্ব করো আবার ড্রামার প্ল্যান অনুসারে দ্বাপর শুরু হয়, দেবতারা বাম মার্গে চলে যায়, তাদের অনেক অভব্য (অশালীন) চিত্রও জগন্নাথপুরীতে আছে। জগন্নাথের মন্দির রয়েছে। তাঁর তো রাজধানী ছিলো, তিনি নিজে বিশ্বের মালিক ছিলেন। তারপর মন্দিরে গিয়ে বন্দী হয়েছেন, তাকে কালো দেখানো হয়েছে। এই জগৎ নাথের মন্দিরের উপরে তোমরা অনেক কিছু বোঝাতে পারো। আর কেউ এর অর্থ বোঝাতে পারবে না। দেবতাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়। লোকে তো বলে সব বিষয়ে ভগবানের ব্যাপারে বলে দেয় যে - তিনিই পূজ্য, তিনিই পূজারী। তিনিই সুখ দেন, তিনিই দুঃখ দেন। বাবা বলেন আমি তো কাউকেই দুঃখ দিই না। এটা তো বোঝার মতো ব্যাপার। বাচ্চা জন্মালে তো খুশী হয়, বাচ্চা মারা গেলে তো কাঁদতে থাকে। বলে ভগবান দুঃখ দিয়েছেন। আরে, এই অল্প সময়ের সুখ-দুঃখ তোমাদের রাবণ রাজ্যেই প্রাপ্ত হয়। আমার রাজ্যে দুঃখের কোনো কথাই নেই। সত্যযুগকে বলা হয় অমরলোক। এর নামই হলো মৃত্যুলোক। অকালে মৃত্যু হয়। সেখানে তো অনেক খুশী পালন করা হয়, আয়ুও অনেক দীর্ঘ হয়। দীর্ঘতম আয়ু ১৫০ বছরের হয়। এখানেও কখনো কখনো এরকম কারোর হয়, কিন্তু এখানে তো স্বর্গ নেই! কেউ শরীরকে খুব সামলে রাখে, তাই আয়ুও দীর্ঘ হয়, আবার বাচ্চাও কতো হয়ে যায়। পরিবার বৃদ্ধি হতে থাকে, বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয়। যেরকম বৃক্ষ থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয় - ৫০টা শাখা আর তার থেকে আরো ৫০ বের হবে, কতো বৃদ্ধি হতে থাকে। এখানেও সেইরকম। সেইজন্য এর তুলনা বট বৃক্ষের সাথে করা হয়। সমস্ত বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে, ফাউন্ডেশন (গোঁড়া) নেই। এখানেও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই। কারোর জানাই নেই দেবতার কবে ছিলো, তারা তো লক্ষ বছর বলে দেয়। পূর্বে তোমরা কখনো খেয়ালও করেনি। বাবা এসেই এসব ব্যাপার বোঝান। এখন তোমরা বাবাকেও জেনে গেছো আর সমস্ত ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত, ডিউরেশন ইত্যাদি সব কিছুকে জেনে গেছো। নতুন দুনিয়া থেকে পুরানো, পুরানো থেকে নতুন কি ভাবে গড়ে ওঠে, এটা কেউ জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা স্মরণের যাত্রায় বসছো। এই যাত্রা তো তোমাদের নিত্য চলে। ঘোরো-ফেরো কিন্তু এই স্মরণের যাত্রায় থাকো। এ হলো আত্মিক যাত্রা। তোমরা জানো যে ভক্তি মার্গে আমরাও সেই যাত্রাতে ছিলাম। অনেকবার যাত্রা করে থাকবে যে সুপরিপক্ক ভক্ত হবে। বাবা বুঝিয়েছেন এক শিবের ভক্তি করতে, সেটা হলো অব্যাভিচারী ভক্তি। আবার দেবতাদের ভক্তি করে, তারপর ৫ তন্ত্রকে ভক্তি করে। দেবতাদের ভক্তি করা তাও ভালো কারণ তাদের শরীর তাও সতোপ্রধান, মানুষের শরীর তো হলো পতিত তাই না! তারা তো হলো পবিত্র, আবার দ্বাপর থেকে সব পতিত হয়ে পড়ে। নীচে নামতে শুরু করে। সিঁড়ির চিত্র বোঝানোর জন্য তোমাদের পক্ষে খুবই ভালো। জিন এর কাহিনী আছে এ বিষয়ে। এই সব দৃষ্টান্ত ইত্যাদি এই সময়েরই। সব তোমাদের উপরেই তৈরী। ভ্রমরের দৃষ্টান্তও তোমাদের যারা কীটদেরকে নিজের সমান ব্রাহ্মণ তৈরী করে। এখানকারই সব দৃষ্টান্ত।

বাচ্চারা, তোমরা পূর্বে শারীরিক যাত্রা করতে। এখন আবার বাবার সাহায্যে আত্মিক যাত্রা শেখো। এটা তো পড়াশোনা তাই না! ভক্তিতে দেখো কি-কিই না করে থাকে। সবার সামনে মাথা ঠুকতে থাকে, একজনেরও অক্যুপেশন (কর্ম-কর্তব্য) জানে না। হিসেব করা হয় যে না! সব থেকে বেশী জন্ম কে নেয় আবার কম হতে থাকে। এই জ্ঞানও তোমাদের এখন প্রাপ্ত হয়। তোমরা মনে করো স্বর্গ সব-সময় ছিলো। ভারতবাসী তো এতো পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছে যে তাদের জিজ্ঞাসা করো স্বর্গ কবে ছিলো তো লক্ষ বছর বলে দেবে। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো যে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, কতো সুখী ছিলাম-এখন আবার আমাদের বেগর টু প্রিন্স হতে হবে। দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো হচ্ছে যে না। তাই বাবা বলেন পরিশ্রম করো। এটাও জানা আছে মায়া ক্ষণে-ক্ষণে বিস্মৃত করে দেয় সব কিছু।

বাবা বোঝান যে বুদ্ধিতে সর্বদা এটা স্মরণে রাখো যে আমরা চলেছি, আমাদের এই পুরানো দুনিয়ার থেকে নোঙর উঠে গেছে। নৌকা ওপারে নিয়ে যাবে। গাওয়াও হয় যে আমার নৌকা পারে নিয়ে যাও। কবে তীরে যেতে হবে, সেটা জানে না। তাই মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা। বাবার সাথে স্বর্গীয় উত্তরাধিকারও স্মরণে আসা উচিত। বাচ্চার বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাবার উত্তরাধিকারও বুদ্ধিতে থাকে। তোমরা তো বড় হয়েই গেছো। আত্মা তাড়াতাড়ি জেনে যায়, একথা তো সব-সময়ের। অসীম জগতের বাবার উত্তরাধিকার হলই স্বর্গ। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, তাই বাবার শ্রীমতে চলতে হয়। বাবা বলেন অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। পবিত্রতার কারণেই ঝগড়া হয়ে থাকে। তারা তো একদম যেন নরকের অনেক ভিতরে পড়ে আছে। আরো বেশী করে বিকারে নীচে নামতে থাকে, তাই বাবার প্রতি ভালোবাসা রাখতে পারে না। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি হয় তাই না। বাবা আসেনই প্রীত বুদ্ধি সম্পন্ন করে তুলতে। অনেকেই আছে যাদের সামান্যতমও প্রীত-বুদ্ধি নেই। কখনো বাবাকে স্মরণও করে না। শিববাবাকে জানেই না, মানেই না। সম্পূর্ণ ভাবে মায়ার গ্রহণ লেগে আছে। স্মরণের যাত্রা একদমই নেই। বাবা তো পরিশ্রম করান, এটাও জানো সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজধানী এখানে স্থাপন হচ্ছে। সত্যযুগ-ত্রেতাতে কোনো ধর্মই স্থাপন হয় না। রাম কোনো ধর্ম স্থাপন করে না। ইনি যা স্থাপনা করেন সে তো বাবার দ্বারাই তৈরী। অন্যান্য ধর্ম স্থাপক আর বাবার ধর্ম স্থাপনাতে রাত-দিনের পার্থক্য। বাবা আসেনই সঙ্গমে যখন দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে হয়। বাবা বলেন প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে আসি, তারা আবার যুগে-যুগে রং (ভুল) শব্দ লিখে দিয়েছে। অর্ধ-কল্প ভক্তি মার্গও চলবেই। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা এই কথাকে ভুলো না। এটা বলে যে বাবা আমরা তোমাকে ভুলে যাই। আরে, বাবাকে তো জানোয়ারও ভোলে না। তোমরা কেন ভুলে যাও? নিজেকে কি আত্মা মনে করো না! দেহ-অভিমানী হওয়াতেই তোমরা বাবাকে ভুলে যাও। এখন যেসকল বাবা বোঝাচ্ছেন, সেইসকল বাচ্চারা তোমাদেরও অভ্যাস রাখতে হবে। আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে হবে। এমন নয় যে গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের সামনে তোমরা কুণ্ঠা বোধ করবে। তোমরা এই কুমারীরা হলে বড়-বড় বিদ্বান, পন্ডিতদের সামনে গেলে নির্ভয়তার সাথে বোঝাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বুদ্ধিতে সর্বদা যেন স্মরণ থাকে যে আমরা ফিরে যাচ্ছি, আমাদের নৌকার নোঙর এই পুরানো দুনিয়া থেকে উঠে গেছে। আমরা আত্মিক যাত্রায় রয়েছি। এই যাত্রাই করতে হবে আর করাতে হবে।

২) কোনো গণ্য-মান্য ব্যক্তির সামনে বলিষ্ঠ ভাবে কথা বলতে হবে, কুণ্ঠা বোধ করবে নেই। দেহী-অভিমানী হয়ে বোঝানোর অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- ব্যর্থ বা মায়ার থেকে ইনোসেন্ট হয়ে দিব্যতার অনুভবকারী মহান আত্মা ভব মহান আত্মা অর্থাৎ সেন্ট তাকে বলা হবে যে ব্যর্থ বা মায়ার থেকে ইনোসেন্ট থাকবে। যেসকল দেবতারা এর থেকে ইনোসেন্ট ছিলেন, তোমরাও সেই সংস্কার ইমার্জ করো, ব্যর্থের অবিদ্যা স্বরূপ হও। কেননা এই ব্যর্থের জোশ অনেকবার সত্যতার হাঁশ, যথার্থতার হাঁশ সমাপ্ত করে দেয়। এইজন্য সময়, শ্বাস, বাণী, কর্ম সবকিছুতে ব্যর্থের থেকে ইনোসেন্ট থাকো। যখন ব্যর্থের অবিদ্যা হয়ে যাবে তখন দিব্যতা স্বতঃতই অনুভব হবে আর অনুভব করাবে।

স্লোগান:- ফার্স্ট ডিভিশনে আসতে হলে ব্রহ্মা বাবার কদমে কদম রেখে চলতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা কাণ্ডারী হয়ে এসেছেন তোমাদের সকলের জীবন রূপী নৌকাকে বিষয় বৈতরণী থেকে বের করে ফীর সাগরে নিয়ে যেতে, তোমাদের এখন এই পার থেকে ওই পারে যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা প্রত্যেকেরই পার্টকে দেখেও কারোরই নিন্দা করতে পারো না - কেন ?

*উত্তরঃ - কেননা তোমরা জানো যে, এ হলো অনাদি পূর্ব নির্মিত ড্রামা, এতে প্রত্যেক অ্যাক্টর তার নিজের - নিজের পার্ট প্লে করছে। কারোরই কোনো দোষ নেই। এই ভক্তিমার্গও আবারও পাস হতে হবে, এতে এতটুকুও চেঞ্জ হতে পারে না।

*প্রশ্নঃ - কোন দুটি শব্দে সমগ্র চক্রের জ্ঞান সমাহিত আছে?

*উত্তরঃ - আজ আর কাল। কাল আমরা সত্যযুগে ছিলাম, আজ ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করে নরকে পৌঁছেছি, কাল পুনরায় স্বর্গে যাবো।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছে, যেখান থেকে আসে, সেখানে যখন নিজের সেন্টারে থাকে, তখন তো এমনটা বুঝতে পারবে না যে আমরা উঁচুর থেকে উঁচু বাবার সম্মুখে বসে আছি। তিনিই আমাদের টিচারও, আবার তিনিই আমাদের জীবন রূপী নৌকাকে পারে নিয়ে যান, যাঁকে গুরু বলা হয়। এখানে তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা সম্মুখে বসে আছি, তিনি আমাদের বিষয় সাগর থেকে বের করে ফীর সাগরে নিয়ে যান। পারে নিয়ে যাওয়া বাবা সম্মুখে বসে আছেন, তিনি সেই একজনই, শিববাবার আত্মা, যাঁকে সুপ্রীম বা উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান বলা হয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো, আমরা উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান শিববাবার সামনে বসে আছি। তিনি এই ব্রহ্মার শরীরে বসে আছেন, তিনিই তোমাদের পারে নিয়ে যান। তাঁর তো শরীর রূপী রথ অবশ্যই প্রয়োজন। না হলে তিনি শ্রীমৎ কিভাবে দেবেন? বাচ্চারা, তোমরা এখন নিশ্চিত যে - বাবা আমাদের যেমন বাবা, তেমনই শিক্ষকও, আবার তিনিই পারে নিয়ে যান। আমরা আত্মারা এখন আমাদের নিজের গৃহ শান্তিধামে যাবো। সেই বাবা আমাদের পথ বলে দিচ্ছেন। ওখানে সেন্টারে বসা আর এখানে সম্মুখে বসার মধ্যে রাত - দিনের তফাৎ। ওখানে এমন বুঝতে পারবে না যে, আমরা সম্মুখে বসে আছি। এখানে সমস্ত অনুভব আসে। আমরা এখন পুরুষার্থ করছি। যিনি পুরুষার্থ করান, তাঁর তো খুশীই থাকবে। আমরা এখন পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছি। নাটকের অ্যাক্টর যেমন বুঝতে পারে যে, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। বাবা এখন এসেছেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিয়ে যেতে। তিনি এও বোঝান, তোমরা কিভাবে ঘরে ফিরে যেতে পারো, তিনি যেমন বাবাও, তেমনই নৌকা পারকারী কাণ্ডারীও। যদিও ওরা গান গেয়ে থাকে তবুও কিছুই বুঝতে পারে না যে, নৌকা কাকে বলা হয়, এই শরীরকে কি নিয়ে যাবেন? বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমাদের আত্মাকে তিনি পারে নিয়ে যান। আত্মা এখন এই শরীরের সঙ্গে এই বেশ্যালয়ের বিষয় বৈতরণী নদীতে পড়ে আছে। আমরা প্রকৃতপক্ষে শান্তিধামের অধিবাসী ছিলাম, আমাদের পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ ঘরে নিয়ে যাবার জন্য বাবাকে পেয়েছি। তোমাদের রাজধানী ছিলো, যা মায়া রাবণ সম্পূর্ণ ছিনিয়ে নিয়েছে। সেই রাজধানী পুনরায় অবশ্যই ফিরিয়ে নিতে হবে। অসীম জগতের বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন তোমাদের ঘরকে স্মরণ করো। ওখানে গিয়ে আবার তোমাদের ফীর সাগরে আসতে হবে এ হলো বিষ সাগর, ওখানে হলো ফীরের সাগর আর মূল বতন হলো শান্তির সাগর। এই তিন ধাম রয়েছে। এটা তো হলো দুঃখ ধাম।

বাবা বোঝান - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। কে তোমাদের বলছেন, তিনি কার দ্বারা বলেন? সারাদিন 'মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চা' বলতে থাকেন। এখন তোমাদের আত্মা পতিত, তাই শরীরও এমনই পারে। এখন তোমরা বুঝতে পারো, আমরা পাকা সোনার গয়না ছিলাম, এরপর খাদ পড়তে পড়তে নকল হয়ে গেছি। এখন এই খাদ কিভাবে নির্গত হবে, তাই এ হলো স্মরণের যাত্রার ভাড়া। অগ্নিতে সোনা তো পাকা হয়, তাই না। বাবা বার বার বোঝান, আমি এই যে বোঝাই, যা আমি তোমাদের দিই, প্রতি কল্পে আমি তা দিয়ে এসেছি। এ আমার পার্ট, আবার পাঁচ হাজার বছর পরে এসে বলি, বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হও। সত্যযুগেও তোমাদের আত্মা পবিত্র ছিলো, শান্তিধামেও পবিত্র আত্মারাই থাকে। সে তো হলো আমাদের গৃহ। কতো মিষ্টি গৃহ। যেখানে যাবার জন্য মানুষ কতো মাথা ঠুকতে থাকে। বাবা বোঝান যে, এখন সবাইকে যেতে হবে, তারপর আবার পার্ট প্লে করার জন্য আসতে হবে। এ তো বাচ্চারা বুঝেছেই। বাচ্চারা যখন দুঃখী হয় তখন বলে - হে ভগবান, আমাকে তোমার কাছে নাও। আমাকে এখানে দুঃখে কেন

ফেলে রেখেছে। তারা জানে যে, বাবা পরমধামে থাকেন। তাই বলে - হে ভগবান, আমাকে পরমধামে ডেকে নাও। সত্যযুগে কিন্তু এমন কথা বলবে না। ওখানে তো কেবল সুখই সুখ। এখানে তো অনেক দুঃখ, তাই তো ডাকে - হে ভগবান! আত্মার তো স্মরণ থাকে কিন্তু ভগবানকে সম্পূর্ণ জানেই না। বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার পরিচয় পেয়েছো। বাবা থাকেন পরমধামে। মানুষ তার ঘরকেই মনে করে। এমন কখনোই বলবে না যে, রাজধানীতে ডাকো। রাজধানীর জন্য কখনোই বলবে না। বাবা তো রাজধানীতে থাকেনও না। তিনি শান্তিধামে থাকেন। সকলেই শান্তি কামনা করে। পরমধামে ভগবানের কাছে তো অবশ্যই শান্তি থাকবে, যাকে মুক্তিধামও বলা হয়। সে হলো আত্মাদের থাকার জায়গা, যেখান থেকে আত্মারা আসে। সত্যযুগকে ঘর বলা হবে না, সে হলো রাজধানী। এখন তোমরা এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছো। এখানে এসে সামনে বসেছো। বাবা তোমাদের সঙ্গে 'বাচ্চা - বাচ্চা' বলে কথা বলেন। তিনি বাবার রূপে তোমাদের 'বাচ্চা - বাচ্চা' বলে ডাকেন, আবার টিচার হয়ে সৃষ্টিচক্রের আদি - মধ্য - অন্তের রহস্য বা হিন্দি - জিওগ্রাফি বুঝিয়ে বলেন। এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, মূলবতন হলো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর। সূক্ষ্মবতন হলো দিব্যদৃষ্টির ব্যাপার। বাকি সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগ তো এখানেই হয়। তোমরা অভিনয়ও এখানেই করো। সূক্ষ্মবতনে কোনো অভিনয় হয় না। এ হলো সাক্ষাৎকারের কথা। কাল আর আজ - এ কথা তো খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে থাকা উচিত। কাল আমরা সত্যযুগে ছিলাম তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে আজ এই নরকে এসেছি। বাবাকে এই নরকেই ডাকা হয়। সত্যযুগে তো অগাধ সুখ থাকে তাই কেউ সেখানে বাবাকে ডাকেই না। এখানে তোমরা শরীরে আছো, তাই কথা বলো। বাবাও বলেন - আমি সর্বস্ব, অর্থাৎ এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানি, কিন্তু কিভাবে তা তোমাদের শোনাবো! এ তো চিন্তা করার মতো কথা, তাই লেখা রয়েছে - বাবা রথ নেন। তিনি বলেন, আমার জন্ম তোমাদের মতো নয়। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। তিনি এই রথেরও পরিচয় দেন। এই আত্মাও নাম - রূপ ধারণ করতে করতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এই সময় সকলেই শিশু কারণ তারা বাবাকেই জানে না। তাই সকলেই হলো বালক - বালিকা। নিজেদের মধ্যে তারা যখন লড়াই করে তখন তো বলে - তোমরা ছেলে - মেয়েরা, লড়াই ঝগড়া কেন করছো? বাবা তাই বলেন, আমাকে তো সবাই ভুলে গেছে। আত্মাকেই বালক - বালিকা বলা হয়। লৌকিক বাবাও এমন বলেন, অসীম জগতের বাবাও বলেন, ছেলে - মেয়েরা, তোমাদের অবস্থা এমন কেন? তোমরা কি অনাথ? বাবা মা নেই? তোমরা অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছো, যিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক করেন, যাঁকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে ডেকে এসেছো, তাঁর জন্য মানুষ বলে দেয়, তিনি নুড়ি - পাথরে সবেতে আছেন। বাবা এখন তোমাদের সামনে বসিয়ে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা বাবার কাছে এসেছি। এই বাবাই আমাদের পড়ান। আমাদের জীবন রূপী নৌকাকে তিনিই পারে নিয়ে যান, কেননা এই নৌকা অনেক পুরানো হয়ে গেছে। তাই বলা হয়, একে পার করো আর আমাদের নতুন নৌকা দাও। এই পুরানো নৌকা হলো বিপদজনক। কোথায় গিয়ে রাস্তায় ভেঙে পড়ে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। তাই তোমরা বলো, আমাদের এই নৌকা পুরানো হয়ে গেছে, এখন আমাদের নতুন দাও। এই শরীরকে বস্ত্রও বলা হয় আবার নৌকাও বলা হয়। বাচ্চারা বলে - বাবা, আমাদের তো এই রকম (লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো) শরীর চাই।

বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা স্বর্গবাসী হতে চাও? প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর তোমাদের এই বস্ত্র পুরানো হয়। তখন আমি আবার নতুন প্রদান করি। এ হলো আসুরী বস্ত্র। আত্মাও এখন আসুরী। মানুষ যখন গরীব হয় তখন বস্ত্রও তো গরীবদেরই পরিধান করবে। বিত্তবান হলে বস্ত্রও বিত্তবানদেরই পরিধান করবে। এই কথা এখন তোমরাই জানো। এখানে তোমাদের এই নেশা থাকে যে, আমরা কার সামনে বসে আছি। সেন্টারে যখন তোমরা থাকো, তখন তোমাদের এই অনুভূতি আসবে না। এখানে সামনে বসে থাকলে অনেক খুশী হয়, কেননা বাবা ডায়রেক্ট বসে বোঝান। এখানে কেউ বোঝাতে থাকলে বুদ্ধিযোগ কোথায় না কোথায় ছুটতে থাকবে। বলা হয় না - বৈষয়িক চিন্তায় ফেঁসে রয়েছে। সময় কোথায় পাবে? আমি এখন তোমাদের বোঝাচ্ছি। তোমরাও বুঝতে পারো যে - বাবা এই মুখের দ্বারা আমাদের বোঝান। এই মুখেরও কতো মহিমা। মানুষ গোমুখের থেকে অমৃত পান করার জন্য কোথায় না কোথায় গিয়ে ধাক্কা খায়। তারা কতো পরিশ্রম করে যায়। মানুষ বুঝতেই পারে না যে, এই গোমুখ কি? কতো বড় বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ওখানে যায়, এতে লাভ কি? আরো বেশী করে সময় নষ্ট হয়। বাবা বলেন, এই সূর্যাস্ত ইত্যাদি কি দেখবে? এতে তো কোনো লাভই নেই। লাভ একমাত্র এই ঈশ্বরীয় পড়াতেই হয়। গীতাতে তো পড়াশুনাই রয়েছে, তাই না। গীতাতে কোনো হঠযোগ ইত্যাদির কথা নেই। ওখানে তো রাজযোগ আছে। তোমরা এখানে এসেছো রাজস্ব নেওয়ার জন্য। তোমরা জানো যে, এই আসুরী দুনিয়ায় তো কতো লড়াই - ঝগড়া ইত্যাদি রয়েছে। বাবা তো আমাদের যোগবলের দ্বারা পবিত্র করে এই বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। দেব - দেবীদের হাতে অস্ত্র - শস্ত্র দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির কোনো কথা নেই। কালীকে দেখো, কতো ভয়ানক তৈরী করে দিয়েছে। এই সবই তারা নিজের মনের ব্রাহ্মিতে বসে বসে বানিয়েছে। দেবীরা

এমন ৪ বা ৮ হাতের হয়ই না। এ সবই হলো ভক্তিমার্গের। বাবা তাই বোঝান - এ হলো অসীম জগতের নাটক। এখানে কারোরই কোনো নিন্দা ইত্যাদির কথা নেই। এই অনাদি নাটক হলো পূর্ব নির্মিত। এতে কোনো কিছুই তফাৎ হয় না। জ্ঞান কাকে বলা হয় আর ভক্তি কাকে বলা হয় - এ কথা বাবাই বোঝান। তবুও তোমাদের ভক্তিমার্গকে পাস করতে হবে। এমনভাবেই তোমরা আবার ৮৪ জন্মের চক্র ঘুরতে ঘুরতে নীচে আসবে। এ হলো অনাদি পূর্ব নির্মিত এক বড়ই সুন্দর নাটক, যা বাবা তোমাদের বোঝান। এই ড্রামার রহস্যকে বুঝতে পারলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। ওয়ান্ডার তাই না। ভক্তি কিভাবে চলে আর জ্ঞান কিভাবে চলে, এই খেলা অনাদি পূর্ব নির্মিত রয়েছে। এতে কোনোই চেঞ্জ হওয়া সম্ভব নয়। ওরা তো বলে দেয়, ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে, জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে। এ হলো সঙ্কল্পের দুনিয়া, যার মনে যা আসে, তাই বলতে থাকে। এ তো পূর্ব নির্মিত এক খেলা। মানুষ তো বায়োস্কোপ দেখে আসে। তাকে কি সঙ্কল্পের খেলা বলা হবে? বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, এ হলো অসীম জগতের নাটক যা আবার হুবহু রিপিট হবে। বাবা এসেই এই জ্ঞান প্রদান করেন, কেননা তিনি হলেন সর্বজ্ঞ। তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তিনি চৈতন্য, তাঁর মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মানুষ তো লক্ষ বছরের আয়ু লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন, সৃষ্টির আয়ু এতো হতেই পারে না। বায়োস্কোপ যদি লক্ষ বছরের হয়, তাহলে কোনো মানুষের বুদ্ধিতেই তা টিকতে পারবে না। তোমরা তো সম্পূর্ণ বর্ণনা করো। লক্ষ বছরের কথা কিভাবে বর্ণনা করবে। তাই সে সব হলো ভক্তিমার্গের কথা। তোমরাই ভক্তিমার্গে পার্ট প্লে করে এসেছো। নানান দুঃখ ভোগ করে করে এখন অন্তিম সময়ে এসে পৌঁছেছো। সম্পূর্ণ বৃক্ষের এখন জর্জরিভূত অবস্থা। এখন তোমাদের ওখানে ফিরে যেতে হবে। তাই নিজেদের হাঙ্কা করো। ইনিও তো নিজেকে হাঙ্কা করে দিয়েছেন, তাই না। তাই সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে যায়। না হলে সন্তান, অর্থ, ব্যবসা, ক্রেতা, রাজা এবং রাজসম্পদ সবই স্মরণে আসবে। এইসব কাজ যখন ছেড়েই দিয়েছো তখন স্মরণে কেন আসবে? এখানে তো সবকিছুই ভুলে যেতে হবে। এ'সব ভুলে ঘর আর রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে। শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। শান্তিধাম থেকে আমাদের আবার এখানে আসতে হবে। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। এ তো রাজযোগ, তাই না। তোমরা হলে রাজাশ্বশি। পবিত্রকেই শ্বশি বলা হয়। তোমরা পবিত্র হও এই রাজত্ব পাওয়ার জন্য। বাবাই তোমাদের সব সত্য বলেন। তোমরাও বুঝতে পারো যে, এ হলো নাটক। সব অ্যাক্টরকেই অবশ্যই এখানে থাকা উচিত। এরপর বাবা সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এ হলো ঈশ্বরের বরযাত্রী, তাই না। ওখানে বাবা আর বাচ্চারা থাকে, তারপর এখানে আসে পার্ট প্লে করতে। বাবা তো সর্বদাই ওখানে থাকেন। আমাকে সবাই দুঃখের সময়ই স্মরণ করে। ওখানে আমি কি করবো। তোমাদের শান্তিধাম আর সুখধামে পার্টিয়ে দিই বাকি আর কি চাই। তোমরা সুখধামে ছিলে, বাকি আত্মারা সবাই শান্তিধামে ছিলো, তারপর নশ্বর অনুযায়ী আসতে হয়। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন আর গাফিলতি কোরো না। তোমাদের তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন, ড্রামা অনুসারে এই পার্টও প্লে হয়ে চলেছে। ড্রামা অনুসারে তোমাদের জন্যই আমি প্রতি কল্পে - কল্পে আসি। নতুন দুনিয়াতে এখন যেতে হবে, তাই না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এখন এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ পুরানো, জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মাকে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই নিজেকে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে হাঙ্কা করে নিতে হবে। বুদ্ধির সাহায্যে এখানকার সবকিছুই ভুলে যেতে হবে।

২) অনাদি এই ড্রামাকে বুদ্ধিতে রেখে কোনো পার্টধারীর নিন্দা করা উচিত নয়। ড্রামার রহস্যকে বুঝে বিশ্বের মালিক হতে হবে।

বরদান:-

সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা আত্ম শক্তির উড়ানকে তীব্র গতি করে বিশ্ব পরিবর্তক ভব
সায়েন্সের সাধনের গতিবেগকে সায়েন্সের দ্বারা কাট (cut) করতেও পারা যায়, ধরতেও পারা যায়। কিন্তু আত্মার গতিকে এখনও পর্যন্ত না কেউ ধরতে পেরেছে আর না কেউ ধরতে পারবে, এতে সায়েন্সও নিজেকে ফেল মনে করে। যেখানে সায়েন্স ফেল সেখানে সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা যেটা চাও সেটা করতে পারো। তাই আত্মশক্তির উড়ান তীব্র গতিতে করো, এই শক্তির দ্বারা স্ব-পরিবর্তন বা কারোর বৃত্তির পরিবর্তন, বায়ুমন্ডলের পরিবর্তন করে বিশ্বের পরিবর্তক হতে পারো। তীব্রতার লক্ষণ হলো - চিন্তা করলে আর কাজ হয়ে গেল।

স্লোগান:- শিক্ষা প্রদাতার সাথে দয়াবান হয়ে সহযোগী হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বিশেষত্ব গুলি হলো পরমাত্মা প্রদত্ত উপহার - একে বিশ্ব সেবায় অর্পণ করো"

আজ গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার ব্রাহ্মা বাবা আর শিববাবা বিশ্বের চতুর্দিকে নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ কুলকে অনেক অনেক কোটি কোটি বার দিব্য অলৌকিক জন্মের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সেইসঙ্গে অতি স্নেহের, হৃদয়ের ভালবাসার অধ্যাত্ম পুষ্পের দ্বারা জন্মের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার বিশেষত্ব দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। অন্তর্মনে গীত গাইছেন - বাঃ বাচ্চারা বাঃ! আজকে অমৃতবেলা থেকে সকলের হৃদয়ে এই খুশির তরঙ্গ দেখা যাচ্ছে - বাঃ বাবার আর আমার অলৌকিক জন্ম! বাবাও অমৃতবেলা থেকে সব বাচ্চার শুভেচ্ছার মালা দেখে খুশি হচ্ছেন। এই বার্থডে সারা কল্পে এই সঙ্গম যুগেই উদযাপিত হয়। সত্যযুগেও এমন অলৌকিক জন্মদিন উদযাপন করবে না। ওখানেও এমন বিচিত্র জন্মদিন হবে না, যা বাবা আর বাচ্চাদের একই সাথে জন্ম হওয়া। এখনো পর্যন্ত শুনেছো কি যে বাবা আর বাচ্চাদের জন্ম একই দিনে হয়েছে? যতই হোক, আজ তোমরা সব বাচ্চার এবং বাপদাদার জন্ম একই দিনে উদযাপন করছো। তো বাঃ বাঃ-এর গীত তোমরা গাইছো তো না!

আজ বাপদাদা অমৃতবেলায় একটা মালা বানাচ্ছিলেন। কোন মালা? ১০৮-এর ফাইনাল মালা বানাচ্ছিলেন না, যাতে তোমরা ভাবতে পারো আমার নাম ছিল, আমার নাম ছিল... কিন্তু আজ স্থাপনের আদি সময় থেকে এখন বিনাশের সমীপ সময় পর্যন্ত কোন কোন বাচ্চারা অমর ভব-র বরদানী ছিল, তাদের মালা বানাচ্ছিলেন। এটাও ড্রামা অনুসারে সেই আত্মাদের উঁচু হতে উঁচু ভগবানের সাথে সর্ব চরিত্র দেখার, শোনার পার্ট, কিন্তু তারা কত অল্প! তোমাদের সবারও পার্ট রয়েছে, কেন? বাপদাদা ব্রাহ্মণ বংশাবলী বানাচ্ছেন। সেইজন্য বিশ্বের হিসেবে যারাই ব্রাহ্মণ আত্মা তারা অনেক অনেক ভাগ্যবান, কেন? তোমরা কোটির মধ্যে কিছু-র লাইনে রয়েছে আর কেউ কেউ এর মধ্যেও কতিপয়। একদিকে বিশ্বের কোটি কোটি আত্মা, আরেকদিকে, তোমরা সব ব্রাহ্মণ অবিচ্ছিন্ন। তো জন্মদিনে বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে, কিছু কিছুকে নয়, সব বাচ্চাকে জন্মপত্রিকা দেখে প্রত্যেকের বিশেষত্বের মালা গলায় পরছিলেন। হতে পারে তোমরা সবাই নতুন, অথবা আদির, কিংবা মধ্য সময়ের কিন্তু তোমরা বিশেষ আর বিশেষ থাকবেও। সারা কল্প বিশেষ থাকবে। সারা কল্প তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার মহত্বের উপর বিশ্বের সর্ব আত্মার নজর থাকে। তো প্রত্যেকে তোমরা নিজের বিশেষত্বকে জানো? যদি হ্যাঁ হয় তবে এক হাত তোলো। খুব ভালো। সেই বিশেষত্ব গুলিকে কী করো? জানো খুব ভালো, মানো খুব ভালো কিন্তু সেই বিশেষত্বের কী করো? (সেবাতে লাগাই) অন্য রীতি দ্বারা ইউজ তো করো না, তাই না? এই বিশেষত্ব গুলি হলো পরমাত্মার দান। পরমাত্মা-উপহার সদা বিশ্ব সেবায় অর্পণ করতে হবে। বিশেষত্ব যদি নেগেটিভ রূপে ইউজ করেছে তবে সেটা অভিমানের রূপ হয়ে যায়। কারণ জ্ঞান আসার পর, ব্রাহ্মণ জীবনে বাবার দ্বারা অনেক বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়, কেননা, তোমরা বাবার হওয়াতে বিশেষত্বের ভান্ডারের অধিকারী হয়ে যাও। দুয়েকটি বিশেষত্ব নয়, অনেক বিশেষত্ব। যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেও তোমাদের বিশেষত্বের বর্ণনা রয়েছে - ১৬ কলা সম্পন্ন, শুধু ১৬ নয়, ১৬ মানে সম্পূর্ণ। সর্বগুণ সম্পন্ন। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়ার ডিটেল। এককথায় বলতে গেলে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়ার মধ্যে অনেক ডিটেল রয়েছে। সুতরাং বিশেষত্ব তো বাবার দ্বারা প্রত্যেক ব্রাহ্মণের প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই বিশেষত্ব গুলিকে ধারণ করো আর তারপর সেবাতে লাগাও। এটা হলো আমার বিশেষত্ব, না, পরমাত্মা-উপহার। পরমাত্মা-উপহার মনে করলে বিশেষত্ব গুলি পরমাত্মা-শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আমার বলাতে অভিমান আর অপমান দুইয়েরই মোকাবিলা করতে হয়। কোনও রকমের অভিমান, হতে পারে তা' জ্ঞানের, অথবা কোনো গুণের - যার মধ্যেই অভিমান থাকবে তার লক্ষণ হবে - তার অপমান খুব তাড়াতাড়ি ফিল হবে। সুতরাং তোমরা হলে বিশেষ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা- উপহারের অধিকারী।

আজ তোমরা সবাই বাপদাদার বার্থডে উদযাপন করতে এসেছো তো না! আর বাপদাদা তোমাদের সবার বার্থডে উদযাপন করতে এসেছেন। তোমরা তো শুধু বাপদাদার বার্থডে উদযাপন করবে, কিন্তু বাপদাদা সমগ্র ব্রাহ্মণ কুলের বার্থডে উদযাপন করতে এসেছেন। হতে পারে তারা কেউ দূরে বসে আছে, অথবা বিদেশে দূরে কোনো কোণে বসে আছে কিন্তু যে ব্রাহ্মণ আত্মা ব্রাহ্মণ কুলের হয়ে গেছে, তাদের সবার বার্থডে বাপদাদাও উদযাপন করছেন, তোমরাও উদযাপন করছো। সবারই উদযাপন করছো, নাকি শুধু এখানে যারা বসে আছে তাদের বার্থডে উদযাপন করছো? তো সবারই উদযাপন করছো। সবাইকে অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। উদযাপন করা অর্থাৎ উৎসাহ উদ্দীপনায় থাকা।

তাহলে, হৃদয়ে উৎসাহ আছে, আছে তো না! বাঃ! আমাদের অলৌকিক জন্মদিন!

তো আজ অমৃতবেলা থেকে জন্মদিনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সবার মধ্যে অনেক ছিল, তাই না! বাপদাদা কার্ডও দেখেছেন, তোমরা এই চোখ দ্বারা দেখ, বাপদাদা তো সূক্ষ্ম ভাবে তোমাদের আগেই দেখে নেন। কিন্তু বাপদাদা দেখেছেন সবাই নিজের হৃদয়ের আগ্রহ দেখানোর জন্য কত উৎসাহ-উদ্দীপনা বজায় রাখে। আজকাল ই-মেইল খুব সস্তা তো না! তাইতো সবাই খুব ই-মেইল করে। বাপদাদার কাছে সব পৌঁছে যায়; তা সেটা ই-মেইল হোক বা কার্ড হোক অথবা পত্র কিংবা হৃদয়ের সংকল্প। অমৃতবেলা থেকে বতনে যদি চতুর্দিকের কার্ড, পত্র, ই-মেইল, সংকল্প সব একত্র করো তবে সেসব দেখে দেখে বড়ই আনন্দ হবে। এই এক্সিভিশন বিচিত্র। তাইতো বার্থডে-তে ভবিষ্যতের জন্য সংকল্প করা হয়। তোমাদের বার্থডেতে বয়সের নম্বর বাড়ে, যেমন ৬৫ থেকে ৬৬ হয়, তাই তো! তো এক বছর যেভাবে বেড়ে যায়, সেইভাবেই তোমাদের পুরুষার্থে বা নিজের অমূল্য জীবনে, মনে অর্থাৎ সংকল্পে, বুদ্ধির নির্ণয় শক্তিতে, বাণীতে, সেকেন্ডে সফলতা মূর্ত বানানোর শক্তিতে, সম্বন্ধ-সম্পর্কে যারা তোমাদের সম্পর্কে রয়েছে, তাদের সকলের কোনো না কোনো প্রাপ্তির অনুভূতি হতে দাও, এইরকম নিজের ভবিষ্যৎ বর্ষের জন্য দৃঢ় সংকল্পের ব্রত নিয়েছো? কেননা, শিব জয়ন্তীর দিন ব্রাহ্মণ আত্মাদের বিশেষ দুটি লক্ষ্য থাকে - এক নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা আর দুই, বাবার প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলিত হওয়ার, এই দুই বিশেষ লক্ষ্য এই দিনে প্রত্যেকের ভিতরে থাকে। তো বাপদাদা তোমাদের সবার করা প্রতিজ্ঞার (বিগত সময়ে করা প্রতিজ্ঞা) পোতামেল দেখেছেন। প্রতি বছর প্রত্যেকে বিধিপূর্বক সংকল্পের দ্বারা, বাণীর দ্বারা প্রতিজ্ঞা করেছে। খুব ভালো করেছে। কিন্তু এখন আজকের পরে অর্থাৎ জন্মদিন উদযাপন করার পরে এককি শব্দের উপরে বিশেষ আন্ডারলাইন করো। কমন শব্দ, নতুন নয়। সেই শব্দ হলো - নিরন্তর দৃঢ়তা। কখনো দৃঢ়তা আর কখনো দৃঢ়তায় অমনোযোগিতা, এটা না। যদি নিরন্তর দৃঢ়তা থাকে তবে তার লক্ষণ হবে - নিরন্তর প্রতিটি সংকল্প, বোল, কর্মের দ্বারা নিজের মধ্যে, সেবাতে আর সম্বন্ধে ১০০% সফলতা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সব বিষয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সদা সফলতা কম হয়, ড্রামা অনুসারে ততক্ষণ প্রত্যক্ষতা আটকে থাকে।

সফলতা হলো প্রত্যক্ষতার আধার। প্রতিটি বোল সফলতা-পূর্বক হোক, প্রতিটি সংকল্প সফলতা-পূর্বক হোক। সেইজন্য স্মৃতিচিহ্নেও আজ তাদেরকে সত্য বচন মহারাজ বলা হয়ে থাকে, যারা নিজেদের গুরু আখ্যা দেয়। এমনকি তারা যদি মিথ্যাও বলে, তাদের ভক্তরা বলে সত্য বচন। তো এটা তোমাদের বচনের গায়ন। মহারাজ এবং মহান তোমরাই তো হও, তাই না! সুতরাং সত্য বচন মহারাজ মানে মহান আত্মা। এইরকম কখনো ভেবো না যে, আমার অভিপ্রায় তো এমন ছিল না কিন্তু আমি বলে ফেলেছি, বের হয়ে গেছে। অভিপ্রায় ব্যতীত ভাবনার বোল বের হয় না, এটা তো চালিয়ে নেওয়ার ব্যাপার। কখনো বলছো বের হয়ে গেছে, কেন বের হয়ে গেছে? কেন? কন্ট্রোলিং পাওয়ার নেই যে বের হয়ে গেছে? হয়ে গেছে, তাহলে রাজা নও? কোনো কোনো কর্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে গেছে, তাই না - যার জন্য বেরিয়ে গেছে, হয়ে গেছে!

তো এই বছরে অভিনন্দনের সাথে নিরন্তর সব বিষয়ে দৃঢ়তায় আন্ডারলাইন করো। আজ বার্থডে, সেইজন্য বাপদাদা আজ কিছু বলছেন না, কিন্তু সবার চার্ট থেকে বাপদাদা একটা বিষয় নোট করেছেন, যেমনই হোক, তিনি লাস্ট বারে বলবেন। আজ তো উদযাপন করতে হবে, সেইজন্য আজ বাপদাদা কিছু বলেন না। তিনি ১৫ দিন পরে বলবেন। (যদি বাপদাদা আমাদের জানান, তাহলে ১৫ দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে) আচ্ছা, আগে বলো যে ১৫ দিনে কারেকশন হয়ে যাবে, তবে তো বাবার বলা ঠিক হবে! যদি ১৫ দিনের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে তো বাপদাদা কি করবেন জানা হয়নি! তাহলে বলবেন কি? তবে কি ১৫ দিনের মধ্যে ৮০ অব্যক্ত সন্দেশ পরিবর্তন হয়ে যাবে? সংকল্প করবে তোমরা? আচ্ছা পান্ডব করবে? বাবা শোনাবেন তোমাদের? শোনা তো সহজ, সেটা করবে তোমরা? করতে হবে। (পিছনে বসা মাতাদের, টিচারদের, ডবল ফরেনারদের সবাইকে বাবা জিজ্ঞাসা করেছেন, সবাই হাত নাড়িয়েছে) হাত তো সবাই খুব ভালো তুলেছো!

ডবল ফরেনার্স-এর তিন গ্রুপ আছে তো, তাই না?

(অন্তর্মুখী, মস্তানা, শক্তি গ্রুপ)

আচ্ছা, অন্তর্মুখী গ্রুপ হাত তোলো। অন্তর্মুখী গ্রুপে অল্প আছে। দ্বিতীয় গ্রুপ হলো মস্তানা, আচ্ছা যারা মস্তানা গ্রুপের তারা উঠে দাঁড়াও। সদা আনন্দ-অভিভূত হয়ে থাকো, তাই না! মস্তানার অর্থ কী? যারা সদা আনন্দ-অভিভূত থাকে, তাই তো! তৃতীয় গ্রুপ - শক্তি। শক্তি গ্রুপ শক্তিশালী তো না! নাম তো খুব ভালো রেখেছো। দেখ শুরু শুরুতে যখন ভাঙি ছিল

তখন তোমাদের গ্রুপের নাম কী ছিল? (ডিভাইন ইউনিটি, মনোহর পার্টি, সুপ্রিম পার্টি) নাম তো সুন্দর, সুন্দর তো না! তো এই গ্রুপও ভালো তৈরি হয়েছে। নাম স্মরণে যদি থাকে তবে নামের সাথে কর্তব্যও স্মরণে থাকবে। আচ্ছা ডবল ফরেনার কুমাররা ওঠো। আচ্ছা, এটা কুমারদের গ্রুপ। ভালো করেছে, বাপদাদা ডবল ফরেনার্সের রিফ্রেশমেন্টের খুব ভালো সমাচার শুনেছেন। বাপদাদা হৃদয়ের অভিনন্দনও জানাচ্ছেন, কিন্তু যা আজ আন্ডারলাইন করেছে, সব গ্রুপকে তা' স্মরণও করাচ্ছেন।

ডবল ফরেনার অনেক টিচার আছে। টিচার হওয়া অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের লক্ষণ, কেননা বাপদাদা টিচারকে গুরু-ভাই রূপে দেখেন, তিনি তোমাদের এতটাই সমান রূপে দেখেন, কেননা তোমরা বাবার আসনে বসো, টিচারদের এই অধিকার প্রাপ্ত হয়। গুরুর যেমন গদি হয়, তেমন এটা মুরলীর সিংহাসন, অন্যদের মুরলী ধারণ করানোর এবং মুরলী শোনানোর। তোমরা শুধু মুরলী শোনাও না, বরং অন্যদের মুরলী ধারণ করতে এবং মুরলী শোনাতে উৎসাহিত করো। এটা গুরু-ভাইয়ের আসন, বাপদাদা তোমাদের সব টিচারকে দিয়েছেন এবং ফরেনে তো দেখা যায় যে খুব তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি সিংহাসনাসীন হয়ে যায়। বাপদাদা খুশি হন, দায়িত্বের মুকুট ধারণ করা, সাহস রাখা, এটাও কোনো কম ব্যাপার নয়। যতই হোক, গুরুভাই অর্থাৎ বাবা সমান। কার্যত, সবাইকে বাবা সমান তো হতেই হবে। কিন্তু তবুও টিচারদের বিশেষ দায়িত্বের মুকুট রয়েছে। বাপদাদারও টিচারদের সংগঠন খুব ভালো লাগে। কিন্তু আজকের বিশেষ শব্দ "নিরন্তর অ্যাটেনশন।"

আচ্ছা - ভারতের টিচার্স ওঠো, ভারতের টিচার্সও কম নয়। তো শুনেছো, টিচারদের বাবা কোন্ নজরে দেখেন! এই ক্লাসের, মুরলী শোনানোর সিট... অনেক ভাগ্যবান তোমরা! অনেক অনেক অনেক লাকি, কারণ সাকার রূপে নিমিত্ত কে? আচ্ছা দাদিদের একজন তো ফরেনে থাকে, একজন মধুবনে থাকে কিন্তু প্রতিটি স্থানে সাকার রূপে নিমিত্ত টিচাররা আছে, নাকি পান্ডবও আছে। এমন নয় যে শুধু টিচার্স (বোনেরা) আছে, পান্ডবও আছে, যাকে তোমরা বড় ভাই বলে থাকো, তাই তো না! পান্ডব তো আবশ্যিক বটেই। শক্তি আর পান্ডব উভয়ের সাথে দ্বারাই আদি থেকে কার্য চলেছে, হতে পারে পান্ডব সংখ্যায় অল্প ছিল কিন্তু বিশ্বকিশোর ছিল তো না! আনন্দকিশোর, বিশ্বকিশোর এরা শুরু থেকে আছে। সুতরাং পান্ডবদের সাথে তো আছেই, তাই না! কিন্তু মেজরিটি টিচার্স বেশি আছে যারা নিমিত্ত হয়ে যায়। তুমি ব্যাকবোন, টিচারদেরও ব্যাকবোন। প্রত্যেকের পার্ট আছে। কিন্তু বিদেশে এই বিশেষত্ব আছে, পান্ডবও টিচার হয়, ভারতে কম হয়। তাইতো, টিচারদের বাপদাদা সদা বলে থাকেন, টিচার অর্থাৎ নিজের ফিচার্স (বৈশিষ্ট্য) দ্বারা বাবার সাক্ষাৎকার করায়। ফিচার্স দ্বারা ফিউচার স্পষ্ট রূপে দেখায়। তোমরা এমনই টিচার্স তো না? তোমাদের দেখে বাপদাদার পরিপালন-এর যেন অনুভূতি হয়। পরমাত্ম-গুণ, পরমাত্ম-শক্তি তোমাদের মুখমন্ডল থেকে যেন প্রতীয়মান হয়, বোল দ্বারা দৃশ্যমান হতে দাও। এইরকম নয় অমুক টিচার বলেছে, না। বাপদাদা টিচার্স-এর ফিচার্স দ্বারা অনুভব করিয়েছেন। বাবার সাথে প্রত্যেকের কানেকশন জুড়ে দেওয়া - এটাই টিচারদের কর্তব্য। প্রত্যেকের হৃদয় থেকে সবসময় "বাবা" শব্দ নিঃসৃত হতে দাও।

এই গ্রুপও খুব ভালো তৈরি হয়েছে কেননা, যখন তারা পার্সোনাল রিফ্রেশমেন্ট পায় তখন তারা ভালো অনুভব করে। গ্রুপ্স-এর রেজাল্ট ভালো বেরিয়েছে তো না! এটা ভালো।

চতুর্দিকের জন্মোৎসব উদযাপনকারী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের, সদা অলৌকিক জন্মের অলৌকিক দিব্য কর্তব্য করে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়, এমন একনামি এবং সর্ব ভান্ডারের ইকনমির অবতার বাচ্চাদের সদা বরদান আর উত্তরাধিকার জীবন দ্বারা প্রত্যক্ষ করা, উৎসাহ- উদ্দীপনায় থাকা বাচ্চাদের বাপদাদার অলৌকিক জন্মের অভিনন্দন সহ স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদিদের সাথে - দাদিজী বাপদাদাকে বার্থডে-র অনেক অনেক আনন্দ-শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। আজ মালাতে তোমরা সবাই এসেছো। বাবা মালা স্মরণ করেছেন তো না! স্থাপনের আদিকাল, প্রত্যেকে নিজেকে মুক্ত করো, অন্যকে দেখো না কে রত্ন, তোমরাও ওই মালাতে দানা ছিলে। এটা ভালো যে স্থাপনেও নিমিত্ত হয়েছে, পালনাতেও নিমিত্ত হয়েছে, এখন বাবার সাথে চলতেও নিমিত্ত হবে। দরজা কী বাপদাদা একলা খুলবেন? (না) তোমাদের জন্য আটকে আছে। আসবে তবে তো দরজা খুলব! কিন্তু সেবা সম্পূর্ণ করতে হবে তো না, কেননা সাকারে তোমাদের নিমিত্ত বানানো হয়েছে। সুতরাং সাকারের কার্য সম্পূর্ণ তো করতে হবে, তাই না। আজকাল সবাই কাকে দেখে? সবার নজর কোনদিকে যায়? তোমাদের দিকেই তো যায়! বাবা তাঁর নজরে তো সবাইকে বসিয়েছেন, কারণ বাবার নজর কোনভাবেই তো ছোট নয়ই, তাঁর

অসীম নজর। তাইতো সবাই নজরের মধ্যে আছ। সবাই আলোক রঙ্গ। খুব ভালো। প্রত্যেকে নিজের নিজের পার্ট প্লে করছে, প্লে করতেই হবে। ড্রামাতে বেঁধে আছ। মজা তো হয়, তাই না! খুব ভালো!

বরদান:- অল্পকালের অবলম্বন সরিয়ে এক বাবাকে সহায় বানিয়ে যথার্থ পুরুষার্থী ভব পুরুষার্থের অর্থ এই নয় যে একবারের ভুল বারবার করতে থাকবে আর পুরুষার্থকে নিজের সহায়ক বানাবে। যথার্থ পুরুষার্থী অর্থাৎ পুরুষ (আত্মা) হয়ে রথ (শরীর) দ্বারা যে কার্য করায়। এখন অল্পকালের অবলম্বন সরিয়ে দাও। কিছু বাচ্চা বাবার পরিবর্তে সীমিত পরিসরের অবলম্বনকে সহায় বানিয়ে নেয়। হতে পারে তা' নিজের স্বভাব সংস্কারকে, কিংবা সমস্ত পরিস্থিতিতে... এই সব অল্পকালের, শুধু জাহির করার জন্য, প্রতারণা তারা। এক বাবার সহায়ই হলো ছত্রছায়া।

স্লোগান:- পাওয়ারফুল সে, যে দূর থেকে মায়াকে চিনে নিজেকে সমর্থ বানায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - হিয়ার নো ইভিল - এখানে তোমরা সংসঙ্গে বসে আছো, তোমরা মায়াবী কুসঙ্গে যাবে না, কুসঙ্গে গেলেই সংশয়ের রূপে ঝিমুনি আসে"

*প্রশ্নঃ - এই সময় কোনো মানুষকেই স্পিরিচুয়াল বলা যাবে না - কেন?

*উত্তরঃ - কেননা সকলেই দেহ - অভিমানী । দেহ - অভিমানীদের কিভাবে স্পিরিচুয়াল বলা যেতে পারে । স্পিরিচুয়াল বাবা তো একজনই নিরাকার বাবা, যিনি তোমাদেরও দেহী - অভিমানী হওয়ার শিক্ষা দেন । সুপ্রীম টাইটেলও এক বাবাকেই দেওয়া যেতে পারে, বাবা ছাড়া আর কাউকেই সুপ্রীম বলা যাবে না ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা যখন এখানে বসো, তখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের বাবাও, টিচারও আবার সঙ্গুরুও । এই তিনেরই প্রয়োজন হয় । প্রথমে বাবা, তারপর পড়ানোর জন্য টিচার, আর তারপরে হলেন সঙ্গুরু । এখানে স্মরণও এইভাবে করতে হবে, কেননা এ তো নতুন কথা, তাই না । তিনি অসীম জগতের পিতা অর্থাৎ সকলের পিতা । এখানে যেই আসবে তাকে বলা হবে, এই কথা স্মৃতিতে রাখো । এতে কারোর যদি সংশয় থাকে, তাহলে হাত তোলো । এ তো অতি আশ্চর্যের কথা, তাই না । জন্ম - জন্মান্তর তোমরা এমন কাউকে পেয়েছো কি, যাঁকে তোমরা বাবা - টিচার এবং সদগুরু মনে করতে পারো । সেও আবার সুপ্রীম । অসীম জগতের বাবা, অসীম জগতের টিচার এবং অসীম জগতের সঙ্গুরু । এমন কাউকে কখনো পেয়েছো কি? এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ ছাড়া কখনো তাঁকে পাওয়া যায় না । এতে কারোর যদি কোনো সংশয় থাকে তাহলে হাত তোলো । এখানে সকলেই নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বসে আছে । এই তিনই হলো মুখ্য । অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের জ্ঞানই প্রদান করবেন । অসীম জগতের জ্ঞান তো এই একটাই । জাগতিক জ্ঞান তো তোমরা অনেক পড়ে এসেছো । কেউ উকিল হয়, কেউ সার্জেন হয়, কেননা এখানে তো ডাক্তার, জজ, উকিল ইত্যাদি সবেরই প্রয়োজন । ওখানে তো এসবের দরকার নেই । ওখানে দুঃখের কোনো কথাই নেই । তাই বাবা এখন বসে বাচ্চাদের অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করছেন । অসীম জগতের বাবাই এই অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করেন, তারপর অর্ধেক কল্প তোমাদের কোনো শিক্ষা গ্রহণের দরকার হয় না । তোমরা একইবার এই শিক্ষা পাও, যা ২১ জন্মের জন্য ফলিভূত হয়, অর্থাৎ তার ফল পাওয়া যায় । ওখানে তো ডাক্তার, ব্যারিস্টার, জজ ইত্যাদি থাকে না । এ তো নিশ্চিত, তাই না । বরাবর তো এমনই, তাই না ? ওখানে কোনো দুঃখ থাকে না । কর্মভোগও থাকে না । বাবা বসে তোমাদের কর্মের গতি বোঝান । যাঁরা গীতা পাঠ করেন, তাঁরা কি এমন কথা বলেন? বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । ওখানে তো লিখে দিয়েছে - কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ, কিন্তু ওরা হলো দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ । শিববাবা তো কোনো নাম ধারণ করেন না । তাঁর দ্বিতীয় কোনো নাম নেই । বাবা বলেন যে, আমি এই শরীর ধার হিসাবে নিই । এই শরীর রূপী গৃহ আমার নয়, এও এনার (ব্রহ্মার) । জানলা দরজা (চোখ-মুখ) সবই আছে এখানে । বাবা তাই বোঝান, আমি তোমাদের এই অসীম জগতের বাবা, অর্থাৎ সকল আত্মার পিতা, আমি আত্মাদেরই পড়াই । এঁকে বলা হয় আধ্যাত্মিক পিতা অর্থাৎ আত্মাদের পিতা, আর কাউকেই আত্মাদের পিতা বলা হবে না । বাচ্চারা, তোমরা এখানে জানতে পারো, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা । এখন তোমাদের স্পিরিচুয়াল কনফারেন্স হচ্ছে । বাস্তবে স্পিরিচুয়াল কনফারেন্স তো হয়ই না । ওরা তো প্রকৃত স্পিরিচুয়াল নয় । সকলেই দেহের ভাবে আবদ্ধ । বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা দেহী - অভিমানী ভব । দেহের অহংকার ত্যাগ করো । এমন কেউ বলবেই না । স্পিরিচুয়াল শব্দের প্রয়োগ এখনই হয় । আগে রিলিজিয়াস কনফারেন্স বলা হতো । স্পিরিচুয়াল এর অর্থ কেউই বোঝে না । স্পিরিচুয়াল ফাদার অর্থাৎ নিরাকারী ফাদার । তোমরা আত্মারাই হলে স্পিরিচুয়াল সন্তান । স্পিরিচুয়াল ফাদার এসে তোমাদেরকে পড়ান । এই বুদ্ধি বা জ্ঞান আর কারোর মধ্যেই হবে না । বাবা নিজে বসেই বলেন যে, আমি কে । গীতাতে এই কথা নেই । আমি তোমাদের অসীম জগতের জ্ঞান দান করি । এখানে উকিল, জজ, সার্জেন ইত্যাদির প্রয়োজন নেই কেননা ওখানে তো কেবল সুখই সুখ । ওখানে দুঃখের নাম - নিশানা নেই । এখানে আবার সুখের নাম - নিশানা নেই, একে বলা হয় প্রায় লোপ অবস্থা । সুখ তো কাক - বিষ্ঠার সমান । সামান্যতম সুখ যারা পায় তারা অসীম জাগতিক সুখের নলেজ কিভাবে দিতে পারবে । পূর্বে যখন দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো তখন ১০০ ভাগ সত্যতা ছিলো । এখন তো মিথ্যাই মিথ্যা ।

এ হলো অসীম জগতের নলেজ । তোমরা জানো যে, এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ, যার বীজ রূপ হলো আমি । তাঁর মধ্যে বৃক্ষের সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে । মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান নেই । আমি হলো চেতন্য বীজ রূপ । আমাকে বলে জ্ঞানের সাগর ।

জ্ঞানের দ্বারা এক সেকেণ্ডেই গতি - সদগতি হয়। আমি হলাম সকলের বাবা। বাচ্চারা, তোমরা আমাকে চিনতে পারলে অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়ে যাও, তবুও এ তো রাজধানী, স্বর্গেও তো নম্বরের ক্রমানুসারে অনেক পদই আছে। বাবা তোমাদের একই পাঠ পড়ান। যারা পাঠ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে নম্বরের ক্রম তো থাকেই। এতে আর কোনো পড়ার প্রয়োজন থাকে না। ওখানে কেউই অসুস্থ হয় না। পাই পয়সা উপার্জনের জন্য কেউ পড়ে না। তোমরা এখান থেকে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে যাও। ওখানে এই কথা জানতেই পারবে না যে, এই পদ আমাদের কে দিয়েছে। এ কথা তোমরা এখনই বুঝতে পারো। জাগতিক জ্ঞান তো তোমরা পড়েই এসেছো। এখন অসীম জগতের নলেজ যিনি পড়ান, তাঁকে দেখে নিয়েছি, জেনে নিয়েছি। তোমরা জানতে পেরেছো, বাবা যেমন বাবাও, আবার টিচারও, তিনি এসে আমাদের পড়ান। তিনি সুপ্রীম টিচার, তিনি আমাদের রাজযোগ শেখান। তিনিই প্রকৃত সঙ্কর। এ হলো অসীম জাগতিক রাজযোগ। ওরা ব্যারিস্টারি বা ডাক্তারিই শেখাবে, কেননা এই দুনিয়াই হলো দুঃখের। ওইসব হলো জাগতিক পড়া আর এ হলো অসীম জগতের পাঠ। বাবা তোমাদের অসীম জগতের এই পাঠ পড়ান। তোমরা এই কথাও জানো যে, বাবা, টিচার, সদগুরু কল্প - কল্প আসেন আর তখন সত্য এবং ত্রেতা যুগের জন্য এই পাঠ পড়ান। এরপর প্রায় লোপ হয়ে যায়। ড্রামা অনুসারে সুখের প্রালঙ্ঘন সম্পূর্ণ হয়ে যায়। অসীম জগতের বাবা বসে এই কথা বোঝান, তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় কৃষ্ণকে কি "স্বমেব মাতা চ পিতা" বা পতিত পাবন বলা হবে কি? এর পদ আর ওনার পদের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ। বাবা এখন বলছেন, আমাকে চিনতে পারলে তোমরা এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারো। এখন যদি কৃষ্ণ ভগবান হতো, তাহলে যে কেউই ঝট করে চিনতে পারতো। কৃষ্ণের জন্ম কোনো দিব্য বা অলৌকিক এমন কোনো মহিমা নেই। কেবল পবিত্রতার মহিমা হয়। বাবা তো কারোর গর্ভ থেকে বের হন না। তিনি মিষ্টি - মিষ্টি আত্মিক সন্তানদের বোঝান, আত্মারাই এই পাঠ গ্রহণ করে। সংস্কার ভালো বা মন্দ, তা আত্মার মধ্যেই থাকে। আত্মা যেই অনুসারে কর্ম করে, সেই অনুসারে শরীর প্রাপ্ত হয়। কেউ কেউ অনেক দুঃখ ভোগ করে, কেউ আবার অন্ধ বা বধির হয়। মানুষ বলবে, পাস্টে এমন কর্ম করেছে, তার এই ফল। আত্মা কর্ম অনুসারেই রোগী শরীর ইত্যাদি প্রাপ্ত করে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে - আমাদের যিনি পড়ান তিনি হলেন গড ফাদার। গড টিচার, গড প্রিন্সিপ্টর। তাঁকে বলা হয় গড পরম আত্মা। তাকে মিলিয়েই পরমাত্মা বলা হয়, সুপ্রীম সোল। ব্রহ্মাকে তো সুপ্রীম বলা হবে না। সুপ্রীম অর্থাৎ উঁচুর থেকেও উঁচু, পবিত্রর থেকেও পবিত্র। পদ তো প্রত্যেকেরই পৃথক। কৃষ্ণের যে পদ তা অন্য কেউই পেতে পারে না। লৌকিকেও প্রধানমন্ত্রীর পদ অন্য কাউকে দেওয়াই হবে না। বাবার পদও আলাদা। ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের পদও আলাদা। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর হলেন দেবতা, শিব হলেন পরমাত্মা। দুজনকে মিলিয়ে শিবশঙ্কর কিভাবে বলা হবে? দুজনেই তো আলাদা। মানুষ না বোঝার কারণে শিব শঙ্করকে এক বলে দেয়। নামও এমন রেখে দেয়। এই সব কথা বাবা এসেই বোঝান। তোমরা জানো যে, ইনি হলেন বাবা, আবার টিচার এবং সদগুরুও। প্রত্যেক মানুষেরই বাবাও থাকেন, আবার টিচারও থাকেন আবার সদগুরুও থাকেন। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন গুরু করে। আজকাল তো ছোটো অবস্থাতেও গুরু করে দেয়, তারা মনে করে, গুরু যদি না করা হয়, তাহলে অবজ্ঞা হয়ে যাবে। পূর্বে ৬০ বছরের পরে গুরু করা হতো। সে হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা। নির্বাণ অর্থাৎ বাণীর উর্ধ্বে মিষ্টি সাইলেন্স হোম, যেখানে যাওয়ার জন্য তোমরা অর্ধেক কল্প পরিশ্রম করেছো, কিন্তু তা কোথায় কেউই জানতো না। তাই যেতেও পারতো না। কিভাবে কাউকে রাস্তা বলে দেবে? ওই একজন ছাড়া কেউই তো পথ বলে দিতে পারে না। সকলের বুদ্ধি তো একরকম হয় না। কেউ যেমন শুধুই কথকথা শোনে, লাভ কিছুই নেই। উল্লিতিও কিছুই হয় না। তোমরা এখন বাগানের ফুল তৈরী হচ্ছে। তোমরা ফুল থেকে কাঁটা হয়েছিলে, বাবা আবার তোমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করছেন। তোমরাই পূজ্য ছিলে, আবার পূজারী হয়েছো। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান পতিত হয়ে গেছো। বাবা তোমাদের সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলেছেন। এখন আবার কি করে পতিত থেকে পবিত্র হবে, এ কেউই জানে না। মানুষ এমন গানও গায়, পতিত পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও, তাহলে কেন জলের নদী, সাগর ইত্যাদিকে পতিত - পাবন মনে করে সেখানে গিয়ে স্নান করে। গঙ্গাকে তারা পতিত পাবনী বলে দেয়, কিন্তু নদী কোথা থেকে নির্গত হয়েছে? সাগর থেকেই তো বের হয়, তাই না। তাহলে এ সবই সাগরের সন্তান তাই প্রত্যেকটি কথাই খুব ভালো করে বোঝার।

বাচ্চারা, এখানে তো তোমরা সংসঙ্গে বসে আছো। বাইরে কুসঙ্গে যদি তোমরা যাও তাহলে তোমাদের অনেক উল্টো কথা শোনাবে। তখন এইসব কথা ভুলে যাবে। কুসঙ্গে গেলে তোমরা ঝিমাতে থাকো, তখনই সংশয় এসেছে জানতে পারা যায়, কিন্তু এই কথা তো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের বাবা অসীম জগতের বাবা, তিনি টিচারও, তিনিই পার করে দেন, এই নিশ্চয়তার সঙ্গেই তোমরা এখানে এসেছো। ওইসব হলো দেহের জন্য লৌকিক পড়া, লৌকিক ভাষা। এ হলো অলৌকিক। বাবা বলেন যে, আমার জন্মও অলৌকিক। আমি শরীরের ধার নিই। এই পুরানো জুতো ধারণ করি। সে-ই

অনেক পুরানো, সবথেকে পুরানো এই শরীর রূপী জুতো । বাবা যার দেহের আধার নিয়েছেন, তাঁকে লং বুট বলা হয় । এ কতো সহজ কথা । এ তো ভোলার কথা নয়, কিন্তু মায়া এতো সহজ কথাও ভুলিয়ে দেয় । বাবা যেমন বাবাও, তিনি আবার অসীম জগতের শিক্ষা দানকারী, যে শিক্ষা আর কেউই দিতে পারে না । বাবা বলেন, তোমরা প্রচেষ্টা করে দেখো, কোথা থেকে এই শিক্ষা পাবে । সকলেই হলো মানুষ । তারা তো এই জ্ঞান দিতেই পারবে না । ভগবান একই রথ নেন, যাঁকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, যাঁকে পদমাপদম ভাগ্যশালী বানানোর জন্য বাবা প্রবেশ করেন । ইনি হলেন সম্পূর্ণ কাছের দানা । ইনিই ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু হন । শিববাবা যেমন এনাকে বানান, তোমাদেরও এনার দ্বারা বিশ্বের মালিক বানান । রাজস্ব স্থাপনের কারণে এখানে বিষ্ণুর সম্পূর্ণ স্থাপনা হয়, একেই বলা হয় রাজযোগ । এখন তো এখানে সবাই শুনছে, কিন্তু বাবা জানেন, অনেকের কান দিয়েই তা বেরিয়ে যায়, কেউ যদি ধারণ করে, তবেই অন্যদের শোনাতে পারে । এদেরই মহারথী বলা হয় । এরা নিজেরা শুনে তা ধারণ করে, অন্যদেরও আগ্রহের সঙ্গে আনন্দ করে বোঝায় । বোঝানোর জন্য যদি মহারথী থাকে, তাহলে ঝট করে বুঝতে পারবে । ঘোড়সওয়ারের থেকে কম বুঝতে পারে, পেয়াদাদের থেকে আরো কম বুঝতে পারে । বাবা তো একথা জানেনই যে, কে মহারথী আর কে ঘোড়সওয়ার । এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কথাই নেই, কিন্তু বাবা দেখেন যে, কোনো - কোনো বাচ্চা দ্বিধায় পড়ে যায় তখন ঝিমাতে থাকে । তারা চোখ বন্ধ করে বসে থাকে । উপার্জনের সময় কখনো ঝিমুনি আসে কি? তোমরা ঝিমাতে থাকলে কিভাবে ধারণা হবে? হাই তোলা দেখে বাবা বুঝতে পারেন যে, এ পরিশ্রান্ত । এই উপার্জনে কখনোই পরিশ্রম হয় না । হাই তোলা হলো উদাস থাকার নিদর্শন । কোনো না কোনো বিষয়ে ভিতরে ভিতরে যারা বিচলিত থাকে, তাদেরই বেশি হাই আসে । তোমরা এখন বাবার ঘরে বসে আছো, তাই এখানে পরিবারও আছে, টিচারও এখানে হয় আবার পথ বলে দেওয়ার জন্য গুরুও এখনই হয় । এনাকে মাস্টার গুরু বলা হয় । তাই এখন বাবার রাইট হ্যান্ড তো হতে হবে, তাই না, যাতে তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো । নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজই লাভদায়ক নয় । সকলের উপার্জনই শেষ হয়ে যায় । এই নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ বাবাই শেখান । তাই তোমাদের কোন পাঠ পড়ার প্রয়োজন । যার কাছে অনেক অর্থ আছে, সে মনে করে এখানেই স্বর্গ । বাপু গান্ধী রামরাজ্য স্থাপন করেছিলেন কি? আরে, এই দুনিয়া তো পুরানো, তমোপ্রধান, এখানে দুঃখ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, একে কিভাবে রামরাজ্য বলা হবে । মানুষ কতো অবুঝ । এই অবুঝদেরই তমোপ্রধান বলা হয় । বুঝদারদের বলা হয় সতোপ্রধান । এই চক্র ঘুরতেই থাকে, এতে বাবাকে প্রশ্ন করার কিছুই নেই । বাবার কর্তব্য হলো রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান প্রদান করা । তিনি তো তা দিতেই থাকেন । তিনি মুরলীতে সবই বোঝাতে থাকেন । এতে সমস্ত কথারই রেসপন্স পাওয়া যায় । বাকি তোমরা কি জিজ্ঞেস করবে? বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারবেন না, তাহলে কিভাবে জিজ্ঞেস করবে । এ কথাও তোমরা বোর্ডে লিখতে পারো - ২১ জন্মের জন্য এভার হেলদি, এভার ওয়েলদি হতে হলে এখানে এসে বোঝো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা যা শোনান, তা শুনে খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । অন্যকে আগ্রহের সঙ্গে শোনাতে হবে । এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে না । উপার্জনের সময় কখনো হাই তুলবে না ।

২) বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে অনেকের কল্যাণ করতে হবে । নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ করতে হবে ।

বরদানঃ:- কারোর ব্যর্থ সমাচার শুনে ইন্টারেস্ট বৃদ্ধি করার পরিবর্তে ফুলস্টপ লাগিয়ে পরমত থেকে মুক্ত ভব কিছু বাচ্চা চলতে-চলতে শ্রীমতের সাথে আত্মাদের পরমত মিশ্র করে দেয়। যখন কোনও ব্রাহ্মণ, সংসারের সমাচার শোনায়, তখন তারা সেই সমাচার খুব ইন্টারেস্টের সাথে শোনে। করতে কিছু পারে না, কিন্তু শুনে নেয়, ফলে সেই সমাচার বুদ্ধিতে চলে যায়, তারপর টাইম ওয়েস্ট হতে থাকে। সেইজন্য বাবার আঙুরা হল শুনেও শুনবে না। যদি কেউ শুনিয়েও দেয় তাহলে তোমরা ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও। যে ব্যক্তির থেকে শুনেছো তার প্রতি দৃষ্টি বা সংকল্পেও ঘৃণাভাব আসবে না, তখন বলা হবে পরমত থেকে মুক্ত।

স্নোগানঃ:- যার বিশাল হৃদয় তার স্বপ্নেও লৌকিকের সংস্কার ইমার্জ হতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সকলে নিজেদের মধ্যে এক মত, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে এক বাবাকে স্মরণ করে বলে সব ভূত পালিয়ে যায়"

*প্রশ্নঃ - পদমাপদম্ ভাগ্যশালী হওয়ার মূখ্য আধার কি?

*উত্তরঃ - বাবা যা শোনান, সেই এক-একটি কথাকে যে ধারণ করে সে-ই পদমাপদম্ ভাগ্যশালী হয়ে যায়। জাজ করো যে বাবা কি বলেন আর রাবণ সম্প্রদায়ের লোকেরা কি বলে! এই নলেজের দ্বারাই তোমরা গুণবান হয়ে ওঠো।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা, ইংরাজীতে বলা হয় স্পিরিচুয়াল ফাদার। তোমরা যখন সত্যযুগে যাবে তখন সেখানে ইংরাজী ইত্যাদি দ্বিতীয় কোনো ভাষা তো থাকবে না। তোমরা জানো সত্যযুগে আমাদের রাজত্ব হয়ে থাকে, সেখানে আমাদের যে ভাষা হবে সেটাই চলবে। পরে আবার সেই ভাষা পরিবর্তিত হতে থাকে। এখন তো অনেক রকমের ভাষা বর্তমান। যেমন-যেমন রাজা তাদের সেইরকম সেইরকম ভাষা চলে। এখন এটা তো সব বাচ্চারা জানে, সব সেন্টারেও যে বাচ্চারা আছে তাদের একই মত হয়। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে, আর এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যাতে সব ভূত পালায়। বাবা হলেন পতিত-পাবন। পাঁচ ভূতের প্রবেশ তো সকলের মধ্যেই রয়েছে। আত্মার মধ্যেই ভূতের প্রবেশ ঘটে, তারপর এই ভূত গুলির অথবা বিকার গুলির নামও দেওয়া হতে থাকে - দেহ-অভিমান, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি। এইরকম নয় যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। যখনই কেউ কখনো বলবে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তো বলো সর্বব্যাপী হলো আত্মারা আর এই আত্মাদের মধ্যে ৫ বিকার হলো সর্বব্যাপী। এছাড়া এমন নয় যে পরমাত্মা সকলের মধ্যে বিরাজমান আছেন। পরমাত্মার মধ্যে আবার পাঁচ ভূতের প্রবেশ হবে কি ভাবে! এক-একটি কথাকে ভালো ভাবে ধারণ করলে তোমরা পদমাপদম্ ভাগ্যশালী হয়ে যাবে। দুনিয়ার লোক রাবণ সম্প্রদায় কি বলে আর বাবা কি বলেন, এখন জাজ করো। প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে আত্মা রয়েছে। সেই আত্মাতে ৫ বিকারের প্রবেশ হয়ে রয়েছে। শরীরে নয়, আত্মাতে ৫ বিকার বা ভূতের প্রবেশ হয়ে থাকে। সত্যযুগে এই ৫ ভূত নেই। নামই হলো ডিটি ওয়ার্ল্ড (দৈবী-দুনিয়া)। এটা হলো ডেভিল ওয়ার্ল্ড (শয়তানের দুনিয়া)। ডেভিল বলা হয় অসুরকে। কত দিন আর রাতের পার্থক্য। এখন তোমরা চেজ হয়ে থাকো। সেখানে তোমাদের মধ্যে কোনো বিকার, কোনো অবগুণ্ণই থাকে না। তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ গুণ এসে যায়। তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠো। প্রথমে ছিলে আবার নীচে নামতে থাকো। এখন এই চক্রের সম্বন্ধে তোমরা জানতে পারো যে, ৮৪ জন্মের চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। আমাদের আত্মাদের স্ব-এর দর্শন হয়েছে অর্থাৎ এই চক্রের নলেজ হয়েছে। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে তোমাদের এই নলেজ বুদ্ধিতে রাখতে হবে। বাবা নলেজ পড়ান। এই আত্মিক নলেজ বাবা ভারতে এসেই দেন। বলে না যে - আমাদের ভারত। বাস্তবে হিন্দুস্থান বলা তো রং (ভুল)। তোমরা জানো ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তো শুধুমাত্র আমাদেরই রাজত্ব ছিলো আর কোনো ধর্ম ছিলো না। নিউ ওয়ার্ল্ড ছিলো। নিউ দিল্লী বলে না! দিল্লীর নাম আসলে দিল্লী ছিলো না পরিস্থান বলা হতো। এখন তো নতুন দিল্লী আর পুরানো দিল্লী বলে, এরপর আবার না পুরানো, না নতুন দিল্লী হবে। পরিস্থান বলা হবে। দিল্লীকে ক্যাপিটাল বলা হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব হবে, এছাড়া আর কিছু হবে না, আমাদেরই রাজত্ব হবে। এখন তো রাজত্ব নেই সেইজন্য শুধুমাত্র বলা হয় আমাদের দেশ হলো ভারত। রাজারা তো নেই। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান ঘুরতে থাকে। নিশ্চিত ভাবেই সর্বপ্রথমে এই বিশ্বে দেবী- দেবতাদের রাজত্ব ছিলো আর কোনো রাজ্য ছিলো না। যমুনার তট ছিলো, তাকে পরিস্থান বলা হতো। দেবতাদের ক্যাপিটল দিল্লীই ছিল, তাই সকলেরই আকর্ষণ থাকে। সবচেয়ে বড়ও। একদম সেন্টারে (দেশের মধ্যবর্তী স্থানে)।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে পাপ তো অবশ্যই হয়েছে, পাপ-আত্মা হয়ে গেছে। সত্যযুগে সকল আত্মারাই পুণ্য আত্মা। বাবা এসেই পবিত্র করে তোলেন, তাই তো তোমরা শিব জয়ন্তীও পালন করো। এখন জয়ন্তী শব্দটা তো সব কিছুর মধ্যে যুক্ত করা হয়, সেইজন্য একে আবার শিবরাত্রি বলে। রাত্রির অর্থ তো তোমরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। বড় বড় বিদ্বানরাও জানে না যে শিবরাত্রি কি? তাই পালন আর কি করবে! বাবা বুঝিয়েছেন রাত্রির অর্থ কি? এটা যে ৫ হাজার বছরের চক্র, তাতে সুখ আর দুঃখের খেলা থাকে, সুখকে বলা হয় দিন, দুঃখকে বলা হয় রাত। তো দিন আর রাতের মধ্যবর্তীতে আসে সঙ্গম। অর্ধ-কল্প হলো আলোকোজ্জ্বল, অর্ধ-কল্প হলো অন্ধকার। ভক্তিতে তো ধীরে ধীরে চলে। এখানে হলো সেকেন্ডের ব্যাপার। একদম ইজি, সহজ যোগ। তোমাদের প্রথমে যেতে হবে মুক্তিধাম। বাচ্চারা, এরপর তোমরা

জীবনমুক্তি আর জীবনবন্ধে অনেক সময় থেকেছো, এটা তোমাদের স্মরণে আছে, তবুও বারে বারে ভুলে যাও। বাবা বোঝান যোগ শব্দটি ঠিক, কিন্তু ওদের হলো শারীরিক যোগ। এটা হলো আত্মাদের সাথে পরমাত্মার যোগ। সন্ন্যাসীরা অনেক ধরনের হঠযোগ ইত্যাদি শেখায়, এতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বাচ্চারা তোমাদের বাবাও তিনি তো টিচারও, তাই ওঁনার সাথে যোগ যুক্ত তো হতে হবে। টিচারের মাধ্যমে পাঠ নিতে হয়। বাচ্চা জন্ম নিলে তো প্রথমে বাবার সাথে যোগ হয় তারপর ৫ বছর পরে টিচারের সাথে যোগ যুক্ত হতে হয় আবার বাণপ্রস্থ অবস্থায় গুরুর সাথে যোগ যুক্ত হতে হয়। তিন মুখ্য স্মরণে থাকে। সেটা তো আলাদা-আলাদা হয়। এখানে এটা একই বার বাবা এসে বাবাও হন, টিচারও হন। ওয়ান্ডারফুল তাই না! এইরকম বাবাকে তো অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। জন্ম-জন্মান্তর তিন জনকে আলাদা-আলাদা স্মরণ করে এসেছো। সত্যযুগেও বাবার সাথে যোগ হয় আবার টিচারের সাথে হয়। পতনের দিকে যায় তো না! এছাড়া সেখানে গুরুর দরকার থাকে না কারণ সকলে সঙ্গতিতে থাকে। এই সব কথা স্মরণ করতে কি কষ্ট? একদম সহজ। একে বলা হয় সহজ যোগ। কিন্তু এখানে হলো আনকমন। বাবা বলেন আমি এটা টেম্পোরারী লোন নিই, তাও কতো কম সময় নিই। ৬০ বছরে বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়। বলা হয় ষাট এ লাগে লাঠি। এই সময় সকলের লাঠির প্রয়োজন হয়। সব বাণপ্রস্থ, নির্বাণ ধামে যাবে। সেটা হলো সুইট হোম, সুইটেস্ট হোম। তার জন্যই কতো অপার ভক্তি করা হয়েছে। এখন চক্র আবর্তিত হয়ে এসেছো। মানুষের এসব কিছু জানা নেই, এইরকম ভাবেই গল্পকথা সাজিয়ে দিয়েছে যে লক্ষ বছরের চক্র। লক্ষ বছরের ব্যাপার হলে তো রেস্ট পাওয়া যেত না। রেস্ট পাওয়াই মুশকিল হয়ে যায়। তোমরা রেস্ট পাও, তাকে বলা হয় সাইলেন্স হোম, ইনকর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ড। এটা হলো স্কুল সুইট হোম। সেটা হলো মূল সুইট হোম। আত্মা হলো একদম ছোট রকেট, এর থেকে তীব্র গতিতে পালানোর মতো কিছু হয় না। এটা তো সবচেয়ে তীব্র। এক সেকেন্ডে শরীর ছেড়ে গেল আর এটা পালালো, অন্য শরীর তো আগেই তৈরী হয়ে থাকে। ড্রামা অনুযায়ী তাকে নির্দিষ্ট সময়ে যেতেই হবে। ড্রামা কতো অ্যাকুউরেট। এর মধ্যে কোনো ইনঅ্যাকুউরেসি (এতটুকু ভুল নেই) নেই। এটা তোমরা জানো। বাবাও ড্রামা অনুসারে একদম টাইমে আসেন। এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য হয় না। এতে কীভাবে জানা যায় যে বাবা হলেন ভগবান। যখন নলেজ দেন, বাচ্চাদের বসে বোঝান। শিবরাত্রিও পালন করা হয় তাই না। আমি শিব কখন কীভাবে আসি, সেটা তোমাদের তো জানা নেই। শিবরাত্রি কৃষ্ণরাত্রি পালন করা হয়। রামের পালন করা হয় না কারণ পার্থক্য হয়ে যায়। শিবরাত্রির সাথে কৃষ্ণরাত্রিও পালন করা হয়। কিন্তু কিছুই জানে না। এখানে হলো আসুরী রাবণ রাজ্য। এটা বোঝার মতো ব্যাপার। এখানে তো হলেন বাবা, বুদ্ধকে বাবা বলা হয়। ছোট বাচ্চাকে কি আর বাবা বলা যায়! কেউ কেউ ভালোবেসে বাচ্চাকে বাবা বলে থাকে। তো সেও কৃষ্ণকে ভালোবেসে বলে থাকে। বাবা তো তখন বলা যায় যখন বড় হবে আর আবার বাচ্চার জন্ম দেবে। কৃষ্ণ নিজেই হলেন প্রিন্স, ওনার বাচ্চা কোথা থেকে আসবে। বাবা বলেনও আমি বুদ্ধের তনু এ আসি। শাস্ত্রেও রয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রের সব কথা অ্যাকুউরেট না, কিছু কিছু কথা ঠিক। ব্রহ্মার আয়ু অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার আয়ু বলা হবে। সেটা তো অবশ্যই এই সময় হবে। ব্রহ্মার আয়ু মৃত্যুলোকে শেষ হবে। এটা কোনো অমরলোক না। একে বলা হয় পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। বাচ্চারা, এটা ছাড়া তোমাদের বুদ্ধিতে আর আর কিছু হতে পারে না।

বাবা বসে বলেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না, আমিই এসে বলি, তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকো। কীভাবে? এটাও তোমরা জানতে পেরেছো। প্রত্যেক যুগের আয়ু ১২৫০ বছর, আর এতো- এতো জন্ম নিয়েছি। ৮৪ জন্মের হিসেব যে। ৮৪ লাখের হিসেব তো হতে পারে না। একে বলা হয় ৮৪ জন্মের চক্র, ৮৪ লাখের কথাই তো স্মরণে আসে না। এখানে কতো অপরমপার দুঃখ। কীভাবে দুঃখ দেওয়ার মতো বাচ্চারা জন্ম নিতে থাকে। একে বলা হয় ঘোর নরক, একদম ছিঃ ছিঃ (ঘৃণ্য) দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমরা জানো এখন আমরা নূতন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। পাপ খন্ডন হলে তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে উঠবে। এখন কোনো পাপ করতে নেই। একে অপরের উপর কাম কাটারি চালানো - এটা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেওয়ার। এখন এই রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হচ্ছে। এখন হলো কলিযুগের শেষ। এই মহাভারী লড়াই হলো অন্তিম। এরপর কোনো লড়াই ইত্যাদি হবেই না। সেখানে কোনো যজ্ঞেরই রচনা করা হবে না। যখন যজ্ঞ রচনা করা হয় তখন হোম করা হয়। বাচ্চারা তাদের পুরানো সামগ্রী সব স্বাহা (ত্যাগ) করে দেয়। এখন বাবা বুঝিয়েছেন, এটা হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রুদ্র শিবকে বলা হয়। রুদ্র মালা বলা হয় যে না। যারা নিবৃত্তি মার্গের তাদের প্রবৃত্তি মার্গের নিয়ম-কানুন কিছুই জানা নেই। তারা তো বাড়ী-ঘর ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। নামই হলো সন্ন্যাস। কার সন্ন্যাস? বাড়ী-ঘরের। খালি হাতে বেরিয়ে যায়। যারা গুরু তারা তো প্রথমে অনেক পরীক্ষা নেয়, কাজ করায়। প্রথমে ভিক্ষাতে শুধুমাত্র আটা নিতো, রান্না করা খাওয়ার নিতো না। ওদের জঙ্গলেই থাকতে হয়, সেখানে কন্দ-মূল, ফল পাওয়া যায়। এসব কথা প্রচলিত রয়েছে যে, যখন সতোগ্রহান সন্ন্যাসী হবে তখন এ' সব খেয়ে থাকে। এখন তো কি-কিই না করতে থাকে বলার নয়। এর নামই হলো ভিশস ওয়ার্ল্ড। সেটা হলো ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড (পাপ মুক্ত দুনিয়া)। তাহলে তো নিজেকে ভিশস মনে করার কথা। বাবা বলেন সত্যযুগকে বলা হয় শিবালয়, ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড। এখানে তো সকলে হলো

পতিত মানুষ সেইজন্য দেবী-দেবতার বদলে নামই হিন্দু রেখে দিয়েছে। বাবা তো সব কথা বোঝাতে থাকেন। তোমরা আসলে হলে অসীম জগতের পিতার সন্তান। তিনি তো তোমাদের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দেন। তাই বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান - তোমাদের মাথার উপরে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ। পাপ-মুক্ত হওয়ার জন্যই তোমরা ডাকো। সাধু-সন্ত ইত্যাদি সকলে ডাকে - হে পতিত-পাবন... অর্থ কিছুই বোঝে না, এমনই গাইতে থাকে, করতালি দিতে থাকে। ওদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে - পরমাত্মার সাথে কীভাবে যোগ লাগাবে, ওঁনার সাথে কীভাবে মিলিত হবে- তো বলে দেবে তিনি তো সর্বব্যাপী। এই পথই কী তারা অন্যদেরকে দেখায়! বলে দেয় - বেদ-শাস্ত্র পড়লে ভগবানকে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাবা বলেন- আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে ড্রামার প্ল্যান অনুসারে আসি। এই ড্রামার রহস্য বাবা ব্যতীত আর কেউ জানে না। লক্ষ বছরের ড্রামা তো হতেই পারে না। এখন বাবা বোঝান এটা ৫ হাজার বছরের ব্যাপার। কল্প পূর্বেও বাবা বলেছিলেন মন্মানাভব। এইটি হলো মহামন্ত্র। মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার মহামন্ত্র। বাবা বসেই অর্থ বোঝান। দ্বিতীয় কেউ অর্থ বোঝে না। কথিত আছে সকলের সঙ্গতিদাতা এক। কোনো মানুষ তো হতে পারে না। দেবতাদেরও ব্যাপার না। সেখানে তো সুখ আর সুখ, সেখানে কেউ ভক্তি করে না। ভক্তি করা হয় ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। সত্যযুগে ভক্তি হয় না কারণ ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তখন গাওয়াও হয় দুঃখে জপ করা...এখানে তো অপার দুঃখ। ক্ষণে-ক্ষণে বলে ভগবান দয়া করো। এই কলিযুগী দুঃখী দুনিয়া সামগ্রীক ভাবে থাকে না। সত্যযুগ-ত্রৈতা পাস্ট হয়ে গেছে, আবার হবে। লক্ষ বছরের কথাও স্মরণ থাকতে পারে না। এখন তো বাবা সমস্ত নলেজ দেন, নিজের পরিচয়ও দেন আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যও বোঝান। ৫হাজার বছরের ব্যাপার। বাচ্চারা, তোমরা এখন এ বিষয়ে জ্ঞাত হয়েছে। এখন তো অপরের রাজ্যে আছো। তোমাদের নিজেদের রাজ্য ছিলো। এখানে তো লড়াই করে নিজের রাজ্য নেয়, হাতিয়ারের দ্বারা, মারামারি করে নিজের রাজ্য নিয়ে থাকে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা তো যোগবলের দ্বারা নিজের রাজ্য স্থাপন করছো। তোমাদের সতোপ্রধান দুনিয়া চাই। পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে নূতন দুনিয়া তৈরী হয়, একে বলা হয় কলিযুগ পুরানো দুনিয়া। সত্যযুগ হলো নূতন দুনিয়া। এটাও কারোর জানা নেই। সল্যাসী বলে দেয় এটা আপনার কল্পনা। এখানেই সত্যযুগ, এখানেই কলিযুগ। এখন বাবা বসে বোঝান একজনও এরকম নেই যে বাবাকে জানে। যদি কেউ জেনে থাকতো তো বাবার পরিচয় দিতো। সত্যযুগ-ত্রৈতা কি জিনিস, কারোর কি আর বোধগম্য হয় ! বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ভালো ভাবে বোঝাতে থাকেন। বাবা-ই সবকিছু জানেন, জানিজানন হার অর্থাৎ নলেজ ফুল। মানুষ সৃষ্টির বীজরূপ তিনি। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। ওঁনার থেকেই আমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা বাচ্চাদের নলেজের দিক থেকে নিজের সমান করে তোলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এটা হলো পাপের থেকে মুক্ত হওয়ার সময়, তাই এখন পাপ করতে নেই। পুরানো সব সামগ্রী এই রুদ্র যজ্ঞে স্বাহা করতে হবে।

২) এখন হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা সেইজন্য বাবা, টিচারের সাথে-সাথে সঙ্করকেও স্মরণ করতে হবে। সুইট হোমে যাওয়ার জন্য আত্মাকে সতোপ্রধান হতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের সূক্ষ্ম দুর্বলতাগুলিকে চিন্তন করে পরিবর্তনকারী স্বচিন্তক ভব কেবল জ্ঞানের পয়েন্ট রিপিট করা, শোনা বা শোনানোই স্ব-চিন্তন নয়, বরং স্ব-চিন্তন অর্থাৎ নিজের সূক্ষ্ম দুর্বলতাগুলিকে, ছোটো ছোটো ভুলগুলিকে চিন্তন করে মিটিয়ে দেওয়া, পরিবর্তন করা - এটাই হলো স্ব-চিন্তক হওয়া। জ্ঞানের মনন তো সকল বাচ্চাই খুব মনোযোগ দিয়ে করে কিন্তু জ্ঞানকে নিজের প্রতি ইউজ করে ধারণা স্বরূপ হওয়া, নিজেকে পরিবর্তন করা, এরই মার্শ্ব ফাইনাল রেজাল্ট প্রাপ্ত হবে।

স্নোগানঃ:- সবসময় করণ-করাবনহার বাবা স্মরণে থাকলে আমিত্ব ভাবের অহমিকা আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা মাতা পিতার সম্মুখে এসেছো, অপার সুখ পাওয়ার জন্য, বাবা তোমাদেরকে গভীর দুঃখের থেকে বের করে গহন সুখের মধ্যে নিয়ে যান"

*প্রশ্নঃ - একমাত্র বাবা-ই রিজার্ভে থাকেন, পুনর্জন্ম নেন না - কেন?

*উত্তরঃ - কারণ তোমাদেরকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানানোর জন্য তো কাউকে প্রয়োজন। যদি বাবাও পুনর্জন্ম নিয়ে নেন, তবে তোমাদেরকে কালো থেকে গৌরবর্ণ কে বানাবে? সেইজন্যই বাবা রিজার্ভে থাকেন।

*প্রশ্নঃ - দেবতারা সর্বদা সুখী কেন?

*উত্তরঃ - কারণ তারা পবিত্র। পবিত্রতার জন্য তাদের আচার-আচরণ পরিশোধিত হয়ে যায়। যেখানে পবিত্রতা রয়েছে সেখানে সুখ-শান্তি রয়েছে। মুখ্য হলো পবিত্রতা।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে আত্মিক পিতা বোঝান। তিনি বাবাও, মাতা-পিতাও। তোমরা গেয়েও থাকো না যে - 'তুমি মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক...!', সকলেই ডাকতে থাকে। কাকে ডাকছে? পরমপিতা পরমাত্মাকে। কিন্তু ওরা জানে না যে তাঁর কৃপায় গহন সুখ কখন কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল। গহন সুখ কাকে বলা হয় সেটাও তারা জানে না। এখন তোমরা এখানে সামনে বসে আছো। তোমরা জানো যে, এই দুনিয়ায় কত গভীর দুঃখ। এটা হলো দুঃখধাম। ওটা হলো সুখধাম। কারোর বুদ্ধিতেই আসে না যে, আমরা ২১ জন্ম ধরে স্বর্গে অনেক সুখে থাকি। তোমাদেরও আগে এই অনুভব ছিল না। এখন তোমরা বুঝেছো যে আমরা সেই পরমাত্মা, মাতা-পিতার সামনে বসে আছি। তোমরা জানো যে, আমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী পাওয়ার জন্যই এখানে আসি। বাবাকেও জেনেছি এবং বাবার কাছ থেকে সমগ্র সৃষ্টিচক্রকেও বুঝে নিয়েছি। আমরা আগে অসীম সুখের মধ্যে ছিলাম, পরবর্তী কালে দুঃখী হয়ে গেছি। এটাও ক্রমানুসারে প্রত্যেকের বুদ্ধিতে থাকে। এটা তো স্টুডেন্টদের সবসময়ই মনে থাকা উচিত। কিন্তু বাবা দেখেন, প্রতি মুহূর্তেই ভুলে যাওয়ার জন্য বাচ্চারা ঝিমিয়ে যায়। অতি স্পর্শকাতর অবস্থা হয়ে যায়। মায়া আক্রমণ করে। যতটা খুশিতে থাকার কথা, ততটা খুশি থাকে না। ক্রমানুসারে বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে। স্বর্গে তো চলে যায়, কিন্তু সেখানেও তো রাজা থেকে শুরু করে কাঙাল সকলেই থাকবে। একজন হবে গরিব প্রজা, একজন ধনী প্রজা। স্বর্গ এবং নরক উভয় স্থানেই এইরকম উচ্চ-নীচ থাকে। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে আমরা অসীম সুখলাভের জন্য পুরুষার্থ করছি। সবথেকে বেশি সুখ তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণই ভোগ করে। মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতা। পবিত্রতা না থাকলে শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রাপ্তি হয় না। এক্ষেত্রে আচার-আচরণ খুব ভালো হওয়া প্রয়োজন। পবিত্রতার দ্বারা-ই মানুষের আচার-আচরণ পরিশোধিত হয়। পবিত্রতা থাকলেই তাকে দেবতা বলা হয়। তোমরা এখানে দেবতা হওয়ার জন্যই এসেছো। দেবতারা সর্বদা সুখী ছিল। কোনো মানুষ সর্বদা সুখী থাকে না। সুখী কেবল দেবতারাই হয়। দেবতারা পবিত্র ছিল বলেই তোমরা এদেরকে পূজা করত। পবিত্রতাই হল মুখ্য বিষয়। এর জন্যই যত বিঘ্ন আসে। সকলেই চায় দুনিয়ায় শান্তি স্থাপন হোক। কিন্তু বাবা বলছেন - পবিত্রতা ব্যতীত শান্তি কখনোই আসবে না। প্রথম এবং প্রধান বিষয় হলো পবিত্রতা। পবিত্রতার দ্বারা-ই আচার-ব্যবহার শুধরাবে। পতিত হয়ে গেলে পুনরায় আচরণ বিগড়ে যায়। বুঝতে হবে যে এখন যদি আমরা দেবতা হতে চাই, তবে পবিত্রতা অবশ্যই প্রয়োজন। দেবতারা পবিত্র ছিল বলেই তো অপবিত্র মানুষ ওদের কাছে গিয়ে মাথা ঠোকে। মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতা। ভক্তরা ব্যাকুল ভাবে ডাকে - হে পতিত-পাবন, আমাদেরকে এসে পবিত্র বানাও। বাবা বলছেন - কাম বিকার বিরাট বড় শত্রু, একে পরাজিত করো। এর ওপরে বিজয়ী হলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা যখন পবিত্র এবং সতোপ্রধান ছিলে, তখন শান্তিও ছিল আর সুখও ছিল। বাচ্চারা, এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে যে, এইসব তো গতকালের কথা। তোমরা যখন পবিত্র ছিলে, তখন অসীম সুখ-শান্তি সবকিছু ছিল। এখন পুনরায় তোমাদেরকে এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। এরজন্য প্রথম এবং মুখ্য বিষয় হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়া। এইরকম গায়নও রয়েছে। এটা হলো জ্ঞান যন্ত্র, এতে তো অবশ্যই বিঘ্ন আসবে। পবিত্রতার জন্য কতই না সমস্যা হয়। আসুরি এবং দৈবী - এই দুই সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে সত্যযুগে এইরকম দেবী-দেবতারা ছিল। হয়তো মানুষের মতোই দেখতে, কিন্তু ওদেরকে দেবতা বলা হয়। ওটা সম্পূর্ণ সতোপ্রধান দুনিয়া। ওখানে কোনো কিছুর এতটুকু অপ্রতুলতা থাকবে না। সবকিছু পারফেক্ট হবে। বাবা যেহেতু পারফেক্ট, তাই তিনি বাচ্চাদেরকেও পারফেক্ট বানান। যোগবলের দ্বারা তোমরা কত পবিত্র এবং বিউটিফুল হয়ে যাও। যে যাত্রী এখানে এসে তোমাদেরকে শ্যাম থেকে সুন্দর

বানান, তিনি সর্বদাই সুন্দর। ওখানে ন্যাচারাল বিউটি থাকে, কাউকে সুন্দর করার প্রয়োজন হয় না। সতোপ্রধান অবস্থায় সকলেই খুব সুন্দর হয়। ওরাই পরবর্তী কালে তমোপ্রধান হওয়ার জন্য শ্যাম হয়ে যায়। শ্যাম-সুন্দর নামও রয়েছে। কৃষ্ণকে কেন শ্যাম-সুন্দর বলা হয়? বাবা ছাড়া কেউ কখনো এর অর্থ বলতে পারবে না। বাবা অর্থাৎ ভগবান যেসব কথা শোনান, সেগুলো অন্য কেউ শোনাতে পারবে না। ছবিতে তো দেবতাদেরকে স্ব-দর্শন দিয়ে দিয়েছে।

বাবা বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, দেবতাদের তো স্ব-দর্শন চক্রের প্রয়োজন নেই। এইসব শঙ্খ ইত্যাদি নিয়ে ওরা কি করবে? তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা হলে স্ব-দর্শন চক্রধারী। তোমাদেরকেই শঙ্খধ্বনি করতে হবে। তোমরাই জানো যে বিশ্বে এখন কিভাবে শান্তি স্থাপন হচ্ছে। এর সঙ্গে আচার-আচরণও ভালো হতে হবে। ভক্তিমার্গেও তোমরা দেবতাদের কাছে গিয়ে তোমাদের আচরণের বর্ণনা করো। কিন্তু দেবতারা তোমাদের আচার-আচরণকে শুধরে দেয় না। অন্য কেউ শুধরে দেয়। তিনি হলেন নিরাকার শিববাবা। তাঁর কাছে গিয়ে কখনো এইরকম গুণগান করা হয় না যে তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন... ইত্যাদি। শিবের মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। দেবতাদের জন্য ঐরকম মহিমা করে। কিন্তু আমরা এইরকম কিভাবে হয়ে গেলাম? আত্মা-ই তো পবিত্র কিংবা অপবিত্র হয়। তোমরা আত্মারা এখন পবিত্র হচ্ছে। যখন আত্মা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন এই পতিত শরীর আর থাকবে না। পবিত্র শরীর ধারণ করবে। কিন্তু এখানে তো পবিত্র শরীর পাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতি সতোপ্রধান হলেই পবিত্র শরীর পাওয়া সম্ভব। নুতন দুনিয়াতে সবকিছুই সতোপ্রধান হয়। এখন পঞ্চতন্ত্র তমোপ্রধান হয়ে গেছে বলে কত বিপর্যয় হয়। কীভাবে মানুষের প্রাণ যায়। তীর্থযাত্রায় যাওয়ার সময়ে কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হলে কতজন মারা যায়। মানুষ, পৃথিবী - জল ইত্যাদির কতো ক্ষতি করে। এইসব তন্ত্রগুলো তোমাদেরকে সাহায্য করে। বিনাশের সময়ে হঠাৎ বন্যা কিংবা ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে। এইসব বোমা বানানো তো ড্রামাতেই রয়েছে। এগুলোকে ঐশ্বরিক বিপর্যয় বলা যাবে না। এগুলো মনুষ্য সৃষ্ট। ভূমিকম্প মনুষ্য সৃষ্ট নয়। সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় একসাথে সংগঠিত হবে এবং পৃথিবীকে হাঙ্কা করবে। তোমরা জানো যে বাবা কিভাবে আমাদেরকে একেবারে হাঙ্কা বানিয়ে সাথে করে নুতন দুনিয়াতে নিয়ে যান। মাথা হাঙ্কা হয়ে গেলে আরও প্রাণোচ্ছল হয়ে যায়। তোমাদেরকে বাবা একদম হালকা বানিয়ে দেন। সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। এখন তোমাদের সকলের মাথা খুব ভারী রয়েছে। এরপর সবাই হালকা, শান্ত এবং সুখী হয়ে যাবে। সকল ধর্মাবলম্বীদেরই খুশি হওয়া উচিত যে, বাবা এসেছেন সকলের সদগতি করার জন্য। যখন স্থাপনার কার্য সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সকল ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। আগে তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব চিন্তা ভাবনা আসত না। এখন বুঝতে পারছো। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হওয়ার গায়ন আছে। বাকি সকল ধর্মের বিনাশ হবে। কেবল বাবা-ই এই কর্তব্য করেন। কেবল শিববাবা ছাড়া অন্য কেউই এটা করতে পারবে না। অন্য কারোর এইরকম অলৌকিক জন্ম এবং অলৌকিক কর্তব্য হওয়া সম্ভব নয়। বাবা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর কর্তব্য হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি হলেন করন করাবনহার। তোমরা অন্যকে জ্ঞান শোনাও যে, এখন এই দুনিয়া থেকে পাপ আত্মাদের বোঝা দূর করতে বাবা অবতীর্ণ হয়েছেন। গায়ন আছে - অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্ম স্থাপন করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। তোমাদেরকে এখন কত শ্রেষ্ঠ মহাত্মা বানিয়ে দিচ্ছেন। দেবতারা ছাড়া আর কেউই মহাত্মা নয়। এখানে তো অনেককেই মহাত্মা বলা হয়। কিন্তু কেবল মহান আত্মাকেই মহাত্মা বলা যায়। কেবল স্বর্গকেই রামরাজ্য বলা যাবে। ওখানে রাবণ রাজ্য থাকবেই না। তাই বিকারের চিন্তাও আসবে না। সেইজন্য ওই দুনিয়াকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়। যত বেশি সম্পূর্ণ হবে, তত অধিক সময় সুখ ভোগ করবে। যারা অপূর্ণ রয়ে যাবে তারা অতটা সুখ পাবে না। স্কুলেও কেউ সম্পূর্ণ, কেউ অপূর্ণ হয়। তফাৎটা চোখেই দেখা যায়। হয়তো সকলেই ডাক্তার। কিন্তু কারোর খুব অল্প উপার্জন, কারোর আবার বিপুল উপার্জন। সেইরকম সকলেই দেবতা হবে। কিন্তু পদমর্যাদার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকবে। বাবা এসে তোমাদেরকে অতি শ্রেষ্ঠ পাঠ পড়াচ্ছেন। কৃষ্ণকে কখনো ভগবান বলা যাবে না। কৃষ্ণকেই তো শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। শ্যামবর্ণের কৃষ্ণ মূর্তিও দেখানো হয়। কিন্তু কৃষ্ণ মোটেই শ্যাম বর্ণের হয় না। নাম রূপ তো পাল্টে যায়। আত্মা শ্যামবর্ণ হয়ে যায় এবং তখন নাম, রূপ, দেশ, কাল সবকিছুই বদলে যায়। এখন তোমাদেরকে বোঝানো হচ্ছে এবং তোমরাও বুঝতে পেরেছো যে, আমরা কিভাবে শুরু থেকে আমাদের কৃত কর্মের ভূমিকা পালন করছি। আগে দেবতা ছিলাম। এখন দেবতা থেকে অসুর হয়ে গেছি। বাবা ৮৪ জন্মের রহস্যও বুঝিয়েছেন। অন্য কেউ এটা জানে না। বাবা এসেই সকল রহস্য বোঝান। বাবা বলছেন - আমার সন্তান, আমার দুলাল, তোমরা তো আমার সাথে ঘরেই ছিলে, তাই না? তোমরা তো সবাই ভাই-ভাই। তোমরা আত্মারা সেখানে ছিলে। কোনো শরীর ছিল না। কারোর সাথে কোনো সম্বন্ধ ছিল না। বাবা কখনো পুনর্জন্ম নেন না। তিনি ড্রামা অনুসারে রিজার্ভ থাকেন। তাঁর ভূমিকাটাই এইরকম। তোমরা কত সময় ধরে ব্যাকুল ভাবে ডেকে এসেছো সেটাও বাবা বলেছেন। এমন নয় যে দ্বাপরযুগ থেকেই ব্যাকুল ভাবে ডাকতে শুরু করেছ। না, অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে তোমরা ব্যাকুল ভাবে ডাকতে শুরু করেছ। তোমাদেরকে বাবা সুখী বানাচ্ছেন অর্থাৎ সুখের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। তোমরাও বলছো - বাবা, আমরা তোমার কাছে অনেক বার এসেছি, প্রত্যেক কল্পেই এসেছি।

এইভাবেই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর বাবা তোমাদের সম্মুখে আসেন এবং তোমরা এই উত্তরাধিকার পেয়ে যাও। সকল দেহধারী-ই স্টুডেন্ট। যিনি শিক্ষক, তিনিই কেবল বিদেহী। এটা ওঁনার নিজের শরীর নয়। উনি নিজে বিদেহী। এখানে এসে শরীর ধারণ করেন। কারন শরীর না থাকলে বাচ্চাদেরকে পড়াবেন কিভাবে? তিনি সকল আত্মার পিতা। ভক্তিমার্গে সকলেই তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, রুদ্র মালা জপ করে। উপরে রয়েছে ফুল আর যুগল দানা। যুগল দানা গুলো একই রকমের হয়। ফুলটিকে প্রণাম করা হয় কেন? তোমরা এখন এটাও বুঝতে পেরেছো যে, ওটা আসলে কার মালা জপ করে। দেবতাদের মালা জপ করে নাকি তোমাদের মালা জপ করে? ওটা দেবতাদের মালা, নাকি তোমাদের? ওটাকে দেবতাদের মালা বলা যাবে না। ব্রাহ্মণদেরকেই তো বাবা বসে থেকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ থেকে তোমরা দেবতা হয়ে যাও। এখন পড়াশুনা করছো, এরপর দেবতা হবে। তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে, পরিশ্রম করে দেবতা হয়ে যাও। তাই ওটা তোমাদের মালা। তবে প্রকৃত মহত্ব শিক্ষকের। বাবা বাচ্চাদের কতই না সেবা করেছেন। ওখানে তো কেউ একবারের জন্যও বাবাকে স্মরণ করবে না। ভক্তিমার্গে তোমরা মালা জপ করতে। এখন ওই ফুল স্বয়ং তোমাদেরকে ফুলের মতো বানাচ্ছেন, অর্থাৎ নিজের মালার দানা বানাচ্ছেন। তোমরা ফুল হয়ে যাও। তোমরা আত্মার জ্ঞানও প্রাপ্ত করছ। গোটা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তিমের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমাদের-ই গুণগান করা হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরাই প্রথমে নিজেদের মতো ব্রাহ্মণ বানাও এবং তারপর স্বর্গবাসী দেবী-দেবতা বানাও। দেবতার তো স্বর্গে থাকবে। তোমরা দেবতা হয়ে গেলে, ওখানে তোমাদের কাছে অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান থাকবে না।

এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারের জ্ঞান লাভ করেছো। অন্য কেউ এই জ্ঞান পায় না। তোমরা খুব ভাগ্যবান। কিন্তু এরপরেও মায়া ভুলিয়ে দেয়। এই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) তোমাদেরকে শিক্ষা দেন না। ইনি তো একজন মানুষ, ইনি নিজেও পড়ছেন। ইনি তো সবথেকে শেষে ছিলেন। যিনি নম্বর ওয়ান পতিত, তিনিই পুনরায় নম্বর ওয়ান পবিত্র হন। অনেক সুখী হয়ে যান। এইম অবজেক্ট তো সামনেই রয়েছে। বাবা তোমাদেরকে কত শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন। আয়ুজ্ঞান ভব, পুত্রবান ভব...। এইসবও ড্রামাতেই রয়েছে। বাবা বলছেন, আমি আশীর্বাদ করলে তো সবাইকেই করবো। বাচ্চারা, আমি তো কেবল তোমাদেরকে পড়াতে এসেছি। এই শিক্ষার দ্বারা-ই তোমরা সকল আশীর্বাদ পেয়ে যাও। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা যেমন পারফেক্ট, সেইরকম নিজেকেও পারফেক্ট বানাতে হবে। পবিত্রতাকে ধারণ করে নিজের আচার-আচরণ শোধরাতে হবে। সত্যিকারের সুখ-শান্তি অনুভব করতে হবে।

২) সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান বুদ্ধিতে রেখে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে। নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে কখনো ভুলে গেলে চলবে না।

বরদানঃ:- ধারণা স্বরূপের দ্বারা সেবা করে খুশীর প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্তকারী সত্যিকারের সেবাধারী ভব সেবার উদ্দীপনা রাখা খুব ভালো। কিন্তু যদি সরকামস্ট্যান্ড অনুসারে তুমি সেবার চান্স নাও পাও, তবুও নিজের অবস্থাকে নীচেও নামাবে না, বিচলিতও হবে না। যদি জ্ঞান শোনানোর সুযোগ না পাও, কিন্তু তুমি তোমার নিজের ধারণা স্বরূপের প্রভাব যদি ফেলতে পারো, তবে সেবার মার্জ্ব জমা হয়ে যেতে থাকবে। ধারণা স্বরূপ বাচ্চারাই হলো সত্যিকারের সেবাধারী। সকলের শুভেচ্ছা আর সেবার রিটার্নে প্রত্যক্ষ ফল খুশীর অনুভূতি তাদের হয়ে থাকে।

স্নোগানঃ:- সত্য হৃদয়ের সাথে দাতা, বিধাতা, বরদাতাকে রাজী করে নাও তাহলে আত্মিক খুশীতে থাকতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যাত্রায় সম্পূর্ণ অ্যাটেনশান দাও, এর দ্বারা-ই তোমরা সতোপ্রধান হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা তাঁর বাচ্চাদের উপরে কীরূপ কৃপা করেন?

*উত্তরঃ - বাবা বাচ্চাদের কল্যাণার্থে যা ডাইরেকশন দেন, সেই ডাইরেকশন দেওয়া-ই হলো তাঁর কৃপা। বাবার প্রথম ডাইরেকশন হলো - মিষ্টি বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও। দেহী-অভিমানী খুব শান্ত থাকে তাদের চিন্তা ভাবনা কখনো উল্টো চলতে পারে না।

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে কীরকম সেমিনার করা উচিত?

*উত্তরঃ - যখন হাটে যাও, তখন স্মরণের রেস করো এবং তারপরে নিজেদের মধ্যে বসে সেমিনার করো যে, কে কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করেছে। এখানে স্মরণের জন্য একান্তই খুবই ভালো।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কি করছো? বাচ্চারা বলবে - বাবা, আমরা যে সতোপ্রধান ছিলাম আমরাই তমোপ্রধান হয়েছি। বাবা তোমার শ্রীমৎ অনুসারে আমাদের পুনরায় সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। এখন বাবা তুমি পথ বলে দিয়েছো। এটা কোনও নতুন কথা নয়। সব থেকে পুরানো কথা। সবচেয়ে পুরানো হলো স্মরণের যাত্রা, এতে শো করবার (কিছু দেখাবার) কোনো প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকে নিজেকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করো আমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করি? কতখানি সতোপ্রধান হয়েছি? কীরূপ পুরুষার্থ করছি? সতোপ্রধান তখন হবো যখন শেষে গিয়ে অন্তিম সময় আসবে। সেসবের সাক্ষাৎকারও হতে থাকবে। যে যা কিছুই করে নিজের জন্যই করে। বাবাও কোনও কৃপা করেন না।, বাচ্চাদেরকে যে ডায়রেকশন দেন, তাদেরই কল্যাণের জন্য। বাবা তো হলেনই কল্যাণকারী। অনেক বাচ্চা উল্টো গুণে চলে যায়। বাবা ফীল করেন - দেহ-অভিমানী অহংকারী হয়। দেহী-অভিমানী বড়ই শান্ত হয়ে থাকবে। তারা কখনো উল্টো পাল্টা চিন্তা ভাবনা করবে না। বাবা তো সব রকম ভাবে পুরুষার্থ করাতে থাকেন। মায়াও খুব শক্তিশালী, ভালো ভালো বাচ্চাদেরকেও আক্রমণ করে। তাই ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হয় না। আজ খুব ভালো ভাবে স্মরণ করবে, কাল দেহ অহংকারে এমন এসে যাবে যেন ষাড়, কিস্বা গিরগিটি। ষাড়ের খুব অহংকার থাকে। এর জন্য একটি কথা প্রচলিত আছে - সুর মন্ডলের বাদ্য সম্পর্কে দেহ-অভিমানী ষাড় কি জানবে.....। দেহ-অভিমান খুব খারাপ জিনিস। খুব পরিশ্রম করতে হয়। শিববাবা তো বলেন আই অ্যাম মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট (আমি হলাম খুব বিশ্বস্ত সেবক)। এমন নয়, নিজেকে সার্ভেন্ট বলবে আর নবাবী চালে চলবে। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। এই কথা তো খুব সহজ, এতে কোনও বাগাড়ম্বর নেই। মুখে কিছুই বলতে হয় না। যেখানেই যাও, মনে মনে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন নয়, এখানে বসলে বাবা সাহায্য করেন। বাবা তো এসেছেন-ই সাহায্য করতে। বাবার এই চিন্তা তো থাকে - বাচ্চারা, কোথাও যেন কোনও গাফিলতি না করে। মায়া এখানেই ঘুসি মেয়ে দেয়। দেহ-অভিমান অতীব খারাপ। দেহ-অভিমানে আসার ফলেই একেবারেই মাটিতে এসে পড়েছে। বাবা বলেন এখানে এসে বসলে মোস্ট বিলভেড বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বলেন আমিই হলাম পতিত-পাবন, আমাকে স্মরণ করলে, এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হবে। বাচ্চাদের এখনও সেই অবস্থা আসেনি যে কাউকে ভালো ভাবে বোঝাতে পারবে। গুণের তলোয়ারে যোগের ধার চাই। তা নাহলে তলোয়ার কোনও কাজের নয়। মূল কথাই হলো স্মরণের যাত্রা। অনেক বাচ্চারাই উল্টো পাল্টা কাজকর্ম করতে ব্যস্ত থাকে। স্মরণের যাত্রা আর পড়াশোনা করে না। সেইজন্য এতে টাইম পায় না। বাবা বলেন এমন পরিশ্রম কোরো না যে নিজের জীবিকার পিছনে ছুটে ছুটেই নিজের পদ মর্যাদা হারিয়ে ফেললে। নিজের ভবিষ্যৎ তো তৈরি করতে হবে তাইনা। কিন্তু সতোপ্রধান হতে হবে। এতেই অনেক পরিশ্রম রয়েছে। অনেক বড় বড় মিউজিয়াম ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে, কিন্তু স্মরণের যাত্রায় থাকে না। বাবা বুঝিয়েছেন স্মরণের যাত্রায় গরীব, বান্ধেলীরা বেশি থাকে। ক্ষণে ক্ষণে শিববাবাকে স্মরণ করে। শিববাবা আমাদের এই বন্ধন থেকে মুক্ত করো। অবলা নারীদের উপরে অত্যাচার হয়, এইরূপ গায়নও রয়েছে।

বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। সত্যনিষ্ঠ স্টুডেন্ট হও। ভালো স্টুডেন্ট যারা হয় তারা একান্তে বাগানে গিয়ে বসে পড়া তৈরী করে। তোমাদেরও বাবা বলেন, যেখানেই যাও, ঘোরো ফেরো, নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের যাত্রা করার শখ রাখো। জাগতিক ধন উপার্জন করার চেয়ে এই অবিনাশী ধন তো হলো অনেক অনেক উচ্চ। জাগতিক বিনাশী ধন তো নষ্ট হয়ে যেতেই হবে। বাবা জানেন - বাচ্চারা, সার্ভিস পুরো করে না, স্মরণেও খুবই কম

থাকে। প্রকৃত সত্য সার্ভিস যা করা উচিত তা করে না। স্থূল সার্ভিসের দিকে মন চলে যায়। যদিও ড্রামা অনুসারে হয় কিন্তু বাবা তবুও পুরুষার্থ তো করাবেন তাই না। বাবা বলেন - যে কর্মই করো, কাপড় সেলাই করো, বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণেই মায়া বিদ্ব সৃষ্টি করে। বাবা বুঝিয়েছেন বীর বাহাদুরের সঙ্গে মায়াও বীরের মতো যুদ্ধ করে। বাবা নিজের কথাও বলেন। আমি বীর, জানি আমি বেগার টু প্রিন্স হবো তবুও মায়া সামনে এসে যায়। মায়া কাউকেই ছাড়ে না। পালোয়ানদের সাথে তো আরই বেশি যুদ্ধ করে। অনেক বাচ্চারা নিজের দেহের অহংকারে থাকে। বাবা কতখানি নিরহংকারী হয়ে থাকেন। বলেনও বাচ্চারা, আমিও তোমাদের সার্জেন্ট, যে তোমাদের নমস্কার করে। তারা তো নিজেদের খুব উঁচুতে ভাবে। এই দেহ-অহংকার সব ভাঙতে হবে। অনেকের মধ্যে অহংকারের ভূত বসে আছে। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এখানে তো খুব ভালো চান্স রয়েছে। ঘুরে বেড়ানোর জন্যও ভালো। অবসরও রয়েছে, ঘুরে ফিরে বেড়াতে হলে বেড়াও, তারপরে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করো কতক্ষণ স্মরণে ছিলে, অন্য কোনও দিকে বুদ্ধি ছিল কি? এইরকম নিজেদের মধ্যে সেমিনার করা উচিত। অবশ্যই ফিমেল আলাদা, মেল আলাদা। ফিমেল আগে থাকবে, মেল পিছনে। কারণ মাতাদের রক্ষা করতে হবে তাই মাতাদের আগে রাখতে হবে। এইখানে খুব ভালো নির্জন স্থান (একান্ত এর জন্য) আছে। সন্ন্যাসীরাও নির্জন স্থানে চলে যেতেন। সতোগ্রধান সন্ন্যাসীরা খুবই নির্ভীক ছিলেন। জন্তু জানোয়ারদের ভয় পেতেন না। সেই নেশায় থাকতেন। এখন তমোগ্রধান হয়ে গেছে। এক একটি ধর্ম যে স্থাপন হয়, প্রথমে সতোগ্রধান থাকে, তারপরে রজঃ, তমঃ-তে আসে। সন্ন্যাসীরা যারা সতোগ্রধান ছিলো তারা ব্রহ্মের মস্তিতে মগ্ন থাকতো। তাদের আকর্ষণ শক্তি ছিল। জঙ্গলে ভোজন প্রাপ্ত হয়ে যেতো। দিন দিন তমোগ্রধান হওয়ায় শক্তি কম হয়ে গেছে।

তাই বাবা রায় দেন যে - এখানে বাচ্চাদের কাছে নিজের উন্নতির জন্য অনেক চান্স রয়েছে। এখানে তোমরা আসো উপার্জন করতে। বাবার সঙ্গে কেবল মিলন করলেই উপার্জন খোড়াই হবে। বাবাকে স্মরণ করলে উপার্জন জমা হবে। এমন ভেবো না বাবা আশীর্বাদ করবেন, তা নয়। ওই সাধু সন্ন্যাসীরা আশীর্বাদ করে, কিন্তু তোমাদের পতন হতেই হবে। এখন বাবা বলেন - জিনের মতো নিজের বুদ্ধিযোগ উপরে লাগাও। জিনের কাহিনী আছে না। সে বলে আমাকে কাজ দাও। বাবাও বলেন - তোমাদের ডাইরেকশন দিচ্ছি, স্মরণে থাকো তো জীবন তরী পার হয়ে যাবে। তোমাদের অবশ্যই সতোগ্রধান হতে হবে। মায়া যতই মাথা কুটে নিক আমরা তো শ্রেষ্ঠ বাবাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করবো। এমন ভাবে মনে মনে বাবার মহিমা বর্ণনা করতে করতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কোনও মানুষকে স্মরণ করবে না। ভক্তি মার্গের যা নিয়ম সেসব জ্ঞান মার্গে হতে পারে না। বাবা শিক্ষা দেন স্মরণের যাত্রায় তীব্রতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। মুখ্য কথা হলো এটাই। সতোগ্রধান হতে হবে। বাবার ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয় - বেড়াতে গিয়েও স্মরণে থাকো। তাহলে পরমধাম নিজ গৃহ স্মরণে থাকবে, রাজস্ব স্বর্গের কথা স্মরণে থাকবে। এমন নয়, স্মরণে বসে-বসে পড়ে যাবে। তাহলে তো সেটা হঠযোগ হয়ে যায়। এটা তো সোজা কথা যে - নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অনেক বাচ্চার বসে-বসে পতন হয়ে যায়। তাই বাবা বলেন চলতে-ফিরতে, খাওয়া দাওয়া করতে করতেও স্মরণে থাকো। এমন নয় বসে-বসে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাতে তোমাদের কোনও পাপ নষ্ট হবে না। এভাবেও মায়ার বিদ্ব আসে অনেক। এই যে ভোগ ইত্যাদির যেসব প্রথা প্রচলিত আছে, যেসবের মধ্যে কিছুই নেই। সেইটি না হলো জ্ঞান, না যোগ। সাক্ষাৎকারের কোনও দরকার নেই। অনেকের সাক্ষাৎকার হয়েছে, কিন্তু তার আজ আর নেই। মায়া বড়ই প্রবল। সাক্ষাৎকারের আশা কখনও রাখাও উচিত নয়। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে - সতোগ্রধান হওয়ার জন্য। ড্রামার কথাও জানো, এ হলো অনাদি ড্রামা, পূর্ব নির্মিত, যা রিপটি হতে থাকে। সে কথাও বুঝতে হবে এবং বাবা যা ডাইরেকশন দেন সেই মতো চলতেও হবে। বাচ্চারা জানে - আমরা পুনরায় এসেছি রাজযোগ শিখতে। ভারতেরই কথা। এই ভারত তমোগ্রধান হয়েছে আবার এই ভারতকেই সতোগ্রধান হতে হবে। বাবাও ভারতেই এসে সকলের সদগতি করেন। এই হল খুবই ওয়ান্ডারফুল খেলা। এখন বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমাদের ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করতে পুরো ৫ হাজার বছর হয়েছে। এখন আবার ফিরে যেতে হবে। এই কথা অন্য কেউ আর বলতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে নিশ্চয়বুদ্ধি হতে থাকে। এ হল অসীম জগতের পাঠশালা। বাচ্চারা জানে - অসীম জগতের বাবা আমাদের পড়ান, তিনি হলেন উদ্ভাদ, টিচার। অনেক বড় উদ্ভাদ তিনি। অত্যন্ত ভালোবেসে বোঝান। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা বড়ই আরাম করে ৬ টা পর্যন্ত ঘুমায়। মায়া একেবারে নাক থেকে ধরে নেয়। হুকুম চালাতে থাকে। শুরুতে তোমরা যখন ভাঙিতে ছিলে তখন মাম্মা-বাবাও সার্ভিস করতেন। যেমন কর্ম আমরা করবো আমাদের দেখে অন্যরাও করবে। বাবা তো জানেন মহারথী, অশ্বারোহী, পদাতিক সবাই নম্বর অনুযায়ী হয়। অনেকে আরামে থাকে। ভিতরে ঘুমিয়ে থাকে। বাইরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে অমুকে কোথায়? তখন বলবে, নেই। কিন্তু ভিতরে ঘুমিয়ে থাকে। কত কি হয়, বাবা বোঝাতে থাকেন। সম্পূর্ণ তো কেউ নয়, কত রকমের ডিস-সার্ভিস করে। যদিও বাবার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় -

মারো বা ভালোবাসো, আমরা তোমার দুয়ার ছাড়বো না। এখানে তো সামান্য সামান্য কথায় রুগ্ন হয়। যোগের খামতি রয়েছে। বাবা বাচ্চাদের কত বোঝান, কিন্তু কারো শক্তি নেই যে লিখবে। যোগ থাকলে লেখাতেও শক্তি থাকবে। বাবা বলেন এই কথাটি ভালো ভাবে প্রমাণ করো - গীতার ভগবান হলেন শিব, শ্রীকৃষ্ণ নয়।

বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের সব কথার অর্থ বোঝান। বাচ্চাদের এই নেশা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তারপর বাইরে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। খুব সময় নষ্ট করে। আমরা উপার্জন করে যজ্ঞে অর্পণ করবো, এমন চিন্তন মাথায় রেখে নিজের সময় নষ্ট করবে না। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তো তোমাদের কল্যাণ করতে এসেছি, তোমরা আবার নিজের ক্ষতি করছো। যজ্ঞে যারা কল্প পূর্বে সহযোগ করেছিল তারা করতে থাকে, করতে থাকবে। তোমরা কেন মাথা ঘামাচ্ছো - এই করবো, সেই করবো। ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে - যারা বীজ বপণ করেছে, তারা-ই এখনও বপণ করবে। যজ্ঞের চিন্তা তোমরা কোরো না। নিজের কল্যাণ করো। নিজেকে সাহায্য করো। ভগবানকে তোমরা সাহায্য করো কি? ভগবানের কাছ থেকে তোমরা নাও, নাকি কিছু দাও? এইরূপ চিন্তন করা উচিত নয়। বাবা তো বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছো। সঙ্গমে এসেই তোমরা দুই দিক দেখতে পাও। এখানে অসংখ্য মানুষ। সত্যযুগে মানুষের সংখ্যা কম হবে। সারা দিন সঙ্গমেই দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। বাবা আমাদের কি থেকে কিসে পরিণত করে দেন! বাবার পাট কতখানি ওয়ান্ডারফুল। ঘুরতে ফিরতে স্মরণের যাত্রায় থাকো। অনেক বাচ্চারা সময় নষ্ট করে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা-ই জীবন তরী পার হবে। কল্প পূর্বেও বাচ্চাদের এমন বোঝানো হয়েছিল। ড্রামা রিপটি হতেই থাকে। উঠতে-বসতে সারা কল্প বৃক্ষ যেন বুদ্ধিতে স্মরণে থাকে, এ হল পড়াশোনা। বাকি যার যা জীবিকা করতে থাকো। পড়াশোনার জন্য সময় বের করা উচিত। মিষ্টি বাবা ও স্বর্গকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে ততই অস্তিম সময়ে সেইরূপ গতি অর্থাৎ সদগতি হবে। শুধু বাবা, এখন তোমার কাছে এলাম বলে। বাবার স্মরণে শ্বাস-প্রশ্বাস সুখের হয়ে যাবে। ব্রহ্ম জ্ঞানীদের শ্বাস-প্রশ্বাসও সুখময় হয়ে যায়। ব্রহ্মের স্মরণেই থাকে, কিন্তু ব্রহ্মলোকে কেউ গমন করে না। নিজে থেকেই শরীর ত্যাগ করবে - এমনও হতে পারে। অনেকে উপবাসে থেকে শরীর ত্যাগ করে, তারা দুঃখে মারা যায়। বাবা তো বলেন খাও দাও, বাবাকে স্মরণ করো, অস্তিম সময়ে সদগতি হবে। মরতে তো হবেই, তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সর্বদা স্মরণে রাখবে - যে কর্ম আমরা করবো, আমাদের দেখে অন্যরা করবে। এমন আরাম প্রিয় হয়ে যেও না যার ফলে ডিস-সার্ভিস হবে। খুব খুব নিরহংকারী হয়ে থাকতে হবে। নিজেকে নিজেই সাহায্য করে নিজের কল্যাণ করতে হবে।

২) জীবিকা বা ব্যবসায়িক কার্যে এমন ব্যস্ত হবে না যে, স্মরণের যাত্রা বা পড়াশোনা করার জন্য সময় না পাও। দেহ-অভিমান খুবই তুচ্ছ এবং খারাপ বস্তু, যা ত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার পরিশ্রম করতে হবে।

বরদানঃ:- যেকোনও বিষয়কে কল্যাণের ভাবনা থেকে দেখে বা শুনে পরদর্শন মুক্ত ভব সংগঠন যত বড় হতে থাকবে, পরিস্থিতিও তত বড় আসতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের সেন্সিটিভ তখন হবে যখন দেখেও দেখবে না, শুনেও শুনবে না। নিজের স্বচিন্তনে থাকবে। স্বচিন্তনকারী আত্মা পরচিন্তন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যদি কোনও কারণবশতঃ শুনতেও হয়, যদি নিজেই নিজের দায়িত্ব নিয়ে থাকো তাহলে নিজের ব্রেককে পাওয়ারফুল বানাও। দেখে-শুনে যতটা সম্ভব হয় কল্যাণ করো তারপর ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও।

স্নোগানঃ:- নিজের সন্তুষ্টতা আর খুশীতে পরিপূর্ণ জীবনের দ্বারা প্রতিটি কদমে যে সেবা করে, সে-ই হলো সত্যিকারের সেবাধারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সদা খুশীতে থাকো, তাহলে স্মরণের যাত্রা সহজ হয়ে যাবে, স্মরণের দ্বারাই ২১ জন্মের জন্য পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের সবচেয়ে ভালো সার্ভেন্ট (গোলাম) কে ?

*উত্তরঃ - ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ বা সায়েন্সের ইনভেনশন, যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে যায়। এ হলো তোমাদের সবচেয়ে ভালো সার্ভেন্ট বা গোলাম, যা সাফাই-এর কার্যে সাহায্য করে। সমগ্র প্রকৃতি তখন তোমাদের অধিকারে থাকে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা কী করছে? যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে তো নেই, তোমরা তো বসে রয়েছেো, তাই না। তোমাদের সৈন্যদল কত ভালো। এদের বলা হয় আধ্যাত্মিক পিতার আধ্যাত্মিক সেনা। আধ্যাত্মিক পিতার সাথে যোগ-যুক্ত হয়ে রাবণের উপরে বিজয়লাভ করার জন্য তিনি কত সহজ পুরুষার্থ করান। তোমাদের বলা হয় গুপ্ত-যোদ্ধা, গুপ্ত-মহাবীর। পাঁচ বিকারের উপরে তোমরা বিজয়লাভ করো, এরমধ্যেও প্রথম হলো দেহ-অভিমান। বাবা বিশ্বের উপর বিজয়প্রাপ্ত করার জন্য বা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কত সহজ যুক্তি বলে দেন। বাচ্চারা, তোমরা ব্যতীত একথা আর কেউই জানেনা। তোমরাই বিশ্বে শান্তির রাজ্য স্থাপন করছো। ওখানে অশান্তি, দুঃখ, রোগের কোনো নাম-গন্ধই নেই। এই পড়াশোনা তোমাদেরকে নতুন দুনিয়ার মালিক করে দেয়। বাবা বলেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, কাম-বিকারের উপরে বিজয়প্রাপ্ত করলে ২১ জন্মের জন্য তোমরা জগৎ-জীত হয়ে যাবে। এ তো অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। তোমরা হলে শিববাবার আধ্যাত্মিক সেনা। রামের কথাও নয়, আর কৃষ্ণের কথাও নয়। রাম বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মাকে। এছাড়া রামের ওই যে সৈন্যদল ইত্যাদি দেখানো হয়, ওসবই হলো ভ্রান্ত কথা। গাওয়াও হয়, স্তোন-সূর্য উদিত (প্রকট) হয়েছে, অস্ত্রাণ অন্ধকার বিনাশ। কলিযুগ হলো ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখানে কত লড়াই-ঝগড়া, মারামারি হয়। সত্যযুগে এসব হয় না। দেখো, তোমরা নিজেদের রাজ্য কীভাবে স্থাপন করো। এখানে কোনো হাত-পা চালানো অর্থাৎ মারামারি হয় না, এখানে দেহ-অভিমানকে পরিত্যাগ করতে হয়। ঘর পরিবারে থাকলেও প্রথমে একথা স্মরণ করো যে -- আমরা হলাম আত্মা, শরীর নই। তোমরা আত্মারাই ৮৪ জন্ম ভোগ করো। এখন এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। একে বলা হয় লীপ যুগ, পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। চুলের শিখা (টিকি) তো ছোটই হয়, তাই না। ব্রাহ্মণদের কেশশিখা বিখ্যাত। বাবা কত সহজ করে বোঝান। রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা প্রতি ৫ হাজার বছর পর এসে বাবার কাছে এই পাঠ পড়ো। এইম অবজেক্টও সম্মুখে রয়েছে - শিববাবার কাছে আমাদের এমনই তৈরী হতে হবে। হ্যাঁ বাচ্চারা! কেন নয়। শুধু দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো তবেই পাপ খন্ডিত হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে, এই জন্মে পবিত্র হয়েই আমরা ২১ জন্মের জন্য পুণ্য আত্মা হয়ে যাই, পুনরায় অধঃপতন শুরু হয়। একথাও জানো যে, আমরাই ৮৪ চক্রের পরিক্রমা করি। সমগ্র দুনিয়া তো আসবে না। ৮৪ চক্রের পরিক্রমণকারীরা বা এই ধর্মাবলম্বীরাই আসবে। সত্য আর ত্রেতা বাবা-ই স্থাপন করেন যা এখন তিনি করছেন পুনরায় দ্বাপর-কলিযুগ হলো রাবণের স্থাপনা। রাবণের চিত্রও তো রয়েছে, তাই না। উপরে গর্দভের মস্তক। তারা বিকারের হাতের পুতুল হয়ে যায়। তোমরা এখন জানোও যে, আমরা কী ছিলাম ! এ তো হলো পাপাত্মাদের দুনিয়া। পাপাত্মাদের দুনিয়ায় কোটি-কোটি মানুষ। পুণ্যাত্মাদের দুনিয়া শুরু হয় ৯ লক্ষ থেকে। এখন তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হও। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, তাই না। স্বর্গের রাজত্বও (বাদশাহী) তো অবশ্যই বাবা-ই দেবেন। বাবা বলেন, আমি তোমাদের বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য দিতে এসেছি। এখন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। তাও আবার এই মৃত্যুলোকের অন্তিম জন্মে পবিত্র হও। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনে প্রস্তুত। বোমা ইত্যাদি এমন সব জিনিস তৈরী করছে যা ঘরে বসে সব শেষ করে দেবে। বলাও হয় যে, ঘরে বসে পুরানো দুনিয়াকে বিনাশ করে দেবে। এইসমস্ত বোমা ইত্যাদি ঘরে বসে এমনভাবে নিষ্ক্ষেপ করবে যে সমগ্র দুনিয়াই শেষ করে দেবে। বাচ্চারা, তোমরা ঘরে বসে যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। তোমরা যোগবলের দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করছো। ওরা সায়েন্সের শক্তির দ্বারা সমগ্র দুনিয়াকে সমাপ্ত করে দেবে। এরা হলো তোমাদের সার্ভেন্ট। পুরানো দুনিয়াকে বিনাশ করে তোমাদের সেবা করছে। এইসমস্ত ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ ইত্যাদি হলো তোমাদের গোলাম। সমগ্র প্রকৃতিই তোমাদের সেবক হয়ে যায়। তোমরা শুধু বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে থাকো। তাই বাচ্চারা, তোমাদের অন্তরে অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত। এমন বিলভেট বাবাকে তো কত স্মরণ করা উচিত। এই ভারতই সম্পূর্ণ শিবালয় ছিল। সত্যযুগে সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল, এখন এখানে বিকারী। এখন তোমাদের

স্মৃতি (স্মরণে) এসেছে - সর্বদা বাবা আমাদের বলেন, হিয়ার নো ইভিল..... নোংরা কথা শুনো না। মুখেও বলো না। বাবা বোঝান যে, তোমরা কত ডার্টি (নোংরা) হয়ে গেছো। তোমাদের কাছে অগাধ ধনসম্পদ ছিল। তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে। এখন তোমরা স্বর্গের বদলে নরকের মালিক হয়ে গেছো। এই ড্রামাও পূর্ব-নির্ধারিত। বাচ্চারা, প্রতি ৫ হাজার বছর পর আমি তোমাদেরকে এই রৌরব নরক থেকে বের করে স্বর্গে নিয়ে যাই। আত্মা-রূপী বাচ্চারা তোমরা কী আমার কথা শুনবে না? পরমাত্মা বলেন, তোমরা তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাও, তাহলে কেন তোমরা এমন হবে না?

বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এই যোগবলের দ্বারাই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ খন্ডন হবে। এছাড়া জন্ম-জন্মান্তরের পাপমোচন হতে সময় লাগে। যে বাচ্চারা শুরুতেই এসেছে, তাদের ১০ শতাংশও যোগ লাগে না তাই পাপখন্ডনও হয় না। নতুন-নতুন বাচ্চারা অতি শীঘ্র যোগী হয়ে যায় তাই পাপখন্ডনও হয়ে যায় আর সার্ভিসও করতে শুরু করে দেয়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এখন আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। বাবা আসেন নিয়ে যেতে। পাপাত্মারা তো শান্তিধাম-সুখধামে যেতে পারবে না। তারা তো থাকে দুঃখধামে, তাই এখন বাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আরে বাচ্চারা! খুব সুন্দর ফুল (গুল-গুল) হয়ে যাও। দৈবী-কুলে কলঙ্ক লাগিও না। বিকারী হওয়ার জন্য তোমরা কত দুঃখী হয়ে গেছো। ড্রামার এই খেলাও পূর্ব-নির্ধারিত। পবিত্র না হলে তো পবিত্র দুনিয়া স্বর্গে আসতে পারবে না। ভারত স্বর্গ ছিল, কৃষ্ণপুরীতে ছিলে, আর এখন হয়েছে নরকবাসী। বাচ্চারা, তাই তোমাদের আনন্দের সাথে বিকারকে পরিত্যাগ করা উচিত। তৎক্ষণাৎ বিষ পান করাও ছাড়তে হবে। বিষ পান করতে-করতে কী তোমরা বৈকুণ্ঠে যাবে, না যাবে না। এখন এদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) মতন হওয়ার জন্য তোমাদেরকে পবিত্র হতে হবে। তোমরা বোঝাতে পারো যে - এরা এই রাজস্ব কীভাবে প্রাপ্ত করেছে? রাজযোগের দ্বারা। এ হলো পড়াশোনা, তাই না। যেমন, ব্যারিস্টারি যোগ, সার্জেন যোগ হয় এও তেমনই। সার্জেনের সঙ্গে যোগ থাকলে সার্জেন হবে। এ হলো ভগবানুবাচ। তিনি রথে (শরীরে) কীভাবে প্রবেশ করেন? তিনি বলেন, বাচ্চারা, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এনার মধ্যে বসে তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করি। জানি যে, ইনি বিশ্বের মালিক ছিলেন, পবিত্র ছিলেন। এখন অপবিত্র, কাঙ্গাল হয়ে গেছেন পুনরায় ইনি প্রথম স্থানাধিকারী হবেন। বাচ্চারা, ওঁনার মধ্যে প্রবেশ করেই তোমাদের নলেজ দিই। অসীম জগতের বাবা বলেন - বাচ্চারা, পবিত্র হও তবেই তোমরা সুখী হবে। সত্যযুগ হলো অমরলোক, দ্বাপর-কলিযুগ হলো মৃত্যুলোক। কত ভালোভাবে বাচ্চাদের বোঝান। এখানে দেহী-অভিমানী হয়ে পুনরায় দেহ-অভিমাণে এসে মায়ার কাছে পরাস্ত হয়। মায়া একটাই এমন কামান(তোপ) দাগে যে একদম নর্দমায় পড়ে যায়। বাবা বলেন, এ হলো নর্দমা। এ কোন সুখ কী? না সুখ নয়। তাহলে ভাবো যে স্বর্গ কেমন, এই দেবী-দেবতাদের জীবনযাত্রা কেমন! এর নামই স্বর্গ। তোমাদের স্বর্গের মালিক বানায় তথাপি বলে যে আমরা বিষপান করবো। তাহলে স্বর্গে আসতে পারবে না, অনেক সাজাভোগ করবে। বাচ্চারা, তোমাদের হলো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। দেহ-অভিমাণে এসে অত্যন্ত ছিঃ ছিঃ কার্য করে। মনে করে, আমাকে কী কেউ দেখছে, না দেখছে না। ক্রোধ-লোভ গোপনীয় বা ব্যক্তিগত হয় না। কাম-বিকারে গোপনীয়তা থাকে। মুখ কালো করে দেয়। মুখ কালো করতে-করতে তোমরা গৌরবর্ণের (সুন্দর) থেকে শ্যামবর্ণ হয়ে গেছো আর তখন সমগ্র দুনিয়াই তোমাদের ফলো করেছে। এমন পতিত দুনিয়ার অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। বাবা বলেন -- এক জন্মের জন্যও তোমরা পবিত্র হতে পারো না, এতে কী তোমরা লজ্জিত হও না?

ভগবানুবাচ -- "কাম হলো মহাশত্রু" । বাস্তবে তোমরা যখন স্বর্গবাসী ছিলে, তখন তোমরা এত ধনবান ছিলে যে সেকথা আর জিজ্ঞাসা করো না ! বাচ্চারা বলে যে, বাবা আমাদের শহরে চলো। আমি কি কাঁটার জঙ্গলে বাদরদের দেখতে যাবো? বাচ্চারা, ড্রামানুসারে তোমাদেরকে সার্ভিস করতেই হবে। গায়নও রয়েছে, ফাদার শোজ সন । বাচ্চাদেরই গিয়ে সকলের কল্যাণ করতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান - এটা ভুলে যেওনা যে আমরা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রয়েছি। তোমাদের যুদ্ধ হলো ৫ বিকারের সাথে । এই জ্ঞান-মার্গ হলো সম্পূর্ণ আলাদা। বাবা বলেন - আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই, পুনরায় নরকবাসী তোমাদের কে বানায়? রাবণ। পার্থক্য তো দেখতে পাচ্ছো, তাই না। জন্ম-জন্মান্তর তোমরা ভক্তিমার্গে গুরু করেছে, কিছুই পাও নি। ওঁনাকে বলা হয় সদ্ধুরু। শিখধর্মাবলম্বীরা তো বলে - সদ্ধুরু অকালমূর্ত, তাই না। ওঁনাকে কখনও কোন কাল (মৃত্যু) গ্রাস করতে পারে না। ওই সদ্ধুরু তো কালেরও কাল (মহাকাল)। বাবা বলেন - আমি তোমাদের, সব বাচ্চাদেরকে কালের কবল থেকে রক্ষা করতে এসেছি। সত্যযুগে কাল পুনরায় আসেই না, তাকে অমরলোক বলা হয়। এখন তোমরা শ্রীমতানুসারে অমরলোক, সত্যযুগের মালিক হচ্ছে। দেখো, তোমাদের লড়াই কেমন। সমগ্র দুনিয়া পরস্পরের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করতেই থাকে। আবার তোমাদের হলো ৫ বিকাররূপী রাবণের সঙ্গে

যুদ্ধ। তার উপরে তোমরা বিজয়প্রাপ্ত করো। এ হলো অন্তিম জন্ম।

বাবা বলেন, আমি হলাম দীননাথ। এখানে গরীবরাই আসে। ধনীদের ভাগ্যেই নেই। ধনের নেশায় মশগুল হয়ে থাকে। এসব শেষ হয়ে যাবে। এছাড়া সময় এখন অল্প। এ হলো ড্রামার প্ল্যান, তাই না। এত যে বোমা ইত্যাদি বানানো হয়েছে, তা কার্যে অবশ্যই প্রয়োগ করা হবে। পূর্বে যুদ্ধ করা হতো তীর-ধনুক দিয়ে, তলোয়ার দিয়ে, বন্দুক ইত্যাদির দ্বারা। এখন বোমা নামক এমন জিনিস তৈরী হয়েছে যা ঘরে বসেই সব শেষ করে দেবে। এইসব জিনিস কি কেউ ঘরে রাখার জন্য তৈরী করেছে, না করেনি। কতদিন পর্যন্ত রাখবে। বাবা এসেছেন তাই বিনাশও অবশ্যই হবে। ড্রামার চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। তোমাদের রাজ্য অবশ্যই স্থাপিত হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ কখনো লড়াই করে না। যদিও শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে - অসুর আর দেবতাদের লড়াই হয়েছে কিন্তু ওরা সত্যযুগের, আর অসুর হলো কলিযুগের। দু'পক্ষ কীভাবে মিলবে যে তাদের মধ্যে লড়াই হবে? এখন তোমরা জানো যে - আমরা ৫ বিকারের সাথে যুদ্ধ করছি। এর উপরে বিজয়প্রাপ্ত করে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে নির্বিকারী দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। এই ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত। কারো-কারোর ভাগ্যেই নেই। যোগবল থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে। সম্পূর্ণ হলে তবেই তো সম্পূর্ণ দুনিয়ায় আসতে পারবে। বাবাও শঙ্খধ্বনি করতেই থাকে। মানুষ আবার ভক্তিমার্গে শঙ্খ বা শিঙ্গা ইত্যাদি বসে বানিয়েছে। বাবা তো এই মুখ(ব্রহ্মা) দ্বারা বোঝান। এ হলো রাজযোগের পড়া(জ্ঞান)। অত্যন্ত সহজ পড়া। বাবাকে স্মরণ করো আর রাজত্বকে স্মরণ করো। অসীম জগতের বাবাকে চেনো আর রাজত্ব নাও। এই দুনিয়াকে ভুলে যাও। তোমরা হলে অসীম জগতের সন্ন্যাসী। তোমরা জানো, সমগ্র পুরানো দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে শুধু ভারতই ছিল। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের দৈবী-কুলে কলঙ্ক লাগাবে না। সুন্দর ফুল হতে হবে। অনেক আত্মাদের প্রতি কল্যাণের সার্ভিস করে বাবাকে শো (প্রত্যক্ষ) করাতে হবে।

২) সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়ার জন্য না নোংরা কথা শোনা উচিত, না মুখে বর্ণন করা উচিত। হিয়ার নো ইভিল, টক নো ইভিল... দেহ-অভিমানের বশে কোনো বিকারী কর্ম করবে না।

বরদানঃ:- মন্মনা ভব-র মন্ত্রের দ্বারা মনের বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়ে নির্বন্ধন, ট্রাস্টি ভব যেকোনও বন্ধন হলো শৃঙ্খলের মতো। খাঁচায় বন্দী ময়না এখন নির্বন্ধন উড়ন্ত পাখি হয়ে গেছে। যদি কোনও শরীরের বন্ধনও থাকে তথাপি মন হলো উড়ন্ত পাখি। কেননা মন্মনা ভব হওয়ার কারণে মনের বন্ধনও মুক্ত হয়ে যায়। প্রবৃত্তিকে দেখাশোনা করারও বন্ধন নেই। ট্রাস্টি হয়ে দেখাশোনা করে সদা নির্বন্ধন থাকো। গৃহস্থী মানে বোঝা, ভারী বোঝা কখনও উড়তে পারে না। কিন্তু ট্রাস্টি থাকো তাহলে নির্বন্ধন থাকবে, আর উড়ন্ত কলার দ্বারা সেকেণ্ডে সুইট হোমে পৌঁছাতে পারবে।

স্লোগানঃ:- উদাসীকে নিজের দাসী বানিয়ে নাও, তাকে চোহারায় আসতে দিও না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"এই বছরকে নির্মান, নির্মল এবং ব্যর্থ থেকে মুক্ত হওয়ার মুক্তিবর্ষ উদযাপন করো"

আজ বাপদাদা নিজের চতুর্দিকের বাচ্চাদের ললাটে ঝলমলে তিন রেখা দেখছেন। একটি রেখা হলো প্রভু পালনার, আরেক রেখা হলো শ্রেষ্ঠ অধ্যয়নের এবং তৃতীয় রেখা হলো শ্রেষ্ঠ মতের। তিন রেখাই ঝলমল করছে। এই তিন রেখা সকলের ভাগ্যের রেখা। তোমরাও সবাই নিজের তিন রেখা দেখছো তো না! প্রভু-পালনার ভাগ্য তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মা ব্যতীত আর কারও প্রাপ্ত হয় না। পরমাত্ম-পালনা এমনই যে পালনা দ্বারা কত শ্রেষ্ঠ পূজনীয় হয়ে যাও তোমরা। কখনো স্বপ্নেও এমন ভেবেছিলে যে আমি আত্মার পরমাত্ম পাঠের অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার আছে! কিন্তু এখন সাকারে অনুভব করছো। স্বয়ং সন্ধুর অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত সব কর্মের শ্রেষ্ঠ মত প্রদান করে, কর্ম বন্ধনের পরিবর্তে কর্ম সম্বন্ধে আসতে শ্রীমৎ দেওয়ার নিমিত্ত বানাবেন, এটাও স্বপ্নে ছিল না। কিন্তু এখন অনুভবের দ্বারা বলে থাকো আমাদের সব কর্ম শ্রীমতে চলছে। এমন অনুভব আছে তোমাদের? সব বাচ্চার এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দেখে বাপদাদাও আনন্দিত হন। বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাঃ! বাচ্চারাও বলে বাঃ বাবা বাঃ! আর বাবা বলেন বাঃ বাচ্চারা বাঃ!

আজ অমৃতবেলা থেকে বাচ্চাদের দুটো সংকল্পের দ্বারা স্মরণ বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। এক তো কিছু বাচ্চার নিজের অ্যাকাউন্ট দেওয়ার বিষয়ে স্মরণ ছিল। দ্বিতীয় - বাবার সঙ্গে রঙের হোলি স্মরণ ছিল। তো সবাই হোলি উদযাপন করতে এসেছো তো না! ব্রাহ্মণের ভাষায় উদযাপন অর্থাৎ হওয়া। হোলি উদযাপন করো অর্থাৎ তোমরা হোলি হও। বাপদাদা দেখছিলেন ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের হোলিয়েস্ট হওয়া সবার থেকে কত স্বতন্ত্র আর অনুপম! বাস্তবে, দ্বাপরের আদি সময়ের মহান আত্মারা এবং সময়-সময়তে আসা ধর্ম পিতারাও পবিত্র, হোলি হয়েছে। কিন্তু তোমাদের পবিত্রতা সবার থেকে শ্রেষ্ঠও, স্বতন্ত্রও। তোমরা আত্মারাও পবিত্র, তোমাদের শরীরও পবিত্র, প্রকৃতিও সত্যোপ্রধান পবিত্র। সমগ্র কল্পে অন্য যে কেউ, সে মহাত্মা হোক বা ধর্ম আত্মা, কিংবা ধর্ম পিতা, কিন্তু তোমাদের মতো এমন হোলিয়েস্ট না কেউ হয়েছে, না কেউ হতে পারে। নিজের ভবিষ্যৎ স্বরূপ সামনে নিয়ে এসো। সবার সামনে নিজের ভবিষ্যৎ রূপ এসেছে? নাকি জানি না, আমি হবো কি হবো না! কি হবো! যা কিছুই হও কিন্তু হবে তো পবিত্র, তাই না! শরীরও পবিত্র, আত্মাও পবিত্র আর প্রকৃতিও পবিত্র পাবন, সুখদায়ী...নিশ্চয়ের কলম দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ চিত্র সামনে আনতে পারো। নিশ্চয় আছে তো না! টিচারদের নিশ্চয় আছে? আচ্ছা এক সেকেন্ডে নিজের ভবিষ্যৎ চিত্র সামনে আনতে পারো? ঠিক আছে, কৃষ্ণ না হতে পারো কিন্তু কৃষ্ণের সাথী তো হবে, হবে তো না! এটা কত সুন্দর লাগে! আর্টিস্ট কীভাবে হতে হয় জানো তোমরা, নাকি জানো না? শুধু সামনে দেখো। এখন আমি সাধারণ, কাল (ডামার কাল, এটা সেই কাল নয় যেটা আগামীকাল আসবে), তো কাল (ভবিষ্যতে) এই পবিত্র শরীরধারী অবশ্যই হতে হবে। পান্ডব কী ভাবছো? পাক্সা তো না! সন্দেহ নেই তো - জানি না হবো কি হবো না! সন্দেহ আছে? নেই তো, তাই না? পাক্সা? তোমরা যখন রাজযোগী তখন তোমাদের অধিকারী তো হতেই হবে। বাপদাদা অনেক বার স্মরণ করিয়ে দেন যে বাবা তোমাদের জন্য উপহার এনেছেন, তো কী উপহার এনেছেন? স্বর্ণালী দুনিয়া, সত্যোপ্রধান দুনিয়ার উপহার এনেছেন। তো নিশ্চয় আছে, নিশ্চয়ের লক্ষণ হলো অধ্যাত্ম নেশা। নিজের রাজ্যের সমীপে আসছো, ঘরেরও সমীপে আসছো আর নিজের রাজ্যের যত সমীপে আসছো, তো বারবার নিজের সুইট হোম আর নিজের সুইট রাজ্যের স্মৃতি স্পষ্ট রূপে আসাই উচিত। এটা হলো সমীপে আসার লক্ষণ। নিজ নিকেতন, নিজের রাজ্য এমনই স্পষ্ট রূপে যেন স্মৃতিতে আসে, তৃতীয় নয়ন দ্বারা যেন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অনুভব হবে আজ এটা, কাল এটা। কতবার তোমরা পার্ট সম্পূর্ণ করে নিজের ঘর এবং নিজের রাজ্যে গেছো, স্মরণে আসে তো না! আর এখন আবার যেতে হবে।

বাপদাদা সকলের বর্তমান সময়ের রেজাল্ট দেখেছেন। ডবল ফরেনার্স হোক বা ভারতবাসী, সব বাচ্চার রেজাল্টে দেখেছেন যে বর্তমান সময়ে বাচ্চাদের মধ্যে অনেক নতুন নতুন ধরনের অমনোযোগিতা বিদ্যমান। অনেক ধরনের অমনোযোগিতা। মনে মনেই ভেবে নেয়, "সব চলে" - এটা হলো অমনোযোগিতা। সাথে অল্প অল্প বিভিন্ন রকমের পুরুষার্থ বা স্ব-পরিবর্তনে বেথেয়াল ভাবের সাথে কিছু পার্সেন্টে আলস্যও রয়েছে। হয়ে যাবে, করেই নেবো... বাপদাদা নতুন নতুন ধরনের অমনোযোগিতার বিষয়গুলো দেখেছেন। সেইজন্য অমনোযোগী রূপে নয়, নিজেদের সত্য হৃদয় থেকে অবশ্যই অ্যাকাউন্ট রাখো।

তো বাপদাদা আজ রেজাল্ট শোনাচ্ছেন। শোনাবেন, নাকি না! শুধু ভালোবাসবেন? এটাও ভালোবাসা। প্রত্যেকের প্রতি বাপদাদার এত ভালবাসা আছে যে তাঁর মনে হয় বাচ্চারা সবাই যেন ব্রহ্মা বাবার সাথে সাথে নিজের ঘরে ফিরে যায়। পিছনে পিছনে যেন না যায়, সাথী হয়ে যায়। সুতরাং সমান হতে হবে তো না! সমান হওয়া ব্যতীত সাথী হয়ে যেতে পারবে না এবং তারপরে আবার নিজের রাজ্যে প্রথম জন্ম, প্রথম জন্ম তো প্রথমই হবে, তাই না! যদি দ্বিতীয়-তৃতীয় জন্মে এসেও যাও, ভালো রাজাও হয়ে যাও, কিন্তু বলা তো হবে দ্বিতীয়-তৃতীয়, তাই তো না! সাথে যাওয়া আর ব্রহ্মা বাবার সাথে প্রথম জন্মের অধিকারী হওয়া - এরাই হলো নম্বর ওয়ান পাস উইথ অনার। তো পাস উইথ অনার হবে, নাকি পাস মার্জ হলেও ঠিক আছে? কখনও এটা ভেবো না যে আমরা যা করছি, যা হচ্ছে তা বাপদাদা দেখেন না। এতে কখনো অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়। যদি কোনও বাচ্চা নিজের হৃদয়ের চার্ট জিজ্ঞাসা করে তো বাপদাদা বলতে পারেন, কিন্তু এখন সেটা বলার নয়। বাপদাদা প্রত্যেক মহারথী, ঘোড়সওয়ার... সবার চার্ট দেখছেন। অনেকবার তো বাপদাদার খুব করুণা হয়, তোমরা কে আর করছো কী! কিন্তু ব্রহ্মা বাবা যেমন বলতেন না - মনে আছে তোমাদের, কী বলতেন? গুড় জানে গুড়ের বস্তু জানে। শিব বাবা জানে আর ব্রহ্মা বাবা জানে, বাপদাদার অতি করুণার সঞ্চার হয়। কিন্তু এমন বাচ্চারা বাপদাদার দয়ার সংকল্প টাচ করতে পারে না, ক্যাচ করতে পারে না। সেইজন্য বাপদাদা বলেছেন - বিভিন্ন রকমের রয়্যাল অসতর্কতা বাবা দেখতে থাকেন। আজ বাপদাদা বলেই দিচ্ছেন তাঁর সমবেদনা বোধ হয়। কোনো কোনো বাচ্চা এইরকম মনে করে যে সত্যযুগে তো জানাই যাবে না কে কী ছিল, এখন তো মজা করে নাও। এখন যা কিছু করার করে নাও। কেউ আটকানোর নেই, কেউ দেখার নেই। কিন্তু এটা ঠিক নয়। বাপদাদা শুধু নামটা বলেন না, যদি নাম বলেন তোমরা কাল ঠিক হয়ে যাবে।

তাহলে বুঝেছো যে কী করতে হবে! পান্ডব বুঝেছো কি বোঝানি! চলে যাবে? চলবে না, কেননা বাপদাদার কাছে প্রত্যেকের প্রতি দিনের রিপোর্ট আসে। বাবা-দাদা নিজেদের মধ্যেও আত্মিক বার্তালাপ করেন। তো বাপদাদা সব বাচ্চাকে আবারও ইশারা দিচ্ছেন যে, সময় সবরকমভাবে অতিরিক্ত দিকে যাচ্ছে। মায়াও নিজের অতিরিক্ত পার্ট প্লে করছে, প্রকৃতিও নিজের অতিরিক্ত পার্ট প্লে করছে। এমন সময়ে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের নিজের প্রতি অ্যাটেনশনও অতি অর্থ্যাৎ মন বচন কর্মে অতি প্রয়োজন। সাধারণ পুরুষার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে, বাপদাদা দেখেছেন যে, সেবাতে তোমাদের নির্ভা ভালো। সেবার জন্য তোমরা এভাররেডি, যখন তোমরা চান্স পাও তো ভালোবাসার সাথে সেবার জন্য এভাররেডি। কিন্তু এখন সেবাতে অ্যাডিশন করো - বাণীর সাথে সাথে মম্মা সেবা। নিজেকে তথা আত্মাকে কোনো না কোনো বিশেষ প্রাপ্তির স্বরূপে স্থিত করে বাণীর দ্বারা সেবা করো। মনে করো, ভাষণ করছো, বাণীর দ্বারা ভাষণ তোমরা তো ভালোই করো কিন্তু সেই সময় আত্মিক স্থিতিকে বিশেষভাবে হয় শক্তির, নতুবা শান্তির, কিংবা পরমাত্ম-ভালবাসার, কোনো না কোনো বিশেষ অনুভূতির স্থিতিতে স্থিত করে মম্মা দ্বারা আত্মিক স্থিতির প্রভাব বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে দাও এবং বাণীর দ্বারা সন্দেশ দাও। মম্মা দ্বারা আত্মিক স্থিতির অনুভূতি করাও। ভাষণের সময় ললাট থেকে, নয়ন থেকে, চেহারার থেকে সেই অনুভূতির আন্তরিক সৌন্দর্য যেন প্রতীয়মান হয় যে, আজ আমরা ভাষণ তো শুনছিলাম, তার সাথে সাথে পরমাত্ম-ভালবাসার খুব ভালো অনুভূতি হচ্ছিল। ভাষণের রেজাল্টে তারা যেমন বলে থাকে খুব ভালো বলেছো, খুব ভালো, খুব ভালো ভালো বিষয়ে বলেছো, ঠিক সেইভাবেই যেন তোমাদের আত্ম-স্বরূপের অনুভূতিরও বর্ণন করে। মনুষ্য আত্মাদের কাছে যেন ভাইব্রেশন পৌঁছায়, বায়ুমন্ডল তৈরি হয়। যখন সায়েন্সের সাধন বাতাবরণ ঠাণ্ডা করতে পারে, সবার বোধগম্য হয় খুব ভালো ঠাণ্ডা আসছে। এটা গরম বায়ুমন্ডলও অনুভব করাতে পারে। সায়েন্স ঠাণ্ডা গরমের অনুভব করাতে পারে, গরমে ঠাণ্ডার অনুভব করাতে পারে। তাহলে তোমাদের সায়েন্স কী প্রেম স্বরূপ, সুখ স্বরূপ, শান্ত স্বরূপ বায়ুমন্ডল অনুভব করাতে পারে না! এটা রিসার্চ করো। তারা শুধু ভালো ভালো করেছে, কিন্তু তারা যেন ভালো হয়ে যায়, তবেই সমাপ্তির সময়কে সমাপ্ত করে নিজেদের রাজত্ব আনতে পারবে। কেন তোমাদের নিজেদের রাজ্য স্মরণে আসে না? সঙ্গমযুগ শ্রেষ্ঠ সেটা ঠিক আছে, হীরে তুল্য। কিন্তু হে দয়াবান, বিশ্ব কল্যাণী বাচ্চারা, নিজেদের দুঃখী অশান্ত ভাই বোনদের প্রতি দয়া আসে না? উৎসাহ জাগে না, দুঃখময় সংসারকে সুখময় বানিয়ে দিই, এই উৎসাহ-উদ্দীপনা আসে না? দুঃখ দেখতে চাও, অন্যের দুঃখ দেখেও দয়া আসে না? তারা তোমাদের ভাই, তোমাদের বোন, তো দুঃখ দেখতে ভালো লাগে? নিজের দয়ালু কৃপালু স্বরূপ ইমার্জ করো। শুধু সেবায় নিয়োজিত হয়ে না, এই প্রোগ্রাম করেছি, এই প্রোগ্রাম করেছি...ঠিক আছে বর্ষ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন মার্সিফুল হও। হয় দৃষ্টির দ্বারা, অথবা অনুভূতির দ্বারা কিংবা আত্মিক স্থিতির প্রভাবের দ্বারা মার্সিফুল হও। হৃদয়বান হও।

বাপদাদা আরও একটি বিষয় দেখেছেন, তাঁর বলতে ভালো লাগে না। কখনো কখনো কোনো কোনো বাচ্চারা, তারা সব ভালো ভালো, তবুও অন্যের ব্যাপারে খুব জড়িয়ে পড়ে। অন্যের বিষয়ে দেখা, অন্যের ব্যাপারে বর্ণন করা... তাছাড়া

তারা দেখেও ব্যর্থ বিষয়। একে অন্যের বিশেষত্ব বর্ণন করা - এটার অভাব রয়েছে। প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখা, বিশেষত্ব বর্ণন করা, তাদের বিশেষত্বের দ্বারা তাদেরকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করা, এটার অভাব রয়েছে। কিন্তু ব্যর্থ বিষয় যে বিষয়গুলোকে বাপদাদা বলেন ছেড়ে দাও, নিজেরটা তো ছাড়ার চেষ্টা করে কিন্তু অন্যেরটা দেখার অভ্যাস রয়েছে। তাতে অনেক টাইম যায়। বাপদাদা এক বিশেষ শ্রীমৎ দিচ্ছেন - কমন বিষয় কিন্তু টাইম বেশি ওয়েস্ট হয়ে যায়। বোলে নিরহংকারী (নির্মান) হও। বোলে অহংকার শূন্যতা কম হওয়া উচিত নয়। হয়তো বা সাধারণ শব্দ বলো, তখন মনে করো এক্ষেত্রে বলতে হবেই তো না! কিন্তু নিরহংকারিতার পরিবর্তে যদি কেউ অথরিটির সাথে অহংকারশূন্য বোল না বলে তবে কার্যের ভিত্তিতে, তার সিট অনুসারে, ৫% অভিমানও দৃষ্টিগোচর হবে। অহংকার শূন্যতা ব্রাহ্মণের জীবনের বিশেষ রূপসজ্জা। তোমাদের মনে, বাণীতে, বোলে, সম্বন্ধ-সম্পর্কে... অহংকারশূন্যতা হবে। এমন নয় যে তিন বিষয়ে তো আমি নিরহংকার, একটায় কম আছি তো কী হয়েছে! কিন্তু সেই একটা অভাব পাস উইথ অনার হতে দেবে না। অহংকারশূন্যতাই হলো মহত্ব। ঝুঁকতে হবে না, ঝুঁকতে হবে। কিছু বাচ্চা হাসি মজায় বলে দেয় আমাকেই ঝুঁকতে হবে, সে তো নত হোক। কিন্তু সেটা নত হওয়া নয়, বাস্তবে পরমাত্মাকেও নিজের উপরে ঝুঁকতে হবে, আত্মার ব্যাপার তো ছাড়ো। নম্রতা আপনা থেকেই নিরহংকারী বানিয়ে দেয়। নিরহংকারী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হয় না। অহংকারশূন্যতা প্রত্যেকের মনে, তোমাদের প্রতি ভালোবাসার স্থান বানিয়ে দেয়। অহংকারশূন্যতার কারণে প্রত্যেকের মন থেকে তোমাদের জন্য শুভাশিস বের হয়। অনেক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। তোমাদের পুরুষার্থে লিষ্ট দ্বারা আশীর্বাদ রকেট হয়ে যাবে, অহংকারশূন্যতা এমনই জিনিস। অন্যেরা যে যেমনই হোক, তারা বিজি হোক বা কঠোর হৃদয়ের হোক, কিংবা ক্রোধী, কিন্তু অহংকারশূন্যতা তোমাদের জন্য সর্ব দ্বারা সহযোগ দেওয়ার নিমিত্ত হয়ে যাবে। যারা নিরহংকারী, তারা প্রত্যেকের সংস্কার অনুসারে নিজেকে চালাতে পারে। রিয়েল গোল্ড হওয়ার কারণে নিজেকে মোল্ড করার বিশেষত্ব থাকে। তো বাপদাদা দেখেছেন যে, বার্তালাপ করার সময়ও, সম্বন্ধ সম্পর্কেও, সেবাতেও পরস্পরের সাথে অহংকারশূন্য স্বভাব বিজয় প্রাপ্ত করায়। সেইজন্য বাপদাদা এই বছরকে বিশেষভাবে নির্মান, নির্মল বর্ষ-এর নাম দিচ্ছেন। বর্ষ উদযাপন করবে তো না!

এই বছরে বাপদাদা সব বাচ্চাকে ব্যর্থ থেকে মুক্ত দেখতে চান। মুক্ত বর্ষ উদযাপন করো। যে খামতিই থাক, সেই খামতিকে মুক্তি দাও, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি না দিচ্ছে, ততক্ষণ মুক্তিধামে বাবার সঙ্গে যেতে পারবে না। তাহলে, মুক্তি দেবে তোমরা? মুক্তিবর্ষ উদযাপন করবে? যে উদযাপন করবে সে এইভাবে হাত নাড়ো। উদযাপন করবে? একে অপরকে দেখে নিয়েছো তো না, উদযাপন তো করবে তাই না! এটা ভালো। যদি মুক্তিবর্ষ উদযাপন করো তবে বাপদাদা জহরত জড়িত থালায় অনেক অনেক অভিনন্দন, গ্রিটিংস, শুভেচ্ছা দেবেন। এটা ভালো, নিজেকেও মুক্ত করো। নিজের ভাই-বোনদেরও দুঃখ থেকে দূরে করো। যারা অসহায় তাদের মন থেকে যেন এই খুশির আওয়াজ বের হয় - আমাদের বাবা এসে গেছেন। ঠিক আছে। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল হোলিয়েস্ট আত্মাকে, সদা নির্মান (নিরহংকার) হয়ে নির্মাণ করে এমন সমীপ আত্মাদের, সদা নিজের পুরুষার্থের বিধিকে ফাস্ট, তীব্র করে এমন সম্পন্ন হওয়া স্নেহী আত্মাদের, সদা নিজের সঞ্চয়ের খাতা বাড়িয়ে তীব্র পুরুষার্থী হওয়া তীব্র বুদ্ধির বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধি হওয়ার শুভেচ্ছা আর হোলিরও অর্থাৎ সেকেন্ডে হো লি, বিন্দু লাগানো বাচ্চাদের অনেক অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন। কোণে কোণে থাকা বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন দিচ্ছেন। তিনি তোমাদের পোতামেলও পেয়েছেন, স্মরণের স্নেহ-সুমন এর পত্রও পেয়েছেন, কার্ডও পেয়েছেন আর হৃদয়ের সংকল্পও পৌঁছেছে, হৃদয়ের আত্মিক বার্তালাপও পৌঁছেছে, সেই সবকিছুর রিটার্নে বাপদাদা পদ্ম গুন স্মরণের স্নেহ-সুমন দিচ্ছেন। স্মরণের স্নেহ-সুমনের সাথে সকল বাচ্চাকে নমস্কার।

বরদান:- এক বল এক ভরসার আধারে মায়াকে স্যারেন্ডার করিয়ে শক্তিশালী ভব

এক বল এক ভরসা অর্থাৎ শক্তিশালী। যেখানে এক বল এক ভরসা সেখানে কেউ টলাতে পারে না। তার আগেই মায়া মূর্ছিত হয়ে যায়, স্যারেন্ডারড হয়। যখন মায়া স্যারেন্ডার করে তখন তোমরা সদা বিজয়ী। তো সদা যেন এই নেশা থাকে যে বিজয় আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। এই অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। হৃদয়ে এই স্মৃতি যেন ইমার্জ থাকে যে, আমরা কল্প কল্পের শক্তি এবং পাল্‌ব বিজয়ী হয়েছিলাম, হচ্ছি এবং আবারও হবো।

স্লোগান:- নতুন দুনিয়ার স্মৃতির দ্বারা সর্ব শক্তিকে আহ্বান করো আর তীব্র গতিতে এগিয়ে যাও।

সূচনা: — আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস। সকল ব্রহ্মা বংস সংগঠিত ভাবে সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত বিশেষ

দয়ালু, কৃপালু বাবার সাথে প্রত্যেক আত্মার প্রতি দয়া, কৃপার দৃষ্টি দিন, সবার থেকে আশীর্বাদ নিন আর সবাইকে দিন। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য বাবার সাথে সত্য থাকো, সত্যতার চাট রাখো, জ্ঞানের অহংকার ছেড়ে স্মরণে থাকার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো"

*প্রশ্নঃ - মহাবীর বাচ্চাদের প্রধান লক্ষণ কি হবে?

*উত্তরঃ - মহাবীর বাচ্চা তারাই হবে, যাদের বুদ্ধিতে নিরন্তর বাবার স্মরণ থাকবে। মহাবীর মানে শক্তিমান। মহাবীর সে, যে নিরন্তর খুশিতে থাকে, যে আত্ম-অভিমानी থাকে, এতটুকুও দেহের অহংকার থাকবে না। এইরকম মহাবীর বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, আমি হলাম আত্মা, বাবা আমাকে পড়াচ্ছেন।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা আত্মিক বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন - নিজেকে আত্মা মনে করে বসেছো? কেননা বাবা জানেন যে এটা কিছুটা ডিফিকাল্ট, এতেই পরিশ্রম রয়েছে। যে আত্ম-অভিমानी হয়ে বসে আছে, তাকেই মহাবীর বলা হয়। যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করে - তাকেই মহাবীর বলা হয়। সবসময় নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে থাকো যে, আমি আত্মা অভিমानी হয়েছি? স্মরণের যাত্রাতেই মহাবীর হয়, অর্থাৎ সুপ্রীম হয়। আর যে সমস্ত ধর্মাত্মারা আসে, তারা এত পরম হয় না। তারা তো আসেই দেহিতে। তোমরা নব্বরের ক্রমানুসারে পরম তৈরি হও। পরম অর্থাৎ শক্তিমান বা মহাবীর। তাহলে নিজের মধ্যেই এতো খুশি হয় কি যে, আমি আত্মা। আমাদের সকল আত্মাদের বাবা, এখন আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এটাও বাবা জানেন যে, কোনো কোনো আত্মা ২৫% চাট দেখায়, কেউ কেউ আবার ১০০% দেখায়। কেউ বলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আধঘন্টা স্মরণ থাকে, তাহলে কত শতাংশ হলো? নিজেকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। ধীরে ধীরে মহাবীর হতে হবে। হঠাৎ করে হতে পারবে না, পরিশ্রম আছে। যারা ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানী, এইরকম ভেবোনা যে তারা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে। তারা তো ব্রহ্মলোককেই পরমাত্মা মনে করে আর নিজেকে বলে "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম"। এখন ঘরের সঙ্গে কি যোগ যুক্ত হওয়া যায় ! এখন তোমরা বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করো। নিজেদের এই চাট দেখতে থাকো - ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমি কতটা সময় নিজেকে আত্মা মনে করছি? এখন তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে, আমরা ঈশ্বরীয় সেবায় নিযুক্ত আছি, অন গডলি সার্ভিস (On Godly Service) । এটাই সবাইকে বলতে হবে যে, বাবা শুধু বলেন - 'মন্মনা ভব' অর্থাৎ নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। এটাই হলো তোমাদের সেবা। যত যত তুমি সেবা করবে, ততই ফল প্রাপ্তি হবে। এটাই ভালোভাবে বুঝতে হবে। ভালো ভালো মহারথী বাচ্চারাও এই কথাটি পুরোপুরি বুঝতে পারে না। এটার জন্য অনেক পরিশ্রম লাগে। পরিশ্রম বিনা ফল প্রাপ্ত হয় কি!

বাবা দেখছেন, কোনো কোনো বাচ্চা চাট তৈরি করে পাঠিয়ে দেয়, কারোর চাট-ই তো এখানে এসে পৌঁছায় না। জ্ঞানের অহংকার রয়েছে। স্মরণে বসার পরিশ্রমও পৌঁছায়না। বাবা বোঝান, মূল বিষয় হলো এই স্মরণের যাত্রা। নিজের উপরে খেয়াল রাখতে হবে যে আমার সারাদিনের চাট কেমন ছিল? সেটাই নোট করতে হবে। কেউ কেউ আবার বলে চাট লেখার সময়ই নেই। মূল কথা তো বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে অলক্ষ-কে স্মরণ করো। এখানে যতটা সময় বসো তো মাঝে মাঝে অন্তর থেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে, আমি কতটা সময় স্মরণে বসে আছি? এখানে যখনই বসো তখন তোমাদের স্মরণের যাত্রাতে থাকতে হবে আর স্বদর্শন চক্র আবর্তিত করতে হবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমাকে বাবার কাছে অবশ্যই যেতে হবে। পবিত্র সত্যপ্রধান হয়েই যেতে হবে। এই কথাটি ভালোভাবে বুঝতে হবে। কেউ তো আবার খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। নিজের সঠিক চাট বলে না, এরকমও অনেক মহারথী আছে। সত্য তো কখনো বলে না। আধাকল্প মিথ্যার দুনিয়ায় থেকে, মিথ্যা যেন অন্তরে জমা হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে যারা সাধারণ আত্মা থাকে, তারা খুব তাড়াতাড়ি চাট লেখে। বাবা বলেন - তোমরা কেবলমাত্র স্মরণের যাত্রাতেই পাপকে ভস্ম করে পবিত্র হতে পারবে। কেবলমাত্র জ্ঞান থাকলেই, পবিত্র হতে পারবে না। এতে লাভ কি আছে ? আমাকে আহ্বান করেছিলে তো, পবিত্র হওয়ার জন্য। তার জন্য চাই স্মরণ। প্রত্যেককে সত্যতার সাথে নিজেদের চাট বলতে হবে। এখানে তুমি যদি পৌনে ঘন্টা বসো, তাহলে দেখতে হবে এই পৌনে ঘন্টার মধ্যে আমি কতটা সময় নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করেছি? কারো তো আবার সত্য বলতে লজ্জা আসে। বাবাকে সত্য কথা বলে না। তারা সমাচার দেবে এই সেবার, এতো জনকে বুঝিয়েছি, এটা করেছি। কিন্তু সত্য চাট লেখে না। বাবা বলেন, স্মরণের যাত্রাতে না থাকার কারণেই তোমাদের দ্বারা কারো কোনো তীর লাগে না। জ্ঞান তলোয়ার ধার হয়নি। জ্ঞান তো শোনাও, বাকি যোগের তীরও লেগে যাবে, এটা বেশ কঠিন ব্যাপার। বাবা তো বলেন, পৌনে ঘন্টার মধ্যে পাঁচ মিনিটও স্মরণের যাত্রায় থাকো না তোমরা। তারা বোঝেই না

যে কিভাবে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হয়। কেউ কেউ তো আবার বলে আমি নিরন্তর স্মরণে থাকি। বাবা বলেন, এই অবস্থা এখন হওয়ার নয়। যদি তুমি নিরন্তর স্মরণে থাকো, তাহলে কর্মভীত অবস্থায় এসে যাবে। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হয়ে যাবে। একটু বোঝালেই তীর লেগে যাবে। পরিশ্রম আছে না। বিশ্বের মালিক হওয়া কি সহজ বিষয়? মায়া তোমাদের বুদ্ধির যোগ কোথায় কোথায় নিয়ে যায়। আত্মীয় পরিজনদের কথা স্মরণে আসতেই থাকবে। কারোর যদি বিদেশ যাওয়ার প্রোগ্রাম থাকে, তাহলে সব আত্মীয় স্বজন, স্টিমার, এরোপ্লেন সব স্মরণে আসতেই থাকে। বিদেশ যাওয়ার যে প্র্যাকটিক্যাল ইচ্ছা রয়েছে, সেটাই টানতে থাকে। বুদ্ধির যোগ একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে। অন্য কোনো দিকে যেন বুদ্ধি না যায়, এটাই হলো সব থেকে বড় পরিশ্রমের কথা। শুধুমাত্র এক বাবাই স্মরণে থাকে। এই দেহও যেন স্মরণে না আসে। এই অবস্থা তোমাদের অন্তিম সময়ে হবে।

দিন-দিন স্মরণের যাত্রাকে বৃদ্ধি করতে থাকো, এতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। যত যত স্মরণে থাকবে ততই তোমাদের উপার্জন হতে থাকবে। যদি শরীর ছেড়ে যায়, তবে এই উপার্জন তো আর করতে পারবে না। কোথাও ছোট বাচ্চা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তাহলে উপার্জন কি করে করবে। হয়তো আত্মা এই সংস্কার নিয়ে যাবে কিন্তু শিক্ষক তো পুনরায় স্মৃতি উদঘাটন করতে চান না। বাবা-ই আমাদের স্মৃতি দেন। বাবাকে স্মরণ করো - এটা তোমরা ছাড়া আর কারোরই জানা নেই যে, বাবাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হবে। তারা তো গঙ্গা স্নানকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। এজন্য গঙ্গা স্নান করতে থাকে। ব্রহ্মাবাবা তো এইসব কথার অনুভবী আছেন, তাই না ! উনিও তো অনেক গুরু করেছিলেন। নদীতে স্নান ইত্যাদি করতে যেতেন। এখানে তোমাদের স্নান হয় স্মরণে যাত্রাতে। বাবার স্মরণ ছাড়া তোমাদের আত্মা পবিত্র হতেই পারবেনা। এটার নামই হলো যোগ অর্থাৎ স্মরণের যাত্রা। জ্ঞানকে স্নান মনে করো না। যোগের স্নান হয়। জ্ঞান তো হল পড়াশোনা, যোগেরই স্নান হয়, যার দ্বারা পাপ মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞান আর যোগ দুটো আলাদা জিনিস। স্মরণের যাত্রাতেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। বাবা বলেন এই স্মরণের যাত্রাতেই তোমরা পবিত্র হয়ে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবা তো খুব ভালো রীতিতে বোঝান, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এই কথাগুলিকে ভালো করে বোঝো। এগুলো ভুলে যেওনা। স্মরণের যাত্রাতেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মুক্ত হবে, বাকি জ্ঞান তো হলো উপার্জন। স্মরণ আর পড়াশোনা দুটো আলাদা জিনিস। জ্ঞান আর বিজ্ঞান - জ্ঞান মানে পড়াশোনা আর বিজ্ঞান হল যোগ অথবা স্মরণ। কোনটা শ্রেষ্ঠ - জ্ঞান না যোগ ? স্মরণে যাত্রা অনেক বড়। এতেই পরিশ্রম করতে হয়। স্বর্গে তো সবাই যাবে। সত্যযুগ হলো স্বর্গ, ত্রেতা হলো সেমি স্বর্গ। সেখানে তো এই পড়াশোনার মান অনুসারে গিয়ে বিরাজমান হবে। বাকি মুখ্য হলো স্মরণের কথা। প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম ইত্যাদিতে তোমরা জ্ঞানের-কথা বোঝাও। যোগ বোঝাতে পারবে না। শুধু এতটাই বলো যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাকি জ্ঞান তো অনেক-ই শোনাও। বাবা বলেন প্রথমে এই কথাই বোঝাও যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এই জ্ঞান দেওয়ার জন্যই তোমরা এতো চিত্র আদি তৈরি করো। যোগের জন্য কোনো চিত্রের দরকার হয় না। চিত্রসব জ্ঞান বোঝানোর জন্যই প্রয়োজন হয়। নিজেকে আত্মা মনে করলে দেহ অহংকার একদম চলে যায়। জ্ঞান বোঝানোর জন্য তো অবশ্যই মুখের প্রয়োজন হয়। যোগের জন্য তো একটাই কথা - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পড়াশোনার জন্য তো দেহের প্রয়োজন হয়। শরীর ছাড়া কিভাবে পড়বে বা পড়াবে।

পতিত-পাবন বাবা, তাই তাঁর সাথে যোগ লাগাতে হয়। কিন্তু এটাই কেউ জানে না। বাবা নিজে এসে শেখান, মানুষ মানুষকে কখনো শেখাতে পারে না। বাবাই বলেন - আমাকে স্মরণ করো, এটাকেই বলা হয় পরমাত্মার জ্ঞান। পরমাত্মা-ই জ্ঞানের সাগর। এটাই বোঝার বিষয়। সবাইকে এটাই বলো যে, অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো। এই বাবা-ই নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। তারা তো জানেই না যে নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে, যার জন্যে ভগবানকে স্মরণ করবে। তারা তো এই বিষয়ে কিছুই জানে না, তাহলে খেয়াল করবে কি করে। এটাও তোমরা জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মা শিব ভগবান এক জন-ই আছেন। তারা বলে যে - 'ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ' আবার শেষে বলে - 'শিব পরমাত্মায় নমঃ'। এই বাবা হলেন উঁচুর থেকে উঁচু। কিন্তু তিনি কেমন দেখতে, এটাও তারা জানে না। যদি পাথর, নুড়ি-কাকরের মধ্যেই হয় তাহলে নমস্কার কাকে জানায়। বিনা অর্থেই তারা বলতে থাকে। এখানে তো তোমাদেরকে আওয়াজ থেকে অনেক দূরে যেতে হবে অর্থাৎ নির্বাণধাম, শান্তিধামে যেতে হবে। শান্তিধাম, সুখধাম বলা হয়ে থাকে। সেটাই হচ্ছে স্বর্গ ধাম। নরককে ধাম বলা হয় না। এটা খুবই সহজ বিষয়। খ্রিস্টান ধর্ম কত দিন চলবে ? এটাও তাদের জানা নেই। বলতে থাকে যিশুখ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে এই ভারত স্বর্গোদ্যান ছিল অর্থাৎ দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল তারপর আবার দুই হাজার বছর খ্রীষ্টানদের হলো, এখন পুনরায় দেবী দেবতা ধর্ম হওয়া উচিত। মানুষের বুদ্ধি কিছু কাজ করে না। ডামার রহস্যকে না জানার কারণে কতইনা প্ল্যান তৈরি করতে থাকে। এইসব কথা বৃদ্ধা মায়েরা তো বুঝতে পারবে না। বাবা বোঝান - এখন তোমাদের সকলের বানপ্রস্থ অবস্থা। বাণী থেকে দূরে যেতে হবে। তারা বলে যে নির্বাণধামে গমন করেছে কিন্তু যেতে

কেউই পারেনা। পুনর্জন্ম অবশ্যই নিতে হয়। ফিরে যেতে কেউই পারবে না। বাণপ্রস্থে যাওয়ার জন্য গুরুদের সঙ্গ করতে হয়। অনেক বানপ্রস্থ আশ্রম আছে। মাতাও অনেক আছে। সেখানেও তোমরা সেবা করতে পারো। বাণপ্রস্থ-র অর্থ কি, সেটা তোমাদেরকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। এখন তোমরা সবাই বানপ্রস্থ হয়েছো। সমগ্র দুনিয়া বানপ্রস্থী। যে মানুষমাত্রকেই দেখা না কেন, সবাই বাণপ্রস্থী। সকলের সঙ্গতি দাতা একই সন্তুর্ন আছেন। সবাইকে ফিরে যেতেই হবে। যে ভালোভাবে পুরুষার্থ করবে সেই উঁচু পদ পাবে। এটাকে বলাই হয় - কায়ামতের সময়। কায়ামত-এর অর্থও মানুষ বোঝে না। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে বোঝে। বড় উঁচু গন্তব্য স্থল। সবাইকে বোঝাতে হবে - এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মাদেরকে শব্দের দুনিয়ার থেকে দূরে যেতে হবে। পুনরায় এই পার্ট রিপিট করবে। কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে করতেই উঁচু পদ পাবে। দিব্য গুণও ধারণ করতে হবে। কোনো খারাপ কাজ যেমন চুরি ইত্যাদি করা যাবে না। তোমরা পূণ্যাত্মা হবে এই যোগের মাধ্যমে, জ্ঞানের দ্বারা নয়। আত্মা পবিত্র চাই। শান্তিধামে পবিত্র আত্মারাই যেতে পারবে। সমস্ত আত্মারাই সেখানে থাকে। এখন তারা সেখান থেকে নেমে আসছে। এখন অবশিষ্ট যারা থাকবে তারাও এখানে নেমে আসবে।

বাচ্চারা, তোমাদেরকে সব সময় স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। এখানে তোমরা খুব ভালো সহায়তা পাবে। একে অপরের শক্তি প্রাপ্ত করবে। তোমরা সংখ্যায় খুব কম হলেও তোমাদের সেই শক্তিই কাজে আসে। গোবর্ধন পাহাড়কে দেখানো হয়েছে না আঙুলের ওপর উঠিয়েছে। তোমরা হলে গোপ-গোপিকা, তাই না? সত্যযুগের দেবী-দেবতাদের গোপ-গোপিকা বলা হয় না। আঙ্গুল তোমরাই দাও। আয়রন এজকে গোল্ডেন এজ বা নরককে স্বর্গ বানানোর জন্য তোমরা এক বাবার সাথে বুদ্ধি যোগ লাগাও। যোগের দ্বারাই পবিত্র হতে হবে। এই কথাকে ভুলে যেওনা। এই শক্তি তোমাদের এখানেই প্রাপ্ত হয়। বাইরে তো আসুরি মানুষদের সঙ্গে থাকতে হয়। সেখানে স্মরণে থাকা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এতটা অচল তোমরা সেখানে থাকতে পারবে না। সংগঠন চাই, তাই না। এখানে সবাই একরস স্থিতিতে একসাথে বসে, তাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এখানে ব্যবসা-বানিজ্য, কাজকর্ম ইত্যাদি কিছুই থাকে না। বুদ্ধি কোথায় যাবে ! বাইরে থাকলে জীবিকার কথা, ঘর পরিবার ইত্যাদি টানতে থাকবে অবশ্যই। এখানে তো কিছুই নেই। এখানকার বায়ুমণ্ডল খুবই শুদ্ধ প্রকৃতির হয়। ড্রামা অনুসারে কত দূরে পাহাড়ের উপরে এসে তোমরা বসে আছো। স্মরণিকও তোমাদের সামনে একেবারে যথায়থ ভাবে রয়েছে (দিলওয়ারা মন্দির)। উপরে স্বর্গ দেখানো হয়েছে। না হলে কোথায় বানাবে। তাই বাবা বলেন যে, এখানে এসে বসো, নিজেকে জাজ করো যে, আমি বাবার স্মরণে বসে আছি? স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের স্মরণের চার্টের ওপর পুরোপুরি নজর রাখতে হবে, দেখতে হবে আমি বাবাকে কতক্ষণ স্মরণ করছি। স্মরণের সময় বুদ্ধি কোথায় কোথায় ছুটে বেড়াচ্ছে?

২) এই কায়ামতের সময়ে শব্দের দুনিয়ার থেকে অনেক উপরে গিয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে স্মরণের সাথে সাথে দিব্যগুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে। কোনো খারাপ কাজ চুরি ইত্যাদি করবে না।

বরদান:- ব্যর্থ বা ডিস্টার্ব উৎপন্নকারী বোল এর থেকে মুক্ত ডবল লাইট অব্যক্ত ফরিস্তা ভব অব্যক্ত ফরিস্তা হতে হলে তবে ব্যর্থ বোল যা কিনা কারোরই ভালো লাগবে না, তাকে চিরকালের জন্য সমাপ্ত করে দাও। কথা হয়ে থাকে দুটি একটি শব্দের, কিন্তু তাকে টেনে টেনে লম্বা করে বলতেই থাকা, এটাও হলো ব্যর্থ। যেটা দুটো চারটে শব্দে কাজ চলে যেতে পারে, তাকে ১২ - ১৫ শব্দে বোলো না। হকম বোলো - ধীরে বোলো.... এই স্লোগান গলায় ঝুলিয়ে রাখো। ব্যর্থ বা ডিস্টার্ব করবে এমন বোল থেকে মুক্ত হও তবে অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে উঠতে সহজেই সহায়তা প্রাপ্ত করবে।

স্লোগান:- যে নিজেকে পরমাত্মা ভালোবাসার পিছনে কুর্বান করে, সফলতা তার গলার মালা হয়ে যায়।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের যে নলেজ পড়ান, এতে ঋদ্ধি-সিদ্ধির কোনো ব্যাপার নেই, পড়াশুনায় কোনো মন্ত্র তন্ত্রের দ্বারা কাজ চলে না"

*প্রশ্নঃ - দেবতাদের জ্ঞান সম্পন্ন বলা যাবে, কিন্তু মানুষকে বলা যাবে না কেন?

*উত্তরঃ - কারণ দেবতারা হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন আর মানুষের মধ্যে কোনো গুণ নেই। দেবতারা সর্বজ্ঞানী, তাই তো মানুষ তাদের পূজা করে। তাদের ব্যাটারী চার্জড, সেইজন্য তাদের ওয়ার্থ পাউন্ড (অতিমূল্যবান) বলা হয়ে থাকে। যখন ব্যাটারী ডিসচার্জ হয়ে যায়, তখন ওয়ার্থ (পেনী (কপর্দকশূন্য) হয়ে যায়, তখন বলা হয় অজ্ঞানী।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে, এটা হলো পাঠশালা। এটা হলো পড়াশোনা। এই পড়াশোনায় দ্বারা এই পদ প্রাপ্ত হয়, একে স্কুল বা ইউনিভার্সিটি মনে করা উচিত। এখানে পড়াশোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে আসে। কি পড়তে আসে ? এই এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে আছে। আমরা এই পড়াশোনা করতে আসি, পড়ান যিনি তাঁকে টিচার বলা হয়। গীতাই হলো ভগবানুবাচ। এর কোনো বিকল্প নেই। যারা গীতা পড়ে তাদের পুস্তক আছে, কিন্তু পুস্তক ইত্যাদি কেউ অধ্যয়ন করায় না। তিনি কোনো গীতা হাতে নিয়ে পড়ান না। এ হলো ভগবানুবাচ। মানুষকে ভগবান বলা যায় না। ভগবান হলেন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ, এক। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন- সবটাই হলো পুরো ইউনিভার্স। সূক্ষ্মবতন বা মূলবতনে কোনো খেলা চলে না, নাটক এখানেই চলতে থাকে। ৮৪ জন্মের চক্রও হলো এখানে। একেই বলা হয় ৮৪ জন্মের চক্রের নাটক। এটা হলো পূর্ব-নির্মিত খেলা। এটা বড় রকমের বোঝার ব্যাপার, কারণ উচ্চতমেরও উচ্চ যিনি ভগবান, তোমরা তাঁর মত প্রাপ্ত করো। দ্বিতীয় কোনো বস্তু তো নেই-ই। একজনকেই বলা হয় সর্বশক্তিমান, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি (বিশ্বের সর্বশক্তিমান কর্তা)। অথরিটির অর্থও নিজেই বোঝান। এটা মানুষ বুঝতে পারে না। কারণ তারা সকলে তমোপ্রধান, একে বলাই হয় কলিযুগ। এরকম নয় যে কারোর জন্য কলিযুগ, কারোর জন্য সত্যযুগ, কারোর জন্য ত্রেতাযুগ। না, এখন যখন হলোই নরক তো যে কোনো মানুষ এটা বলতে পারে না যে, আমার জন্য হলো স্বর্গ। কারণ আমার কাছে অনেক ধন-দৌলত আছে। এটা হতে পারে না। এই খেলা পূর্ব-নির্ধারিত। সত্যযুগ এখন পাস্ট হয়ে গেছে, এই সময় তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এই সব হল বোঝার ব্যাপার। বাবা বসে এই সব কথা বোঝান। সত্যযুগে এনাদের রাজ্য ছিল। ভারতবাসীকে সেই সময় সত্যযুগী বলতো। এখন অবশ্যই কলিযুগী বলবে। সত্যযুগী ছিলো তো সেটাকে স্বর্গ বলা যেতো। এরকম নয় যে নরককেও স্বর্গ বলবে। মানুষের তো নিজের নিজের মত আছে। সম্পদ সুখ থাকলে তো নিজেকে মনে করে স্বর্গে আছে। আমার কাছে তো অনেক সম্পত্তি আছে সেইজন্য আমি স্বর্গে আছি। কিন্তু বিবেক বলবে - এটা তো হলোই নরক। যতই কারো কাছে ১০ - ২০ লাখ থাকুক না কেন, এটা তো হলোই রোগগ্রস্ত দুনিয়া। সত্যযুগকে বলা হবে নিরোগী দুনিয়া। দুনিয়া এটাই। সত্যযুগে একে যোগী দুনিয়া বলা হবে, কলিযুগকে ভোগী দুনিয়া বলা হয়। সেখানে হলো যোগী, কারণ বিকারের সাথে ভোগ-বিলাস হয় না। এটা তো হলো স্কুল, এতে শক্তির ব্যাপার নেই। টিচার কি শক্তি দেখায়? এইম-অবজেক্ট থাকে, আমি অমুক হবো। তোমরা এই পড়াশোনার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা হও। এইরকম নয় যে - কোনো যাদু, ছু-মন্ত্র বা ঋদ্ধি-সিদ্ধির কোনো ব্যাপার। এটা তো হলো স্কুল। স্কুলে কোনো ঋদ্ধি-সিদ্ধির (অতিপ্রাকৃতিক) ব্যাপার হয় কি? পড়াশুনা করে কেউ ডাক্তার, কেউ ব্যারিস্টার হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও মানুষ ছিলেন, কিন্তু পবিত্র ছিলেন, সেইজন্য দেবী-দেবতা বলা হতো। পবিত্র অবশ্যই হয়। এটা হলোই পতিত দুনিয়া।

মানুষ মনে করে দুনিয়া পুরানো হতে লক্ষ বছর পড়ে রয়েছে। কলিযুগের পরেই সত্যযুগ আসবে। এখন তোমরা আছো সঙ্গমে। এই সঙ্গমের কথা কারোর জানা নেই। সত্যযুগের সময়কাল লক্ষ বছর করে দেয়। এই কথা বাবা এসে বোঝান। ওঁনাকে বলা হয় সুপ্রিম সোল। আত্মাদের পিতাকে বাবা বলা হবে। দ্বিতীয় কোনো নাম হয় না। বাবার নাম হলো শিব। শিবের মন্দিরেও যায়। পরমাত্মা শিবকে নিরাকার বলা হয়। ওঁনার মনুষ্য শরীর হয় না। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা এখানে ভূমিকা পালন করতে যখন আসো, তখন তোমাদের শরীর প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন শিব, তোমরা হলে শালগ্রাম। শিব আর শালগ্রামের পূজাও হয়, কারণ চৈতন্য রূপে হয়েছিল। কিছু তো করে গিয়েছিল, তবে তো ওনাদের নাম-বন্দনা মহিমা গাওয়া হয় বা পূজা করা হয়। পূর্ব-জন্মের কথা তো কারোর জানা নেই। এই জন্মে তো মহিমা করো, দেবী-দেবতাদের পূজা করো। এই জন্মে তো অনেকে লিডারও হয়েছে। যারা ভালো-ভালো সাধু-সন্ত ইত্যাদি এসেছিলেন যারা সুখ্যাতির জন্য

স্ট্যাম্পও তৈরী করা হয়েছে । এখানে আবার সবচেয়ে বড় নাম কার মহিমাম্বিত ? সবচেয়ে বড়োর থেকেও বড়ো কে ? উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ এক হলেনই ভগবান। তিনি নিরাকার, ঔঁনার মহিমা একদম আলাদা। দেবতাদের মহিমা আলাদা, মানুষের আলাদা। মানুষকে দেবতা বলা যায় না। দেবতাদের মধ্যে সর্বগুণ ছিলো, লক্ষ্মী-নারায়ণ আগেও হয়েছিলেন ! তারা পবিত্র ছিলো, বিশ্বের মালিক ছিলো, তাদের পূজাও করা হয়। কারণ পবিত্র পূজ্য হয়, অপবিত্রকে পূজ্য বলা হবে না, অপবিত্র সর্বদা পবিত্রকে পূজা করে। কন্যা পবিত্র বলে পূজা করা হয়, পতিত হলে তো সকলের পায়ে পড়তে হয়। এই সময় সকলে পতিত, সত্যযুগে সকলে পবিত্র ছিলো। সেটা ছিলোই পবিত্র দুনিয়া, কলিযুগ হলো পতিত দুনিয়া, তাই পতিত পাবন বাবাকে ডাকা হয়। যখন পবিত্র থাকে তখন ডাকে না। বাবা নিজেই বলেন, আমাকে সুখের সময় কেউ স্মরণ করে না। এ হল ভারতেরই কথা। বাবা আসেনই ভারতে। ভারতই এই সময় পতিত হয়ে গেছে, ভারতই পবিত্র ছিলো। পবিত্র দেবতাদের দেখতে হলে মন্দিরে গিয়ে দেখো। দেবতারা সবাই পবিত্র, তাদের মধ্যে যারা যারা প্রধান অর্থাৎ হেড তাদেরই মন্দিরে দেখানো হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে সবাই পবিত্র ছিলো, যেমন রাজা-রাণী তেমন প্রজা, এই সময় হলো সবাই পতিত। সকলে ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন এসো। সন্ন্যাসীরা কৃষ্ণকে কখনো ভগবান বা ব্রহ্মা মানে না। তারা মনে করে ভগবান তো নিরাকার, তাঁর চিত্রও নিরাকার ভাবে পূজা করা হয়। ঔঁনার অ্যাকুউরেট নাম হলো শিব। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা যখন এসে শরীর ধারণ করো, তখন তোমাদের নাম রাখা হয়। আত্মা হলো অবিনাশী, শরীর বিনাশী। আত্মা এক শরীর ছেড়ে গিয়ে দ্বিতীয় শরীর নেয়। ৮৪ জন্ম চাই যে । ৮৪ লক্ষ হয় না। তাই বাবা বোঝান, এই পুরানো দুনিয়া সত্যযুগে ছিল না, রাইটিয়াস (ন্যায়নিষ্ঠ) ছিলো। এই দুনিয়াই আবার আনরাইটিয়াস (পাপীষ্ঠ) হয়ে যায়। সেটা হল সত্য-ভূমি, সকলেই সেখানে সত্য বলে। ভারতকে সত্য-ভূমি বলা হয়। মিথ্যা-ভূমিই সত্য-ভূমিতে পরিণত হয়। সত্য বাবা এসেই সত্য-ভূমি তৈরী করেন। ঔঁনাকে সত্যিকারের রাজাধিরাজ, টুথ (সত্য) বলা হয়। এটা হলই মিথ্যা-ভূমি। মানুষ যা বলে সেটা মিথ্যা। দেবতাদের সেম্বিবল বুদ্ধি, ওনাদের মানুষ পূজা করে। জ্ঞানী আর অজ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞানী কে তৈরী করে আর অজ্ঞানী কে বানায় ? এটাও বাবা বলেন। জ্ঞানী, সর্বগুণ সম্পন্ন তৈরী করেন বাবা। তিনি স্বয়ং এসে নিজের পরিচয় দেন। যেমন তোমরা হলে আত্মা আবার শরীরে প্রবেশ করে ভূমিকা পালন করো। আমিও একবারই এনার মধ্যে প্রবেশ করি। তোমরা জানো তিনি হলেনই এক। ঔঁনাকেই সর্বশক্তিমান বলা হয়। দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই যাকে আমরা সর্বশক্তিমান বলবো। লক্ষ্মী-নারায়ণকেও বলা যায় না কারণ ওনাদেরও শক্তি দেওয়ার জন্য কেউ আছেন। পতিত মানুষের মধ্যে শক্তি থাকতে পারে না। আত্মাতে যে শক্তি থাকে সেটা আবার আস্তে আস্তে ডিগ্রেট (নিম্নেজ) হয়ে যায় অর্থাৎ আত্মাতে যে সতোপ্রধান শক্তি ছিলো সেটা তমোপ্রধান শক্তি হয়ে যায়। যেমন মোটর গাড়ীর তেল শেষ হয়ে গেলে মোটর দাঁড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাটারী ক্ষণে-ক্ষণে ডিসচার্জ হয় না, এর সম্পূর্ণ টাইম পাওয়া গেছে। কলিযুগের শেষে ব্যাটারী ঠান্ডা হয়ে যায়। প্রথমে যে সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক ছিলো, এখন তমোপ্রধান হলে তো শক্তি কম হয়ে গেছে। শক্তি থাকে না। ওয়ার্থ নট পেনী (মূল্যহীন) হয়ে যায়। ভারতে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিলো তো ওয়ার্থ পাউন্ড (মহামূল্যের) ছিলো। রিলিজিয়ন ইজ মাইট বলা হয়। দেবতা ধর্মে শক্তি রয়েছে । বিশ্বের মালিক হয়। কি শক্তি ছিলো? কোনো লড়াই করার শক্তি নয় । শক্তি প্রাপ্ত হয় সর্বশক্তিমান বাবার থেকে। শক্তি কি বস্তু?

বাবা বোঝান-মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান ছিলো, এখন তমোপ্রধান। বিশ্বের মালিকের পরিবর্তে বিশ্বের গুলাম হয়ে গেছে। বাবা বোঝান- এই পাঁচ বিকার রূপী রাবণ তোমাদের সমস্ত শক্তি কেড়ে নেয়, সেইজন্য ভারতবাসী কাঙাল হয়ে পড়েছে। এরকম মনে করো না যে সাইন্সের লোকেদের অনেক শক্তি, সেই শক্তি নেই। এটা আত্মিক শক্তি, যা সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগ যুক্ত হলে প্রাপ্ত হয়। এই সময় যেন সাইন্স আর সাইন্সের লড়াই। তোমরা সাইন্সে যাও, তার শক্তি তোমরা প্রাপ্ত করছো। সাইন্সের শক্তি নিয়ে তোমরা সাইন্সে দুনিয়াতে চলে যাবে। বাবাকে স্মরণ করে নিজেকে শরীর থেকে ডিটাচ (পৃথক) করে দাও। ভক্তি মার্গে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য তোমরা অনেক মাথা ঠুকেছো। কিন্তু সর্বব্যাপী বলার কারণে রাস্তাই প্রাপ্তি হয় না। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এটা হলো অধ্যয়ণ, অধ্যয়ণকে শক্তি বলা হবে না। বাবা বলেন প্রথমে তো পবিত্র হও আর তারপর সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় তার নলেজ বোঝো। নলেজফুল তো একমাত্র বাবা, এতে শক্তির ব্যাপার নেই। বাচ্চাদের এটা জানা নেই যে সৃষ্টি চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, তোমরা অ্যাক্টররা তোমাদের ভূমিকা পালন করে থাকো । এ হল অসীম জগতের ড্রামা। আগে এই সাকার লোকে যে সব নাটক অভিনীত হত, তখন সেখানে অ্যাক্টরের পরিবর্তন হতে পারতো। এখন তো আবার বাইসকোপ তৈরী হয়েছে। বাবারও বাইসকোপের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো সহজ হয়। ওটা ছোট বাইসকোপ, এটা হলো বড় (অবিনাশী যে নাটক) । জাগতিক নাটকে অ্যাক্টর্স ইত্যাদিকে চেক করতে পারে। কিন্তু এটা তো হলো অনাদি ড্রামা। একবার যা শুট হয়ে গেছে, সেটার আবার পরিবর্তন করা যায় না। এই সমগ্র দুনিয়া হলো অসীম জগতের বাইসকোপ। এখন শক্তির কোনো প্রশ্ন নেই। অত্মাকে শক্তি বলা হয় কিন্তু তবুও তার নাম তো আছে। ওনাকে অত্মা বলা হয় কেন? উনি কি করে

গেছেন? এখন তোমরা মনে করো যে, উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলো অম্মা আর লক্ষ্মী। অম্মাই আবার লক্ষ্মী হন। এটাও তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বোঝো। তোমরা নলেজফুলও হও আর তোমাদের পবিত্রতাও শেখানো হয়। সেই পবিত্রতা অর্ধ-কল্প চলে। আবার বাবা এসেই পবিত্রতার রাস্তা বলে দেন। ওনাকে ডাকা হয়ই এইসময়ের জন্য যে, এসে রাস্তা বলে দাও আর আবার গাইডও হও। তিনি হলেন পরমাত্মা, সুপ্রিমের পঠন-পাঠনের দ্বারা আত্মা সুপ্রিম হয়। সুপ্রিম পবিত্রতাকে বলা হয়। এখন তো হলে পতিত, বাবা তো হলেন এভার পবিত্র। পার্থক্য হয়ে যায়, তাই না। সেই এভার পবিত্রই যখন আসেন সকলকে উত্তরাধিকার দেন আর শেখান। এতে নিজে এসে বলে দেন যে আমি তোমাদের বাবা। আমার তো অবশ্যই রথ চাই, সেটা না হলে আত্মা বলবে কি ভাবে। রথও সুপ্রসিদ্ধ। মহিমা আছে ভাগ্যশালী রথ। তো ভাগ্যশালী রথ হলো মানুষের, ঘোড়ার গাড়ীর কোনো ব্যাপার নেই। মানুষেরই রথ চাই, যে পথে বসে ত মানুষকে বসে বোঝাবে। তারা আবার ঘোড়ার গাড়ীতে বসে আছে দেখিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যশালী রথ মানুষকে বলা হয়। এখানে তো কোনো-কোনো জানোয়ারেরও খুব ভালো ভাবে সেবা হয়, যা মানুষেরও হয় না। কুকুরকে কতো ভালোবাসে। ঘোড়াকে, গরুকেও কতো ভালোবাসে। কুকুরের এক্সিজিভিশন করে। এসব ওখানে (সত্যযুগে) হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণ কি আর কুকুর পুষবে !

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে এই সময়ের মানুষরা সব তমোপ্রধান বুদ্ধি সম্পন্ন, ওদের সতোপ্রধান করতে হবে। সেখানে তো ঘোড়া ইত্যাদি ওরকম হয় না যে, কোনো মানুষ তাদের সেবা করবে। তাই বাবা বোঝান- তোমাদের অবস্থা দেখো কেমন হয়ে গেছে। রাবণ এই অবস্থা করে দিয়েছে, এই রাবণ তোমাদের শত্রু হয়। কিন্তু তোমাদের জানা নেই যে এই শত্রুর জন্ম কবে হয়। শিবের জন্মও জানা নেই তো রাবণের জন্মও জানা নেই। বাবা বলেন ত্রেতার শেষে আর দ্বাপরের শুরুতে রাবণ আসে। ওর দশটি মাথা কেন দেখায়? প্রত্যেক বছর কেন দহন করবে? এটাও কেউ জানে না। এখন তোমরা দেবতার থেকে মানুষ হওয়ার জন্য অধ্যয়ন করছো, যারা অধ্যয়ন করে না তারা দেবতা হতে পারে না। তারা আবার আসবে যখন রাবণ রাজ্য শুরু হবে। এখন তোমরা জানো, আমরা দেবতা ধর্মের ছিলাম আবার স্যাপলিং (চারার গাছের সারি) লাগানো হচ্ছে। বাবা বলেন আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে তোমাদের এরকম পড়িয়ে থাকি। এই সময় সমগ্র সৃষ্টির বৃক্ষ পুরানো। যখন নূতন ছিলো তো একই দেবতা ধর্ম ছিলো আবার ধীরে-ধীরে নীচে নামতে থাকে। বাবা তোমাদের জন্মের হিসাব বলেন, কারণ বাবা তো হলেন নলেজফুল ! আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সাইলেন্সের শক্তি জমা করতে হবে। সাইলেন্স শক্তির দ্বারা সাইলেন্স দুনিয়াতে যেতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে শক্তি নিয়ে গোলামী থেকে মুক্ত হতে হবে, মালিক হতে হবে।

২) সুপ্রিমের পাঠ পড়ে আত্মাকে সুপ্রিম হতে হবে। পবিত্রতার রাস্তাতে চলেই পবিত্র হয়ে অপরকেও পবিত্র বানাতে হবে। গাইড হতে হবে।

বরদান:- অল্ফ-কে জেনে আর পবিত্রতার স্বধর্মকে গ্রহণকারী বিশেষ আত্মা ভব বাপদাদা র আনন্দ হয় যে, আমার এক একটি বাচ্চা হলো বিশেষ আত্মা - তা সে বৃদ্ধই হোক, অক্ষর জ্ঞানহীনই হোক, ছোট বাচ্চা, যুবা কিম্বা প্রবৃত্তিতে থাকা আত্মারাই হোক, বিশ্বের সামনে তারা হলো বিশেষ। জগতে যে যত বড় নেতাই হোক, অভিনেতাই হোক, বৈজ্ঞানিক হোক, কিন্তু অল্ফ-কেই যদি না জানলে তবে কি জানলে! তোমরা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে গর্বের সাথে বলে থাকো যে, তোমরা খুঁজতে থাকো আর আমরা পেয়ে গেছি। প্রবৃত্তিতে থেকে পবিত্রতার স্বধর্মকে গ্রহণ করে নেওয়ায় পবিত্র বিশেষ আত্মা হয়ে গেছো।

স্নোগান:- যে নিজে হাসিখুশী থাকে, সে-ই নিজের কাছে আর সকলের কাছে প্রিয় মনে হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের যাত্রা (তীর্থ) হলো বুদ্ধির, একে বলে আধ্যাত্মিক (রুহানী) যাত্রা, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো। শরীর নয়, শরীর মনে করা অর্থাৎ উল্টো ঝুলে পড়া"

*প্রশ্নঃ - মায়ার পাম্পে (আড়ম্বরে) মানুষ কি ধরনের সম্মান প্রাপ্ত করে থাকে?

*উত্তরঃ - আসুরি সম্মান। মানুষ যদি আজ কাউকে কিছুমাত্র সম্মান দিয়ে থাকে, কাল তাকেই অসম্মান করে, গালিগালাজ করে, মায়া সবাইকেই অসম্মান করেছে, পতিত বানিয়েছে। বাবা এসেছেন তোমাদের দৈবী সম্মানে বিভূষিত করতে।

ওম্ শান্তি। রুহানী বাবা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন - কোথায় বসে আছো? তোমরা উত্তরে বলবে বিশ্বের আধ্যাত্মিক (আত্মিক) ইউনিভার্সিটিতে। আত্মিক (রুহানী) শব্দ লৌকিক জগতের মানুষ জানে না। দুনিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় তো অনেক আছে, এ হলো সমগ্র বিশ্বে একটাই আত্মিক বিদ্যালয়, একজনই শিক্ষা প্রদান করেন। কোন্ বিষয়ে পড়ান? আত্মিক নলেজ। সুতরাং এ হলো স্পিরিচুয়াল বিদ্যালয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক (রুহানী) পাঠশালা। স্পিরিচুয়াল অর্থাৎ রুহানী নলেজ প্রদান করেন কে? এটাও তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছো। আত্মিক পিতাই আত্মিক নলেজ প্রদান করেন, সেইজন্য তাঁকে টিচারও বলা হয়। স্পিরিচুয়াল ফাদার পড়ান। আত্মা, তারপর কি হবে? তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই আত্মিক নলেজের দ্বারা আমরা আমাদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করে থাকি। এক ধর্মের স্থাপনা বাদবাকি যে যে ধর্ম আছে সবই বিনাশ হয়ে যাবে। এই স্পিরিচুয়াল নলেজের সাথে সব ধর্মের কি সম্পর্ক আছে-- এও তোমরা জানো। এক ধর্মের স্থাপনা এই আত্মিক নলেজের দ্বারাই গড়ে ওঠে। লক্ষ্মী-নারায়ণও বিশ্বের মালিক ছিল, তাই না! সেই দুনিয়াকে বলা হয় স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড। এই স্পিরিচুয়াল নলেজের দ্বারা তোমরা রাজযোগ শিখছো, এর মাধ্যমেই রাজস্ব স্থাপন হয়। আত্মা, অন্য ধর্মের সাথে এর কি সম্পর্ক রয়েছে? অবশিষ্ট সব ধর্মের বিনাশ ঘটবে, কেননা তোমরা পবিত্র হলে তোমাদের নতুন দুনিয়া প্রয়োজন। অনেক ধর্ম শেষ হয়ে গিয়ে এক ধর্ম থাকবে। তাকেই বলা হবে বিশ্বে শান্তির রাজ্য। এখন হলো পতিত অশান্তির রাজ্য, তারপর হবে পবিত্র শান্তির রাজ্য। এখন তো অনেক ধর্ম, কত অশান্তি, সব পতিত থেকে পতিত হয়ে গেছে, রাবণের রাজ্য যে! এখন বাচ্চারা জানে, ৫ বিকারকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। একে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আত্মাই ভালো বা মন্দ সংস্কার নিয়ে যায়। এখন বাবা তোমরা বাচ্চাদের পবিত্র হওয়ার কথা বলেন। ঐ পবিত্র দুনিয়াতে কোনওরকম দুঃখ থাকে না। এই স্পিরিচুয়াল নলেজ কে দিচ্ছেন? স্পিরিচুয়াল ফাদার, সব আত্মাদের পিতা। স্পিরিচুয়াল ফাদার কি পড়াবেন? স্পিরিচুয়াল নলেজ প্রদান করবেন। এখানে কোনও বইপত্রের প্রয়োজন নেই, শুধু নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমনই গতি হবে। এটাই হলো স্মরণের যাত্রা। যাত্রা শব্দটি সুন্দর। লৌকিকে হলো শরীরী যাত্রা, এ হলো আত্মিক যাত্রা। ঐ যাত্রায় পায়ে হেঁটে যেতে হয়, হাত পা চালাতে হয়, এখানে এসব কিছুই নেই। শুধু স্মরণ করতে হবে। ঘোরো, বেড়াও, ওঠো, বসো নিজেকে আত্মা মনে করে শুধু বাবাকে স্মরণ কর। কঠিন বিষয় নয়, শুধু স্মরণ করতে হবে। এটাই তো প্রকৃত সত্য, তাই না! আগে তোমরা উল্টো পথে চলেছিলে। নিজেকে আত্মা মনে করার পরিবর্তে শরীর ভাবা, একে বলে উল্টো ঝুলে পড়া। নিজেকে আত্মা মনে করা -- এ হলো সোজা। আল্লাহ্ (ঈশ্বর) যখন আসেন তখনই এসে পবিত্র করে তোলেন। আল্লাহ্-র পবিত্র দুনিয়া, রাবণের পতিত দুনিয়া। দেহ অভিমানে সবাই উল্টো হয়ে গেছে, এখন একবারই দেহী-অভিমানী হতে হবে। সুতরাং তোমরা হলে আল্লাহ্-র সন্তান। তোমরা বলবে না যে, আল্লাহ্ হু (আমিই আল্লাহ্, Allah, just He), আঙুল দ্বারা উপরেই ইশারা করা হয়ে থাকে। সুতরাং এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্ তিনি-ই। সুতরাং এখানে নিশ্চয়ই অন্য কিছু আছে। আমরা সবাই ঐ আল্লাহ্-র সন্তান, আমরা সবাই ভাই-ভাই। আল্লাহ্ হু বললে ভুল বলা হয়ে থাকে যে আমরা সবাই পিতা, কিন্তু তা নয়। পিতা একজনই, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। আল্লাহ্ হলেন এভার পিওর, আল্লাহ্-ই বসে পড়ান। এই সামান্য বিষয়েই মানুষ কত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অথচ শিব জয়ন্তীও পালন করে, তাই না! কৃষ্ণকে এমন পদ কে দিয়েছেন? শিববাবা। শ্রী কৃষ্ণ হলেন স্বর্গের প্রথম রাজকুমার। অসীম জগতের পিতাই এনাকে রাজ্য ভাগ্য দিয়ে থাকেন। বাবা যে নতুন দুনিয়াতে স্বর্গ স্থাপনা করেন, ওখানে শ্রী কৃষ্ণ হলেন নম্বর ওয়ান প্রিন্স। বাবা বাচ্চাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তিও বলে দেন। বাচ্চারা জানে স্বর্গ যাকে বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুপুরী বলা হয়, তা অতীত হয়ে গেছে আবারও ভবিষ্যতে হবে। চক্র ঘুরতেই থাকে, তাইনা। এই জ্ঞান এখনই তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত করে থাকো। এই জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরও করতে হবে। প্রত্যেককেই টিচার হতে হবে।

এমনটাও নয় যে টিচার হলেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। তা নয়। টিচার হয়ে তোমরা প্রজা তৈরি করবে, যত অনেকের কল্যাণ করতে পারবে, ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে, স্মৃতিতে থাকবে। বাবা বলেন, ট্রেনে করে আসলেও ব্যাজের দ্বারা বোঝাও, বাবা হলেন পতিত-পাবন, মুক্তিদাতা, পবিত্রতা প্রদানকারী। অনেক কিছুই স্মরণ করতে হয়। মানুষ জন্তু জানোয়ার, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি এমনকি কচ্ছ-মচ্ছকেও অবতার বলে দেয়, তাদের পূজা করতে থাকে। ভাবে ভগবান সর্বব্যাপী, অর্থাৎ এদের সবার মধ্যেই আছে। তারা সবাইকেই খাওয়াবে। আচ্ছা, প্রতিটি কণায় কণায় যদি ভগবান থাকে, তবে তাঁকে তারা কিভাবে খাওয়াবে! সব কিছুই তাদের সম্পূর্ণ বুদ্ধির বাইরে চলে গেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি দেবী-দেবতারা তো এই কাজ করবে না। দেবতারা পিঁপড়াদের খাওয়াবে, অমুককে খাওয়াবে? তাই বাবা বোঝান, তোমরা হলে রিলিজিও পলিটিক্যাল। তোমরা জানো আমরা ধর্ম স্থাপনা করছি। রাজ্য স্থাপন করার জন্য মিলিটারি থাকে। কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত। তোমাদের হলো স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষ মাত্রই এইসব ধর্ম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে যাবে। ওটা হলো আত্মাদের নিবাস স্থান। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছ তারপর সত্য যুগে গিয়ে রাজত্ব করবে তখন আর কোনো ধর্ম থাকবে না। গানেও আছে না - বাবা তুমি যা দাও তা অন্য কেউ দিতে পারে না। সম্পূর্ণ আকাশ, সম্পূর্ণ ধরিত্রী তোমাদের। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। এখনই তোমরা এসব কথা বুঝেছ, নতুন দুনিয়াতে গিয়ে এসবই ভুলে যাবে। একেই বলে আত্মিক স্পিরিচুয়াল নলেজ। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আমরা প্রতি ৫ হাজার বছর রাজ্য গ্রহণ করি তারপর আবার হারিয়ে ফেলি। এই ৮৪ চক্র ঘুরতেই থাকে। সুতরাং ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করলে তবেই যেতে পারবে। পড়াশোনা না করলে নতুন দুনিয়াতে যেতে পারবে না। ওখানে তো লিমিটেড নাস্তার কম জনসংখ্যা। নস্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী ওখানে গিয়ে পদ প্রাপ্ত হবে। সবাই তো পড়াশোনা করবে না, যদি সবাই পড়াশোনা করে তবে পরবর্তী জন্মেও রাজ্য পাবে। ঈশ্বরীয় পাঠধারীদের সংখ্যারও লিমিট রয়েছে। সত্য যুগ-ত্রৈতাতে যারা আসবে তারাই পড়াশোনা করবে। তোমাদের অসংখ্য প্রজা তৈরি হতে থাকে। দেরিতে যারা আসবে, তারা তো পাপ ভস্ম করতে পারবে না। পাপ আত্মা হলে সাজা খেয়ে সামান্য পদের অধিকারী হবে। অসম্মান হবে। যাদের মায়া এখনও সম্মান করে (মায়ার বশীভূত যারা) তারাই অসম্মানিত হবে। এ হলো ঈশ্বরীয় সম্মান, আর ওটা হল আসুরি সম্মান। ঈশ্বরীয় বা দৈবী সম্মান আর আসুরি সম্মানের মধ্যে দিন-রাতের ফারাক। আমরা বাচ্চারা আসুরি সম্মানের ছিলাম এখন আবার দৈবী সম্মান প্রাপ্ত করতে চলেছি। আসুরি সম্মান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন হয়ে পড়ি। এ হলো কাঁটার দুনিয়া সুতরাং অসম্মানিত হওয়া তাইনা! তারপর কত সম্মানের অধিকারী হয়ে ওঠো। যেমন রাজা-রাণী তেমনই প্রজা। অসীম জগতের পিতা তোমাদের সম্মানকে শ্রেষ্ঠ করে তোলেন সুতরাং এতটা পুরুষার্থ তো করা উচিত। সবাই বলে আমি নিজের সম্মান এমনই বৃদ্ধি করব যাতে নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে যাবো। এদের থেকে উচ্চ সম্মান কারও নেই। কথাও শোনে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার, অমরকথা, তিজরীর (ভক্তি মার্গের তৃতীয় নয়ন লাভের কাল্পনিক গল্প কথা) কথা একই। এই কথাই এখন তোমরা শুনছো।

তোমরা বাচ্চারা বিশ্বের মালিক ছিলে, আবার ৮৪ জন্ম নিতে নিতে নীচে নেমে গেছ। তারপর আবার প্রথম নস্বরে জন্ম গ্রহণ করবে। প্রথম নস্বরে জন্ম গ্রহণ করলে অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে থাক। রাম সম্মানিত করে তোলেন, রাবণ তোমাদের অসম্মানিত করে তোলে। এই নলেজ দ্বারাই তোমরা মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্ত কর। অর্ধকল্প রাবণের নাম পর্যন্ত থাকে না। এসব বিষয় এখন তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ধারণ হচ্ছে সেটাও নস্বরানুসারে। কল্পে-কল্পে এভাবেই তোমরা নস্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বিচক্ষণ হয়ে ওঠো। কিন্তু মায়া ভুল করিয়ে দেয়। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতেই ভুলে যাও। ভগবান এসে পড়ান, উনি আমাদের টিচার হয়েছেন তারপরেও অ্যাবসেন্ট থাকে, পড়াশোনা করে না। দরজায় দরজায় ধাক্কা খাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে। পড়াশোনার প্রতি যারা অমনোযোগী থাকে তাদের কাজকর্মে লাগিয়ে দেওয়া উচিত। ধোপা ইত্যাদি কাজ করে থাকে। তাতে পড়াশোনার কি দরকার। ব্যবসা করে মানুষ মাল্টিমিলেনিয়র হয়ে যায়। চাকরি করে এতো বিত্তবান হওয়া যায় না, চাকরিতে তো ফিক্সড মাইনে ধার্য করা হয়। এখন তোমাদের পড়াশোনা হলো বিশ্বের বাদশাহীর জন্য। এখন সবাই বলে থাকে না আমরা ভারতবাসী, পরে তোমাদের বলবে বিশ্বের মালিক। ওখানে দেবী-দেবতা ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম থাকে না, বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন সুতরাং ওঁনার শ্রীমতে চলা উচিত। কোন রকম বিকারের ভূত থাকা উচিত নয়। এই ভূত খুব খারাপ। কামুকদের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে, শক্তি কমে যায়। এই কাম বিকার তোমাদের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করে দিয়েছে। ফল এটাই হয়েছে যে আয়ু কমে গেছে। ভোগী হয়ে গেছে। কামুক ভোগী, রোগী সব কিছুতেই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সত্য যুগে কোনও বিকার নেই সুতরাং যোগী হয় এবং সবসময় স্বাস্থ্যবান থাকে আর আয়ুও হয় ১৫০ বছরের। ওখানে অকাল মৃত্যু হয় না। এ বিষয়ে উল্লেখ করে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে -- একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, প্রথমে সুখ চাই নাকি দুঃখ চাই? উত্তরে সে বলে - প্রথমে সুখ চাই, কেননা সুখের মধ্যে গেলে সেখানে কাল আসতে পারবে

না। ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। এই সব গল্প কথা বানিয়ে বলে দিয়েছে। বাবা বুঝিয়ে বলেছেন, তোমরা সুখধামে থাক, সুতরাং ওখানে কোনো কাল (অকালে মৃত্যু) থাকে না। রাবণ রাজ্যই নেই। তারপর যখন বিকারী হয়ে যাও তখনই কাল আসে। ওরা কত ধর্মীয় গল্প বানিয়ে দিয়েছে, কাল নিয়ে গেছে তারপর এই হয়েছে, সেই হয়েছে। না কালকে দেখা যায়, না আত্মাকে দেখা যায়। একে বলে দলুপ্তকথা। কর্ণরসের অনেক কাহিনী আছে। এখন বাবা বুঝিয়ে বলেন ওখানে অকাল মৃত্যু কখনোই হয় না, আয়ুও বৃদ্ধি হয় আর সবাই পবিত্র থাকে। ১৬ কলা সম্পন্ন আত্মাদের ধীরে ধীরে কলা হ্রাস পেতে পেতে সম্পূর্ণ শূন্য কলা হয়ে যায়। তারপর বলে আমি নির্গুণ আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। বাচ্চাদের নির্গুণ নামে একটা সংস্থাও রয়েছে। বলে থাকে আমার মধ্যে কোনও গুণ নেই, আমাকে গুণবান করে তোল, সর্বগুণ সম্পন্ন করে তোল। এখন বাবা বলেন পবিত্র হতে হবে। মরতেও হবে সবাইকে। সত্য যুগে অধিক সংখ্যক মানুষ থাকবে না। এখন তো অগুনতি মানুষ। ওখানে সন্তান ও যোগবল দ্বারা হয়। এখানে দেখ কত সন্তান জন্ম দিতেই থাকে। তারপরও বাবা বলেন বাবাকে স্মরণ কর। বাবাই এসে পড়ান, স্মরণে আসে যে টিচার পড়ান। তোমরা জান শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, কি পড়ান, সেটাও তোমরা জেনেছ, সুতরাং বাবা অথবা শিক্ষকের সাথে যোগযুক্ত হতে হবে। নলেজ অনেক উচ্চস্তরের। এখন তোমাদের সবার স্টুডেন্ট লাইফ। এমন ইউনিভার্সিটি কখনও দেখেছ যেখানে বাচ্চা, বৃদ্ধ, জোয়ান সবাই একসাথে পড়াশোনা করে। একটাই স্কুল, টিচার ও একজন আছেন আর যেখানে ব্রহ্মা স্বয়ং পড়াশোনা করেন। চমকপ্রদ তাইনা। শিববাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন। ব্রহ্মাও শুনছেন। বাচ্চা হোক বা বৃদ্ধ প্রত্যেকেই পড়াশোনা করতে পারে। তোমরাও এই নলেজ এখন নিছো, তাইনা। এখন পড়াতেও শুরু করে দিয়েছো। প্রতিদিন একটু একটু করে সময় কমে যাচ্ছে। এখন তোমরা অসীম জগতে যেতে চলেছো। জেনে গেছো যে এই ৫ হাজার বছরের চক্র কিভাবে অতিক্রম হয়েছে, প্রথমে এক ধর্ম ছিল, এখন কত ধর্ম। এখন শাসনকর্তা বলা যাবে না। এখন বলা হয় প্রজার উপর প্রজার রাজ্য পরিচালনা করা। সর্বপ্রথম খুব পাওয়ারফুল ধর্ম ছিল, সবাই মালিক ছিলে। এখন অধর্মী হয়ে গেছো, কোনও ধর্ম নেই। সবার মধ্যেই ৫ বিকার। অসীম জগতের বাবা বলেন - বাচ্চারা এখন ধৈর্য্য ধরো, খুব অল্প সময়ের জন্য তোমরা এখন রাবণ রাজ্যে রয়েছো। ভালোভাবে পড়াশোনা করলে সুখধামে যেতে পারবে, এ হলো দুঃখ ধাম। তোমরা নিজের শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো, এই দুঃখধামকে ভুলে যাও।

আত্মাদের পিতা ডায়রেকশন দিচ্ছেন - হে আত্মিক বাচ্চারা! আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চারা এই অরগ্যানস (কান) দ্বারা শুনছে। তোমরা আত্মারা যখন সত্যযুগে সতোপ্রধান ছিলে তখন তোমাদের শরীরও ফার্স্টক্লাস সতোপ্রধান ছিল। তোমরা অনেক ধনবান ছিলে তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে কি হয়ে গেছ! দিন-রাতের পার্থক্য। দিনে আমরা স্বর্গে ছিলাম, রাতে আমরা নরকে রয়েছি। একেই বলা হয় ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণদের দিন আর রাত। ৬৩ জন্ম ধরে ধাক্কা খেতে থাকে, অন্ধকার রাত, তাইনা! বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়ায়। ভগবানকে কেউ-ই পায় না। একেই বলে গোলকধাঁধার (ভুলভুলাইয়ার) খেলা, সুতরাং বাচ্চারা বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের খবর শোনান। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) দুয়ারে দুয়ারে ধাক্কা খাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা মনোযোগী হয়ে পড়তে হবে। কখনও অ্যাবসেন্ট হওয়া উচিত নয়। অবশ্যই বাবার মতো টিচার হতে হবে। পড়াশোনা করে অন্যদেরও পড়াতে হবে।

২) সত্য নারায়ণের সত্য কথা শুনে নর থেকে নারায়ণ হতে হবে, এমন সম্মানীয় নিজেকেই নিজে করে তুলতে হবে। কখনও ভূতের (বিকারের) বশীভূত হয়ে সম্মান হারানো উচিত নয়।

বরদান:- সম্বন্ধ আর প্রাপ্তি গুলির স্মৃতির দ্বারা সর্বদা খুশিতে থাকা সহজযোগী ভব সহজযোগীর আধার হলো - সম্বন্ধ আর প্রাপ্তি। সম্বন্ধের আধারে ভালোবাসার উৎপত্তি হয় আর যেখানে প্রাপ্তি থাকে সেখানে মন-বুদ্ধি সেখানে চলে যায়। তাই সম্বন্ধে আমার - এই অধিকার থেকে স্মরণ করো। অন্তর থেকে বলো আমার বাবা আর বাবার দ্বারা যে শক্তির, জ্ঞানের, গুণের, সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেমের সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে তাকে স্মৃতিতে ইমার্জ করো, এর ফলে অপার খুশী থাকবে আর সহযোগীও হয়ে উঠবে।

স্নোগান:- দেহ-বোধ এর থেকে মুক্ত হয়, তাকে অন্য সব সম্বন্ধের বন্ধন স্বভাবতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অসীম জগতের অপার খুশীর অনুভব করবার জন্য প্রতি মুহূর্তে বাবার সাথে থাকো"

*প্রশ্নঃ - বাবার থেকে কোন্ বাচ্চাদের অনেক-অনেক শক্তি প্রাপ্ত হয়?

*উত্তরঃ - যাদের এই নিশ্চয় আছে যে, আমরা অসীম বিশ্বের পরিবর্তনকারী, আমাদের এই অসীম বিশ্বের মালিক হতে হবে। আমাদের যিনি পড়ান, তিনি স্বয়ং বিশ্বের মালিক বাবা। এমন বাচ্চাদের অনেক শক্তি প্রাপ্ত হয়।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মাদের পিতা, পরম পিতা পরমাত্মা বসে পড়ান এবং বোঝান, কারণ বাচ্চারাই আবার পবিত্র হয়ে স্বর্গের মালিক হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বের পিতা তো হলেন একজন-ই। এই কথাটি বাচ্চাদের নিশ্চয় হয়। বাচ্চারা, সম্পূর্ণ বিশ্বের পিতা, সকল আত্মাদের পিতা তোমাদের পড়াচ্ছেন। এত কথা বুদ্ধিতে বসে কি? কারণ বুদ্ধি হল তমোপ্রধান, লোহার পাত্র, আয়রন এজেড। বুদ্ধি থাকে আত্মায়। অতএব এত কথা বুদ্ধিতে আছে? বুদ্ধিবার জন্য এতখানি শক্তি প্রাপ্ত হয় যে যথায় যথায় বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, আমরা অসীম বিশ্বের পরিবর্তন করি। এই সময় অসীম সৃষ্টিকে নরক বলা হয়। এই কথা জানো বা বুদ্ধিতে পারো যে গরিব মানুষ দোজখে (নরকে) আছে আর বাকি সন্ন্যাসী, ধনী মানুষ, উঁচু পদাধিকারীরা বেহস্তে (স্বর্গে) আছে? বাবা বোঝান এই সময় যে মানুষ মাত্র আছে সবাই নরকে আছে। এই সব হল বুদ্ধিবার কথা যে আত্মা কত সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম আত্মায় সম্পূর্ণ নলেজ স্থির থাকে নাকি ভুলে যাও? বিশ্বের সর্ব আত্মাদের পিতা তোমাদের সম্মুখে বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। সারা দিন বুদ্ধিতে এই কথা কি স্মরণে থাকে যে যথায় যথায় এখানে বাবা আমাদের সঙ্গে আছেন? কত ক্ষণ বসেন? এক ঘন্টা, আধা ঘন্টা কিংবা সারা দিন? এই কথাটি বুদ্ধিতে রাখার জন্যেও শক্তি চাই। ঈশ্বর পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের পড়ান। বাইরে যখন নিজের ঘরে থাকো তখন সেখানে সঙ্গে নেই। এখানে প্রাক্টিক্যালি তোমাদের সঙ্গে আছেন। যেমন কোনও স্ত্রীর স্বামী বাইরে গেল, স্ত্রী এখানে আছে তখন এমন বলবে কি স্বামী আমার সঙ্গে আছে। অসীম জগতের বাবা তো হলেন একজন-ই। বাবা তো সবার মধ্যে উপস্থিত নন তাইনা। বাবা নিশ্চয়ই একটি স্থানে বিরাজিত হবেন। তো এই কথা কি বুদ্ধিতে থাকে যে অসীম জগতের পিতা আমাদের নতুন দুনিয়ার মালিক হওয়ার উপযুক্ত করছেন? মনে মনে নিজেকে এতখানি যোগ্য বিবেচনা করো কি যে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হতে চলেছি? এ তো খুবই খুশীর কথা। এর চেয়ে বেশি খুশীর খাজানা তো আর কেউ পায় না। এখন তোমরা জেনেছো এমন স্বরূপে পরিণত হচ্ছি। এই দেবতারা কোন্ স্থানের মালিক সে কথাও বুঝেছো। ভারতেই দেবতারা বাস করে গেছেন। সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। এই কথা বুদ্ধিতে আছে? সেই রকম চাল-চলন আছে? সেই রূপ কথাবার্তার ধরন, সেসব বুদ্ধিতে আছে? কারো কোনো কথায় ক্রোধ করলে, কারো ক্ষতি করলে, কারো অপমান করলে, তোমাদের এমন চলন নয় তো? সত্যযুগে দেবতারা কখনও কারো গ্লানি করেন কি? সেখানে গ্লানি করার কুসংস্কার আত্মাদের থাকবেই না। বাবা তো কত জোর দিয়ে বাচ্চাদের উপরে তোলেন। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তাহলে পাপ বিনষ্ট হবে। তোমরা হাত উপরে তোলো কিন্তু তোমাদের এমন চলন কি আছে? বাবা বসে পড়ান, এই কথা বুদ্ধিতে জোরদার ভাবে বসে যায়? বাবা জানেন যে, অনেকের নেশা সোডা ওয়াটারের মতো হয়ে যায়। সবার খুশীর পারদ এতো উর্ধ্বে থাকে না। যখন জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকবে তখন নেশা বাড়বে। বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য একমাত্র বাবা পড়ান।

এখানে তো সবাই হলো পতিত, রাবণ সম্প্রদায়। কাহিনী আছে না - রাম বানর সেনা নিয়েছিল। তারপরে এই এই করেছিল। এখন তোমরা জানো যে, বাবা রাবণকে পরাজিত করে লক্ষ্মী-নারায়ণ বানিয়ে তোলেন। এখানে বাচ্চারা তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা চট করে বলবে আমাদের ভগবান পড়ান। ভগবানুবাচ, টিচার যেমন বলবে আমরা তোমাদের ব্যারিস্টার বা অমুক তৈরি করব। নিশ্চয়ের সাথে পড়ায় এবং তারা সেই পদ প্রদান করে। যারা পড়ে তারাও নম্বর অনুসারে থাকে তাইনা। তারপরে তারা পদও প্রাপ্ত করে নম্বর অনুসারে, এও হল পড়াশোনা। বাবা মুখ্য উদ্দেশ্যটি সামনে দেখাচ্ছেন। তোমরা বুঝেছো এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে আমরা এমন স্বরূপধারী হব। খুশীর কথা, তাই না। আই. সি.এস যারা পড়ে, তারাও বুঝবে -আমরা এই পড়া করে এই কাজ করব, ঘর তৈরি করবো, এমন করবো। বুদ্ধিতে চলতে থাকে। এখানে আবার বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের বাবা বসে পড়ান। সবাইকে পড়তে হবে, পবিত্র হতে হবে। বাবার কাছে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে আমরা কোনও অপবিত্র কর্ম করবো না। বাবা বলেন যদি কোনও উল্টো কর্ম করলে উপার্জিত জমা ধন নষ্ট হয়ে যাবে। এই মৃত্যুলোক হলো পুরানো দুনিয়া। আমরা পড়া করি নতুন দুনিয়ার জন্য। এই

পুরানো দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে। পরিস্থিতি গুলি এমন আছে। বাবা আমাদের পড়ান অমরলোকের জন্য। সম্পূর্ণ দুনিয়ার চক্র সম্পর্কে বাবা বোঝান। হাতে কোনও পুস্তক ইত্যাদি নেই, মুখে মুখেই বাবা বোঝান। সর্ব প্রথম কথা যা বাবা বোঝান - নিজেকে আল্লা নিশ্চয় করো। আল্লা হল ভগবান পিতার সন্তান। পরমপিতা পরমাল্লা পরমধামে থাকেন। আমরা আল্লারাও সেখানেই থাকি। তারপর সেখান থেকে এখানে আসি পাট প্লে করতে। এ হলো অসীমের বৃহত্তর মঞ্চ। এই মঞ্চে প্রথমে পাট প্লে করতে অ্যাক্টররা আসে ভারতে, নতুন দুনিয়ায়। এইরূপ তাঁদের অ্যাক্টিভিটি। তোমরা তাঁদের মহিমা বর্ণনাও করো। তাঁদের কি মাল্টি-মিলিনিওর বলা হবে? তাঁদের কাছে তো অপারিসীম অগাধ ধন সম্পদ থাকে। বাবা তো এমনই বলবেন, তাইনা - এই লোকেদের কথাই। কারণ বাবা তো হলেন অসীম জগতের পিতা। এইরূপও ডামায় নির্দিষ্ট আছে। অতএব যেমন শিববাবা তাঁদের এমন ধনসম্পদশালী করেন, তেমনই ভক্তিমার্গে আবার বাবার (শিবের) মন্দির তৈরি করে পূজার জন্য। সর্ব প্রথমে তাঁরই পূজা করা হয়, যিনি পূজ্য রূপে পরিণত করেন। বাবা রোজ রোজ অনেক বোঝান, নেশা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু নম্বর অনুযায়ী, পুরুষার্থ অনুসারে যারা বোঝে, তারা সার্ভিস করে, ফলে ফ্রেশ থাকে। অন্যথায় পুরানো বাসি হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে, যথার্থ ভাবেই তাঁরা ভারতে রাজত্ব করতেন, অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। দৈবী ধর্ম-ই ছিল। তারপরে অন্য অন্য ধর্ম এসেছে। এখন তোমরা বুঝেছো যে, এই সৃষ্টি চক্র কীরূপ পরিক্রমা করে। স্কুলে মুখ্য উদ্দেশ্য তো চাই, তাইনা। সত্যযুগের আদি কালে তাঁরা রাজত্ব করতেন, তারপরে ৮৪-র চক্রে এসেছেন। বাচ্চারা জানে, এ হলো অসীম জগতের পঠন পাঠন। জন্ম জন্মান্তর তো জাগতিক দুনিয়ার পড়াশোনা করেছে, এই অসীমের পড়াশোনায় দুটো নিশ্চয় থাকা চাই। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আমূল পরিবর্তন করেন যিনি, রিজুভিনেট (মৃতবৎ অবস্থা থেকে তরতাজা করা) করেন যিনি, অর্থাৎ নরককে স্বর্গে পরিবর্তনকারী পিতা, আমাদের পড়ান। এইটুকু নিশ্চিত যে, মুক্তিধাম তো সবাই যেতে পারে। স্বর্গে সবাই আসবে না। এই কথা এখন তোমরা জানো, বাবা আমাদের এই বিষয় সাগর বেশ্যালয় থেকে মুক্ত করেন। এখন হল সঠিক অর্থেই বেশ্যালয়। কখন আরম্ভ হয়, সে কথাও তোমরা জেনেছ। ২৫০০ বছর হয়েছে যখন এই রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়েছে। ভক্তি শুরু হয়েছে। সেই সময় দেবী-দেবতা ধর্মের মানুষ ছিলেন যারা, তারা-ই বাম মার্গে এসে যায়। ভক্তির জন্য মন্দির নির্মাণ করে। সোমনাথের মন্দির কীরূপ বিশাল নির্মাণ করা হয়েছে। হিন্দি তো শুনেছো। মন্দিরে কি ছিল ! সুতরাং সেই সময় কতখানি বিত্তশালী ছিলেন তারা ! শুধু একটি মন্দির তো ছিল না তাইনা। হিন্দিতে কেবল একটি নাম (সোমনাথ) দেওয়া হয়েছে। মন্দির তো অনেক রাজারা নির্মাণ করেছে। একে অপরকে দেখে পূজা তো সবাই করবে তাইনা। অসংখ্য মন্দির ছিল। শুধু একটি মন্দির তো লুট করা হয় নি। অন্য মন্দির গুলিও আশেপাশে ছিল। তখন গ্রাম দূরে দূরে থাকত না। একে অপরের কাছাকাছি থাকতো, কারণ যাতায়াতের জন্য ট্রেন ইত্যাদি তো ছিল না। খুব কাছে কাছে ছিল, পরে ধীরে ধীরে সৃষ্টি বিস্তৃত হয়েছে।

এখন তোমরা বাচ্চারা পড়ছো। বড়-র থেকেও বড় (সর্ব মহান) বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন। এই নেশা তো থাকা উচিত, তাইনা। বাড়িতে কখনও কান্নাকাটি করবে না। এখানে তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে বাচ্চারা তোমাদেরকে পড়ানো হয়। এ হলো মাঝখানের সময়, যখন তোমরা চেঞ্জ হও। পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে পড়াশোনা করছ। ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়াটি পরিবর্তন করেন। পুরানো দুনিয়াকে নতুন করেন, যে দুনিয়ার মালিক তোমাদের হতে হবে। বাবা বাচ্চাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তোমাদের যুক্তি বলে দেওয়ার জন্য। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের সেই মতামত অনুসারে চলতে হবে। এই কথা তো বুঝতে পেরেছো যে, আমরা এখানকার বাসিন্দা নই। তোমরা কি আর জানতে যে আমাদের রাজধানী ছিল। এখন বাবা বুঝিয়েছেন -রাবণের রাজ্যে তোমরা খুব দুঃখে আছো। একেই বলে বিকারী দুনিয়া। এই দেবতারা হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। নিজেকে বিকারী বলে পরিচয় দেয়। এবারে এই রাবণের রাজ্য কবে আরম্ভ হয়েছে, কি হয়েছে একটুও কারো জানা নেই। বুদ্ধি একেবারে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সত্যযুগে ছিল পরশ বুদ্ধি, অতএব বিশ্বের মালিক ছিলে, অসীম সুখে ছিলে। তার নাম-ই ছিল সুখধাম। এখানে তো অসীম দুঃখ আছে। সুখের দুনিয়া ও দুঃখের দুনিয়া কীরকম হয় - সে কথাও বাবা বুঝিয়েছেন। কত সময় সুখ থাকে, কত সময় দুঃখ থাকে, মানুষ তো কিছুই জানে না। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী বুঝতে পারে। একমাত্র অসীম জগতের বাবা একথা বুঝিয়ে দেন। কৃষ্ণকে কি অসীম জগতের পিতা বলা হবে? মন স্বীকার করে না। অথচ বাবা কাকে বলবে - সেই বোধও নেই। ভগবান বোঝান, আমার গ্লানি করে, আমি তোমাদের দেবতায় পরিণত করি, আমার কত গ্লানি করেছে তারপরে দেবতাদেরও গ্লানি করেছে, এমন বুদ্ধিহীন হয়েছে মানুষ। বলে ভজ গোবিন্দ। বাবা বলেন - হে বুদ্ধিহীন, গোবিন্দ-গোবিন্দ, রাম-রাম জপ করে বুদ্ধিতে এই কথা নেই যে কার ভজন করছে। পাথর-বুদ্ধিদের মূঢ়মতি (বুদ্ধিহীন) বলা হবে। বাবা বলেন, এখন আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করি। বাবা হলেন সকলের সদগতি দাতা।

বাবা বোঝান, তোমরা নিজের পরিবার ইত্যাদিতে কতখানি ফেঁসে রয়েছো! ভগবান যা বলেন সেসব বুদ্ধিতে ধারণ করা উচিত। কিন্তু আসুরী মতানুযায়ী এমন জড়িয়ে আছে যে ঈশ্বরীয় মতানুসারে চলবে কীভাবে! গোবিন্দ কে, কি বস্তু, সে কথা জানে না। বাবা বোঝান, তোমরা বলবে বাবা তুমি তো অনেকবার আমাদের বুঝিয়েছো। এও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। বাবা আমরা আবার তোমার কাছ থেকে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। আমরা নর থেকে নারায়ণ অবশ্যই হবো। স্টুডেন্টদের সর্বদা পড়াশোনার নেশা থাকে, আমরা এমন হবো। নিশ্চয় থাকে। এখন বাবা বলেন তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। কারো সঙ্গে ক্রোধ ইত্যাদি করবে না। দেবতাদের ৫-টি বিকার থাকে না। শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। শ্রীমৎ সবচেয়ে প্রথমে বলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা আত্মারা পরমধাম থেকে এসেছ এখানে পার্ট প্লে করতে, এই তোমাদের শরীরটি হল বিনাশী। আত্মা তো হল অবিনাশী। অতএব তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো - আমি আত্মা পরমধাম থেকে এখানে এসেছি পার্ট প্লে করতে। এখন এখানে দুঃখে থাকো, তাই তো বল মুক্তিধামে যাব। কিন্তু তোমাদের পবিত্র করবে কে? একজনকেই আহ্বান করা হয়, সেই পিতা এসে বলেন - আমার মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, দেহ নয়। আমি বসে আত্মাদের বোঝাই। আত্মারা-ই ডাকে - হে পতিত-পাবন এসে পবিত্র করুন। ভারতই পবিত্র ছিল। এখন আবার আহ্বান করে - পতিত থেকে পবিত্র করে সুখধামে নিয়ে চলুন। কৃষ্ণের সঙ্গে তোমাদের প্রীতি তো আছেই। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশি ব্রত, জপ, তপ ইত্যাদি কুমারীরা, মাতাগণ করে থাকে। নির্জলা উপবাস করে। যাতে কৃষ্ণপূরী অর্থাৎ সত্যযুগে যেতে পারে। কিন্তু জ্ঞান নেই, তাই এত বড় বড় হঠ ইত্যাদি করে। তোমরাও এতটাই কর, কিন্তু কাউকে জ্ঞান শোনাতে নয়, নিজেই কৃষ্ণপূরী যাওয়ার জন্য। তোমাদের কেউ বাধা দেয় না। তারা গভর্নমেন্টের সামনে ফাস্ট (অনশন) ইত্যাদি রাখে, হঠ করে (হয়রান করে) - বিরক্ত করার জন্য। তোমাদেরকে কারো সামনে ধর্না দিয়ে (অনশন) বসতে হবে না। না কেউ তোমাদেরকে শিখিয়েছে সেইসব করতে।

শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের ফাস্ট প্রিন্স। কিন্তু এই কথা কেউ জানতে পারে না। কৃষ্ণকে তারা দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে। বাবা বোঝান - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, ভক্তি এবং জ্ঞান দুই-ই হলো আলাদা জিনিস। জ্ঞান হলো দিন, ভক্তি হলো রাত। কার ? ব্রহ্মার দিন ও রাত। কিন্তু এই কথাটির অর্থ না গুরুরা বোঝে, না তাদের শিষ্যরা। বাচ্চারা, জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যের রহস্য বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন। জ্ঞান দিন, ভক্তি হল রাত এবং তার পরে হল বৈরাগ্য। তারা জানে না। জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য শব্দ গুলি হল অ্যাকিউরেট, কিন্তু অর্থ জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, বাবা জ্ঞান প্রদান করেন, ফলে দিন হয়ে যায়। ভক্তি আরম্ভ হলে রাত বলা হয়। কারণ ধাক্কা খেতে হয়। ব্রহ্মার রাত হল ব্রাহ্মণদের রাত, তারপরে হয় দিন। জ্ঞান দ্বারা দিন, ভক্তি দ্বারা হয় রাত। রাতে তোমরা বনবাসে বসে আছো পরে দিনে তোমরা কত ধনী হয়ে যাও। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে :-

১) বাবার কাছ থেকে এত যে খুশীর খাজানা প্রাপ্ত করো, সে কথা বুদ্ধিতে বসে?

২) বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন, সুতরাং আমার আচার-আচরণ কি এমন হয়েছে? কথাবার্তার ধরন কি এমন? কখনও কারো গ্লানি বা অপমান করো না তো?

৩) বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করার পরেও কোনও অপবিত্র কর্ম হয় না তো?

বরদানঃ:- সাক্ষী স্থিতিতে স্থিত হয়ে পরিস্থিতির খেলা গুলিকে দেখতে থাকা সন্তোষী আত্মা ভব যেমনই ভিতর থেকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি হোক না কেন, সাক্ষী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও, তবে এইরূপ অনুভব করবে যেন পাপেট শো (পুতুল নাচের খেলা)। রিয়েল নয়। নিজের মর্যাদার (শান) মধ্যে থেকে খেলাকে দেখো। সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা হলো সন্তুষ্টমণি হওয়া বা সন্তোষী হয়ে থাকা। এই মর্যাদার মধ্যে যে আত্মা থাকবে, সে কখনোই উদ্বিগ্ন (পরেশান) হবে না। সঙ্গমযুগে বাপদাদার বিশেষ দান হলো সন্তুষ্টতা।

স্লোগান:- এইরকম হাসিখুশী থাকো, যাতে মন এর খুশী চেহারায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার এক দৃষ্টিতেই সমগ্র বিশ্বের মনুষ্য মাত্র ধন্য (ভরপুর) হয়ে যায়, এরজন্য বলা হয় - দৃষ্টির দ্বারা ধন্য হয়ে যায়..."

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের হৃদয়ে খুশীর বাদ্যি বাজা উচিত - কেন?

*উত্তরঃ - কেননা তোমরা জানো যে - বাবা এসেছেন সবাইকে সাথে করে নিয়ে যেতে । এখন আমরা আমাদের বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরে যাবো । হাহাকারের পরে জয়জয়াকার হবে । বাবার এক দৃষ্টিতেই সম্পূর্ণ বিশ্ব মুক্তি এবং জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে । সমগ্র বিশ্ব ধন্য হয়ে যাবে ।

ওম শান্তি । আত্মিক শিব বাবা বসে নিজের আত্মিক বাচ্চাদের বোঝান । তোমরা এও তো জানো যে, তৃতীয় নেত্রও হয় । বাবা জানেন যে, সমগ্র দুনিয়াতে যে আত্মারা রয়েছে, সবাইকেই আমি অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছি । বাবার হৃদয়ে তো উত্তরাধিকারই স্মরণে থাকবে । লৌকিক বাবার হৃদয়েও উত্তরাধিকারই স্মরণে থাকবে । বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দেবেন । বাচ্চা না থাকলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় যে, কাকে দেবেন । তারপর অ্যাডপ্ট করে নেয় । এখানে তো বাবা বসে আছেন, এনার তো সম্পূর্ণ দুনিয়াতে যে আত্মারা রয়েছে, তাদের সকলের দিকেই নজর যায় । তিনি জানেন যে, আমাকে সবাইকে উত্তরাধিকার প্রদান করতে হবে । যদিও তিনি এখানে বসে আছেন, কিন্তু নজর সম্পূর্ণ বিশ্বের উপরে, আর সম্পূর্ণ বিশ্বের মানুষের উপরে, কেননা সম্পূর্ণ বিশ্বেই দৃষ্টির দ্বারা ধন্য করতে হবে । বাবা বোঝান যে, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন সবাইকে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যেতে । সকলেই বাবার স্নেহের দৃষ্টিতে ধন্য হয়ে যাবে । ড্রামার প্ল্যান অনুসারে তারা কল্প - কল্প ধন্য হয়ে যাবে । বাবা সব বাচ্চাদেরই স্মরণ করেন । নজর তো যায়, তাই না । সবাই তো পড়বে না । ড্রামার প্ল্যান অনুসারে সবাইকে ফিরে যেতে হবে, কেননা নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । কিছু পরে নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, এখন বিনাশ হয়ে যাবে । এখন নতুন দুনিয়ার স্থাপন হতে হবে, কেননা আত্মা তো চৈতন্য, তাই না । তাই বুদ্ধিতে এসে যাবে যে - বাবা এসেছেন । প্যারাডাইজ স্থাপন হবে আর আমরা শান্তিধামে চলে যাবো । সকলেরই তো গতি হবে, তাই না । বাকি, তোমাদের সঙ্গতি হবে । এখন বাবা এসেছেন । আমরা স্বর্গে যাবো । জয়জয়াকার হয়ে যাবে । এখন তো অনেক হাহাকার । কোথাও আকাল হচ্ছে, কোথাও লড়াই চলছে, কোথাও আবার ভূমিকম্প হয় । হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হতে থাকে । মৃত্যু তো হতেই হবে । সত্যযুগে এমন কিছু হয় না । বাবা জানেন যে, এখন আমি যাচ্ছি, এরপর সমগ্র বিশ্বে জয়জয়াকার হয়ে যাবে । আমি ভারতেই যাবো । সমগ্র বিশ্বে ভারত যেন এক গ্রামের মতো । বাবার জন্য তো গ্রামের মতোই হলো । ওখানে অনেক অল্প মানুষ থাকবে । সত্যযুগে সম্পূর্ণ বিশ্ব যেন এক ছোটো গ্রাম ছিলো । এখন তো কতো বৃদ্ধি হয়ে গেছে । বাবার বুদ্ধিতে তো সবই আছে, তাই না । এখন এই শরীরের দ্বারা তিনি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । তোমাদের পুরুষার্থ ওইরকমই চলতে থাকে, যেমন কল্পে - কল্পে চলে । বাবাও তো কল্পবৃক্ষের বীজ রূপ । এ হলো করপোরিয়াল (আকারী) বৃক্ষ । উপরে হলো ইনকরপোরিয়াল (নিরাকারী) বৃক্ষ । তোমরা জানো যে, এ কিভাবে তৈরী হয়েছে । এই বোধ অন্য কোনো মানুষের মধ্যে নেই । অবোধ আর বোধের মধ্যে তফাৎ দেখো । কোথায় বুদ্ধিমানরা স্বর্গে রাজত্ব করতেন, তাকে বলাই হয় সত্যখন্ড, হেভেন ।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের ভিতরে খুব খুশী হওয়া উচিত । বাবা এসেছেন, এই পুরানো দুনিয়া তো অবশ্যই পরিবর্তন হয়ে যাবে । যে যতো পুরুষার্থ করবে, তত উঁচু পদ পাবে । বাবা তো পড়াচ্ছেন । তোমাদের এই স্কুল তো অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকবে । অনেকই হয়ে যাবে । সকলের একত্রে তো স্কুলে হবেই না । এতো সবাই কোথায় থাকবে ! বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণে আছে - এখন আমরা সুখধামে যাচ্ছি । কেউ যেমন বিলেতে যায়, তখন সেখানে আট - দশ বছর থাকে তো, তাই না । তারপর ভারতে ফিরে আসে । ভারত তো গরীব । বিলেতের মানুষদের এখানে সুখ হবে না । এমনিতে বাচ্চারা, তোমাদেরও এখানে সুখ নেই । তোমরা জানো যে, আমরা অনেক উঁচু পড়া পড়ছি, যার দ্বারা আমরা স্বর্গের মালিক দেবতা হয়ে যাই । ওখানে কতো সুখ থাকবে । সেই সুখকে সবাই স্মরণ করে । এই কলিযুগ তো স্মরণে আসতেই পারে না, এখানে তো অগাধ দুঃখ । এই রাবণ রাজ্য, পতিত দুনিয়াতে আজ অপরমপার দুঃখ, কাল আবার অগাধ সুখ হবে । আমরা যোগবলের দ্বারা অর্থে সুখের দুনিয়া স্থাপন করছি । এ তো রাজযোগ, তাই না । বাবা নিজেই বলেন, আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাই । তাই এমন যিনি বানান, সেই টিচারকে তো স্মরণ করা উচিত, তাই না । টিচার ছাড়া তো

ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হতেই পারে না। এ তো আবার হলো নতুন বিষয়। আত্মাদের যোগযুক্ত হতে হবে পরমাত্মা পিতার সঙ্গে, যাতেই অনেক সময় লাগছে। বহুকাল কি? বাবা তাও নিজেই বোঝাতে থাকেন। মানুষ তো লাথ বছর আয়ু বলে দেয়। বাবা বলেন - তা নয়, এ তো প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর তোমরা যারা প্রথমে দিকে বাবার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলে, তারা এসেই বাবার সঙ্গে মিলিত হও। তোমাদেরই পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের কোনো অসুবিধা করান না, তিনি কেবল বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো। জীব আত্মা তো, তাই না। আত্মা অবিনাশী, জীব বিনাশী। আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে, আত্মা কখনোই পুরানো হয় না। এ তো আশ্চর্য, তাই না। যিনি পড়ান, তিনিও ওয়াল্ডারফুল, পড়াও ওয়াল্ডারফুল। কারোরই স্মরণে থাকে না, সবাই ভুলে যায়। আগের জন্মে কি পড়তে, কারোর স্মরণে আছে কি? এই জন্মে তোমরা পড়ো আর রেজাল্ট নতুন দুনিয়াতে প্রাপ্ত হয়। বাচ্চারা, এ কেবল তোমরাই জানো। একথা স্মরণে থাকা উচিত - এখন এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, আমরা নতুন দুনিয়াতে যাবো। একথা স্মরণে থাকলে তবুও তোমাদের বাবার কথা স্মরণে থাকবে। এই স্মরণের জন্য বাবা অনেক উপায় বলে দেন। তিনি যেমন বাবাও, তেমনই টিচার এবং সঙ্করুও। এই তিন রূপেই স্মরণ করো। তিনি স্মরণ করার কতো উপায় বলে দেন, কিন্তু মায়া আমাদের ভুলিয়ে দেয়। বাবা যে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন, বাবাই বলেছেন যে, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, এই কথা স্মরণ করো, তবুও তোমরা কেন স্মরণ করতে পারো না। তিনি স্মরণ করার উপায় বলে দেন। এরপর সাথে সাথে বলেনও যে, মায়া অতি প্রবল। প্রতি মুহূর্তে তোমাদের ভুলিয়ে দেবে আর দেহ বোধ সম্পন্ন বানিয়ে দেবে, তাই যতটা সম্ভব তোমরা স্মরণ করতে থাকো। উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে দেহের পরিবর্তে নিজেকে দেহী মনে করো। এটাই হলো পরিশ্রম। এই নলেজ তো খুবই সহজ। সমস্ত বাচ্চারা বলে যে, স্মরণ টেকে না। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো আর মায়া আবার তোমাদের নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নেয়। এর উপরই এই খেলা বানানো আছে। তোমরাও মনে করো যে, আমাদের বুদ্ধিযোগ যে বাবার সাথে আর পড়ার সাবজেক্টে হওয়া উচিত, তা নেই। আমরা ভুলে যাই। তোমাদের কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাস্তবে এই চিত্রের কোনো দরকার নেই কিন্তু পড়ানোর সময় কিছু তো সামনে দেখানো চাই, তাই না। কতো চিত্র তৈরী হতে থাকে। পাণ্ডব গভর্নমেন্টের প্ল্যান দেখা কেমন। ওই গভর্নমেন্টেরও প্ল্যান থাকে। তোমরা মনে করো, নতুন দুনিয়াতে কেবল ভারতই ছিলো, খুবই ছোটো ছিলো। সারা ভারত বিশ্বের মালিক ছিলো। সেখানে এভ্রিথিং নিউ (প্রতিটি জিনিসই নতুন) হয়। দুনিয়া তো একই। এক্টররাও সবাই এক, কেবল এই সৃষ্টিচক্র ঘুরতে থাকে। তোমরা গণনা করবে, এতো সেকেন্ড, এতো ঘণ্টা, দিন - বর্ষ সম্পূর্ণ হয়ে আবার চক্র ঘুরতে থাকবে। আজ - কাল করতে করতে পাঁচ হাজার বছর সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। সব সিন - সিনারি, খেলাধুলা হয়ে আসছে। এ কতো বড় অসীম জগতের বৃক্ষ। গাছের পাতা তো আর গণনা করা যায় না। এ হলো বৃক্ষ (কল্প)। এর ফাউন্ডেশন হলো দেবী - দেবতা ধর্ম, তারপর এর থেকে মুখ্য এই তিন ধর্ম নির্গত হয়েছে। বাকি, ঝাড়ের পাতা তো অনেক বেশী। কারোর শক্তির নেই যে, গণনা করতে পারে। এই সময় সর্ব ধর্মের ঝাড় বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। এ হলো অসীম জগতের বড় ঝাড়। এই সব ধর্ম আর থাকবে না। এখন সমস্ত ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ফাউন্ডেশন আর নেই। বেনিয়ন ট্রির (বট বৃক্ষ) উদাহরণ একদম সঠিক। এ একটাই ওয়াল্ডারফুল বৃক্ষ, বাবাও ড্রামাতে দৃষ্টান্ত রেখেছেন বোঝার জন্য। ফাউন্ডেশন তো আর নেই। তাই এ হলো বোঝার মতো কথা। বাবা তোমাদের কতো বুদ্ধিমান তৈরী করেছেন। এখন আর দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই। বাকি কিছু নিদর্শন আছে, যা আটাতে নুনের সমান। প্রায় এই নিদর্শনই বাকি থেকে গেছে। তাই বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত জ্ঞান আসা উচিত। বাবার বুদ্ধিতেও তো নলেজ আছে, তাই না। তোমাদেরও তিনি সম্পূর্ণ নলেজ দান করে নিজের সমান বানাচ্ছেন। বাবা হলেন বীজরূপ আর এ হলো উল্টো বৃক্ষ। এ হলো অসীম জগতের অনেক বড় ড্রামা। তোমাদের বুদ্ধি এখন উপরে চলে (সূক্ষ্ম বুদ্ধি) গিয়েছে। তোমরা বাবাকে আর এই রচনাকে জেনে গেছো। শান্ত্রে যা আছে তাতে মুনি - ঋষি কিভাবে জানবে? একজনও যদি জানতে পারে তাহলে পরম্পরা চলতে থাকবে। দরকারই নেই, যেহেতু সঙ্গতি হয়ে যায়। মাঝে কেউই ফিরে যেতে পারে না। নাটক সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সব এক্টরস্ এখানেই থাকবে, যেহেতু শিব বাবাও এখানেই আছেন। যখন ওখানে সম্পূর্ণ খালি হয়ে যাবে, তখনই তো শিব বাবার বরষাগ্রী যাবে। প্রথমে তো ইনি গিয়েই বসবেন। তাই বাবা বসে এই সম্পূর্ণ নলেজ দান করেন যে এই ওয়ার্ল্ডের চক্র কিভাবে রিপিট হয়। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ.... তারপর সঙ্গম আসে। এর গায়ন আছে কিন্তু সঙ্গম যুগ কখন হয়, এ কেউই জানে না।

বাচ্চারা, তোমরা বুঝে গেছো যে - যুগ হলো চার। এ হলো লীপ যুগ, একে মিডগেট বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণকেও মিডগেট দেখানো হয়। তাই এ হলো নলেজ। নলেজকে ভেঙ্গেচুরে ভক্তিতে কি বানিয়ে দিয়েছে। জ্ঞানের সব সূত্র বিভ্রান্ত হয়ে আছে। তা বোঝানোর জন্য তো একমাত্র বাবাই আছেন। প্রাচীন রাজযোগ শেখার জন্য মানুষ বিলেতে যায়। তা তো এটাই, তাই না। প্রাচীন অর্থাৎ প্রথম। সহজ রাজযোগ শেখানোর জন্য বাবা এসেছেন। এতে কতো অ্যাটেনশান থাকে। তোমরাও

এটেনশান রাখো যাতে স্বর্গ স্থাপন হয়ে যায় । আল্লাহ তো স্মরণে আসে, তাই না । বাবা বলেন, যে নলেজ আমি তোমাদের দান করি, আমিই আবার এসে তা দান করবো । এ হলো নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান । এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকার কারণে খুব খুশী আসে । সময় তো অল্প বাকি আছে । এখন চলে যেতে হবে । একদিকে খুশী হয়, অন্যদিকে আবার ফীলও হয় । আরে, এমন মিষ্টি বাবা আমরা আবার পরের কল্পে দেখবো । বাবাই বাচ্চাদের এতো সুখ প্রদান করেন, তাই না । বাবা শান্তিধাম এবং সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আসেন । তোমরা যদি শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো তাহলে বাবাও স্মরণে আসবে । তোমরা এই দুঃখধামকে ভুলে যাও । অসীম জগতের পিতা অসীম জাগতিক কথা শোনান । পুরানো দুনিয়ার থেকে তোমাদের মমত্ব দূর হয়ে গেলে তোমরা খুশীতেও থাকবে । তোমরা রিটার্নে আবার সুখধামে ফিরে যাও । তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে । যারা কল্পে - কল্পে এমন হয়েছে, তারাই হবে, আর তাদেরই খুশী হবে, তারা খুশীর সঙ্গে এখানে পুরানো শরীর ত্যাগ করবে । তারপর নতুন শরীর ধারণ করে সতোপ্রধান দুনিয়াতে যাবে । এই নলেজও তখন শেষ হয়ে যাবে । এই কথা তো খুবই সহজ । রাতে ঘুমানোর সময় এমন - এমনভাবে মন্থন করো, তাহলে খুশী থাকবে । আমরা এমন তৈরী হচ্ছি । সারাদিনে আমরা কোনো শয়তানি তো করি নি ? পাঁচ বিকারের মধ্যে কোনো বিকার তো আমাদের বিরক্ত করেনি? লোভ তো আসেনি? এভাবে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আল্লাদের পিতা তাঁর আল্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যোগবলের দ্বারা অগাধ সুখের দুনিয়া স্থাপন করতে হবে । এই দুঃখের পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে । এই খুশী যেন থাকে যে, আমরা সত্য খণ্ডের মালিক হচ্ছি ।

২) রোজ নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, সারাদিনে কোনো বিকার আমাকে বিরক্ত করেনি তো? কোনো শয়তানি কাজ তো করেনি? লোভের বশীভূত তো হয় নি?

বরদানঃ:- বরদাতার দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তির বরদান প্রাপ্তকারী সম্পত্তিবান ভব কারোর কাছে যদি স্থূল সম্পত্তি থাকে তবুও সদা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না । স্থূল সম্পত্তির সঙ্গে যদি সর্ব গুণের সম্পত্তি, সর্ব শক্তির সম্পত্তি আর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি না থাকে তাহলে সদা সন্তুষ্টতা থাকতে পারে না । তোমাদের সকলের কাছে তো এইসব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি রয়েছে । দুনিয়ার মানুষ কেবল স্থূল সম্পত্তিবানদেরই বিত্তবান মনে করে কিন্তু বাচ্চারা, বরদাতা বাবার দ্বারা তোমরা 'সর্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিবান ভব' এই বরদান প্রাপ্ত করেছে ।

স্নোগানঃ:- প্রকৃত সাধনার দ্বারা 'হায় - হায়'কে 'বাঃ - বাঃ'তে পরিবর্তন করো ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বশক্তিমান বাবা এসেছেন তোমাদের শক্তি প্রদান করতে, তাঁকে যত স্মরণ করবে, ততই শক্তি মিলতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, এই ড্রামাতে সবথেকে ভালো পার্ট তোমাদের - তা কিভাবে?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, তোমরাই এই অসীম জগতের বাবার হও। ভগবান টিচার হয়ে তোমাদের পড়ান, তাহলে তোমরা তো ভাগ্যশালী হলে, তাই না। বিশ্বের মালিক তোমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন, তিনি তোমাদের সহযোগিতায় এই বিশ্বের কল্যাণ করেন। বাচ্চারা, তোমরা তাঁকে ডেকেছো আর বাবাও এসেছেন, এ হলো দুই হাতের তালি। এখন বাবার কাছ থেকে বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব করার শক্তি প্রাপ্ত করো।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা আত্মাদের পিতার সামনে বসে আছে। তারা শিক্ষকের সামনে বসে আছে, আর তারা এও জানে যে, এই বাবা গুরু রূপে এসেছেন বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাবাও বলেন - হে আত্মা রূপী বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে আর তোমরা এও জানো যে, এই দুনিয়া হলো ছিঃ ছিঃ। বাচ্চারা, তোমরাও ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছো। তোমরা নিজেরাই নিজের বলা, পতিত - পাবন বাবা, তুমি এসে আমাদের মতো পতিতদের দুঃখদাম থেকে শান্তিধামে নিয়ে যাও। এখন তোমরা যখন এখানে বসে আছো, তখন তোমাদের এই কথা মনে আসা চাই। বাবাও বলেন, আমি তোমাদের ডাকে, তোমাদের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি। বাবা স্মরণ করিয়ে দেন, বরাবর তোমরাই তো ডাকতে, এসো। এখন তোমাদের সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে, আমরাই ডেকেছি। ড্রামা অনুসারে বাবা এখন এসেছেন, পূর্ব কল্পের উদাহরণ স্বরূপ। ওরা তো প্ল্যান বানায়। এও শিববাবার প্ল্যান। এই সময় সকলেরই তো নিজের - নিজের প্ল্যান আছে, তাই না। পাঁচ বছরের প্ল্যান বানায়, তাতে এই - এই করবে, দেখো, কথা কিভাবে মিলে যায়। আগে এই প্ল্যান ইত্যাদি বানাতো না, এখন প্ল্যান বানাতে থাকে। বাচ্চারা তোমরা জানো, আমাদের বাবার প্ল্যান হলো এই। ড্রামার নিয়ম অনুসারে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমি এই প্ল্যান বানিয়েছিলাম। তোমরা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, যারা এখানে খুব দুঃখী হয়ে গেছো, বেশ্যালয়ে পড়ে আছো, আমি এখন এসেছি তোমাদের শিবালয়ে নিয়ে যেতে। ওই শান্তিধাম হলো নিরাকারী শিবালয় আর সুখদাম হলো সাকারী শিবালয়। বাচ্চারা, এই সময় বাবা তোমাদের রিফ্রেশ করছেন। তোমরা তো বাবার সম্মুখে বসে আছো, তাই না। বুদ্ধিতে তো এই নিশ্চয়তা এসেছে যে, বাবা এসেছেন। 'বাবা' শব্দটি খুব মিষ্টি। তোমরা এও জানো, আমরা আত্মারা ওই বাবার সন্তান, এরপর ভূমিকা পালন করার জন্য এই বাবার হই। তোমরা কতো সময় এই লৌকিক বাবাকে পেয়েছো? তোমরা সত্যযুগ থেকে শুরু করে সুখ আর দুঃখের অভিনয় করে এসেছো। তোমরা এখন জানো, আমাদের দুঃখের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে, সুখের পার্টও সম্পূর্ণ ২১ জন্মের জন্য করেছি। এরপর অর্ধেক কল্প দুঃখের পার্ট করেছি। বাবা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বাবা জিজ্ঞাসা করেন, বরাবর এমনই তো ছিলো তাই না। এখন আবার তোমাদের অর্ধেক কল্প সুখের অভিনয় করতে হবে। এই জ্ঞানে তোমাদের আত্মা পরিপূর্ণ থাকে, পরে আবার খালি হয়ে যায়। বাবা আবার তোমাদের পরিপূর্ণ করেন, তোমাদের গলায় তো বিজয় মালা রয়েছে। তোমাদের গলায় জ্ঞানের মালা রয়েছে। বরাবর আমরাই চক্র অতিক্রম করি। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ, তারপর আসি এই মিষ্টি সঙ্গম যুগে। এই যুগকে মিষ্টি বলা হবে। শান্তিধাম কোনো মিষ্টি নয়। সবথেকে মিষ্টি হলো পুরুষোত্তম কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ। এই ড্রামাতে তোমাদেরও ভালোর থেকে ভালো পার্ট আছে। তোমরা কতো ভাগ্যবান। তোমরা এই অসীম জগতের বাবার হয়ে যাও। বাচ্চারা, তিনি এসেই তোমাদের পড়ান। এই পড়া কতো উচ্চ আর কতো সহজ। তোমরা কতো ধনবান হও, তোমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররা কতো পরিশ্রম করে, তোমরা তো অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও, বাবার উপার্জনে বাচ্চাদের তো অধিকার থাকে, তাই না। তোমরা এই পার্ট গ্রহণ করে ২১ জন্মের জন্য প্রকৃত উপার্জন করো। ওখানে তোমাদের কোনো অভাব হয় না, যে বাবাকে স্মরণ করতে হয়, একেই অজপাজপ বলা হয়।

তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন। বাবাও বলেন, আমি এসেছি, দুই হাতেই তো তালি বাজবে, তাই না। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। পাঁচ বিকার রূপী রাবণ তোমাদের পাপাত্মা বানিয়েছে, তোমাদের আবার পুণ্যাত্মা হতে হবে, এই কথা বুদ্ধিতে আসা উচিত। আমরা বাবার স্মরণে পবিত্র হয়ে বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরে যাবো। এই পড়ার থেকে আমরা শক্তি পাই। দেবী - দেবতা ধর্মের জন্য বলা হয়, ধর্মই হলো শক্তি

। বাবা তো হলেন সর্বশক্তিমান । তাই বাবার থেকে আমরা এই বিশ্বে শান্তি স্থাপনের শক্তি পাই । ওই বাদশাহী আমাদের থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না । এতটাই আমাদের শক্তি প্রাপ্ত হয় । রাজাদের হাতে দেখো, কতখানি শক্তি এসে যায় । কতো মানুষ তাদের ভয় পায় । এক রাজার কতো প্রজা, লক্ষর ইত্যাদি থাকে, কিন্তু সে হলো অল্পকালের শক্তি । এ হলো ২১ জন্মের শক্তি । তোমরা এখন জানো, আমরা এই বিশ্বে রাজত্ব করার জন্য সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি পাই । তাই তাঁর প্রতি প্রেম তো থাকেই । দেবতারা প্রত্যক্ষভাবে নেই, তবুও তাঁদের প্রতি কতো ভালোবাসা থাকে । তাঁরা যখন সামনে থাকবেন তখন প্রজাদের তাঁদের প্রতি কতো প্রেম থাকবে । এই স্মরণের যাত্রায় তোমরা এই শক্তি গ্রহণ করছো । এই কথা তোমরা ভুলো না । এই স্মরণ করতে করতে তোমরা অনেক শক্তিমান হয়ে যাও । সর্বশক্তিমান আর কাউকেই বলা হয় না । এই স্মরণে সকলেই শক্তি প্রাপ্ত করে, এইসময় কারোরই কোনো শক্তি নেই, সকলেই তমোপ্রধান । এরপর সমস্ত আত্মারা একের থেকেই শক্তি পায়, তারপর নিজের রাজধানীতে গিয়ে নিজের - নিজের ভূমিকা পালন করে । তারপর নিজের হিসেব - নিকেশ শোধ করে নশ্বর অনুযায়ী আবার শক্তিমান হয় । প্রথম নশ্বরে এই দেবতাদের শক্তি । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ বরাবর সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান আছে । তোমাদের আত্মার মধ্যে যেমন এই জ্ঞান আছে, তেমনই বাবার আত্মার মধ্যেও সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । তিনি এখন তোমাদের এই জ্ঞান দান করছেন । এই ড্রামাতে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে যা বারে বারে রিপিট হতে থাকে । এরপর ওই পার্ট আবার পাঁচ হাজার বছর পরে রিপিট হবে । বাচ্চারা, তোমরা এ কথাও জানো । তোমরা যখন সত্যযুগে রাজত্ব করো তখন বাবা অবসর জীবনে থাকেন, এরপর আবার কখন এই স্টেজে আসেন ? তোমরা যখন দুঃখী হও । তোমরা জানো যে, তাঁর ভিতরে সম্পূর্ণ রেকর্ড ভরা আছে । আত্মা কতো ছোটো কিন্তু তার কতো বোধজ্ঞান । বাবা এসে কতো বুদ্ধি দান করেন । এরপর সত্যযুগে তোমরা সব ভুলে যাও । সত্যযুগে তোমাদের এই জ্ঞান থাকে না । ওখানে তোমরা সুখ ভোগ করতে থাকো । এও তোমরা বুঝতে পারো, সত্যযুগে আমরা দেবতা হয়ে সুখ ভোগ করি । এখন আমরাই আবার ব্রাহ্মণ । আমরাই আবার দেবতা হচ্ছি । এই জ্ঞান - বুদ্ধি খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । কাউকে বোঝালে খুশী উৎপন্ন হয়, তাই না । তোমরা যেন তাদের প্রাণ দান দাও । মানুষ তো বলে, কাল এসে সবাইকে নিয়ে যায় । এমন কাল ইত্যাদি কিছুই নেই । এ তো হলো বানানো ড্রামা । আত্মা বলে, আমি এক শরীর ত্যাগ করে চলে যাই তারপর অন্য শরীর ধারণ করি । আমাকে কখনো কাল গ্রাস করে না । আত্মার অনুভূতি আসে । আত্মা যখন গর্ভে থাকে তখন সাক্ষাৎকার করে দুঃখ ভোগ করে । ভিতরে থেকে সাজা ভোগ করে তাই তাকে বলা হয় গর্ভ জেল । এই আশ্চর্যজনক ড্রামা কেমন ভাবে বানানো আছে । গর্ভ জেলে সাজা ভোগ করতে করতে সাক্ষাৎকার করতে থাকে । কেন সাজা পেয়েছে সেই সাক্ষাৎকার তো করাবেই, তাই না, যেমন - এই - এই ভুল কাজ করেছে, একে দুঃখ দিয়েছে । ওখানে সব সাক্ষাৎকারই হয় তবুও বাইরে এসে পাপাত্মা হয়ে যায় । এই সমস্ত পাপ কিভাবে ভস্ম হবে ? তাই বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - এই স্মরণের যাত্রায় আর স্বদর্শন চক্র ঘোরালে তোমাদের পাপ কেটে যায় । বাবা এও বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চারা, তোমরা যদি এই ৮৪ জন্মের স্বদর্শন চক্র ঘোরাও তাহলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে । চক্রকেও যেমন স্মরণ করতে হবে, তেমনই যিনি জ্ঞান দান করেছেন, তাঁকেও স্মরণ করতে হবে । বাবা আমাদের স্বদর্শন চক্রধারী তৈরী করছেন । তিনি তো আমাদের তৈরী করেনই তবুও প্রতিদিনই নতুন - নতুন আসে, তাই তাদেরও রিফ্রেশ করতে হয় । তোমরা সমস্ত জ্ঞান পেয়েছো, এখন তোমরা জানো যে, আমরা এখানে অভিনয় করতে এসেছি । আমরা ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ করেছি, এখন আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে । এমনভাবে চক্র ঘোরাও কি ? বাবা জানেন যে, বাচ্চারা খুবই ভুলে যায় । এই চক্র ঘোরাতে কোনো অসুবিধা নেই, অবসর তো তোমরা অনেকই পাও । পরের দিকে তোমাদের এই স্বদর্শন চক্রধারীর অবস্থা থাকবে । তোমাদের এমন হতে হবে । সন্ন্যাসীরা তো এই শিক্ষা দিতে পারে না । এই স্বদর্শন চক্রকে গুরুরাও জানেন না । ওরা তো কেবল বলবেন - গঙ্গা দর্শনে চलो । কতো মানুষ সেখানে স্নান করে । অনেকে স্নান করলে গুরুদেরও দক্ষিণা প্রাপ্ত হয় । বারে বারে তারা তীর্থ যাত্রায় যায় । এখন তোমরা দেখো, ওই যাত্রা আর এই যাত্রায় কতো তফাৎ । এই যাত্রা ওইসব তীর্থযাত্রা ছাড়িয়ে দেয় । এই যাত্রা কতো সহজ । তোমরা চক্রও ঘোরাও । এমন গানও তো আছে -- চারিদিকে পরিক্রমা করলাম, তবুও প্রতি মুহূর্তে দূরে । অসীম জগতের পিতার থেকে তোমরা দূরে থেকেছো । তোমাদের এই অনুভব হয় । ওরা এর অর্থ জানে না । তোমরা এখন জানো যে, আমরা অনেক পরিক্রমা করেছি । এখন এই পরিক্রমা থেকে তোমরা মুক্তি পেয়েছো । এই পরিক্রমা করে তোমরা কাছাকাছি তো আসোইনি বরং দূরে চলে গেছো ।

এখন এই ড্রামার নিয়ম অনুসারে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবাকে আসতে হয় । বাবা বলেন, আমার মতে তোমাদের চলতেই হবে, পবিত্র হতেই হবে । এই দুনিয়াকে দেখেও দেখবে না । যতক্ষণ না নতুন গৃহ তৈরী হচ্ছে ততক্ষণ পুরানো গৃহতেই থাকতে হয় । বাবা তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে এই সঙ্গম যুগেই আসেন । অসীম জগতের পিতার এ হলো অসীম এবং অবিনাশী উত্তরাধিকার । বাচ্চারা জানে যে, বাবার এই অবিনাশী উত্তরাধিকার হলো আমাদের । তারা সেই

খুশীতেই মগ্ন থাকে। তারা নিজের উপার্জনও করে আবার বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারও পায়। তোমরা তো অবিনাশী উত্তরাধিকারই পাও। ওখানে তোমরা জানতেই পারবে না যে স্বর্গের উত্তরাধিকার তোমরা কিভাবে পেয়েছো? ওখানে তো তোমাদের জীবন খুব সুখের হবে, কেননা তোমরা বাবাকে স্মরণ করে শক্তি গ্রহণ করো। পাপ মুক্তকারী পতিত - পাবন একমাত্র বাবাই। বাবাকে স্মরণ করলে এবং স্বদর্শন চক্র ঘোরালেই তোমাদের পাপ মুক্ত হয়। এ কথা খুব ভালো করে নোট করে নাও। এটা বোঝাই হলো যথেষ্ট। ভবিষ্যতে তোমাদের বারে বারে বলতে হবে না। এক ইশারাই যথেষ্ট। তোমরা যদি অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে। তোমরা এখানে নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হতে আসো। এ কথা তো স্মরণে আছে, তাই না। আর কারোর বুদ্ধিতেই এই কথা আসে না। এখানে তোমরা আসো, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা বাপদাদার কাছে যাই, তাঁর থেকে নতুন দুনিয়া স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে।

বাবা বলেন, স্বদর্শন চক্রধারী হলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এখন যিনি তোমাদের জীবন হীরে তুল্য করেন, তাঁকে দেখো। এও তোমরা জানো যে, এখানে চাক্ষুষ দেখার কোনো কথা নেই। এ তোমরা দিব্যদৃষ্টির দ্বারাই জানো। আল্লাই এই শরীরের দ্বারা পাঠ গ্রহণ করে - এই জ্ঞান তোমরা এখন পেয়েছো। আমরা যে কর্ম করি, আল্লাই এই শরীর ধারণ করে কর্ম করে। বাবাকেও পড়াতে হয়, তাঁর নাম সর্বদাই শিব। শরীরের নামের পরিবর্তন হয়। এই শরীর তো আমাদের নয়। এ হলো এনার সম্পত্তি। শরীর হলো আল্লার সম্পত্তি, যার দ্বারা অভিনয় করে। এ তো খুব সহজ সরল, বোঝার মতো কথা। আল্লা তো সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু সকলেরই শরীরের নাম পৃথক। আর ইনি হলেন পরম আল্লা, সুপ্রীম আল্লা। উঁচুর থেকেও উঁচু। এখন তোমরা বুঝতে পারো, ভগবান তো একজনই, তিনিই সৃষ্টিকর্তা। বাকি সকলেই হলো রচনা, যারা অভিনয় করে। এও তোমরা জেনে গেছো, কিভাবে আল্লারা আসে, প্রথম দিকে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আল্লারা থাকে, অল্প সংখ্যক। আবার শেষের দিকে তাঁরাই যোগ্য হয় প্রথমে আসার জন্য। এ হলো যেন সৃষ্টিচক্রের এক মালা, যা ঘুরতেই থাকে। তোমরা যখন মালা ঘোরাও তখন দানার চক্র তো ঘুরতে থাকে। সত্যযুগে সামান্যতম ভক্তিও থাকে না। বাবা বুঝিয়েছেন - হে আল্লারা, তোমরা মামেকম্ স্মরণ করো। তোমাদের অবশ্যই ঘরে ফিরে যেতে হবে, বিনাশ তো সামনে উপস্থিত। এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা পাপ মুক্ত হবে আর তখন সাজা ভোগ করা থেকে মুক্তি পাবে। পদও তখন ভালো পাবে। তা না হলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে। বাচ্চারা, আমি তোমাদের কাছে কতো ভালো এক অতিথি। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বের পরিবর্তন করি। আমি পুরাতন বিশ্বকে নতুন করে দিই। তোমরাও জানো যে, বাবা কল্পে - কল্পে এসে বিশ্বকে পরিবর্তন করে পুরানো বিশ্বকে নতুন করে দেন। এই বিশ্ব তো পুরাতন থেকে নতুন আর নতুন থেকে পুরাতন হয়, তাই না। তোমরা এই সময় চক্র ঘোরাতে থাকো। বাবার বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে, তিনি তার বর্ণনা করেন, তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে যে চক্র কিভাবে ঘোরে। তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন, আমরা তাঁর শ্রীমতে চলে পবিত্র হই। তোমরা এই স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হতে থাকবে, তারপর উঁচু পদ পাবে। পুরুষার্থ করাও আবশ্যিক। এই পুরুষার্থ করানোর জন্য কতো চিত্র ইত্যাদি বানানো হয়। যারা আসে তাদের তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রের উপর বোঝাও। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা তাঁর আল্লা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করে অনেক আল্লাদের প্রাণ দান করতে হবে, স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

২) এই মিষ্টি সঙ্গম যুগে নিজের উপার্জনের সাথে সাথে বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। নিজের জীবন সর্বদা সুখের করে তুলতে হবে।

বরদানঃ:- সকল বরদান গুলিকে সময় মতো কাজে লাগিয়ে ফলপ্রসূ করে তুলে ফল স্বরূপ ভব বরদানের দ্বারা সময়ে সময়ে যে যে বরদান প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলিকে সময় মতো কাজে লাগাও। বরদান শুনেই কেবল খুশী হয়ে যেও না যে আজ খুব ভালো বরদান ছিল। বরদানকে কাজে লাগালে তবেই বরদান কাম্যে থাকে। বরদান তো হলো অবিনাশী বাবার, কিন্তু তাকে ফলপ্রসূ করতে হবে। তার জন্য বরদানকে বারে বারে স্মৃতির জল দাও, বরদানের স্বরূপে স্থিত হওয়ার রৌদ্র দাও তবে বরদানের ফল স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- বিশেষত্ব গুলি হলো প্রভু প্রসাদ, সে'গুলিকে সেবাতে লাগাও, বিতরণ করো আর বৃদ্ধি করতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"আত্মিক ভালোবাসার মূর্তি হয়ে একসাথে শিক্ষা আর সহযোগ দাও" (মধুবন নিবাসী ভাই বোনেদের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকার)

আজ ভালোবাসার সাগর বাপদাদা তাঁর মাস্টার জ্ঞান সাগর বাচ্চাদের সাথে মিলন উদযাপন করছেন। পরমাত্ম এই ভালবাসা বাচ্চাদের পালনার আধার। যেমন, পরমাত্ম ভালবাসা ব্রাহ্মণ জীবনের আধার, ঠিক তেমনই ব্রাহ্মণ সংগঠনের আধার আত্মিক ভালবাসা। যে আত্মিক ভালবাসা তোমরা বাচ্চারাই অনুভব করতে পারো। আজকের এই বিশ্বের আত্মারা পরমাত্মার এই প্রকৃত, নিঃস্বার্থ, আত্মিক ভালবাসার পিয়াসী। এমন প্রকৃত ভালবাসা তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা ব্যতীত কারও প্রাপ্ত হতে পারে না। পিপাসু আত্মাদের পিপাসা পূরণকারী নিজেকে সবসময় পরমাত্ম ভালবাসা বা আত্মিক ভালবাসায় সমাহিত হওয়ার অনুভব করো? ভালবাসার দাতা ও দেবতা হয়ে থাকো সদা? চলতে ফিরতে আত্মিক ভালবাসার বৃত্তি, দৃষ্টি, বোল, সম্বন্ধ-সম্পর্ক অর্থাৎ কর্মে অনুভব করো? যেমনই আত্মা হোক কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণের ন্যাচারাল বৃত্তি, ব্রাহ্মণ নেচার তৈরি হয়ে গেছে? তৈরি করতে হয় নাকি তৈরি হয়ে গেছে? ফুলো ফাদার, ফুলো মাদার। নিজের ব্রাহ্মণ জন্মের আদি সময় স্মরণ করো। বিভিন্ন নেচারের আত্মারা বাবার হয়েছে। ভালবাসার সাগর বাবা তাঁর ভালবাসার সাগরের একই স্বরূপের অনাদি নেচারের দ্বারা তোমাদের নিজের বানিয়ে নিয়েছেন তো না! যদি তোমাদের সকলের ভিন্ন ভিন্ন নেচার দেখতেন তাহলে কী নিজের বানাতে পারতেন! সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমার ন্যাচারাল নেচার কী? যে কোনও কারওর নেচার দুর্বল; বাস্তবে, ব্রাহ্মণ জীবনের ন্যাচারাল নেচার মাস্টার প্রেমের সাগর। যখন দুনিয়ার লোকেও বলে যে ভালবাসা পাথরকেও জল করতে পারে, তো আত্মিক ভালবাসা, পরমাত্ম ভালবাসা নিয়ে যারা অন্যকে দেয়, তারা ভিন্ন ভিন্ন নেচারকে পরিবর্তন করতে পারবে না? করতে পারে নাকি না? পিছনের তোমরা বলো। যারা মনে করো যে করতে পারো তারা এক হাত উঠাও। বড় করে হাত তোলো, ছোট নয়। (সবাই হাত তুলেছে) আচ্ছা অভিনন্দন। তবুও সারকমস্ট্যান্স আসে। সারকমস্ট্যান্স তো আসতেই হবে। এটা তো ব্রাহ্মণ জীবনের রাস্তার সাইড সিনস। আর সাইড সিন কখনো একরকম হয় না। কিছু সুন্দরও হয়, কিছু অপ্রিয় বিষয়েরও হয়। কিন্তু ভালবাসা পথিকের কাজ, না কী সাইড সিন বদলানোর ব্যাপার! তো বাপদাদা কী চান? এটা জানায় সবাই বুদ্ধিমান হয়ে গেছ, তাই না!

আজ মধুবন নিবাসীদের বিশেষ চান্স প্রাপ্ত হয়েছে। গোল্ডেন চান্স, তাই তো না! আচ্ছা। এই গোল্ডেন চান্সের রিটার্ন কী? বড়ই উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে চান্স নিয়েছে। বাস্তবে, যারা নিচে বসে আছে তারাও মধুবন নিবাসী। (মধুবন নিবাসী ভাই বোনেদের সাথে অন্য সবাই পান্ডব ভবনে মুরলী শুনছে) কিন্তু আজ বাবা মিলনের চান্স শুধু গ্রুপ গ্রুপ করে। যখন তোমরা একসাথে একত্রিত হও তোমাদের দূরে দূরে দেখায়। সেইজন্য ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। কার্যত, তোমরা সবাই মধুবন নিবাসী। যারা সেন্টারে থাকো তাদের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস মধুবনই তো না! সুতরাং ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস মধুবন। ঘর মধুবন, বাকি সব সেবা স্থান। সুতরাং যারা নিচে রয়েছে তারা এমন মনে করো না যে, আজ আমাদের মধুবন নিবাসীদের থেকে বের করে দিয়েছে। না, তোমরা সবাই মধুবন নিবাসী। বাপদাদা শুধু তোমাদের সামনে দেখতে চান। তো ছোট গ্রুপের মধ্যে তিনি তোমাদের দেখতে পারেন। এখন দেখ, পিছনে যাদের দেখা যাচ্ছে তাদেরকেও এত স্পষ্টভাবে দেখা যায় না, এরা যারা কাছে রয়েছে তাদের স্পষ্ট দেখা যায়। যেমনই হোক, যারা পিছনে তারা হৃদয় থেকে দূরে নয়। তো বাপদাদা এটাই চান যে বর্তমান সময় অনুসারে লাভ আর ল' এর ব্যালেন্স রাখতে হবে, কিন্তু ল' আর লাভ এর ব্যালেন্স মিলে যেন শুধু ল' না মনে হয়। ল' এর মধ্যেও যেন লাভ উপলব্ধি হয়। যেমন সাকার স্বরূপে বাবাকে দেখেছ। ল' এর সাথে এত লাভ দিয়েছেন যার জন্য প্রত্যেকের মুখ থেকে এটাই বের হয় যে বাবা আমাকে ভালোবাসেন। তিনি আমার বাবা। ল' অবশ্যই গ্রহণ করো, কিন্তু ল' এর সাথে লাভও দাও। শুধু ল' নয়। শুধু ল' দ্বারা কোথাও কোথাও আত্মারা হীনবল হওয়ার কারণে হতাশ হয়ে যায়। যখন তুমি নিজে আত্মিক ভালোবাসার মূর্তি হবে তখন অন্যের ভালোবাসার, (আত্মিক ভালোবাসা, অন্য ভালবাসা নয়) আত্মিক ভালোবাসা অর্থাৎ তাদের সব সমস্যার সমাধান করতে সহযোগী হওয়া। শুধু শিক্ষা দেওয়া নয়, শিক্ষা আর সহযোগ একসাথে দেওয়া - এটা হলো আত্মিক ভালোবাসার মূর্তি হওয়া। তো আজ বাপদাদা বিশেষভাবে সব ব্রাহ্মণ আত্মাকে, হয় তারা দেশের অথবা বিদেশের, চতুর্দিকের সব বাচ্চাকে এটা বিশেষভাবে আন্ডারলাইন করান - আত্মিক ভালোবাসার মূর্তি হও। অন্য আত্মাদের আত্মিক ভালোবাসার পিপাসা মেটাতে দাতা-দেবতা হও। ঠিক আছে তো না! আচ্ছা।

(পরে বাপদাদা মধুবন নিবাসীদের সাথে চিটচ্যাট করেছেন তথা নজর দ্বারা সবাইকে সর্বতোভাবে তৃপ্ত করতে করতে দৃষ্টি দিয়েছেন)।

হসপিটাল, আবু নিবাসী তথা পার্টিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার -

সবাই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করো? সারা বিশ্বে সবচেয়ে বড়'র থেকে বড় ভাগ্য কার? প্রত্যেকে কি মনে করো যে সবচেয়ে বড় হতে বড় ভাগ্য আমার! প্রত্যেকে এমন মনে করো? যখন তোমরা সৌভাগ্যবান তাহলে খুশি থাকো? সদা খুশি থাকো? কখনো কখনো নয় তো না! যখন বাপদাদা ভাগ্যের নক্ষত্র উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন তখন দীপ্তিমান নক্ষত্রকে দেখে খুশি থাকো? হৃদয়ে সদা খুশির বাজনা বাজে। নিরন্তর বাজে? হৃদয় কোন গীত গায়? "বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য" - এই গীত গাও তোমরা? সারা কল্প তোমাদের ভাগ্যের গায়ন হতে থাকে। অর্ধেক কল্প ভাগ্যের প্রালঙ্ক ভোগ করো আর অর্ধেক কল্প তোমাদের ভাগ্যের গায়ন অনেক আত্মা গাইতে থাকে। সবথেকে বিশেষ ব্যাপার হলো এই যে সারা বিশ্বে বাবার পছন্দ কে এসেছে? পছন্দতে তোমরা এসেছো তো না! কত আত্মা আছে! কিন্তু তোমরাই পছন্দ হয়েছো। যাদের ভগবান পছন্দ করে নিয়েছেন, এর থেকে বেশি কী হবে! সুতরাং সদা বাবার সাথে নিজের ভাগ্যও স্মরণে রাখো। ভগবান আর ভাগ্য। সারা কল্পে এমন আত্মা কেউ আছে যার প্রতিদিন স্মরণ-স্নেহ প্রাপ্ত হয়, প্রভু-প্রেম প্রাপ্ত হয়! রোজ স্মরণ-স্নেহ প্রাপ্ত হয় তো না! সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয় কে? তোমরাই প্রিয়, তাই না! তো সদা নিজের ভাগ্যকে স্মরণ করায় ব্যর্থ পালিয়ে যাবে। তাড়াতে হবে না, সহজেই পালিয়ে যাবে।

এখন বর্তমান সময় অনুসারে সঙ্গম যুগের সময়ের মহত্ব বুঝে প্রতি সেকেন্ড নিজের প্রালঙ্ক শ্রেষ্ঠ বানাতে থাকো। এক সেকেন্ডও যেন ব্যর্থ না যায়, একেক সেকেন্ডের মহত্ব অনেক বড়। সেকেন্ড যায় না কিন্তু অনেক সময় চলে যায় এবং এই সময় আর পাওয়া যাবে না। স্পষ্ট রূপে সময়ের পরিচয় আছে তো না! স্মৃতিতে থাকে? দেখ, আজ তোমরা সবাই স্পেশ্যাল টাইম পেয়েছ, পেয়েছ না! যদি তোমরা একত্রে আসতে তাহলে দেখাও যেতো না। এখন তো দেখা যাচ্ছে কে কে আছে। তোমরা সবাই বিশেষ আত্মা। শুধু নিজের বিশেষত্ব জেনে বিশেষত্বকে কার্যে প্রয়োগ করো। ড্রামা অনুসারে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার কোনো না কোনো বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এমন কেউ নেই যার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই। তো নিজের বিশেষত্বকে সদা স্মৃতিতে বজায় রাখো এবং তাকে সেবাতে লাগাও। প্রত্যেকের বিশেষত্ব, উদ্ভৃতি কলার অতি তীব্র বিধি হয়ে যাবে। সেবাতে নিয়োজিত করো, অভিমানে এসো না কারণ ড্রামা অনুসারে সঙ্গমে সব বিশেষত্ব হলো পরমাত্ম দান। পরমাত্ম দানে অভিমান আসবে না। যেমন প্রসাদ হয়, প্রসাদকে কেউ নিজের বলবে না যে আমার প্রসাদ, প্রভু-প্রসাদ। এই বিশেষত্বও হলো প্রভু প্রসাদ। প্রসাদ শুধু নিজের জন্য ইউজ করা হয় না, বিতরণ করা হয়। বিতরণ করো, তোমরা মহাদানী, বরদানীও। পান্ডবও বরদানী, মহাদানী, শক্তিরাজও মহাদানী? দু-এক ঘণ্টার মহাদানী নয়, খোলা ভান্ডার, তাই তো না! সেইজন্য বাবাকে ভোলা ভান্ডারী বলা হয়, খোলা ভান্ডার রয়েছে তো না! আত্মাদের নিরন্তর ফোঁটায় ফোঁটায় দিতে থাকো, কত বড় লাইন ভিখারীদের! আর তোমাদের কাছে পরিপূর্ণ কত ভান্ডার! অথন্ত ভান্ডার, খুঁটে নেওয়ার কেউ আছে কি? বিতরণে ইকনমি করো না তো? এটা দরাজ হৃদয় থেকে বিতরণ করো। ব্যর্থ নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে ইকনমি করো কিন্তু বিতরণ করায় উন্মুক্ত হৃদয়ে বিতরণ করো।

সবাই খুশি তোমরা? কখনো কখনো অল্প অল্প খুশি থাকে। কখনো মুড অফ, কখনো মুড খুব খুশি এমন নয় তো না! ফলো ফাদার, বাপদাদা কি মুড অফ করেন? সুতরাং, ফলো ফাদার করছ, তাই না! স্পেশাল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্য বাপদাদার কাছে টি. ভি. আছে, তার মধ্যে সবার ভিন্ন ভিন্ন মুড উপস্থিত হয়। এটা দেখতে কত মজাদার হবে! যারা সদা মহাদানী হয় তাদের মুড কখনো বদলায় না। তোমরা দাতা তো না! নিরন্তর দিয়ে যাও। দেবতা হওয়া মানে যে দেয়। গ্রহীতা নয়, দেবতা। কত বার দেবতা হয়েছ, অনেকবার হয়েছো তো না! তো দেবতা অর্থাৎ যাদের দেওয়ার সংস্কার আছে। যে যাই দিক না কেন, কিন্তু তোমরা সুখের ধারা, শান্তির ধারা, প্রেমের ধারা দাও। লোকের কাছে আছেই শুধু দুঃখ, অশান্তি, সুতরাং কী দেবে, তারা সেটাই দেবে তো না! আর তোমাদের কাছে কী আছে - সুখ শান্তি। সব ঠিক আছে না! আচ্ছা! মিলন উদযাপন করেছো, এইরকম তো মনে করো না, আমি তো শেষে এসেছি! স্পেশাল এসেছো! তোমরা মধুবনের কাছে থাকছো। মধুবনের ঘেরাও তো ভালোই করেছো।

হসপিটালের ওরাও ভালই সেবা করছে। শান্তিবনেরও অনেক আছে। যারা পার্টির তারা হরানিধি। তোমরা অল্পসংখ্যক সেইজন্য তোমরা হরানিধি। ফরেনারদের ছাড়া শোভাও নেই, সেইজন্য প্রতি গ্রুপের নিজস্ব শোভা বাড়াতে তোমরা এসে

যাও। আচ্ছা।

সেবাধারীদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

সেবার নিমিত্ত সবাই নিজের ভাগ্য বানাও তোমরা, কেননা, এই যজ্ঞ সেবার পুণ্য অনেক বড়। তন দ্বারা তো তোমরা সেবা করো কিন্তু মন দ্বারাও যদি সেবা করতে থাকো, তাহলে ডবল পুণ্য হয়ে যায়। মন্সা সেবা আর তনের। যারাই আসে তারা সেবাধারীরা যা সেবা করছে, বায়ুমন্ডলে তার প্রতিফলন দেখে নিজের লাভ নিয়ে যায়। সুতরাং সেবার সময় সংখ্যায় তোমরা যত আসো, পুণ্য আর শুভাশিস সেই আত্মাদের জন্য জমা হয়ে যায়। এভাবে নিরন্তর সেবা করো, তন দ্বারাও এবং মন দ্বারাও। তোমরা ডবল সেবাধারী নাকি সিঙ্গল? কে তোমরা? ডবল। ডবল করো তোমরা? সেবার প্রত্যক্ষফলও প্রাপ্ত হতে থাকে। যতটা সময় তোমরা এখানে থাকো, একট্রা খুশি লাভ হয়, হয় না! তো প্রত্যক্ষ ফলও খাও, আশীর্বাদও জমা হয়, তোমাদের ভবিষ্যতও তৈরি হয় আর বর্তমানও তৈরি। বাপদাদাও খুশি হন যে বাচ্চারা নিজেদের খুব সহজভাবে প্রালঙ্ক শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছে। শুধু সেবা, সেবা আর সেবা। অন্য কোনও ব্যাপারে যেও না। সেবা অর্থাৎ জমা করা। যতটা সময় পাচ্ছে ডবল ইনকাম করো। প্রত্যক্ষ ফলও, ভবিষ্যৎও। সেবার চাক্সও তোমরা সব আত্মার প্রাপ্ত হয়েছে। সেবাধারীদের জন্য বাপদাদার বিশেষ ভালোবাসা থাকে, কেননা বাপদাদাও বিশ্ব সেবক। তো বাপদাদার সাথে তোমরা সমান হয়ে গেছো, তাই না! মনকে বিজি রাখো নাকি খালি রাখো? মধুবন অর্থাৎ স্মরণ আর সেবা। ঘুরতে-ফিরতে মন যেন স্মরণে কিংবা সেবাতে বিজি থাকে। সবাই খুশি থাকো? কখনো কখনোর তো নও না? তোমরা তারা, যারা সদা খুশিতে থাকে। তোমাদের খুশিকে দেখে অন্যেরাও খুশি হয়ে যায়। সেবাধারীদেরও টার্ন প্রাপ্ত হয়েছে, খুশি তো না! বিশেষ টার্ন প্রাপ্ত হয়েছে, হয়েছে না? মধুবন নিবাসীদের নিমিত্ত তোমরাও গোল্ডেন চাক্স পেয়েছো। স্বয়ং সদা স্বমানে থেকে উড়তে থাকো। স্বমান কখনো ছেড়ে না, হতে পারে ঝাঁট দিচ্ছে, কিন্তু তোমাদের স্বমান কী? বিশ্বের সর্ব আত্মার মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা। তো নিজের আধ্যাত্মিক স্বমান কোনও কাজ করতে গিয়ে ভোলা উচিত নয়। নেশা থাকে তো না, অধ্যাত্ম নেশা। আমি কা'র হয়েছি! ভাগ্য স্মরণে থাকে, থাকে তো না? ভুলে যাও না তো? যতটা সময় সেবার জন্য পাও সেই সময়টুকুর এক এক সেকেন্ড সফল করো। ব্যর্থ যেন না যায়, সাধারণও নয়। অধ্যাত্ম নেশায়, অধ্যাত্ম প্রাপ্তিতে যেন সময় অতিবাহিত হয়। এমন লক্ষ্য রাখো তো না! আচ্ছা, ওম্ শান্তি।

বরদান:- স্নেহের উড়ান দ্বারা সমীপ হওয়ার অনুভব করে স্নেহীমূর্ত ভব
সব বাচ্চার মধ্যে স্নেহ সমাহিত হয়ে আছে, স্নেহের শক্তির দ্বারা সবাই সামনে উড়ে চলেছে। স্নেহের উড়ান তন বা মন থেকে, হৃদয় থেকে বাবার সমীপে নিয়ে আসে। যদি বা, জ্ঞান যোগ ধারণায় সবাই যথাশক্তি নম্বরক্রমে আছে, কিন্তু স্নেহে সবাই নম্বর ওয়ান। এই স্নেহই ব্রাহ্মণ জীবন প্রদান করার মূল আধার। স্নেহের অর্থ পাশে থাকা, পাশ হওয়া এবং প্রতিটা পরিস্থিতিতে খুব সহজে পাশ করা।

স্লোগান:- নিজের নজরে বাবাকে সমাহিত করে নাও, তবে মায়ার নজর থেকে বেঁচে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2

Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সদ্ধুর সর্বপ্রথম শ্রীমৎ হলো দেহী-অভিমানী হও, দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা এইসময় কোনো ইচ্ছা চাহিদাই রাখতে পারো না - কেন?

*উত্তরঃ - কারণ তোমরা হলে বাণপ্রস্তু। তোমরা জানো যে, এই চোখ দিয়ে যাকিছু দেখছি সে'সবই বিনাশ হয়ে যাবে। এখন তোমাদের কিছুই চাহিদা নেই, সম্পূর্ণরূপে বেগার হতে হবে। যদি এমন কোন দামী জিনিস পরিধান করো তবে তা আকর্ষণ করবে, পুনরায় দেহ-অভিমাণে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। এতেই পরিশ্রম রয়েছে। যখন পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হবে তখন বিশ্বের রাজস্ব পাবে।

ওম্ শান্তি। এই যে ১৫ মিনিট বা আধা ঘন্টা বাচ্চারা বসে রয়েছে, বাবাও ১৫ মিনিটের জন্য বসান কারণ হলো এটাই যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। এই শিক্ষা একবারই পাওয়া যায়, পুনরায় আর কখনো পাওয়া যাবে না। সত্যযুগে এভাবে বলবে না যে, আত্মা-অভিমানী হয়ে বসো। একথা একমাত্র সদ্ধুরই বলেন অর্থাৎ ওঁনার উদ্দেশ্যেই বলা হয়, একমাত্র সংগুরু সঙ্গ স্বর্গবাস, আর সব সঙ্গ (অসংসঙ্গ) নরকবাস বা ডুবে যাওয়া। এখানে এক পিতাই তোমাদের দেহী-অভিমানী বানান। কারণ তিনি নিজেই তো দেহী(অশরীরী), তাই না। বোঝাবার জন্য বলেন, আমি সকল আত্মাদের পিতা। ওঁনার তো অশরীরী অর্থাৎ আত্মা হয়ে বাবাকে অর্থাৎ নিজেকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। স্মরণও তারাই করবে যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হবে। এমন(দেবতা) তো অনেকেই হয় কিন্তু পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। এ অতি বোঝাবার মতন এবং বোঝাবার মতন বিষয়। পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের পিতাও আবার তিনি নলেজফুলও। আত্মাতেই জ্ঞান থাকে, তাই না। তোমাদের আত্মা সংস্কার নিয়ে যায় (পরজন্মে)। বাবার মধ্যে প্রথম থেকেই সংস্কার থাকে। তিনিই পিতা একথা তো সকলেই মানে। এছাড়া ওঁনার মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি গুণ রয়েছে যে, ওঁনার মধ্যে ওরিজিনাল নলেজ (সত্যজ্ঞান) রয়েছে। তিনি বীজ-স্বরূপ। বাবা যেমন বসে-বসে তোমাদের-কে বোঝান, ঠিক তেমনই তোমাদেরও অন্যদের বোঝাতে হবে বাবা মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তুমি তিনিই সত্য, চৈতন্য, নলেজফুল, ওঁনার মধ্যেই এই সমগ্র সৃষ্টি রূপী কল্পবৃক্ষের (ঝাড়) নলেজ রয়েছে। আর কারোরই এই বৃক্ষের নলেজ নেই। বৃক্ষের বীজ হলেন বাবা, যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। যেমন আমগাছ, এর অর্থাৎ আমগাছের সৃষ্টি তো বীজকেই বলা হবে, তাই না। তাহলে এ(বীজ) হয়ে গেল বাবা(বৃক্ষের সৃষ্টিকর্তা), কিন্তু ওটা হলো জড়। যদি চৈতন্য হতো তবে তো এ(বৃক্ষ) জানত, তাই না যে -- আমার থেকে বৃক্ষের সৃষ্টি কীভাবে হয়। কিন্তু ওটা হলো জড় বীজ যার বীজ (মাটির) নীচে বপন করা হয়। আর এ হলো চৈতন্য বীজ-স্বরূপ। এই বীজ থাকে উপরে, তোমরাও মাস্টার বীজরূপ হয়ে যাও। বাবার কাছ থেকে তোমরা নলেজ পাও। তিনি হলেন সর্বোচ্চ। তোমরা পদও উচ্চ প্রাপ্ত কর। স্বর্গে তো উচ্চপদ চাই, তাই না। একথা মানুষ জানে না। স্বর্গে দেবী-দেবতাদের রাজধানী থাকে। রাজধানীতে রাজা, রানী, প্রজা, ধনী-গরীব ইত্যাদি এসব পদ কীভাবে হবে। এখন তোমরা জানো যে, আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কীভাবে হচ্ছে? কে করছেন? ভগবান। আবার বাবা বলেন যে, বাছা! যাকিছু হচ্ছে তা ড্রামার প্ল্যান অনুসারে। সকলেই ড্রামার বশে অর্থাৎ ড্রামার প্লানে আবদ্ধ। বাবা বলেন, আমিও ড্রামার বশে। আমারও ড্রামায় পার্ট রয়েছে। আমি সেই পার্টই প্লে করি। তিনি হলেন সুপ্রীম আত্মা। ওঁনাকে পরমপিতা বলা হয়, আর সকলকে বলা হয় ব্রাদার্স। আর কাউকে ফাদার, টিচার, গুরু বলা হয় না। তিনি সকলেরই পরমপিতা, শিক্ষক, সংগুরু। একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু কিছু বাচ্চারা ভুলে যায়, কারণ পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। প্রত্যেকে যেমন পুরুষার্থ করে তা (স্থূলে) শীঘ্রই স্পষ্টভাবে জানতে পারা যায় -- এরা বাবাকে স্মরণ করে কি করে না? দেহী-অভিমানী হয়েছে কি হওনি? এ জ্ঞানে ভীক্ষ - তা তার অ্যাক্টিভিটি থেকেই বোঝা যায়। বাবা কাউকে কিছু সরাসরি বলেন না। যেন তারা অচৈতন্য না হয়ে যায়। যেন অনুতাপ না করে যে, বাবা একথা কী বললেন, আর সকলেই বা কী বলবে! বাবা বলতে পারেন যে, অমুকে-অমুকে কেমন সার্ভিস করছে। সার্ভিসের উপরেই তো সবকিছু। বাবাও তো এসে সার্ভিস করেন, তাই না। বাচ্চাদেরই তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের সাবজেক্টই কঠিন। বাবা যোগ আর জ্ঞান শেখান। জ্ঞান অতি সহজ। স্মরণেই তো অনুত্তীর্ণ হয়, দেহ-অভিমান চলে আসে। তখন এই চাই, এই ভাল জিনিসটা চাই। এমন-এমন চিন্তা-ভাবনা আসে।

বাবা বলেন, এখানে তো তোমরা বনবাসে রয়েছে, তাই না। তোমাদের এখন বাণপ্রস্তু যেতে হবে। তাই এমন কোনও জিনিসই (দামী) তোমরা পরিধান করতে পারো না। তোমরা তো বনবাসে রয়েছে, তাই না। যদি এমন কোনো পার্শ্ব

বস্তু থাকে তবে তা আকর্ষণ করবে। এমনকি শরীরও আকর্ষণ করবে। মুহূর্তে-মুহূর্তে দেহ-অভিমাণে নিয়ে আসবে। এতে পরিশ্রম আছে। পরিশ্রম ব্যতীত বিশ্বের রাজত্ব (বাদশাহী) কি পাওয়া যাবে, না পাওয়া যাবে না। পরিশ্রমও তো পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে প্রতিকল্পে করে এসেছে, এখনও করছে। রেজাল্টের প্রত্যক্ষতাও হতে থাকবে। স্কুলেও যেমন নশ্বরের ক্রমানুসারে ট্রান্সফার হয়। শিক্ষক বুঝতে পারে যে, অমুকে ভাল পরিশ্রম করেছে। এর পড়াবার শখ আছে, এমনই মনে (ফীলিং) হয়। সেখানে তারা এক ক্লাস থেকে ট্রান্সফার হয়ে দ্বিতীয় ক্লাসে, আবার তৃতীয়তে চলে যায়। এখানে একবারই পড়তে হয়। পরে যত তোমরা এগিয়ে যেতে থাকবে ততই সবকিছু জানতে পারবে। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অবশ্যই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। একথা তো জানে যে, কেউ রাজা-রানী হয়, কেউ-কেউ অন্যকিছু হয়ে যায়। প্রজাও অনেক হয়। সবকিছু তাদের অ্যাক্টিভিটির দ্বারা বোঝা যায়। এরা কত দেহ-অভিমাণে থাকে, এদের সঙ্গে বাবার কতটা ভালবাসা রয়েছে। বাবার সঙ্গেই তো প্রেম থাকা উচিত, তাই না। ভাইদের সঙ্গে নয়। ভাইদের ভালবাসা থেকে কিছু প্রাপ্ত হয় না। সকলেই একই পিতার থেকে উত্তরাধিকার পাবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা ! নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের পাপ খন্ডন হবে। মুখ্যকথাই হলো এটা। স্মরণের দ্বারাই শক্তি প্রাপ্ত করবে। দিনে-দিনে ব্যাটারী চার্জড (পরিপূর্ণ) হতে থাকবে। কারণ জ্ঞানের ধারণা হতে থাকে, তাই না। তীর নিশানায় বিদ্ধ হতে থাকে। দিনে-দিনে তোমাদের উন্নতি পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে হতে থাকে। ইনিই একমাত্র বাবা, শিক্ষক, সংগুরু, যিনি দেহী-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা দেন। আর কেউ দিতে পারে না। আর সকলে হলো দেহ-অভিমানী, আত্ম-অভিমানীর নলেজ কেউ পায় না। কোনো মানুষ একাধারে বাবা, শিক্ষক, গুরু হতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পার্ট প্লে করে। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখো। সম্পূর্ণ নাটকই তোমাদের সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে দেখতে হবে। অভিনয়ও করতে হবে। বাবা হলেন ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, অ্যাক্টর। শিববাবা এসে নিজের পার্ট প্লে করেন। তিনি তো সকলের পিতা, তাই না। তিনি আসেন তাঁর পুত্র এবং কন্যাসন্তানদের উত্তরাধিকার দিতে। একমাত্র তিনিই হলেন পিতা, আর বাকি সকলে হলো পরস্পরের ভাই। উত্তরাধিকার একমাত্র বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এই দুনিয়ার কোন জিনিস বুদ্ধিতে অর্থাৎ স্মরণে যেন না আসে। বাবা বলেন, যা কিছু দেখছো, এসবই বিনাশী। এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। ওরা (সল্লাসী) তো ব্রহ্মকে স্মরণ করে অর্থাৎ ঘরকে স্মরণ করে। মনে করে, ব্রহ্ম-তে বিলীন হয়ে যাবে। একেই বলা হয় অজ্ঞানতা। মানুষ মুক্তি-জীবনমুক্তির বিষয়ে যাকিছু বলে তা ভুল, যা কিছু যুক্তি রচনা করে, তা সবই ভুল। সঠিক পথ একমাত্র বাবা-ই বলেন। বাবা বলেন, ড্রামার প্ল্যান অনুসারে আমি তোমাদের রাজারও রাজা বানিয়ে দিই। কেউ বলে, আমাদের বুদ্ধিতে বসে না, বাবা আমাদের মুখ খোলাও, কৃপা করো। বাবা বলেন, এখানে বাবার কিছু করার কোন কথাই নয়। মুখ্যকথা হলো তোমাদের ডায়রেকশন অনুসারে চলতে হবে। সঠিক ডায়রেকশন বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়, বাকি সব হলো মানুষের ভুল মত (ডায়রেকশন) কারণ এইসবের মধ্যে ৫ বিকার রয়েছে, তাই না। অধঃপতনে যেতে-যেতে অপবিত্র হতে থাকে। কী-কী ধরনের রিদ্ধি-সিদ্ধি ইত্যাদির প্রয়োগ করতে থাকে। তাতে কিন্তু সুখ নেই। তোমরা জানো যে, এ হলো অল্পকালের সুখ। একে বলা হয় কাক-বিষ্ঠাসম সুখ। সিঁড়ির চিত্রের মাধ্যমে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে হবে আর বৃক্ষের উপরেও বোঝাতে হবে। যেকোন ধর্মাবলম্বীকে তোমরা দেখাতে পারো, তোমাদের যারা ধর্মস্থাপক, তারা অমুক-অমুক সময়ে আসে। খ্রাইস্ট অমুক সময়ে আসবে। যারা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, তাদের এই ধর্ম ভালো লাগবে, তৎক্ষণাৎ তারা বেরিয়ে আসবে। এছাড়া অন্য কারোর ভালো লাগবে না, তাহলে তারা পুরুষার্থ করবে কীভাবে। মানুষ মানুষকে ফাঁসী কার্টে ঝোলায়। তোমাদের একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। এ হলো অতি মিষ্টি-মধুর ফাঁসী (স্মরণের যোগ)। আত্মার বুদ্ধিযোগ বাবার দিকেই থাকে। আত্মাকে বলা হয় বাবাকে স্মরণ কর। এ হলো স্মরণের ফাঁসী। বাবা তো উপরে থাকেন, তাই না। তোমরা জানো যে, আমরা হলাম আত্মা, আমাদের বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এই শরীর এখানেই ত্যাগ করতে হবে। তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞানই রয়েছে। তোমরা এখানে বসে কী করছ ? বাণীর উর্ধ্বে যাওয়ার (সাইলেন্সে) জন্য তোমরা পুরুষার্থ করো। বাবা বলেন, সকলকেই আমার কাছে আসতে হবে। তবে তো তিনি হলেন কালেরও কাল (মহাকাল), তাই না। ওই কাল (মৃত্যু) তো একজনকে নিয়ে যায়, সেই কাল বলেও কেউ নেই যে এসে নিয়ে যায়। এ ড্রামায় নির্ধারিত হয়েই রয়েছে। আত্মা সময় হলে নিজে থেকেই চলে যায়। এই বাবা সকল আত্মাদের-কেই নিয়ে যাবেন। তোমাদের সকলের বুদ্ধিযোগ এখন নিজেদের ঘরে ফিরে যাওয়ার দিকেই রয়েছে। শরীর ত্যাগ করাকে মৃত্যু বলা হয়। শরীর শেষ হয়ে গেছে, তাই আত্মা চলে গেছে। বাবাকে ডাকাও হয় এইজন্য যে, বাবা এসে আমাদের এই সৃষ্টির থেকে নিয়ে যাও। এখানে আমরা থাকব না। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এখন ফিরে যেতে হবে। তারা বলা, বাবা এখানে অপার দুঃখ রয়েছে। এখন এখানে থাকতে চাই না। এ অতি অপবিত্র (ছিঃ-ছিঃ) দুনিয়া। মরতে তো অবশ্যই হবে। সকলেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। এখন বাণীর উর্ধ্বে যেতে হবে। তোমাদেরকে কোনো কাল (অকালমৃত্যু) গ্রাস করবে না। তোমরা তো খুশী-পূর্বক যাও। শাস্ত্রাদি যা কিছু আছে তা সবই হলো ভক্তিমার্গের, এসব পুনরায় হবে। এটাই ড্রামার ওয়ান্ডারফুল কথা। এসব টেপ, ঘড়ি যা কিছু এইসময় দেখছ, এসব পুনরায় হবে। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার মতন কিছু নেই।

ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী রিপোর্টের অর্থই হলো তার হুবহু রিপোর্ট। তোমরা এখন জানো, আমরা পুনরায় শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ থেকে দেবী-দেবতা হচ্ছি, এমনই আবার (৫ হাজার পর) হবে। এর থেকে এতটুকুও পৃথক কিছু হতে পারে না। এসব বোঝার মতো বিষয়।

তোমরা জানো, তিনি অসীম জগতের পিতাও, টিচার-সংগুরুও। এমন কোনো মানুষ হতে পারে না। ওঁনাকে তোমরা বাবা বলো। এঁনাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বল। ইনিও বলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবে না। বাপু গান্ধীজীও প্রজাপিতা ছিলেন না, তাই না। বাবা বলেন, এই কথায় তোমরা বিভ্রান্ত হয়েছো। তাদেরকে বল যে, আমরা ব্রহ্মাকে ভগবান বা দেবতা ইত্যাদি বলিই না। বাবা বলেছেন, এঁনার অনেক জন্মের অন্তিম, বাণপ্রস্থ অবস্থায় আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করার জন্য। বৃষ্ণেও দেখাও, দেখ একদম পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন সকলেই তমোপ্রধান জর্জরিত অবস্থায় রয়েছে, তাই না। ইনিও তমোপ্রধান হয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেইরকমই ফীচার্স (আকৃতি)। এঁনার মধ্যে বাবা প্রবেশ করে এঁনার নাম রাখেন ব্রহ্মা। তা নাহলে তোমরা বলো, ব্রহ্মার নাম কোথা থেকে এলো? ইনি হলেন পতিত, উনি হলেন পবিত্র। ওই পবিত্র দেবতারাই পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত মানুষ হয়ে যায়। ইনিও(ব্রহ্মা) মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হবেন। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করো, এ তো বাবারই কাজ। এসব অতি ওয়াল্ডারফুল বোঝার মতো বিষয়। ইনিই (ব্রহ্মা) উনি (বিষ্ণু) হন মাত্র এক সেকেন্ডে, উনি ৮৪ জন্ম নিয়ে পুনরায় ইনি(ব্রহ্মা) হন। এঁনার মধ্যে বাবা প্রবেশ কর, বসে পড়ান, তোমরাও পড়। এঁনাদেরও তো কুল (ঘরানা) রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণের মন্দির আছে। কিন্তু একথা কেউ জানে না যে, প্রথমে রাধা-কৃষ্ণ হলো প্রিন্স-প্রিন্সেস, যারা পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। ইনিই বেগার তথা প্রিন্স হবেন। প্রিন্স থেকে আবার বেগারে পরিণত হয়। কত সহজ কথা। ৮৪ জন্মের কাহিনী এই দুই চিত্রে রয়েছে। ইনিই(ব্রহ্মা) উনি (বিষ্ণু) হয়ে যান। তারা হলেন যুগল, তাই ৪ ভূজা দেওয়া হয়েছে। এটাই প্রবৃত্তি মার্গ, তাই না। এক সংগুরুই তোমাদের পার করে দেন। বাবা কত ভালভাবে বোঝান, আবার দৈবী-গুণও ধারণ করা চাই। স্ত্রী-দের বিষয়ে স্বামীদের বা স্বামীদের বিষয়ে স্ত্রী-দের যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ পরস্পরের কমজোরী বা খুঁত বের করে দেবে। এই বিষয়ে হয় তারা বলবে, এ আমাকে বিরক্ত করে অথবা একথা বলবে, আমরা দুজনেই সঠিকভাবে চলি। আর তা নাহলে বলবে, কেউ কাউকে বিরক্ত করি না, দুজনেই পরস্পরের সাহায্যকারী, সাথী হয়ে চলি। কেউ-কেউ আবার পরস্পরকে অধঃপতনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাবা বলেন, এখানে স্বভাবকে পরিবর্তন করতে হয়। ওসব হলো আসুরী স্বভাব। দেবতাদের হয় দৈব-স্বভাব। এইসবই তোমরা জানো, অসুরদের আর দেবতাদের যুদ্ধ কখনই হয় নি। পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়া - পরস্পরের মধ্যে মিলন কীভাবে হতে পারে। বাবা বলেন, অতীতে যা ঘটে গেছে সেগুলো বসে নিচ্ছে, ওগুলোকে গল্পকথা বলা হয়। উৎসবাদি সবই এখানকার। দ্বাপর থেকে পালন করা হয়। সত্যযুগে পালন করা হয় না। এসব বুদ্ধির দ্বারা বোঝার মতন বিষয়। দেহ-অভিমানের কারণে বাচ্চারা অনেক পয়েন্টস্ ভুলে যায়। জ্ঞান অতি সহজ। ৭ দিনেই সমগ্র জ্ঞান ধারণ করা যেতে পারে। প্রথমে অ্যাটেনশন চাই স্মরণের যাত্রায়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই অসীম জগতের নাটকে অ্যাক্ট করতে-করতে সম্পূর্ণ নাটককে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো না। এই দুনিয়ার কোনো বস্তু দেখলেও, বুদ্ধির মাধ্যমে যেন তা স্মরণে না আসে।

২) নিজের আসুরী স্বভাবকে পরিবর্তন করে দৈবী-স্বভাব ধারণ করতে হবে। পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে চলতে হবে, কাউকে বিরক্ত করা উচিত নয়।

বরদানঃ:-

নিজের মধ্যে সর্ব শক্তিকে ইমার্জ রূপে অনুভবকারী সর্ব সিদ্ধি স্বরূপ ভব

লৌকিকে কারো কাছে কোনো বিষয়ের শক্তি থাকে, ধনের শক্তি হতে পারে, বুদ্ধির, সম্বন্ধ-সম্পর্কের.... তো তার এই নিশ্চয় থাকে যে, এটা কি বড় ব্যাপার। সে শক্তির আধারে সিদ্ধি প্রাপ্ত করে নেয়। তোমাদের কাছে তো সকল শক্তিই রয়েছে, অবিনাশী ধনের শক্তি সর্বদা সাথেই রয়েছে, বুদ্ধির শক্তিও রয়েছে তো পজিশনের শক্তি রয়েছে, সর্ব শক্তি তোমাদের মধ্যে রয়েছে, এগুলোকে কেবল ইমার্জ রূপে অনিকরো তো সময় মতো বিধির দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত করে সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লাগান:- মনকে প্রভুর আমানত মনে করে তাকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ কার্যে লাগাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মার থেকে সমস্ত বিকার রূপী ময়লাকে বের করে শুদ্ধ ফুল হও। বাবার স্মরণের দ্বারাই সমস্ত ময়লা বেরিয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - পবিত্র হওয়ার জন্য বাচ্চাদের কোন বিষয়ে বাবাকে ফলো করতে হবে?

*উত্তরঃ - বাবা যেমন পরম-পবিত্র, তিনি কখনও অপবিত্র নোংরাদের সাথে মিশ্র আপ হন না, অত্যন্ত স্যাক্রেড (পবিত্র) তিনি, এইরকম তোমরাও পবিত্র হয়ে ওঠা বাচ্চারা বাবাকে ফলো করো, সী নো ইভিল।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। হলেন তো দু'জন বাবা। একজন হলেন আত্মিক, দ্বিতীয় জনকে দৈহিক বাবা বলা হবে। শরীর তো দু'জনেরই এক, যেন মনে হয় দু' জন বাবা-ই বোঝাচ্ছেন। কিন্তু একজন বোঝান, অন্যজন বোঝেন। তবুও বলা হয়ে থাকে দু'জনেই বোঝাচ্ছেন। এই যে এত ছোট একটা আত্মা, তাতে কতই না ময়লা জমা হয়ে আছে। ময়লা জমলে কত ক্ষতি হয়ে যায়। এই লাভ আর ক্ষতি তো তখনই দেখা যায়, যখন শরীরের সাথে রয়েছে। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা যখন পবিত্র হবো, তখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো পবিত্র শরীর পাবো। এখন আত্মার মধ্যে কতই-না ময়লা জমে আছে। যখন মধু বের করা হয়, তখন তাকে পরিশোধন করে নেওয়া হয়। তখন কতই না ময়লা বেরিয়ে আসে আর শুদ্ধ মধু আলাদা করে রাখা হয়। আত্মাও অনেক ময়লা হয়ে যায়। আত্মা-ই শুদ্ধ ছিল, একদম পবিত্র ছিল। শরীর কি রকম সুন্দর ছিল। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের শরীর দেখো কত সুন্দর। মানুষ তো শরীরকেই পূজা করে, তাইনা। আত্মাকে তো দেখতেই পায় না। আত্মাকে তো চেনেই না। প্রথমে আত্মা সুন্দর ছিল। শরীরও সুন্দর পাওয়া যায়। তোমরাও এখন এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চলেছো। তাই আত্মাকে কতই না শুদ্ধ হতে হবে। আত্মাকেই তমোপ্রধান বলা হয়ে থাকে, কেননা তাতে নোংরা ভর্তি আছে। এক হলো দেহ-অভিমানের ময়লা আর দ্বিতীয় কাম-ক্রোধের ময়লা। ময়লা বের করার জন্য পরিশোধন করা হয়। পরিশোধনের দ্বারা রং-ও পরিবর্তিত হয়ে যায়। তোমরা ভালোভাবে বিচার করলে অনুভব করতে পারবে যে, তোমাদের মধ্যে কত ময়লা ভরা রয়েছে। আত্মার মধ্যেই রাবণের প্রবেশ রয়েছে। এখন বাবার স্মরণে থাকলেই সমস্ত ময়লা বেরিয়ে যাবে। এতেও সময়ের প্রয়োজন হয়। বাবা বোঝান যে, দেহ অভিমানের কারণে বিকারের কত ময়লা জমা হয়। ক্রোধের ময়লাও কম নয়। ক্রোধী, অন্তরে অন্তরে জ্বলতে থাকে। কোনো না কোনো কথাতে অন্তর জ্বলতেই থাকে। মুখটাও তামার মত হয়ে যায়। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে, আমাদের আত্মাও জ্বলেপুড়ে গেছে। আত্মার মধ্যে কত ময়লা রয়েছে - এখন জানা গেছে। এইসব কথা বোঝার জন্য খুব কম সংখ্যক আত্মাই আছে। এতে তো ফার্স্ট ক্লাস ফুল চাই, তাই না। এখনো তো অনেক ঘাটতি রয়েছে। তোমাদেরকে তো সমস্ত ঘাটতিগুলি পূরণ করে একদম পবিত্র হতে হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কত পবিত্র। বাস্তব ক্ষেত্রে তাদেরকে স্পর্শ করারও আদেশ নেই। পতিতরা এত উঁচু পবিত্র দেবতাদের স্পর্শ করতে পারবে না। স্পর্শ করার যোগ্যই নয়। শিবকে তো স্পর্শ করতেই পারবে না। তিনি তো হলেনই নিরাকার, তাকে তো স্পর্শ করাই যায় না। তিনি তো মোস্ট পবিত্র। যদিও তাঁর প্রতিমা অনেক বড় করে তৈরি কেন। কেননা এত ছোট বিন্দু, তাতে তো কেউ স্পর্শ করতেই পারবে না। আত্মা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাই শরীর বড় হয়। আত্মা তো বড় ছোট হয় না। এটা তো হলই আবর্জনার দুনিয়া। আত্মার মধ্যে কত নোংরা জমা হয়ে আছে। শিব বাবা হলেন অত্যন্ত স্যাক্রেড (পবিত্র) অত্যন্ত পবিত্র। এখানে তো সবাইকে এক সমান বানিয়ে দেয়। একে অপরকে বলে তুমি তো জানোয়ার। সত্য যুগে এইরকম ভাষা হবেই না। এখন তোমরা অনুভব করতে পেরেছো যে, আত্মার মধ্যে অনেক ময়লা জমে আছে। আত্মার সেই যোগ্যতাই নেই যে বাবাকে স্মরণ করে। অযোগ্য বুঝে মায়াও তাকে একদম সরিয়ে দেয়।

বাবা কত স্যাক্রেড (পবিত্র - শুদ্ধ) । আমরা আত্মারাও কি থেকে কি হতে যাই। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা আমাকে ডেকেছিলে আত্মাকে শুদ্ধ করানোর জন্য। অনেক নোংরা ভর্তি হয়ে আছে। বাগানের মধ্যে সব ফুলই সুন্দর হয় না। নম্বরের ক্রমানুসারে হয়। বাবা হলেন বাগানের মালি। আত্মা কত পবিত্র হয়। পুনরায় অনেক ময়লা জমে একদম কাঁটা হয়ে যায়। আত্মার মধ্যেই দেহ অভিমানের, কাম-ক্রোধের ময়লা ভরা আছে। ক্রোধও মানুষের মধ্যে অনেক আছে। যখন তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তো কারোর মুখ দেখতেই ইচ্ছা করবে না। সী নও ইভিল। অপবিত্রকে তো দেখাই উচিত নয়। আত্মা পবিত্র হয়ে পবিত্র নতুন দেহ ধারণ করে। তাহলে নোংরা তো দেখবেই না। নোংরা দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা দেহ অভিমানে এসে কতই না নোংরায় পড়ে গেছো। পতিত হয়ে গেছো। বাচ্চারা

বলে - বাবা আমার মধ্যে ক্রোধের ভূত আছে। বাবা, আমরা তোমার কাছে এসেছি পবিত্র হওয়ার জন্য। আমরা জানি যে, বাবা হলেন এভার পিওর। এইরকম সর্বোচ্চ অথরিটিকে সর্বব্যাপী বলে কতই না ডিফেন্স (অপমান) করা হয়েছে। নিজের উপরেও কত ঘৃণা জন্মায় যে আমরা কি ছিলাম। আবার আমরা কি থেকে কি হতে চলেছি। এসব কথা তোমরা বাচ্চারা ই বুঝতে পারো, আর অন্য কোনো সংসঙ্গ বা ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি কোথাও এই রকম এইম অক্টেব্র কেউ বোঝাতে পারবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে আমাদের আত্মার মধ্যে কিভাবে নোংরা ময়লা জমেছে। দুই কলা কম হলো, তারপর চার কলা কম হলো, নোংরা জমতেই থাকছে। এইজন্য বলা হয়ে থাকে যে তমোপ্রধান। কেউ লোভে, কেউ মোহে জ্বলে মরে, এই অবস্থাতেই জ্বলে পুড়ে মরে যায়। এখন বাচ্চারা, তোমাদের তো শিব বাবার স্মরণে থেকেই শরীর ত্যাগ করতে হবে, যে শিব বাবা এই রকম তৈরি করেছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে এই শিব বাবা-ই তৈরি করেছেন, তাই না। অতএব নিজের উপরে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। তুফান তো অনেক আসবে। তুফান মায়ার হয়েই আসে, তুফান আর কিছুর নয়। তারা তো শাস্ত্রে হনুমান ইত্যাদির গল্প লিখে দিয়েছে। আরো বলে থাকে যে, ভগবান শাস্ত্র রচনা করেছেন। ভগবান তো সব বেদ শাস্ত্রের সার শোনান। ভগবান তো সঙ্গতি করে দিয়েছেন, তাঁর আবার শাস্ত্র রচনা করার কি দরকার? এখন বাবা বলেন - হইয়া নও ইভিল। এই শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। আমি তো এইসব থেকে আলাদা থাকি। কেউ আমাকে চিনতেই পারে না। বাবা কি, কারোরই তা জানা নেই। বাবা জানেন, কে কে আমার সেবা করে অর্থাৎ কল্যাণকারী হয়ে অন্যদেরও কল্যাণ করে, সে-ই আমার হৃদয় সিংহাসনে বসে। কেউ তো আবার এমনও আছে, যার সেবার বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নেই। বাচ্চারা, তোমাদের তো এ বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। হয়তো আত্মা শুদ্ধ হয়, শরীর তো সেই পতিতই থাকে, তাই না। যাদের আত্মা শুদ্ধ হয়, তাদের অ্যাক্টিভিটিতে রাত-দিনের ফারাক হয়ে যায়। আচার-আচরণে বোঝা যায়। কারোরই নাম নেওয়া হয় না। যদি নাম বলা হয় তবে আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে।

এখন তোমরা পার্থক্য দেখতে পারে যে, তোমরা কি ছিলে, আর তোমাদের কি হতে হবে ! তো শ্রীমতে চলতে হবে, তাই না। ভিতরে যে যে খারাপ জিনিস জমা হয়ে আছে, সেগুলোকে বের করতে হবে। লৌকিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো বাচ্চা অনেক খারাপ হয়, তাদের প্রতি তাদের বাবাও বিরক্ত বোধ করে। বলে থাকে যে এইরকম বাচ্চা থাকার থেকে না থাকা ভালো। ফুলের বাগান সুরভিত হয়ে থাকে। কিন্তু ড্রামা অনুসারে নোংরাও হয়। আকন্দ ফুল দেখতেও ভালো লাগে না। কিন্তু বাগানে গেলে সব ফুলের ওপরই তো নজর পড়ে, তাই না। আত্মা বলে এটা অমুক ফুল। সুগন্ধি ফুলের-ই তো আঘাণ নেবে সবাই, তাইনা। বাবাও দেখেন যে, এনার আত্মাও কতক্ষণ স্মরণের যাত্রায় থাকে। কত পবিত্র হয়েছে আর অন্যদেরও নিজের সমান তৈরি করছে। জ্ঞান শোনায়। মূল কথাই হলো মন্মনা ভব। বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পবিত্র ফুল হয়ে যাবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কত পবিত্র ফুল ছিল। এর থেকেও শিববাবা অনেক অনেক পবিত্র। মানুষের কি জানা আছে যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে এই শিব বাবা-ই তৈরি করেছেন। তোমরা এখন জেনেছ যে, এই পুরুষার্থের দ্বারাই এনারা এইরকম হয়েছেন। রাম কম পুরুষার্থ করেছেন, তাই চন্দ্রবংশী হয়েছেন। বাবা তো অনেক বোঝান। এক তো স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে, যার দ্বারা খারাপ সব বেরিয়ে যাবে, আর আত্মা পবিত্র হবে। তোমাদের কাছে মিউজিয়াম ইত্যাদিতে অনেক আত্মা আসে। বাচ্চাদেরকে সেবা করার জন্য অনেক শখ রাখতে হবে। সেবা ছেড়ে কখনো ঘুমাতে না। সেবার ক্ষেত্রে সর্বদা নির্ভুল থাকতে হবে। মিউজিয়ামেও তোমরা বিশ্রাম করবার সময়টুকু পর্যন্ত তোমরা নাও না। গলায় ব্যাথা হয়ে যায়। ভোজনাডিও খেতে হবে, কিন্তু অন্তরে দিনরাত এই উৎসাহই থাকবে যে কিভাবে সেবা করব। কেউ এলে তাকে রাস্তা বলতে হবে। ভোজনের সময় কেউ এসে গেলে তবে প্রথমে তাকে বুঝিয়ে তারপর ভোজন খেতে হবে। এইরকম সেবাধারী হয়েছে ? কারো কারো আবার অনেক দেহ অভিমান এসে যায়। আরাম পছন্দ করে। তখন সে নবাব হয়ে যায়। বাবাকে তো সবকিছুই বোঝাতে হয়, তাই না। এইসব নবাবী ছাড়ো। পুনরায় বাবা সাক্ষাৎকারও করাবেন। নিজের পদ দেখো। দেহ অভিমানের নোংরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে লাগিয়েছে। অনেক বাচ্চা বাবাকেও ঈর্ষা করে। আরে ! ইনি তো শিব বাবার রথ। এনাকে তো যত্ন করতেই হবে। এখানে তো এমনও অনেকে আছে যাদের ডাক্তারের নির্দেশে অনেক ওষুধ খেতে হয়। যদিও বাবা বলে থাকেন শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে, কিন্তু নিজের স্থিতিকেও দেখতে হবে, তাই না। তোমরা বাবার স্মরণে থেকে থাও, তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না। স্মরণে থাকলেই শক্তি ভরে যাবে। ভোজন অনেক শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন এই স্থিতি নেই। বাবা তো বলেন যে, ব্রাহ্মণদের (ব্রহ্মা বংশদের) হাতে তৈরি হওয়া ভোজন হল উত্তমের থেকেও উত্তম, কিন্তু তখন-ই, যখন সেটা বাবার স্মরণে থেকে তৈরি করা হয়। স্মরণে থেকে রান্না হলে, যে করেছে তারও লাভ, আর যে খাবে তারও লাভ হবে।

আকন্দ ফুল তো অনেক আছে, তাইনা। এরা কি পদ পাবে? বাবার তো খুব দয়া হয়। কিন্তু ড্রামা অনুসারে দাস-দাসী

হতেও হবে। এতে খুশি হয়ে যেও না। অনেকেই এটা ভাবে না যে, আমাকে এইরকম হতে হবে। দাস-দাসী হওয়ার পর যদি ধনী হও তাহলে ঠিক আছে, দাস-দাসী রাখতেও পারবে। বাবা তো বলেন যে, নিরন্তর এক আমাকে স্মরণ করো আর সুখের দোলনায় দুলতে থাকো। ভক্তরা আবার জপমালা তৈরি করে। ওটা ভক্তদের কাজ। বাবা তো শুধু বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। ব্যস্, বাকি কিছু জপ করতে হবে না, না মালা ঘোরাতে হবে। বাবাকে যথাযথ রূপে জানতে হবে আর তাঁকে স্মরণ করতে হবে। মুখে শুধু "বাবা বাবা" বললেই হবে না। তোমরা এখন জেনেছ যে, তিনি হলেন আমরা আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। তাঁকে স্মরণ করলেই আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবো অর্থাৎ আত্মা শুদ্ধ হয়ে যাবে। কত সহজ বিষয়। যুদ্ধের ময়দান আছ এখন তোমরা, তাইনা। তোমাদের হল মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। সে প্রতিমুহূর্তে তোমাদের বুদ্ধিযোগ ভাঙার চেষ্টা করছে। বিনাশ কালে যত যত প্রীত বুদ্ধি থাকবে, ততই উঁচু পদ পাবে। এক বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ ক'রো না। কল্প পূর্বেও এইরকম অনেক আত্মাই বেরিয়েছেন, যাঁরা বিজয় মালার দানা হয়েছেন। তোমরা ব্রাহ্মণ কুলের হয়েছো। ব্রাহ্মণদেরও মালা তৈরি হয়, যারা অনেক গুপ্ত সেবা করেছেন, তাদের। জ্ঞানও গুপ্ত, তাইনা। বাবা তো প্রত্যেককে খুব ভালোভাবে জানেন। ভালো ভালো প্রথম নম্বরের মহারথী বলে তোমরা যাদের জানো, তারা তো আজ নেই। দেহ অভিমান অনেক আছে। বাবার স্মরণ স্থায়ী হয় না। মায়া অনেক জোরে থাপ্পড় মারে। অনেক কম সংখ্যকই আছে যাদের মালা তৈরি হয়। বাবাও বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, নিজেকে দেখতে থাকো। আমি কতটা পবিত্র দেবতা ছিলাম, পুনরায় আমি কি থেকে কি হয়ে গিয়েছিলাম, একদম নোংরা হয়ে গিয়েছিলাম। এখন শিব বাবাকে পেয়েছি, তাই তাঁর শ্রীমতে চলতেই হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ ক'রো না। কারোর স্মরণ যেন বুদ্ধিতে না আসে। নিজের কাছে কারোর চিত্র রেখো না। এক শিব বাবাকে স্মরণ করো। শিব বাবার তো শরীর নেই। এটা তো কিছুদিনের জন্য লোন নিয়েছেন। তোমাদেরকে এইরকম দেবী দেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণ তৈরি করার জন্য কতই না পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে পতিত দুনিয়াতে আহ্বান করেছিলে। আমি তোমাদেরকে পবিত্র বানাই, কিন্তু তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে আমাকে আহ্বান ক'রো না। সেখানে এসেই বা আমি কি করবো। তাঁর সেবা-ই হলো পতিতদেরকে পবিত্র করা। বাবা জানেন যে, তোমরা একদম জ্বলে পুড়ে কালো কয়লা হয়ে গিয়েছিলে। বাবা এসেছেন তোমাদেরকে সুন্দর বানানোর জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সেবার ক্ষেত্রে একেবারে অ্যাকুরেট থাকতে হবে। দিনরাত সেবার জন্য উৎসাহের ঢেউ আসতে থাকবে। সেবা ছেড়ে কখনো আরাম ক'রো না। বাবার সমান কল্যাণকারী হতে হবে।

২) একের-ই স্মরণে থেকে প্রীত বুদ্ধি হয়ে অন্তরের সমস্ত ময়লাকে বের করে দিতে হবে। সুগন্ধি ফুল হতে হবে। এই নোংরা দুনিয়াতে বুদ্ধি যোগ লাগিও না।

বরদান:- মন-বুদ্ধির দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থিতি রূপী আসনে স্থিত থাকা তপস্বীমূর্তি ভডব তপস্বী সর্বদা কোনো না কোনো আসনে আসনে বসে তপস্যা করে। তোমাদের অর্থাৎ তপস্বী আত্মাদের আসন হলো - একরস স্থিতি, ফরিস্তা স্থিতি.... এই সকল শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত হওয়া অর্থাৎ আসনে বসা। স্থূল আসনে স্থূল শরীর বসে। কিন্তু তোমরা এই শ্রেষ্ঠ আসনে মন বুদ্ধি কে বসিয়ে থাকো। ওই তপস্বীরা এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে আর তোমরা একরস স্থিতিতে একাগ্র হয়ে যাও। তাদের হলো হঠযোগ আর তোমাদের হলো সহজযোগ।

স্নোগান:- ভালোবাসার সাগর বাবার বাচ্চারা ভালোবাসায় ভরপুর গঙ্গা হয়ে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র বাবার স্মরণে থাকা-ই হলো অব্যভিচারী স্মরণ, এই স্মরণের দ্বারা তোমাদের পাপ কাটতে পারে"

- *প্রশ্নঃ - বাবা যা কিছু বোঝান কেউ সেসব সহজে স্বীকার করে, কারো বুঝতে কঠিন অনুভব হয় - এর কারণ কি?
- *উত্তরঃ - যে বাচ্চারা বহু কাল ভক্তি করেছে, যারা অধিকল্পের পুরানো ভক্ত, তারা বাবার সব কথা সহজে মেনে নেয়, কারণ তারা ভক্তির ফল প্রাপ্ত করে। যারা পুরানো ভক্ত নয় তাদের প্রতিটি কথা বুঝতে কঠিন অনুভব হয়। অন্য ধর্মের মানুষ তো এই জ্ঞান বুঝতেও পারবে না।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মিক পিতা বসে বোঝান তোমরা সব বাচ্চারা কি করছো? তোমাদের হলো অব্যভিচারী স্মরণ। এক হলো ব্যভিচারী স্মরণ, দ্বিতীয় হলো অব্যভিচারী স্মরণ। তোমাদের সবার হলো অব্যভিচারী স্মরণ। কার স্মরণ? এক পিতার স্মরণ। বাবাকে স্মরণ করতে - করতে পাপ কাটতে থাকবে আর তোমরা সেখানে পৌঁছে যাবে। পবিত্র হয়ে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। আত্মাদের যেতে হবে। আত্মা-ই এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা সকল কর্ম করে তাই না। অতএব বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। মানুষ তো অনেককে স্মরণ করে। ভক্তি মার্গে তোমাদের একজনকেই স্মরণ করতে হবে। ভক্তিও সর্বপ্রথম তোমরা সর্বোচ্চ শিববাবার-ই করেছিলে। যাকে বলা হয় অব্যভিচারী ভক্তি। তিনি ই সর্বক্রে সদগতি প্রদান করেন, তিনি হলেন রচয়িতা পিতা। তাঁর কাছে বাচ্চাদের অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ভাই-ভাই এর কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। সন্তানদের উত্তরাধিকার সর্বদা পিতার কাছেই প্রাপ্ত হয়। একটু আধটু কন্যাদেরও প্রাপ্ত হয়। তারা তো গিয়ে অর্ধাঙ্গিনী হয়। এখানে তো তোমরা সবাই হলে আত্মা। সব আত্মাদের পিতা হলেন একজন-ই। পিতার কাছে সকলের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকার আছে। তোমরা হলে ভাই-ভাই, যদিও শরীর টি হল স্ত্রী-পুরুষের। আত্মারা সবাই হল ভাই-ভাই। তারা তো শুধুমাত্র কথার কথা বলে দেয় হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই। অর্থ বোঝে না। তোমরা এখন অর্থ বুঝেছ। ভাই-ভাই অর্থাৎ সব আত্মারা হল এক পিতার সন্তান তারপরে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা হল ভাই-বোন। এখন তোমরা জানো এই দুনিয়া থেকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে। বিশ্বে যত মানুষ আছে, সবার পাট এখন পূর্ণ হয়েছে। বাবা এসে আবার পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যান, পার করে নিয়ে যান। গাওয়াও হয় - মাঝি পার করাও। অর্থাৎ সুখধামে নিয়ে চলে। এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে নতুন দুনিয়া অবশ্যই পরিণত হবে। মূল বতন (পরমধাম) থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানচিত্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। আমরা আত্মারা হলাম সবাই সুইট হোম, শান্তিধামের নিবাসী। এই কথা তো বুদ্ধিতে স্মরণ আছে, তাইনা। আমরা যখন সত্যযুগী নতুন দুনিয়ায় থাকি বাকি সব আত্মারা তখন শান্তিধামে থাকে। আত্মা তো কখনো বিনাশ হয় না। আত্মায় অবিনাশী পাট ভরা আছে। তার কখনও বিনাশ হতে পারে না। ধরো কেউ ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে সে পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে হুবহু এমনই ইঞ্জিনিয়ার হবে। এই নাম রূপ দেশ কাল থাকবে। এইসব কথা বাবা-ই এসে বোঝান। এই হল অনাদি অবিনাশী ড্রামা। এই ড্রামার আয়ু হল ৫ হাজার বছর। এক সেকেন্ডও কম বেশি হতে পারে না। এই হল অনাদি পূর্ব রচিত ড্রামা। সবার নিজস্ব পাট প্রাপ্ত আছে। দেহী-অভিমানী হয়ে, সাক্ষী হয়ে খেলাটি দেখতে হবে। বাবার তো দেহ নেই। তিনি হলেন নলেজফুল, বীররূপ। বাকি আত্মারা যারা উপরে নিরাকারী দুনিয়ায় থাকে তারা আবার পাট প্লে করতে নম্বর অনুসারে আসে। সর্ব প্রথম নম্বর শুরু হয় দেবতাদের। প্রথম নম্বরের সূর্যবংশের চিত্র আছে তারপরে চন্দ্র বংশের চিত্রও আছে। সবচেয়ে উঁচুতে হল সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব, তাঁদের রাজ্য কবে কীভাবে স্থাপন হয়েছে - কোনও মানুষ মাত্রই জানে না। সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। কারো জীবন কাহিনী জানে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের জীবন কাহিনী জানা উচিত। না জেনে মাথা ঠেকানো অথবা মহিমা গান করা তো হলো ভুল। বাবা বসে মুখ্য মুখ্য যারা রয়েছে তাদের জীবন কাহিনী শোনান। এখন তোমরা জানো - কীভাবে তাদের রাজধানী চলে। সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাইনা। এখন সেই কৃষ্ণপুত্রী আবার স্থাপন হচ্ছে। কৃষ্ণ তো হলেন স্বর্গের প্রিন্স। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী কীভাবে স্থাপন হয়েছে - সেসব কথা তোমরা বুঝেছো।

নম্বর অনুযায়ী মালাও তৈরি করা হয়। অমুক মালার দানা হবে। কিন্তু চলতে - চলতে পরে হার স্বীকার করে। মায়া পরাজিত করে। যতক্ষণ সেনায় আছে, বলা হবে কমান্ডার, সে অমুক। তারপরে মৃত্যু হয়। এখানে মৃত্যু অর্থাৎ অবস্থা কম হওয়া, মায়ার কাছে হার স্বীকার করা। শেষ হয়ে যায়। আশ্চর্যবৎ শোনে, অন্যদের শোনায় তারপর ভাগ্য হয়ে যায় ...

ও মম মায়া! ধোঁকা দিয়ে যায়। মরজীবা জীবন অর্থাৎ মৃত্যুর জীবন ধারণ করে বাবার আপন হয়ে রামরাজ্য থেকে রাবণ রাজ্যে চলে যায়। এই নিয়েই যুদ্ধ দেখানো হয়েছে - কৌরব ও পাণ্ডবদের। অসুর ও দেবতাদেরও যুদ্ধ দেখিয়েছে। একটি যুদ্ধ দেখাও তাইনা। দুটো কেন? বাবা বোঝান এখানকার কথা। যুদ্ধ অর্থাৎ হিংসা করা হলো, এখানে এ তো হলো অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্ম। তোমরা এখন ডবল অহিংসক হয়েছে। তোমাদের হলো যোগবলের কথা। অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে তোমরা কাউকে কিছু করো না। ওই শক্তি তো খ্রিস্টানদের অনেক আছে। রাশিয়া ও আমেরিকা হলো দুই ভাই। এই দুয়ের বোমা তৈরির কম্পিটিশন হয়। দুইজনেই একে অপরের চেয়ে শক্তিশালী। এত শক্তি যে যদি দুইজনে মিলে যায় তাহলে সম্পূর্ণ দুনিয়ার উপরে রাজ্য করতে পারে। কিন্তু নিয়ম নেই যে কেউ বাহুবলের জোরে বিশ্বে রাজত্ব করার ক্ষমতা প্রাপ্ত করে। কাহিনী দেখানো হয় - দুইটি বেডাল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, মাখন মধ্যস্থান থেকে তৃতীয় কেউ খায়। এইসব কথা এখন বাবা বোঝান। ব্রহ্মাবাবা কি আর জানতেন। এই চিত্র ইত্যাদিও বাবা দিব্য দৃষ্টি দ্বারা তৈরি করিয়েছেন এবং এখন বোঝাচ্ছেন, তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত কর। ওই দুইজন হলো খুব শক্তিশালী। যেখানে - সেখানে যুদ্ধ করিয়ে দেয়। তারপরে সাহায্য দান করে কারণ তাদের ব্যবসা হল উত্তম। অতএব যখন দুই বেডাল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তখন বারুদ ইত্যাদি কাজে লাগে। যেখানে সেখানে দুয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। এই হিন্দুস্তান-পাকিস্তান প্রথমে আলাদা ছিল কি। দুটোই একত্রে ছিল, এইসব ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো - যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হই। তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, মাখন মাঝস্থান থেকে তোমরা খেয়ে নাও। মাখন অর্থাৎ বিশ্বের বাদশাহী তোমরা প্রাপ্ত কর এবং খুব সাধারণ ভাবে প্রাপ্ত কর। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে। যাকে বলা হয় পবিত্র দুনিয়া, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। প্রতিটি জিনিস সত্যপ্রধান, সত্য, রজঃ, তমঃ অবশ্যই হয়। বাবা বোঝান - তোমাদের এই বুদ্ধি ছিল না কারণ শাস্ত্রে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। ভক্তি হলো অজ্ঞান অন্ধকার। এই কথাও তোমরা কি আগে জানতে। এখন বোঝাও তারা তো বলে দেয় কলিযুগ এখনও ৪০ হাজার বছর আরও চলবে। আচ্ছা, ৪০ হাজার বছর পূর্ণ হয়ে তারপরে কি হবে? এইসব কেউ জানে না তাই বলা হয় অজ্ঞান অন্ধকারে নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ভক্তি হলো অজ্ঞান (জ্ঞান বিহীন)। জ্ঞান প্রদান করেন একমাত্র বাবা জ্ঞানের সাগর। তোমরা হলে জ্ঞানের নদী। বাবা এসে বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়ান। তিনি হলেন পিতাও, টিচারও, সদগুরুও। অন্য কেউ এমন বলবে না, ইনি আমাদের পিতা, টিচারও গুরু। এ হলো অসীম জগতের কথা। তিনি অসীম জগতের পিতা, টিচার, সন্মুখ। স্বয়ং বসে বোঝান আমি তোমাদের সুপ্রিয় পিতা, তোমরা সবাই আমার সন্তান। তোমরাও বলো - বাবা, তুমিই সেই বাবা। বাবাও বলেন তোমরা কল্প-কল্প মিলিত হও। অতএব উনি হলেন পরম আত্মা, সুপ্রিয়। তিনি এসে বাচ্চাদের সব কথা বোঝান। কলিযুগের আমু ৪০ হাজার বছর আরও আছে বলাটা একেবারে গল্প। ৫ হাজার বছরেই সব এসে যায়। বাবা যা কিছু বোঝান তোমরা বিশ্বাস কর, বুঝতে পারো। এমন নয় তোমরা বিশ্বাস কর না। যদি বিশ্বাস না করতে তবে এখানে আসতে না। এই ধর্মের না হলে বিশ্বাস করবে না। বাবা বুঝিয়েছেন সব কিছু নির্ভর করছে ভক্তির উপরে। যারা অনেক ভক্তি করেছে তাদের ভক্তির ফলও তো প্রাপ্ত হওয়া উচিত। তাদেরই বাবার কাছে অসীম জগতের অধিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা জানো আমরা সেই দেবতা বিশ্বের মালিক হই। কয়েকটি দিন বাকি আছে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো দেখানো হয়েছে, অন্য কোনও শাস্ত্রে এই কথা নেই। একমাত্র গীতা হল ভারতের ধর্ম শাস্ত্র। প্রত্যেক কে নিজের ধর্ম শাস্ত্র পাঠ করা উচিত এবং ওই ধর্ম যাঁর দ্বারা স্থাপন হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে জানা উচিত। যেমন খ্রিস্টান রা ক্রাইস্টের সম্বন্ধে জানে, তাকেই মানে, পূজো করে। তোমরা হলে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের তাই দেবতাদের পূজো করো। কিন্তু আজকাল নিজেদের হিন্দু ধর্মের বলে দিয়েছে।

তোমরা বাচ্চারা এখন রাজযোগ শিখছো। তোমরা হলে রাজস্বয়ি। তারা হলো হঠযোগ স্বয়ি। রাত-দিনের তফাৎ। তাদের সন্ন্যাস হল কাঁচা, দৈহিক জগতের। শুধু ঘর সংসার ত্যাগ করার। তোমাদের সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য হলো সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া ত্যাগ করার। সর্ব প্রথম নিজের ঘর (পরম ধাম) সুইট হোমে গিয়ে তারপরে নতুন দুনিয়া সত্যযুগে আসবে। ব্রহ্মা দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। এখন বর্তমান সময় হলো পতিত পুরানো দুনিয়া। এই সব হলো বুঝবার কথা। বাবার কাছে পড়া করি। এইটি তো নিশ্চয়ই সত্যি তাইনা। এতে নিশ্চয় না হওয়ার কোনও কথা নেই। এই নলেজ বাবা-ই পড়ান। তিনি পিতা শিক্ষকও তিনি, সত্য সদগুরুও হলেন তিনি, সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যান। দৈহিক জগতের গুরু তো পিছনে ফেলে চলে যায়। এক গুরু চলে গেলে অন্য গুরু করা হয়। তার শিষ্য দেবই আসনে বসানো হয়। এখানে তো হলো বাবা ও সন্তানদের কথা। তাদের হলো গুরু শিষ্যের উত্তরাধিকারের কথা। উত্তরাধিকার তো পিতার-ই চাই তাইনা। শিববাবা আসেন ভারতে। শিবরাত্রি ও কৃষ্ণরাত্রি পালন হয় তাইনা। শিবের জন্ম পত্র তো নেই। শোনানো হবে কীভাবে? তাঁর তো কোনও তিথি তারিখ থাকে না। কৃষ্ণ যিনি প্রথমে আসেন, তাঁকেই দেখানো হয়। দীপাবলী উৎসব পালন করা তো দুনিয়ার মানুষের কাজ। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য দীপাবলী নয়। আমাদের নতুন বর্ষ,

নতুন দুনিয়া সত্যযুগ কে বলা হয়। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়া করছো। এখন তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। ওই কুস্ত্র মেলায় কত মানুষ যায়। ওটা হলো নদীর তীরে আয়োজিত মেলা। অনেক অনেক মেলার আয়োজন হয়। সেখানেও তাদের নিজেদের পরিচালনা পর্ষদ (পঞ্চায়েত) থাকে। কখনও কখনও তো সেখানে নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া লেগে যায়, কারণ হলো দেহ-অভিমাত্রী। এখানে তো ঝগড়া ইত্যাদির কোনও কথা নেই। বাবা শুধু বলেন - মিষ্টি-মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা, আমায় স্মরণ করো। তোমাদের আত্মা যে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে, খাদ পড়েছে তাইনা, সেসব যোগ অগ্নি দ্বারা-ই বের হবে। স্বর্ণকাররা জানে, বাবাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। বাবা হলেন সুপ্রিম স্বর্ণকার। সর্বজনের খাদ বের করে প্রকৃত সত্য সোনাতে পরিণত করেন। সোনা আগুনে দক্ষ করা হয়। এই হল যোগ অর্থাৎ স্মরণের অগ্নি কারণ স্মরণ দ্বারা-ই পাপ ভস্ম হয়। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান স্মরণের যাত্রা দ্বারা-ই হয়। সবাই তো সতোপ্রধান হবে না। কল্প পূর্বের মতন পুরুষার্থ করবে। পরম আত্মারও ড্রামাতে পার্ট নির্দিষ্ট আছে, যা কিছু নির্দিষ্ট থাকে তা তো হবেই। বদল হতে পারে না। রীল চলতেই থাকে। বাবা বলেন ভবিষ্যতে তোমাদের আরও অনেক গুহ্য কথা শোনাব। সর্ব প্রথমে তো এই কথা নিশ্চয় করতে হবে - তিনি হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। মন্মনাভবের অর্থ হলো এই। বাকি কৃষ্ণ ভগবানুবাচ তো নেই। যদি কৃষ্ণ হবে তাহলে তো সবাই তার কাছে যাবে। সবাই চিনবে। তাহলে এমন বলা হয় কেন আমাকে কেবল কোটিতে কেউ জানতে পারবে। এই কথা তো বাবা বোঝান তাই মানুষের বুঝতে কষ্ট হয়। পূর্বেও এমনটাই হয়েছিল। আমি-ই এসে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছিলাম তারপরে এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি সব হারিয়ে যায়। তখন ভক্তিমার্গের নিজস্ব সময়ে শাস্ত্র ইত্যাদি সব সেই মতন বেরোবে। সত্যযুগে একটিও শাস্ত্র ইত্যাদি হয় না। ভক্তির নাম-গন্ধ নেই। এখন তো হলো ভক্তির রাজ্য। সবচেয়ে বড় উচ্চ পদের হলেন যিনি শ্রী শ্রী ১০৮ জগৎ গুরু রূপে পরিচিত। আজকাল তো ১০০৮-ও বলে দেওয়া হয়। বাস্তবে এই মালাটি হলো এখানকার। মালা যখন জপ করা হয়, তখন জানে ফুল হল নিরাকার, তারপরে হয় মেরু। ব্রহ্মা-সরস্বতী যুগল দানা। কারণ প্রবৃত্তি মার্গ যে। প্রবৃত্তি মার্গের মানুষ নিবৃত্তি মার্গের গুরু করে, সেই গুরু কি দেবে? হঠযোগ শিখতে হয়। সেসব তো অনেক রকমের হঠযোগ, রাজযোগের হলো একটিই প্রকার। স্মরণের যাত্রা হল এক, যাকে রাজযোগ বলা হয়। বাকি অন্য সবই হলো হঠযোগ, শরীরের সুস্থতার জন্য। এই রাজযোগ বাবা শেখান। আত্মা হলো প্রথমে, পরে হলো শরীর। তোমরা আবার নিজেকে আত্মা ভাবার পরিবর্তে শরীর নিশ্চয় করে উল্টো হয়ে পড়েছ। এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে অন্ত কালের মতানুযায়ী গতি হয়ে যাবে। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই অনাদি অবিনাশী পূর্ব রচিত ড্রামায় প্রত্যেকের পার্ট দেহী - অভিমাত্রী হয়ে, সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। নিজের সুইট হোম এবং সুইট রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে, এই পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলে যেতে হবে।

২) মায়ার কাছে পরাজিত হবে না। স্মরণের অগ্নির দ্বারা পাপের নাশ করে আত্মাকে পবিত্র করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- দীপমালাকে যথার্থ বিধির দ্বারা নিজের দৈবী পদের আহ্বানকারী পুণ্য আত্মা ভব
দীপমালাতে পূর্বে মানুষ বিধিপূর্বক দীপ প্রজ্জ্বলিত করতো, প্রদীপ যাতে নিভে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতো, ঘী ঢালতো, বিধিপূর্বক আহ্বান করবার অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিল তারা। এখন তো প্রদীপের পরিবর্তে বাস্তব জ্বালায়। দীপমালা উদযাপন নয় বরং মনোরঞ্জন হয়ে গেছে। আহ্বানের বিধি বা সাধনা বাদ চলে গেছে। স্নেহ সমাপ্ত হয়ে কেবল স্বার্থ রয়ে গেছে, সেইজন্য যথার্থ দাতা রূপধারী লক্ষ্মী কারো কাছে আসে না। কিন্তু তোমরা সকল যথার্থ বিধির দ্বারা নিজের দৈবী পদ এর আহ্বান করে থাকো। সেইজন্য স্বয়ং পূজ্য দেবী-দেবতা হয়ে যাও।

স্লোগানঃ:- সর্বদা অসীম জাগতিক বৃত্তি, দৃষ্টি আর স্থিতি হলে পরে তবেই বিশ্ব কল্যাণের কার্য সম্পন্ন হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অর্ডার করো, হে ভূতেরা তোমরা আমাদের কাছে আসতে পারো না। তোমরা তাদের ভয় দেখাও তাহলে তারা পালিয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - ঈশ্বরীয় নেশায় থাকা বাচ্চাদের জীবনের শোভা কি?

*উত্তরঃ - সার্ভিস-ই হলো তাদের জীবনের শোভা। যখন এই নেশা থাকে যে, আমরা ঈশ্বরীয় লটারি পেয়েছি, তখন সার্ভিস করার শখও থাকা উচিত। কিন্তু তীর তখনই লাগবে যখন ভিতরে কোনও ভূত থাকবে না অর্থাৎ বিকার থাকবে না।

*প্রশ্নঃ - শিববাবার সন্তান হওয়ার অধিকার কাদের রয়েছে?

*উত্তরঃ - যাদের নিশ্চয় রয়েছে যে, ভগবান হলেন আমাদের পিতা, আমরা এমন উঁচুর থেকেও উঁচু পিতার সন্তান, এমন নেশায় যারা থাকে, সেইসব উপযুক্ত বাচ্চাদেরই শিববাবার সন্তান বলার অধিকার রয়েছে। ক্যারেক্টার যদি ঠিক নয়, চলনে রয়্যালটি নেই তাহলে শিববাবার সন্তান বলা যাবে না।

ওম্ শান্তি। শিববাবা স্মরণে আছেন? স্বর্গের বাদশাহী স্মরণে আছে? এখানে যখন বসে থাকো, তখন বুদ্ধিতে আসা উচিত - আমরা হলাম অসীম জগতের পিতার সন্তান এবং আমরা নিত্য বাবাকে স্মরণ করি। স্মরণ না করলে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবো না। কিসের উত্তরাধিকার? পবিত্রতার। অতএব এর জন্য পুরুষার্থ তো করা উচিত। কখনও কোনো বিকারের কথা আমাদের সামনে আসতে পারবে না, শুধু বিকারের কথা নয়। একটি ভূত নয় কোনও ভূতই আসতে পারবে না। এমন বিশুদ্ধ অহংকার থাকা উচিত। অতীব উচ্চ পিতার সন্তান আমরাও উচ্চ তাই না। কথাবার্তা, চালচলন খুব রয়্যাল হওয়া উচিত। বাবা চলন দ্বারা বুঝতে পারেন এই আত্মা তো ওয়ার্থ নট এ পেনী (কোনো কাজের নয়)। আমার সন্তান রূপে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নয়। লৌকিক পিতারও অযোগ্য সন্তানকে দেখে এমনটাই অনুভব হয়। ইনিও হলেন পিতা। বাচ্চারা জানে বাবা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন কিন্তু কেউ কেউ এমন আছে যারা একটুও বোঝে না। অসীম জগতের পিতা আমাদের বোঝাচ্ছেন সেই নিশ্চয়টুকু নেই, নেশা নেই। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধি কতখানি উচ্চ মানের হওয়া উচিত। আমরা কত সর্বোচ্চ পিতার সন্তান। বাবা কত বোঝান। মনে মনে চিন্তন করো আমরা সর্বোচ্চ পিতার সন্তান, আমাদের চরিত্র কত উচ্চ মানের হওয়া উচিত। এই দেবী দেবতাদের যেরূপ মহিমা, সেইরূপ আমাদের হওয়া উচিত। প্রজাদের কি আর মহিমা হয়। এক লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখানো হয়েছে। অতএব বাচ্চাদের কত ভালো রীতি সার্ভিস করা উচিত। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ দুইজনেই এইরূপ সার্ভিস করেছেন তাইনা। কতখানি উচ্চ বুদ্ধি হওয়া উচিত। অনেক বাচ্চাদের তো কোনও পরিবর্তন-ই হয়না। মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে আরও বেশি পতিত হয়ে যায়। নাহলে অন্তরে কত নেশা থাকা উচিত। আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান। বাবা বলেন সবাইকে আমার পরিচয় দিতে থাকো। সার্ভিস করলেই শোভনীয় হবে, তবেই বাবার হৃদয়ে স্থান পাবে। সন্তান সে যে পিতার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত করে। সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ থাকে অসীম। বাচ্চাদের মাথায় করে রাখেন। এতই মোহ থাকে কিন্তু সে তো হল জাগতিক মায়াবী মোহ। এই টি তো হল অসীমের। এমন কোনও পিতা আছে যে সন্তানকে দেখে খুশী হয় না। মা - বাবার তো অসীম খুশী হয়। এখানে যখন বসো তখন বোঝা উচিত বাবা আমাদের পড়ান। বাবা হলেন আমাদের বিশ্বস্ত শিক্ষক। অসীমের পিতা নিশ্চয়ই কোনও সার্ভিস করেছেন তবেই তো গায়ন হয় তাইনা। কতখানি ওয়াল্ডারফুল এই কথা। তাঁর কত মহিমা বর্ণনা করা হয়। এখানে বসে আছে তো বুদ্ধিতে নেশা থাকা উচিত। সল্ল্যাসীরা তো হলেন নিবৃত্তি মার্গের। তাদের ধর্মই আলাদা। এই কথাও এখন বাবা-ই বোঝান। তোমরা কি আর জানতে সল্ল্যাস মার্গের কথা। তোমরা তো গৃহস্থ আশ্রমে থেকে ভক্তি করেছিলে, তারপরে তোমরাই জ্ঞান প্রাপ্ত করো, তাদের তো এই জ্ঞান প্রাপ্তির কথা নেই। তোমরা কত উঁচু মানের পড়াশোনা কর আর বসে থাকো খুবই সাধারণ ভাবে, নীচে। দিলওয়াড়া মন্দিরেও তোমরা নীচে তপস্যায় বসো, উপরে থাকে বৈকুণ্ঠ। উপরে বৈকুণ্ঠ দেখে মানুষ ভাবে স্বর্গ তো উপরেই হয়।

তো বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা থাকা উচিত যে এ হলো স্কুল। আমরা পড়াশোনা করছি। কোথাও ভ্রমণে গিয়েও বুদ্ধিতে এই চিন্তন চললে খুব আনন্দ হবে। অসীম জগতের পিতাকে তো দুনিয়ায় কেউ জানে না। বাবার সন্তান হয়ে বাবার বায়োগ্রাফি জানেনা, এমন বোকা (ভুট্টু) কখনও দেখেছো। না জানার দরুন বলে দেয় সর্বব্যাপী। ভগবানকেই বলে দেয় নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী। বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে খুব খুশী হওয়া উচিত - আমরা কতখানি উচ্চ পূজ্য

ছিল। পরবর্তীকালে আমরাই পূজারীতে পরিণত হই। যে শিববাবা তোমাদের এতখানি উচ্চ স্বরূপ প্রদান করেন সেই ড্রামা অনুসারে তোমরাই তাঁর পূজা আরম্ভ করে দাও। এইসব কথা দুনিয়া কি জানে যে ভক্তি কবে আরম্ভ হয়। বাবা তোমাদের প্রতিদিন বোঝান, এখানে বসে আছো তো মনে খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত তাই না। আমাদের কে পড়াচ্ছেন ! ভগবান এসে পড়াচ্ছেন - এই কথা তো কখনও শোনোনি। তারা তো ভাবে গীতার ভগবান হলেন কৃষ্ণ, সুতরাং কৃষ্ণই পড়াচ্ছেন হয়তো। আচ্ছা, কৃষ্ণই যদি হয়, তাহলেও তো কতখানি উচ্চ অবস্থা থাকা উচিত। একটি বই-ও আছে মনুষ্য মত এবং ঈশ্বরীয় মতের। দেবতাদের তো মতামত নেওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষ চায় ঈশ্বরীয় মত। দেবতারা তো পূর্ব জন্মে মত প্রাপ্ত করেন যার ফলে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। এখন বাচ্চারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হওয়ার শ্রীমং প্রাপ্ত করছ। ঈশ্বরীয় মত এবং মনুষ্য মতে কত তফাৎ রয়েছে। মনুষ্য মত কি বলে, ঈশ্বরীয় মত কি বলে। তাই অবশ্যই ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী চলা উচিত। কারো সঙ্গে দেখা করতে গেলে কিছু উপহার তো নিয়ে যাওয়া হয় না। স্মরণেই থাকে না কাকে কি উপহার দেওয়া উচিত। এই মনুষ্য মত এবং ঈশ্বরীয় মতের কন্ট্রাস্ট খুবই জরুরি। তোমরা মানুষ ছিলে তখন অসুরী মত ছিল এবং এখন ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত কর। তাতে কতখানি তফাৎ আছে। এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব মানুষের দ্বারা নির্মিত। বাবা কি কোনও শাস্ত্র পাঠ করে আসেন? বাবা বলেন আমি কি কোনও পিতার সন্তান? আমি কোনও গুরু শিষ্য নাকি, যার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছি? অতএব এইসব কথাও বোঝানো উচিত। যদিও জানে যে এদের বানর বুদ্ধি কিন্তু মন্দির যোগ্য হবেও তো তাইনা। এমন অনেকে মনুষ্য মতানুসারে চলে তারপরে তোমরা শোনাও যে আমরা ঈশ্বরীয় মতানুসারে কি রূপে পরিণত হই, তিনি আমাদের পড়ান। ভগবানুবাচ - আমরা তাঁর কাছে পড়তে যাই। আমরা রোজ এক ঘন্টা, পৌনে ঘন্টা পড়তে যাই। ক্লাসে বেশি টাইমও নেওয়া উচিত নয়। স্মরণের যাত্রা তো চলতে ফিরতে হতেই পারে। জ্ঞান ও যোগ দুইই খুব সহজ। অল্ফ - এই একটিই শব্দ। ভক্তি মার্গে তো অসংখ্য শাস্ত্র আছে, একত্র করলে পুরো বাড়ি শাস্ত্রে ভরে যাবে। কত টাকা খরচ হয়েছে এইসবে। এখন বাবা তো খুব সহজ কথা বলেন, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। সুতরাং বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার হল স্বর্গের রাজত্ব। তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে তাইনা। ভারত স্বর্গ ছিল তাইনা। তোমরা সে কথা কি ভুলে গেছো? এও ড্রামার ভবিষ্যৎ। এখন বাবা এসেছেন। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসেন পড়াতে। অসীম জগতের পিতার অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই নতুন দুনিয়া হবে তাইনা। এই কথা তো খুব সিম্পল। লক্ষ বছর বলে দেওয়াতে বুদ্ধিতে যেন তালা লেগে গেছে। তালা খোলেই না। এমন তালা লেগেছে যে এত সহজ কথাও বুঝতে পারে না। বাবা বোঝান একটি মাত্র কথা আছে। বেশি কিছু পড়ানো উচিত নয়। এখানে তোমরা এক সেকেন্ডে যাকে চাও স্বর্গবাসী করতে পারো। কিন্তু এইটি হল স্কুল, তাই তোমাদের পড়াশোনা চলতেই থাকে। জ্ঞান সাগর বাবা তোমাদের এত জ্ঞান প্রদান করেন যে সাগর দিয়ে কালি বানাও, সম্পূর্ণ জঙ্গল দিয়ে কলম বানালেও শেষ হবে না। জ্ঞান ধারণ করে কত সময় হয়েছে। ভক্তির তো অর্ধকল্প হয়েছে। জ্ঞান তো তোমরা একটি জন্মেই প্রাপ্ত কর। বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন নতুন দুনিয়ার জন্য। ওই দৈহিক স্কুলে তো তোমরা কত সময় পড়া করো। ৫ বছর বয়স থেকে ২০-২২ বছর পর্যন্ত পড়াশোনা করো। উপার্জন কম এবং খরচ বেশি হলে তো ক্ষতি হয়ে যাবে তাইনা।

বাবা কতখানি সলভেন্ট করেন, তারপরে ইনসলভেন্ট হয়ে যাও। এখন ভারতের অবস্থা দেখো কি হয়েছে। নেশার সাথে বোঝানো উচিত। মাতাদের উঠে দাঁড়ানো উচিত। তোমাদেরই গায়ন রয়েছে - বন্দে মাতরম্। পৃথিবীকে বন্দে মাতরম্ বলা হয় না। বন্দে মাতরম্ মানুষকে করা হয়। যে বাচ্চারা বন্ধনমুক্ত হয় তারাই সার্ভিস করে। তারাও কল্প পূর্বে যেরূপ বন্ধনমুক্ত হয়েছিল, তেমনই হয়। অবলাদের উপরে কত নির্যাতন হয়। তারা জানে আমরা বাবাকে পেয়েছি, তাই বুঝতে পারে এবার তো বাবার সার্ভিস করতে হবে। বন্ধন আছে, এমন যারা বলে তারা হল দুর্বল (ছাগল সম)। গভর্নমেন্ট কখনোই বলবে না তোমরা ঈশ্বরীয় সেবা কোরোনা। কথা বলার জন্য সাহস থাকা চাই। যার জ্ঞান আছে, তারা তো এতেই সহজ ভাবে বন্ধনমুক্ত হতে পারে। জজকেও বোঝাতে পারো - আমরা আত্মিক সেবা করতে চাই। আত্মিক পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন। খ্রিস্টানরা তবুও বলে, লিবারেট করো, গাইড হও। ভারতবাসীদের তুলনায় তাদের বুদ্ধি খুব ভালো। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে যারা বোধযুক্ত, তাদের সার্ভিস করার শখ থাকে। তারা বোঝে ঈশ্বরীয় সার্ভিস দ্বারা অনেক লটারি প্রাপ্ত হবে। অনেকে তো লটারি ইত্যাদি কিছু বোঝে না। সেখানে গিয়েও দাস-দাসীই হবে। মনে মনে ভাবে, আচ্ছা দাস দাসী হওয়াও ভালো, চন্ডাল হওয়াও ভালো। স্বর্গে তো থাকবো তাইনা ! তাদের চাল চলনও সেই রকমই দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা বুঝেছ যে, অসীম জগতের পিতা আমাদের বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মাবাবাও বোঝান, শিববাবা এনার দ্বারাই বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। কেউ এটুকু কথাও বোঝে না। এখান থেকে বাইরে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। এখানে বসেও কিছুই বুঝতে পারে না। বুদ্ধি বাইরে ঘুরে বেড়ায় ধাক্কা খায়। একটি ভূতও বেরোয় না। পড়াচ্ছেন কে এবং কি পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয় ! ধনীজনের দাস-দাসী হবে তাইনা। এখনও ধনীদের কাছে অনেক চাকর-বাকর থাকে। সার্ভিসের জন্য তো একদম উড়ে যাওয়া উচিত। তোমরা বাচ্চারা শান্তি স্থাপনের কার্যে নিমিত্ত হয়েছে, বিশ্বে সুখ-শান্তি স্থাপন করছ। প্রাক্টিক্যাল

তোমরা জানো আমরা শ্রীমৎ অনুসারে স্থাপন করছি, এতে অশান্তির কোনও কথা হওয়া উচিত নয়। বাবা এখানেও এমন অনেক ভালো ভালো ঘর পরিবার দেখেছেন। একই ঘরে ৬-৭ জন বৌমা-রা একসাথে এমন ভালোবেসে সুন্দর করে থাকে যে শান্তি বজায় থাকে। তারা বলতো - আমাদের কাছে তো স্বর্গ আছেই। কোনও খিটিমিটি নেই। সবাই খুবই আন্তরিকারী, সেই সময় বাবারও সন্তোষী চিন্তাধারা ছিল। দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য ভাব এসেছিল। এখন তো রয়েছে অসীমের বৈরাগ্য ভাব। কিছুই স্মরণে থাকে না। বাবা সবার নামও ভুলে যান। বাচ্চারা বলে বাবা তুমি আমাদের স্মরণ করো? বাবা বলেন আমার সবাইকে ভুলে যেতে হবে। না স্মরণ করো, না স্মরণে থাকো। অসীমের বৈরাগ্য যে। সবাইকে ভুলতে হবে। আমরা কি আর এখানকার বাসিন্দা। বাবা এসেছেন - নিজের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করতে। অসীমের পিতা বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলে তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। এই ব্যাজ টি খুব ভালো বোঝানোর জন্য। কেউ চাইলে বলো জ্ঞান বুঝে নাও। এই ব্যাজের কথা বুঝলে তোমাদের বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্তি হবে। শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার দ্বারা নির্দেশ দেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা এমন স্বরূপ ধারণ করবে। যাদের গীতা জ্ঞান আছে তারা খুব ভালোভাবে বুঝবে। যারা দেবতা ধর্মের হবে। কেউ কেউ প্রশ্ন করে - দেবতাদের পতন কেন হয়? আরে, এই চক্র তো ঘুরতেই থাকে। পুনর্জন্ম নিতে নিতে নীচে তো নামবে তাইনা ! চক্র তো ঘুরবেই। প্রত্যেকের মনে এই প্রশ্ন অবশ্যই থাকে আমরা সার্ভিস কেন করতে পারি না। নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কোনও খামতি আছে। মায়ার ভূতেরা নাক দিয়ে ধরে আছে।

এখন বাচ্চারা, তোমরা বুঝেছো যে আমাদের এখন ঘরে (পরমধাম) ফিরতে হবে, তারপরে নতুন দুনিয়ায় এসে রাজত্ব করব। তোমরা হলে যাত্রী তাইনা। দূর দেশ থেকে এখানে এসে পার্ট প্লে কর। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমাদের অমরলোক যেতে হবে। এই মৃত্যুলোক এবার শেষ হয়ে যাবে। বাবা খুব ভালো ভাবে বোঝান। ভালো রীতি ধারণ করতে হবে। এই জ্ঞানের মনন করতে থাকা উচিত। এই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন কর্ম ভোগের অসুখ বিসুখ জোর দিয়ে আসবে। মায়া অস্থির করবে কিন্তু বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। একটু কিছু হলেই অশান্ত হয়ে যায়। অসুখ করলে মানুষ আরও বেশি করে ভগবানকে স্মরণ করে। বেঙ্গলে যখন কেউ খুব অসুস্থ হয়ে তখন তাকে বলা হয় রাম নাম বলো... রাম বলো...। যখন দেখে এইজন মৃত্যু শয্যায়, তখন গঙ্গা তীরে নিয়ে গিয়ে হরি বোল, হরি বোল করে তারপরে তাকে নিয়ে এসে পোড়ানোর কি দরকার। গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও না। বড় বড় কুমীর-মাছের শিকার হয়ে যাবে। কাজে লেগে যাবে। পার্সিরা দেহ রেখে দেয় তো হাড় ইত্যাদি কাজে লেগে যায়। বাবা বলেন তোমরা অন্য সব কথা ভুলে আমাকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বন্ধনমুক্ত হয়ে ভারতের প্রকৃত সেবা করতে হবে। নেশার সাথে বোঝাতে হবে যে, আমাদের আত্মিক পিতা পড়াচ্ছেন, আমরা আত্মাদের সেবায় নিয়োজিত আছি। ঈশ্বরীয় সেবার জন্য উৎসাহ যেন উচ্ছলে উঠতে থাকে।

২) কর্ম ভোগের অসুখ বা মায়ার ঝড়ে হযরান হয়ো না। বাবা যে জ্ঞান প্রদান করেছেন, সেসব চিন্তন করে বাবার স্মরণে প্রফুল্লিত থাকতে হবে।

বরদানঃ:- নিরাকার আর সাকার উভয় রূপের স্মরণিককে বিধিপূর্বক পালনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব
দীপমালা হলো অবিনাশী অসংখ্য জাগ্রত দীপক এর স্মরণিক। তোমরা ঝলমলে উজ্জ্বল আত্মারা প্রদীপের শিখার মতো দৃশ্যমান হয়ে থাকো। সেইজন্য ঝলমলে উজ্জ্বল আত্মাদের দিব্য জ্যোতির স্মরণিক স্থূল প্রদীপের জ্যোতির মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে। তো একদিকে হলো নিরাকারী আত্মার রূপের স্মরণিক, অন্যদিকে, তোমাদেরই ভবিষ্যৎ সাকার দিব্য স্বরূপ লক্ষ্মীর রূপে স্মরণিক রয়েছে। এই দীপমালা দেব-পদ প্রাপ্ত করায়। তো তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা নিজেদের স্মরণিককে নিজেরাই পালন করছো।

স্লোগানঃ:- নেগেটিভকে পজিটিভে চেঞ্জ করার জন্য নিজের সকল ভাবনাকে শুভ আর অসীমের বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;